ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ বৈশাখ, ১৪১৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়)	৩
সুশীল কুমার চাকী গ্রন্থাগার পরিসেবা - কিছু কথা	৪
শোক সংবাদ	৫, ২৮
সম্পাদকের বক্তব্য	৫
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	৬
ভ্রম সংশোধন	১২
পশ্চিমবঙ্গের স্টেট এইডেড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পে-কমিটির কাছে স্মারকলিপি প্রদান	১৩
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৩
চিঠিপত্র	৩০
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, পঃবঃ সরকারের নিকট ডেপুটেশন (কলেজ লাইব্রেরির দাবি নিয়ে)	৩০
পরিষদ সংবাদ	৩১
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 12)	৩৩

29/5/09
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
C.R. AVENUE 2000

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথাসমৃদ্ধ অন্যতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিসেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সমন্বিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১ সম্পাদক : গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক : জয়দীপ চন্দ বৈশাখ, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ

গ্রন্থাগার পত্রিকা ১৪১৬ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে ৫৯ বছরে পদার্পণ করলো। বিগত ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৮ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পরিষদের মুখপত্র বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একমাত্র পত্রিকা "গ্রন্থাগার" গত ৫৮ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন এবং নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়ে চলেছে। এটা কম গৌরবের কথা নয়। যে হারে প্রকাশনার ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে চলেছে তাতে পত্রিকা মাসিক হিসাবে প্রকাশ করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। পত্রিকা প্রকাশ যাতে প্রতিমাসে করা যায় তার জন্য সদস্যদের কাছে আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছিল এবং তাতে প্রভূত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সংগৃহিত অর্থের সুদ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে একটি সংখ্যারও প্রকাশনার ব্যয় মেটানো যায় না। পুনরায় যদি সদস্য/গ্রাহকগণ আর্থিক সাহায্য ও বিজ্ঞাপনের কথা মাথায় রাখেন তবে গ্রন্থাগার প্রকাশনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। সকলেই জানেন গ্রন্থাগার পত্রিকা পরিষদের জেলা কমিটি, জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগারের সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। প্রতিটি জেলার গ্রন্থাগার এবং পরিষদের জেলা শাখায় নানা অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচির প্রকাশ প্রতিনিয়ত এই পত্রিকার মাধ্যমে হয়ে চলেছে এবং এর হার ক্রমশ বর্ধনশীল। এ ছাড়াও রয়েছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের নানাধরনের মূল্যবান প্রবন্ধ। স্বভাবতই পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রকাশনার ব্যয়বৃদ্ধি হচ্ছে। তবুও জেলা থেকে পাঠানো সংবাদ এবং লেখকদের পাঠানো প্রবন্ধ যথা সম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে বহু প্রবন্ধ সঠিক সময়ে প্রকাশ করা যায় না। এরজন্য আমরা দুঃখিত। চেষ্টা করা হবে যাতে এবছর প্রবন্ধগুলি সঠিক সময়ে প্রকাশ করা যায়।

পরিশেষে পত্রিকার নববর্ষে সকল সদস্য/সদস্যা, গ্রাহক/গ্রাহিকাদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা এবং যে সকল গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গ্রন্থাগার প্রেমী যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের জন্য, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, বেশী বেশী করে তথ্য বহুল সংবাদ প্রকাশ করার জন্য, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতবর্ষের কাছে তুলে ধরার জন্য সকলের সহযোগিতা এবং পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সকল সদস্য/সদস্যা, গ্রাহক/গ্রাহিকাদের কাছে অনুরোধ গ্রন্থাগার পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি করা যায় এবং তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা এবং পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি কি ভাবে করা যায় সে সম্পর্কে একটু চিন্তা ভাবনা করেন।

গ্রন্থাগার পরিসেবা - কিছু কথা

শ্রী সুশীল কুমার চাকী
অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক

গ্রন্থাগার বলতে আমরা বুঝি পুস্তক আর পাঠ্য সামগ্রীর ভান্ডার। যেখানে রয়েছে পরিসেবা নিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী আর জ্ঞান পিপাসু মানুষের সুযোগ আর সুবিধা। ডঃ এস.আর. রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি গ্রন্থাগারে আধুনিক আর বিজ্ঞান সম্মত পরিসেবার ব্যবস্থা - অবশ্যই থাকতে হবে। এমন পরিসেবাকেভিত্তি করে পাঠক, ব্যবহারকারী, পুস্তক - পাঠ্য সামগ্রী আর গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়েই হলো গ্রন্থাগার। এমন পরিসেবার কাজে গ্রন্থাগারিক তার অধীনস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করে নিতে হয়। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব বন্টন করে দেন।

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য ইহার সদস্যগণ কর্তৃক - নির্বাচিত একটি পরিচালনা কমিটি থাকে। কিন্তু এই কমিটির কর্মকর্তা আর সদস্যগণ গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না।

সাধারণ গ্রন্থাগার প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলায় রয়েছে একটি করে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি। এই অথরিটির সম্পাদক হলেন - জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারগুলি সরকারি অনুদান পাচ্ছে একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই এগুলির সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা, সময় মত গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম চালু রয়েছে কিনা, গ্রন্থাগার কর্মীগণ - তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করছেন কিনা, আর সরকারি নির্দেশ ঠিক ভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা - এসবের খোঁজ খবর নিতে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁর এমন কাজ হলো - পরিচালকের মত।

পশ্চিমবঙ্গে এক সময় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এমন ছিল যখন গ্রন্থাগার আইন ছিল না। ছিলনা গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সারভিস রুলস। তখন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছিল সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে। সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যাও কম ছিল। গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার সুবিধার্থে প্রশাসন কর্তৃক তদারকি, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি ছিল খুব ভাল। কারণ তখন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের অধীনে - প্রতিটি ব্লকে একজন করে যে এক্সটেনশান অফিসার অব সোসাল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট থাকতেন। ইনিই প্রতি সপ্তাহে একদিন করে গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করে - সুপার ভিশন, গাইড্যান্স এবং কন্ট্রোলের কাজটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করতেন। তখন সময়মত গ্র্যান্ট ইউটিলাইজেসন সার্টিফিকেট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ মাসিক বিবরণ জমা না পরলে গ্রন্থাগার পরিচালনা কমিটির সম্পাদকের কাছে স্মরণপত্র আসতো। এতে গ্রন্থাগার কর্মীগণ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতেন। গ্রন্থাগারে পাঠক আর ব্যবহারকারীদের স্বার্থেই পরিসেবার কাজে গ্রন্থাগার প্রশাসন কর্তৃক এই ভাবে তদারকি, নির্দেশনা আর নিয়ন্ত্রনের কাজটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হতো।

গ্রন্থাগার - আইন পাশ আর তা কার্যকরী হবার পর গ্রন্থাগার দপ্তর নামে একটি আলাদা দপ্তর স্থাপিত হয় আর এটা সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে আলাদা হয়ে যায়। প্রতিটি জেলায় - একটি করে গ্রন্থাগার দপ্তর স্থাপিত হয়। এই দপ্তরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক এসে কাজ শুরু করে দেন। এমন ব্যবস্থা তো আজ থেকে বহুদিন আগের। এতেও কিন্তু জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মত গ্রন্থাগারগুলির তদারকি, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রনের কাজে একটা ঘাটতিই রয়ে গেছে। কারণ জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মত জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অধীনে প্রতি ব্লকে একজন করে গ্রন্থাগার আধিকারিকের ব্যবস্থা আজও হয়নি। তাই শুধু জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককেই জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার গুলির কথা ভাবতে হচ্ছে। এতেই গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার কাজে উন্নতির কাজটি ঠিক ভাবে হচ্ছে না। কাজ কর্মে অনিয়ম আর অবহেলার জন্য শুধু চিঠি দিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের সতর্ক করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য দরকার নিয়মিত পরিদর্শন। এটা আমাদের সুদীর্ঘ কালের কাজকর্ম থেকেই এক অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা।

গ্রন্থাগার আইন কার্যকর হবার পর বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটাতো সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারগুলিকে জন সাধারণের উদ্দ্যেশে উৎসর্গীকরণের মতই। তাহলে জনশিক্ষায় গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবা ব্যবস্থা ঠিক তেমনি উন্নত হওয়া

দরকার। এই যুগে টেলিভিশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই পাঠকরা গ্রন্থাগারে আসছে না - এমন ধারণা কিন্তু ঠিক না। কারণ যুগের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্ব আগে যেমন ছিল এখনও তা আছে আর ভবিষ্যতেও তা থাকবে। জনশিক্ষা, শিক্ষার আলোকে সমাজকে আনা এসব কাজে জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলিকে কিন্তু প্রত্যেকটি এলাকার হৃৎপিন্ডের মতই ভাবা দরকার। আগের চাইতে এখন গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে সরকারি অনুদান। গ্রন্থাগার কর্মীগণ ও আজ নিজেদের কর্তব্য নিয়ে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছেন।

একে তো গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ঘাটতি তার উপর গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের এনে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাঁধে চাপিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। দুই বা ততোধিক গ্রন্থাগার কর্মী এসব কাজ করলেও - এটা তো গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিপন্থীই। উন্নত ধরনের গ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আজ এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।

সম্পাদকের বক্তব্য

গ্রন্থাগার পত্রিকা ফাল্গুন, ১৪১৫ (বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১১) সংখ্যায় পরিষদ সংবাদ কলমে "পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার শিরোনামে " প্রকাশিত সংবাদটির শেষ স্তবকে সম্পাদনার ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

শোক সংবাদ

গত ৭ই এপ্রিল, ২০০৯ মঙ্গলবার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির প্রাক্তন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষক এবং পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রী তপন সেনগুপ্ত এর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি কিছুদিন যাবৎ হৃদরোগে ভুগছিলেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

Gutenberg's
Specialist in Library equipment

Acquisition Equipment, Journal Register, Binding Register, Issue Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-Slot Card, Accession Card, Book Tabbing Card, Guide Card, Book Pocket Book Card, Pre-Dated Slip, Requisition Slip, Pamphlet Box, Book Cart, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Shelf Book, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Reprographic Bar, Pest Control, News Paper Stand,
5B, College Row, Kolkata-700 009, Ph : (R) 2412 2841, (M) : 9830172871 (O) : 6568 5779

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু অর্থনৈতিক দাবি সমূহ

৭ এপ্রিল ও ২ মে '৬৯ পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের নিকট যে ডেপুটেশন প্রেরণ করা হয় তার ফলাফলের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য —

১। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ইউ জি সি বেতনক্রম সম্পর্কে সরকারি আদেশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিষদের পক্ষ থেকেও সরকারি আদেশের অনুলিপি সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সর্বস্তরের বৃত্তিধারী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ জি সি বেতনক্রমের সুযোগ দেবার দাবি জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের অনুলিপি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির নিকটও প্রেরণ করা হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সরকারি আদেশ প্রেরণে বিলম্বের জন্য ক্ষোভ জানিয়ে, যথোচিত কর্তব্য ত্বরান্বিত করবার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের এ সম্পর্কে জানাবার জন্য পরিষদের দপ্তরে যোগাযোগ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবি সম্পর্কে সরকারের নীতি লিখিতভাবে জানানোর আশ্বাস দেন পঃবঙ্গের শিক্ষাসচিব।

৩। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্পর্কে শিক্ষা সচিবের সঙ্গে ১৪ মে '৬৯ যে আলোচনা হবার কথা ছিল সেটা অপ্রত্যাশিত ভাবে স্থগিত থাকে। সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে জরুরী যোগাযোগ করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হবার সাপেক্ষে, জেলা গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা বিধি পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং সরকারের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

এম. লিব ও বি. লিব. এস. সি সম্পর্কিত বিষয়

ইউ.সি.জি র সভাপতি, কর্মসচিব ও গ্রন্থাগার কমিটির সভাপতির নিকট একপত্রে অবিলম্বে এম লিব এস সি কোর্স কলকাতার যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করবার দাবি জানানো হয়েছে। পত্রোত্তরে যথোচিত চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ইউ জি সি পরিষদকে জানিয়েছেন। বি.লিব.এস.সি কোর্স চালু করার জন্য ধন্যবাদ এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের এর সুযোগ দেবার দাবি জানিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। পরিষদের পক্ষ থেকে ডিগ্রি ব্যবহারের সুযোগ দেবার দাবি জানিয়ে একটি স্বতন্ত্র স্মারকলিপি পেশ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মীর সাসপেনশন সম্পর্কিত বিষয়

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত উৎসাহী কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগার কর্মী জিতেন নন্দীকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড করা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও অবিলম্বে সাসপেনশন আদেশ প্রত্যাহারের দাবি করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিষদের পক্ষ থেকে জিতেন নন্দীকে যৎসামান্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সর্বসাধারণের কাছে জিতেন নন্দীকে উন্মুক্ত হস্তে সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। পরিষদের

কর্মসচিবের নিকট এই সাহায্য প্রেরণ করা চলবে।

বিশ্বভারতীকে গ্রন্থাগারিকের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান

রবীন্দ্র জীবনীকার ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান করার প্রস্তাব বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। প্রস্তাবটি এখন কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, মসজিদ এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ গুলির পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ

রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, মসজিদ এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলির এক পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ তৈরি করবেন বলে স্থির করেছেন। ১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষা আইন অনুসারে এই ক্যাটালগ তৈরি হবে। ক্যাটালগ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

মেদিনীপুরে লোকশিল্প ও গৃহস্থালীর মুক্তাঙ্গন যাদুঘর

মেদিনীপুর শহরে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও গৃহস্থালীর একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তাঙ্গন যাদুঘর স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশের গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে জড়িত নানা শিল্প দ্রব্য এখানে থাকবে। কাঁসাই নদীর অববাহিকায় পিরামিডকৃত অতিকায় দোতলা খড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির বাড়িতে এটি স্থাপন করা হবে। যাদুঘরের নাম হবে বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির পূর্বসাধক দীনেশচন্দ্র সেনের নামানুসারে। শিল্পী ও মিউজিওলজিস্ট সুধাংশু কুমার এই যাদুঘরের পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

কালিদাস দত্তের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের প্রদর্শনী

১৯৬৯ সালের ৫ জুলাই রাজ্যের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালার ২৪ পরগণার জয়নগর মজিলপুরের প্রয়াত পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের সংগ্রহের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দরবন ও তার সংলগ্ন এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে সেখানে ছড়িয়ে থাকা পুরাতত্ত্বের যে সমস্ত নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত মূল্যবান ও সুন্দরবনের ইতিহাসের অন্ধকার দিকগুলি আলোকিত করার উপকরণ হিসাবে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আচার্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনাবসান

১৩ জুলাই ১৯৬৯ ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে জ্ঞানতাপস ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যদিও তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তবু তাঁর মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্যও সংস্কৃতি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র জন্ম ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটে। ১৯১২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাশ করেন। তিনিই এই বিভাগের প্রথম এম.এ.।

দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেও তিনি ছিলেন সারা বাংলার। আজীবন জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। প্রাচীন বাংলার উপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট লাভ করেন। বাংলা ব্যাকরণ (কলিকাতা ১৩৪২), ভাষা ও সাহিত্য (ঢাকা ১৩৩৮), বিদ্যাপতি শতক (কলিকাতা ১৯৫৪) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা ছাড়াও পত্র পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনায় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির সাক্ষর বহন করে। এছাড়া Munda affinities in Bengali ইত্যাদি রচনা তাঁর গবেষক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করছে।

কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী জিতেন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রায় তিন বছর যাবত সাময়িক বরখাস্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশী মামলাও চলছিল। গত ৩ জুলাই রাজ্য সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শ্রী নন্দীর সমর্থনে কর্মীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। তাঁর এই জয় গ্রন্থাগার কর্মীদের

আন্দোলনে এক বিরাট সাফল্য এনে দেয়।

আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা বিরোধী দিবস ১৯৬৯

৮ সেপ্টেম্বর তারিখটি সারা বিশ্বে নিরক্ষরতা বিরোধী দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী পরিষদ সদস্য, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর ঐ দিবস পালনের আহ্বান জানান।

১। স্থানীয় সকল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে আলোচনা বৈঠকের আয়োজন এবং উপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ। একাজে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে আহ্বান জানানো প্রয়োজন এবং উৎসাহী প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমপক্ষে একজন করে নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করার সঙ্কল্প গ্রহণ।

২। জনসভা ও প্রাচীনপত্র প্রদর্শনীর আয়োজন। নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের উপযোগী নাটকাভিনয় ও প্রমোদানুষ্ঠান।

৩। নিরক্ষরতা বিরোধী শিক্ষাকেন্দ্রে সরঞ্জামাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ।

৪। নব্য সাক্ষর ব্যক্তিদের পাঠস্পৃহা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা এবং রাজ্য সরকারের নিকট বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিনা চাঁদায় সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তনের জন্য দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ।

প্রয়াত ভাষা বিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই

সম্প্রতি ভাষা বিজ্ঞানের অন্যতম সাধক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর জীবনাবসান হয়েছে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু দুই বাংলারই অপূরণীয় ক্ষতি। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মুর্শিদাবাদের মরচা গ্রামে তার জন্ম। মৃত্যুর সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। মুর্শিদাবাদের মরচা গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকেই বি.এ ও এম.এ পাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' 'বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান' 'বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন', 'ভাষা ও সাহিত্য', মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শন

৮ জুন ১৯৬৯ আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারিকের আমন্ত্রণে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক দক্ষিণা রঞ্জন বসু, 'জনবাণী'র সম্পাদক সুশীল ঘোষ ও সাংবাদিক অজিত বর্মণ ঐ গ্রন্থাগার পরিদর্শনে আসেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার সংলগ্ন জমিতে কোয়ার্টার নির্মাণের দাবি পেশ করেন। গ্রন্থাগারিক মাননীয় মন্ত্রীকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার আইন' সম্পর্কিত দুটি পুস্তিকা প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠান সদস্য প্রতিনিধিদের সভায় গ্রন্থাগার আইন চালু করার, আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের দাবি ও অন্যান্য সমস্যার আলোচনা

১০ জুন '৬৯ আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের এক প্রতিনিধি সভা হয়। বর্ধমান জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক কামিণীকুমার নাথ সভাপতিত্ব করেন। ত্রিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীর সম্পাদক গ্রন্থাগার আইন চালু করার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন এবং গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধি প্রেরণের দাবি পেশ করা হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। শ্রীনাথ এসব সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

মন্ত্রীর নিকট স্পনসর্ড কর্মী সমিতির পুরুলিয়া শাখার প্রতিনিধিদের স্মারকলিপি

৬ জুলাই '৬৯ মাননীয় আবগারী মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার

পুরুলিয়া শহরে এলে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির পুরুলিয়া শাখার এক প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাঁর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীরা গত মে মাস থেকে বেতন ও ভাতা এবং গত অক্টোবর মাস থেকে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেনা বলে জানা গেছে। বহু পূর্বেই সরকারি আদেশ আসা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে অনুদান দিতে দেরি হচ্ছে।

তুলীন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা বেতন পাননি। গ্রন্থাগারের সম্পাদকের বাড়ি ডাকাতি হওয়ায় গ্রন্থাগারের সব টাকা নাকি খোওয়া গেছে। উক্ত সব কর্মীদের বেতন ও ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মুখ্য পরিদর্শকের নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি

১৯ জুন '৬৯ গতঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বীরভূম জেলা শাখার প্রতিনিধিগণ নিয়মিত বেতন ও অন্যান্য দাবিতে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদের দাবি ১১ জুলাই-এর মধ্যে মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দেন।

পাতুয়া ইউ.বি.হল লাইব্রেরির কর্মীগণ স্থানীয় বিধায়ক সদস্য দেবনারায়ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

২৬ মে '৬৯ মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরিতে পশ্চিমবঙ্গের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রী শম্ভুনাথ ঘোষ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৫ মে '৬৯ বেতন হার ছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যান্য সমস্যা আলোচনার জন্য পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কে ত্রি বসুকে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা-৩৪

৮ জুন, ১৯৬৯ পরিষদের নবনির্মিত ভবনে পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬৮ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন কর্মসচিব সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৬৯ সালের জন্য অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, প্রবীর রায় চৌধুরী কর্মসচিব, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ এবং বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বিধানসভা অভিযান ১৯৬৯

৬ আগষ্ট '৬৯ সহস্রাধিক গ্রন্থাগার কর্মী ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ও পোস্টার সহ নানাবিধ স্লোগান দিতে দিতে পঃ বঃ বিধানসভার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ডাকে এই দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী বেলা আড়াইটার সময় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও তাঁদের কর্মীদের নিয়ে মিছিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী এবং বিধান সভার মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন হাজরা।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে শোভাযাত্রাটি রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে। ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ও পোস্টার শোভিত এই কর্মীদের শোভাযাত্রা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, সরকারি বিভাগীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি নামে জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির কর্মীরা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন

জেলা থেকে এমন কি, সুদূর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলা থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা এসেছিলেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের কলকাতার রাজপথে নামার ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। ১৯৬৭ সালের ১ আগষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীরা এক মৌন মিছিল করে যান মহাকরণে। ঐ বছরেরই ২৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার কলকাতার রাজপথে মিছিল বার করেন তাঁরা। এবারে তাঁরা নিজেদের একক শক্তির ওপর নির্ভর করেই মিছিল বার করেছিলেন। পূর্ববর্তী দুটি মিছিলই ছিল মৌন। এবারে গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব। এইসব দাবি দাওয়া পোস্টার কেস্টুনে লিখে তাঁরা বহন করে নিয়ে তো চলেছিলেনই উপরন্তু মুহুর্মুহু সেগুলি স্লোগানেও ঘোষিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গ্রন্থাগার কর্মীদের এই মিছিলের চরিত্র আগের মিছিলগুলি থেকে পৃথক এবং এর চেহারাটা বেশ সংগ্রামী।

মিছিলটি বিধানসভার গেটে পৌছবার পর বিধানসভার মাননীয় সদস্যগণ মনোরঞ্জন হাজরা, গীতা মুখার্জী, দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, অবিনাশ বোস, বিমল বোস, বিমল দাস, অজিত বিশ্বাস প্রমুখ শোভাযাত্রীদের সম্মুখে এসে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক বক্তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং গ্রন্থাগার আইন পাশ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তাঁরা বলেন, তাঁদের এই দাবি-দাওয়া যাতে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা হয় তার জন্য তারা বিধানসভার ভিতরে ও মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। সরকারিভাবে যদি সম্ভব না হয় তবে বেসরকারি ভাবেও যাতে গ্রন্থাগার আইনটি বিধানসভায় আনা যায় তার জন্য তাঁরা সমবেতভাবে চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি পেশ করেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শোভাযাত্রীদের সম্মুখে এসে বক্তৃতা করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়, মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাণিজ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার ধাড়া।

শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় বলেন, তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের সকল সমস্যাই অবগত আছেন। শিক্ষক সমিতির সঙ্গে গ্রন্থাগার সমিতির যোগাযোগ দীর্ঘকালের। অতঃপর তিনি রাজ্যের বাজেটের শোচনীয় অবস্থা এবং শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করে বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবি-দাওয়া খুবই ন্যায্য কিন্তু তিনি তাঁর সীমিত পরিধির মধ্যে এঁদের জন্য কতটা করতে পারবেন সেটা মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস না পেলে সঠিক বলতে পারছেন না।

মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী সুশীল ধাড়া বলেন গ্রন্থাগার হল জনসংযোগ ও জনশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। একে অবহেলা করা চলে না। গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। সুতরাং তাঁদের কখনোই অসন্তুষ্ট রাখা চলেনা। তিনি মনে করেন তাঁদের দাবি-দাওয়ার সব পূরণ না করতে পারলেও অন্ততঃ কিছু কিছু তাঁদের যে পূরণ করতে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভিতরে পুলিশ মোতায়েন ও ইউনিয়নের পোস্টার অপসারণ সম্পর্কে প্রতিনিধিদল উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রী বসু এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে জানালে শোভাযাত্রীরা ফিরে যান।

উল্লেখযোগ্য যে এই দিনের বিধানসভা অভিযানের মূল দাবিগুলি ছিল : গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, শিক্ষা বাজেটের ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়, স্পনসর্ড প্রথার অবসান। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরূপ মহার্ঘভাতা ইত্যাদি দেওয়া। প্রথম অধিবেশন দ্বিতীয় পর্যায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অমিয় কুমার সেন। তিনি বলেন, (১) কলেজ ও স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমান বেতনক্রম বাঞ্ছনীয়। (২) জেলা গ্রন্থাগারিকদের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের

সমান মর্যাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়। দায়িত্বের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক সমান একথা মেনে নেওয়া দরকার। (৩) ডেপুটেশন ভাতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। (৪) গ্রামীণ কর্মী মহিলাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতীতে Diploma ও Certificate Course এর প্রচলন বাঞ্ছনীয়। (৫) জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের গঠনতন্ত্র প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হবে। (৬) Cadre of Library Inspectors অভিজ্ঞদের নিয়ে সৃষ্টি হতে পারে।

অমিয় কুমার সেনের পূর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, অরুণ গুপ্ত প্রমুখ। প্রশাসনিক গলদ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রশাসনের ত্রুটির কথা বলেন। অরুণ গুপ্ত বিদেশী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন বলেন। অমিয় কুমার সেনের বক্তব্যে এদের বক্তব্যের অনেক স্থলে সমর্থন মিলে। দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন : সময় বৈকাল ৩ ঘটিকা সভাপতিত্ব করেন জানকী নাথ বসু "বাংলা বই : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে" প্রবন্ধটি পেশ করেন জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের সুনীলবিহারী ঘোষ। প্রবন্ধটি পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, বাংলা বইয়ের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তা চলছে। তিনি প্রচুর তথ্য উদ্ধার করে দেখান বাংলাদেশের বাইরে বাঙালীর বই, পত্রপত্রিকা প্রকাশ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সে তুলনায় পঃবঙ্গে বসবাসকারী ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকেদের বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশে লেখক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন ঠিকমত কাজ হচ্ছেনা তা ভাবার কথা। তুলনায় কেরলের Southern Indian Book Trust -এর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয়ে সাহায্য করার মত উপযুক্ত সংস্থা নেই। বৃত্তি ও জীবনের সঙ্গে যোগ নেই এমন বই কি করে বিক্রি হতে পারে তা ভাবা দরকার।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তকের physical দিক নিয়ে বলেন পুস্তক শিল্প দীর্ঘদিনের হলেও প্রকাশনের আদর্শ মান বজায় থাকেনি। নানান ইত্যাদির প্রকাশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশনের technical দিক সম্বন্ধে প্রকাশকদের অবহিত করা প্রয়োজন। Physical aspect এর কিছু norms থাকা প্রয়োজন। প্রচ্ছদ ওপর ওপর জানা হলে চলবেনা। লে-আউট, ভাল কাগজ, ভাঙা টাইপ না দেওয়া প্রভৃতি দেখা উচিত। পাঠ্যাভ্যাস রুচির ক্ষেত্রে আমাদের মান অনুন্নত। রুচির উন্নতি ব্যতীত সিরিয়াস বই প্রকাশিত হবে না। তিনি বলেন, এই দায়িত্ব প্রকাশকদের ও গ্রন্থাগারের। সমস্যা সমাধানের জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। এর জন্য কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক এবং সরকারি সাহায্য প্রয়োজন।

প্রমীলচন্দ্র বসু প্রবন্ধের বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি বলেন, উপহার হিসেবে পুস্তক প্রাপ্তি অপ্রীতির কারণ বোধ হয় দ্বিধ হবার সম্ভাবনা থেকে। এর প্রতিকার প্রকাশকদের gift-certificate বিক্রয় ক্যাটালগ ও অন্যান্য তথ্য প্রশাসক, গ্রন্থাগার পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া পাওয়া অসম্ভব। এজন্য সেমিনার করা প্রয়োজন।

অমিয় কুমার সেন বলেন, middle man হিসেবে পুস্তক বিক্রেতার ভূমিকা সম্পর্কে সমীক্ষা প্রয়োজন। তাহলে সম্ভবত মূল্যবৃদ্ধির কারণ নির্ণীত হতে পারে। বাংলাদেশে লেখক ৭½% কমিশন পান; পুস্তক বিক্রেতা সেখানে ২৫% ও পান। সরকার পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ করেছেন তা না হলে বইয়ের দাম খুব বেশি হয়। দাম যুক্তিযুক্ত হলে জাতীয়করণ সঙ্গত হত না। জাতীয়করণে পাঠ্যাভ্যাস একরকম হওয়ার সম্ভাবনা। একবিষয়ের কতকগুলো বইয়ের মান সারা দেশেই একরকম হবার সম্ভাবনা। এই মান নির্ণয় করে প্রকাশক সংস্থাকে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। ভাল বই ছাপার ব্যাপারে প্রকাশক আগ্রহী হলে সরকার সাহায্য করতে আগ্রহী। রমেশচন্দ্রের 'ঋগ্বেদ' প্রকাশে সাহায্য করা হয়েছে কিন্তু সাহায্য করার মত বই পাওয়া যায় না। এ খাতে বরাদ্দ উদ্বৃত্ত থাকে।

প্রবীর রায় চৌধুরী পুস্তক প্রদর্শনীর কথা বলেন। মহারাষ্ট্রে এ জিনিস হয়েছে। ISI প্রচারিত আখ্যাপত্রর আদর্শ মেনে চললে ক্যাটালগ এর সুবিধা হবে। অন্যান্য বিষয়েরও মান (আদর্শ)

থাকা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পুস্তক প্রকাশনে প্রকাশন সংস্থার ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকাশক প্রচারিত নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা আরও সুষ্ঠু এবং annotated হওয়া উচিত। Bengali Books in Print নানা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাড়াও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় মাসিক Systematic List হিসেবে প্রকাশ করা উচিত।

আমেরিকার catalogue in force এর পরীক্ষা কার্যকরী না হলেও ছাপার স্তরে থাকাকালীন ক্যাটালগ এর যথাযথ একটি প্রতিলিপি বইয়ের পিছনে মুদ্রিত হলে সুবিধে হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশকাল, সুনির্দিষ্ট চিহ্নাদি ছাড়াও উচ্চারণ নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহারে সমাধান নির্দেশ করেন। তিনি বলেন আমাদের পাঠস্পৃহা বরাবরই কম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আমলেও এটা ছিল।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদগুলির মুদ্রন প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

	যা আছে	সংখ্যা	যা হবে
১।	**পরিষদ সংবাদ**		
	পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, উত্তর দিনাজপুর-শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রথম কলামের ১৩ ও ১৪ নং লাইনে "রাজ্যন্তরের প্রতিনিধি দিগেন্দ্র বর্মন।	বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ পৃঃ ২৪৭	রাজ্যন্তরের প্রতিনিধি দিগেন্দ্র নাথ রায়
২।	**গ্রন্থাগার সংবাদ**		
	চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার প্রতিবেদক - রূপনারায়ণ রায়	বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১০ মাঘ, ১৪১৫ পৃঃ ৩০৪	প্রতিবেদক অমিয় কুমার দত্ত

সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম প্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [redacted] পৃষ্ঠি সংখ্যা [redacted] প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রথমপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন দিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রতিষ্ঠান : এন.বি.এ., দে বুক স্টোর, চে'জ, নয়া উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, বোলা, ন্যাশনাল, প্রভা, পাতিরাম।

[redacted]

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি প্রবন্ধী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ালীউল্লাহ, আবু ইসহাক,শাহসুর বাহমান, আল মাহমুদ, আবদুলচৌধুরী ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিচেতনা বাংলাদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

Memorandum Submitted by the Bengal Library Association to the Pay Committee for Non-teaching Employees of the State-aided Universities in West Bengal.

Ref. No. 2964 / 08-09 Date: 24.03.2009

To
The Member Secretary
Pay Committee for Non-teaching Employees of the State-aided Universities
Govt. of West Bengal
EE-7/1, Sector-2, Salt Lake
Kolkata-700 091

Dear Sir,
You are well aware that the modern world has already accepted that a well organized library and information service is an essential necessity for social, economic, educational and cultural development of the community. Modern library is now interpreted as a 'Learning Resource Centre' where various kinds of print, non-print, audio-visual and reprographic materials are procured, processed and scientifically organized for use of various kinds of clientele for various purpose. To keep the flow of knowledge and information uninterrupted for academic community and to help them to carry out research and development work there is no alternative but to look after the library and information services.

The Bengal Library Association was established in 1925, under the presidentship of poet Rabindranath Tagore. Since its inception it is engaged to develop a powerful library movement for creation of an integrated library and information system for the benefit of the people in this state.

Here enclosed with 5 (Five) copies of Memorandum submitted for consideration of the pay scales and other benefits of the library professionals, other than officers of the State-aided Universities of West Bengal.

It will be a matter of great pleasure if you would kindly sanction a date for us so that we may further clarify our stand in this respect.

Thanking you.

Yours faithfully,

Encl: As stated above

Sd/- Nirmalya Roy
Jt. Secretary

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P – 134, C.I.T. Scheme – 52
Kolkata - 700 014

Memorandum submitted by the Bengal Library Association to the Pay Committee for Non-teaching Employees of the State-aided Universities in West Bengal

1. Introduction

The Bengal library Association, since foundation in 1925 under the presidentship of poet Rabindranath Tagore, is engaged to develop a powerful library movement for creation of an integrated library and information system for the benefit of the people of this state. The Association likes to place a memorandum to the Pay Committee on the revision of pay scales of professional staff of state-aided universities and West Bengal Board of Secondary Education.

2 Importance of Library service in Higher Education

It is needless to mention the importance of library an information service in academic institutions. Library is considered as the "heart" of the university. Higher studies and research activities in the universities are essentially dependent upon effective library and information service. In our country its importance had been rightly stressed by commissions and committees, such as, the University Education Commission (Chairman: Dr. S. Radhakrishanan), Education Committee (India) (Chairman: Dr. D. S. Kothari), Higher Education Committee (W.B.) (Chairman: Dr. Bhabatosh Dutta), UGC Library Committee (Chairman: Dr. S.R. Ranganathan), Education Commission (W.B.) (Chairman: Dr. Ashok Mitra).

These commissions and committees have advocated for high standard of library and information service, administered and supervised by qualified library professionals for the education needed by modern society, which will provide competitive advantage over others. For qualitative advanced library and information services, they have also recommended proper pay and status for different levels of professional staff in academic institutions.

During last few decades developments have influenced and to a great extent have changed the dimension of library and information service. These changes, along with other, demand a better deal for library staff. Manifestations of these developments in the field of university libraries are mentioned below:

(a) Huge proliferation and massive production of scientific, technological, social science and humanities literature and consequently huge collection developments in university libraries. University libraries are now enriched with various kinds of documents, such as, manuscripts, periodicals, non-book materials of various kinds, audio-visual materials, electronic books, etc. Acquisition, processing, storing and retrieval of these materials require high level of professional knowledge and efficiency.

(b) University libraries are now also engaged in different kinds of resource sharing activities with other libraries to meet ever increasing demand of researchers, faculty members, students and university

administrators.

(c) Again new types of information systems and networks, at regional, national and international levels, are fast coming up. University libraries have entered in the age of digitization. They are now engaged in developing computerized database and actively participating in developing networks, such as, Internet, UGC-sponsored INFLIBNET etc.

(d) The acquisition and processing programmes and kinds and levels of different services in university libraries have undergone fast and radical changes due to the impact of information and communication technology, reprographic technology, CD-ROM technology, etc.

(e) Emergence of digital library; acquisition, processing and maintenance of non-book materials, procurement of online journals as well as evolving consortia concept brings new challenge to library professionals. To cope with this changing character, library professionals are now continuously require training and retraining.

Due to all these factors faculty members, researchers, university administrators and planners, students need specialized service of high quality, which can be rendered by a group of qualified, experienced and motivated professional personnel having proper pay and status.

3 Scope of the memorandum

With the above mentioned development in the background, the Bengal Library Association has decided to submit a memorandum on following points for consideration of the honorable members of the Pay Committee:

31 Categorization of university library professionals and proposals for scientific designations
32 Minimum recruitment qualifications for base posts of library professionals
33 Principles for constructing pay scales and related issues
34 Proposals for revised pay scales for library professionals
35 Other salary benefits, such as, Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA) and Medical Allowance (MA)
36 Promotional Benefits
37 Career Advancement Scheme (CAS)
38 Retirement Benefits
391 Earned Leave & Uniform Leave Rules
392 Study Leave, Special Leave for Refreshers' courses and workshops in Library and Information Science
393 Leave Travel Concession (LTC)
394 Uniform recruitment and promotional procedures
395 Library Professionals in West Bengal Board of Secondary Education
396 Non-Professional staff of University Libraries

31 Categorization of university library professionals and proposals for scientific designations

Library professionals are those staff who require formal education in library and information

science to perform their duties and to discharge their responsibilities as library staff for effective service and scientific management of library.

There are six levels of library professionals in University libraries. First three levels of library professionals are managerial professionals. They are the university officers. Their recruitment qualifications and pay scales are recommended by the UGC and finally accepted and implemented by the State Govt. Next three levels of library professionals are of operational and supervisory staff. Different designations exist for library professionals in different universities though their recruitment qualifications and pay scales are more or less same. To avoid confusion and to bring uniformity, the Bengal Library Association suggests that uniform structure of scientific designations for library professionals be introduced and urges upon the pay committee to recommend to the State Govt. and to the State-aided university authorities for introduction of uniform structure of designation in all universities.

The existing designations in different state-aided universities are mentioned below:

Levels of Library Professionals	**Existing designations in different State-aided universities**
Level – 1 (University officer)	Librarian in BU, BCKV, CU, NBU, RBU Chief Librarian in JU No level 1 post in KU, VU
Level – 2 (University officer)	Deputy Librarian in BU, BCKV, CU, KU, NBU, VU Librarian in JU No level 2 post in RBU
Level – 3(University officer)	Assistant Librarian in BU, BCKV, CU, KU, NBU, RBU, VU Associate Librarian in JU
Level – 4 (Non–officer-non– teaching)	Supdt. Library Service in BU, CU, KU, NBU, RBU, VU, BCKV Associate Librarian (Jr.) in JU
Level – 5 (Non–officer–non– teaching)	Assistant Librarian Gr.- I in BU, JU, KU, NBU, CU, VU Sr. Library Assistant in BCKV, RBU
Level – 6 (Non–officer–non– teaching)	Assistant Librarian Gr.-II in BU, JU, KU, NBU, CU, VU Jr. Library Assistant in BCKV, RBU

32 Minimum recruitment qualifications for base post of library professionals

For non–officer professional posts in university libraries, Level 6 posts are base posts. Level 5 and Level 4 professional posts are promotional. For recruitment qualifications to the Level 6 professional posts (i.e. base posts) more or less all universities have prescribed graduation plus B. Lib & Inf. Sc. / BLIS from a university. The Bengal Library Association wants to give emphasis only on the professional degree and suggests that the minimum recruitment qualification for the base post would be B. Lib. & Inf. Sc. / BLIS which should be strictly insisted in all the universities.

Our suggestions for recruitment qualifications may be summarized in following way :

Level of Library professional	Proposed qualification
Level 4 posts (Supdt., Library Service / Associate) Librarian (Jr. / Jr. Assistant Librarian)	Promotional from Level 5 (same qualification of Level 6)
Level 5 posts (i.e. Asst. Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)	Promotional from level 6 (same qualification of Level 6)
Level 6 posts (i.e. Asst. Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)	B. Lib. & Inf. Sc. / BLIS

33 Principles for constructing pay scales and related issues

The views of the Bengal Library Association on these issues are placed below for consideration of honourable members of the Pay Committee.

(a) Principles for constructing pay scales

The pay scale of each level of
library professional is constructed by merger of the following components:
i) Basic pay as on 01.01.2006 according to the proposed pay scale
ii) Multiplication by 1.86
iii) Plus Grade pay of corresponding pay scale
iv) Plus annual increment

(b) Span of pay scale

The span of pay scale should be extended to 33 years from existing 26 years to avoid stagnation.

(c) Annual increment

The rate of annual increment in the revised pay scale should be at the same rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

(d) Increment for higher professional degree

An increment should be given for acquiring higher degree in library and information science.

(e) Stagnation Increments

A library professional whose pay has been fixed in any of the revised scales of pay and who reaches the maximum of the scale should continue to draw increments for stagnation beyond the maximum of the scale of pay for a period of consecutive five years at the rate last drawn by him as increment before reaching the maximum.

(f) Fixation Policy and Fixation Benefit

The fixation policy and fixation benefit of staff in the revised pay scales should be same as employees of the State Govt.

34 Proposals for revised pay scales for library professionals

While suggesting revised pay scales for three levels of library professionals (Level 4 to Level 6), the Bengal Library Association likes to draw kind attention of the honourable members of the Pay Committee to the following points:

Recruitment qualifications for base posts of library professionals (Level 6) are two degrees of the universities: an academic degree (BA / B.Sc. / B.Com.), i.e. Graduation in general discipline and a professional degree in Library and information science (B. Lib. & Inf. Sc. / BLIS).

University libraries are, in our country, next to the National Library of India in respect of volume and variety of collection developments, kinds and levels of services, applications of modern technology, resource sharing activities and networking etc. Professional staff in university libraries needs continuously training and retraining and be oriented to perform very important role in promotion of research, higher studies and developmental activities.

Existing pay scales of library professionals in universities are not only improper and devoid of justice in comparison to responsibilities they discharge and duties they perform, but even lower than the pay scales offered to library professionals with similar qualification and responsibilities in different State and Central Govt. departments and organizations, e.g. CSIR, ICAR, ICMR libraries, research institutes etc. This discriminatory treatment causes frustration among library professionals in university libraries.

If the quality of library and information service in university libraries is to be further improved, expanded and modernized, then the library professionals should get a fair deal.

Recruitment qualification of library professionals (Level 6) compare to other categories of non-teaching staff members in the university is the highest, although they have much lower pay scale. So the pay scale of library professionals must be better than all the existing categories of non-teaching-staff members.

Considering all those above mentioned factors in view, the Association likes to suggest following pay scales for last three levels of library professionals (Level 4 to Level 6).

Levels of Library Professionals	Existing Pay Scale	Proposed Pay Scale (Existing Scale to be revised)	Mode of Recruitment
Level 4 (i.e. Supdt., Library Service/Asso. Librarian (Jr.)/Jr. Asst. Librarian)	Rs.5000 - 11325	Rs.6000 – 12000	Promotional from Level 5
Level 5 (i.e. Asst. Librarian Gr.-I / Sr. Library Asst.)	Rs. 4800-10925	Rs. 5500-11325 (to be revised)	Promotional from Level 6
Level 6 (i.e. Asst. Librarian Gr.-II/Jr.Library Asst.)	Rs. 4125-9700	Rs. 5000-11275 (to be reviese)	Direct Recruitment (Base Post)

35 Other salary benefits

(a) Dearness Allowance – Dearness Allowance of employees of universities should be at the same rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

(b) House Rent Allowance – House Rent Allowance of employees of universities should be at the same rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

(c) Medical Allowance – Medical Allowance of employees of universities should be at the same rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

36 Promotional benefits

(a) Existing ratio of promotion should continue. In case of library professionals ratio of promotion should be 6.5 (Level 6) : 6.5 (Level 5) : 2 (Level 4).

(b) An employee is eligible to get two promotions in his service life.

(c) The eligibility year for first promotion shall be 8 years of service and the second promotion after first promotion will also be 8 years or 16 years of total service whichever may be the less.

37 Career Advancement Scheme (CAS)

Library professionals, along with other non-teaching employees, should be allowed to move to next higher scale on completion of every eight years of continuous service, to the maximum of two such benefits in the service career. In case of library professionals career advancement scheme will be applicable in the manner shown below:

Basic Scale	First higher scale after continuous eight years of service in the Basic Scale	Second higher scale after continuous eitht years of service in the first higher scale
Rs.5000-175-5700-200-6500-225-8525-250-11275	Rs. 5500-200-6300-225-8325-250-11325	Rs. 6000-225-7800-250-9800-275-12000

38 Retirement benefit

(a) Eligibility for Retirement Benefit

An employee should be entitled to get retirement benefit on completion of continuous 5 years of service.

(b) Pension

There should be a policy and principle of maintaining parity among the pensioners of the state Government and of the state-aided universities regarding pensionary benefits. The Pay Committee should recommend such measures to ensure that the University pensioners would not be discriminated against while considering improvement of the exiting benefits enjoyed by the State Gov. Pensioners.

The maximum service period for getting full pension should be revised. According to the existing rule an employee who has served for at least 33 years continuously would be eligible for full pension. The Bengal Library Association suggests that it should be reduced to 20 years from existing 33 years to avail full pension (i.e. 50%) benefit.

There should be a special enhancement of quantum of pension of the aged pensioners and family pensioners. Here mention to be made that the 6th Pay Commission of Govt. of India recommended special enhancement of quantum of pension for those pensioners of the Govt. of India who had crossed eighty years (80 years). The Association also suggests to implement this recommendation.

The other features, such as, family pensions, minimum pension, dearness relief, restoration of commuted pension should be at par with those of the pensioners of the State Govt. as per rate and rules.

(c) Gratuity

The rate of gratuity of university employees should be at the same rate of gratuity as prescribed by the State Govt. for its employees in ROPA 2009.

391 Earned Leave & Uniform Leave Rules

The Earned Leave of university employees should be at the same rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

Uniform Leave Rules for all university employees should be introduced.

392 Study Leave, Special Leave for Refreshers' Courses & Workshops in Library & Information Science

Library and information service is a specialized professional service. To improve his professional efficiency and to render better quality of service a library professional has to undergo higher studies, refresher courses, workshops etc. in library and information science as in case of college librarians. Through continuous education programme a professional can update his professional knowledge and exchange experiences with others in the profession. The Pay Committee is, therefore, requested to recommend for provision of study leave for higher studies in library and information science and special leave for attending refreshers' courses, workshops etc. in library and information science.

393 Leave Travel Concession (LTC)

Leave Travel Concession of employees of universities should be the same as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt. Again for the pensioners, this concession should be introduced for those who have to undertake journey out of the state for medical treatment.

394 Uniform recruitment and promotional procedure in different universities

Different universities have different recruitment and promotional procedures for posts having similar recruitment qualifications and pay scales. Divergent practices in different universities create confusion and tension among employees. For same level of posts having similar recruitment qualifications and pay scales uniform recruitment and promotional procedures should be adopted.

395 Library Professional in West Bengal Board of Secondary Education

The Librarian is the only professional who is incharge of the library. His recruitment qualifications are Graduate plus B. Lib. & Inf. Sc. / BLIS. His pay scale should be same as revised pay scale for Level 5 post.

396 Non Professional staff of University Libraries

Besides professional staff, there are different categories of non-professional staff in university libraries, such as, Sorter, Peon, Clerk or Office Assistant, Typist etc. As regards, other non-professional staff members of university libraries, their recruitment qualifications and nature of duties are identical to employees working in similar posts in their sections of universities. The Association, therefore, supports the demands placed by the Joint Council of Action of University Employees Association to the Pay Committee for these categories of employees.

Summary of the Memorandum

In short, the recommendations of the Bengal Library Association have been summarized in the following way :

1: Name of the Post and Recruitment Qualification

Name of the Post	Recruitment Qualification
Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant	B.Lib.& Inf. Sc. / BLIS
Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant	Promotional
Jr. Associate Librarian / Supdt., Library Service	Promotional

2: Name of the Post and Proposed Pay Scale

Name of the Post	Existing Pay Scale	Pay Scale	Proposed Revised Pay Structure according to ROPA 2009		
			Pay Band	Pay Band Scale	Grade Pay
Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Lib. Asst.	Rs.4125-9700	Rs.5000-11275	PB-4	Rs.9000-40500	Rs.4600
Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Lib. Asst.	Rs. 4800-10925	Rs. 5500-11325	PB-4	Rs.9000-40500	Rs.4700
(i.e.Supdt., Library Service/Asso. Librarian (Jr.)/Jr. Asst. Librarian	Rs. 5000-11325	Rs. 6000-12000	PB-4	Rs.9000-40500	Rs.4800

3: Other Benefits, Allowances etc.

The other benefits, allowances, etc. of university employees should be at the same rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

4: Library Professional in West Bengal Board of Secondary Education

The recruitment qualifications of Librarian are Graduate plus B. Lib. & Inf. Sc. / BLIS and the pay scale should be same as revised pay scale for Level 5 post.

গ্রন্থাগার সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৮

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ শনিবার, বিকাল ৩টায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বিধাননগর রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে এক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্ত এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য শ্রী অরবিন্দ কোঙার। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। সভায় বহু গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সভাপতি ও আলোচকরা ছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, ইয়াসলিকের সভাপতি ডঃ যতীন্দ্রনাথ শতপথী ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী।

সভার শুরুতে পরিষদের সম্পাদক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে সপ্তাহকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিসেবা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। তিনি জানান যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের একটি ইতিহাস আছে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ১৯৫১ সালে "গ্রন্থাগার সপ্তাহ" পালন করা আরম্ভ হয়। ১৯৫২ সালের ৩১শে আগষ্ট থেকে এক সপ্তাহ পরিষদের সমর্থনে "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সপ্তাহ" পালন করা হয়। পুনর্গঠিত পরিষদের নিয়মতন্ত্র গৃহীত হবার তারিখ ১৯শে আগষ্টকে পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস রূপে গ্রহণ করে ঐ তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালিত হয় ১৯৫৩-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে ঘোষনা করা হয়। ফলে ১৯৫৬ সাল থেকে প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে।

ডঃ মজুমদার বলেন গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচারপত্র, পোস্টার প্রভৃতি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান করা হয়। তিনি জানান এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিষদের উদ্যোগে এবং পৃথকভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে জনসভা, আলোচনা চক্র, পদযাত্রা, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিসেবার উদ্দেশ্য প্রচার করা হয়। এ বছর কেন্দ্রীয় সভায় পরিষদের উদ্যোগে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনজন বিশিষ্ট আলোচকদের পরিচয় দিয়ে তিনি জানান সম্মানীয় আলোচকরা "আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" এই বিষয়ে আলোচনা করবেন ও তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন।

এরপর "আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা চক্রের প্রথম বক্তা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস বক্তব্য রাখেন। তিনি

বলেন কোন বিষয়ে কথা বক্তব্য থেকে লিখিত বক্তব্যের গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ বক্তা কথা বক্তব্য অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু লিখিত বক্তব্যের বিষয় অস্বীকার করা যায় না। তিনি আরও বলেন যে আমরা জানি যে লেখার মাধ্যম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে ছিল পাথরে খোদাই করে লেখা, তারপর মাটির ট্যাবলেট। এরপরে চামড়া, তেলাম, প্যাপিরাস, পাম গাছের পাতা প্রভৃতি হয়ে সমাজে কাগজ এসেছে। তিনি জানান বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে বহু নথি ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলেন বিভিন্ন ধর্মের মতামত এবং যুক্তি চিন্তার প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট একটাই ধারণা থাকে তবে সেই ধারণার দর্শন সম্পর্কিত চিন্তন বা মননের কোন উন্নয়ন ঘটতে পারে না। তাঁর মতে আমাদের সমাজে জ্ঞান অর্জনের জন্য মুদ্রিত গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। প্রচলিত গ্রন্থাগারে বহু গ্রন্থ থাকে যেগুলি আমরা নির্বাচন করতে পারি এবং সেগুলির মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি। কিন্তু ডিজিটাল সম্পদের মাধ্যমে এটা সহজে সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় কম্প্যুটার বা ল্যাপটপ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যাদের বই কেনার আর্থিক সামর্থ্য নেই তারা সাধারণ গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পেতে পারে। কাজেই সমাজকে উন্নত করতে হলে বই খুবই প্রয়োজনীয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্ত বলেন গ্রন্থাগার-এর সঙ্গে সাক্ষরতা প্রকল্প এবং তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। তিনি জানান সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মুদ্রণ মাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম এই দুই মাধ্যমকেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

আলোচনা চক্রের শেষ বক্তা, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রী অরিন্দম কোঙার জানান যে আধুনিক সমাজে বই-এর মূল্য অপরিসীম।

সভার সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা মুদ্রিত নথি এবং বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্বন্ধে বলেন। তিনি জানান যে আধুনিক বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম এবং তথ্য প্রযুক্তির সুযোগসুবিধাগুলি কাজে লাগাতে হবে যাতে তথ্য সঞ্চিত রাখার স্থান কম করা যায় এবং সহজেই সেইসব সঞ্চিত তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে সরবরাহ করা যায়, পুরোনো নথিপত্র ডিজিটাইজ (digitize) করার সময়ে যাতে সেগুলি নষ্ট না হয়ে যায় সে ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার কথাও তিনি বলেন। তিনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন উন্নত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিসেবা ছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষা কেবলমাত্র পরীক্ষামুখী হবে। এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

এরপর পরিষদের সম্পাদক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

প্রতিবেদক — ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

কোতরং সাধারণ পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন

২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোতরং সাধারণ পাঠাগার ২১শে ডিসেম্বর'০৮ সকাল ৯টায় 'প্রভাতফেরি'র মাধ্যমে উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার অন্তর্গত কয়েকটি ওয়ার্ড পরিক্রমা করা হয়। গ্রন্থাগারের প্রচার, আন্দোলনে এলাকার আপামর জনগণকে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় এই প্রভাতফেরিতে। এই সুসজ্জিত প্রভাতফেরিতে পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সদস্যগণ, সম্পাদক, গ্রন্থাগার কর্মী ও এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক — অশোককুমার মণ্ডল

রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার
মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী

প্রতি বৎসরের ন্যায়, "২০শে ডিসেম্বর" তারিখটিতে রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগারে যথাযথ মর্যাদা সহকারে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের অন্যতম সদস্য তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও সাংসদ শ্রী শান্তশ্রী চ্যাটার্জী মহাশয়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন — বর্তমানে জ্ঞানার্জনের নানা মাধ্যম থাকলেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কমেনি, যদিও বাস্তব জীবনে মানুষের সঙ্গে বই এর গভীর সম্পর্কের কিছুটা ঘাটতি লক্ষ করা গেলেও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলে নির্মিত পাঠাগারের দ্বিতল গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করার পর তিনি ঐ নবনির্মিত কক্ষে বিশেষ বিভাগ খুলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অভিমুখ নারী ও শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট শিক্ষক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলী জেলার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন এবং পঠন-পাঠনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের প্রবীন সদস্য ও ছড়াকার শ্রী প্রদীপ রায় মহাশয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পাঠাগারের সদস্য ও এলাকার শিশুদের সঙ্গীত/আবৃত্তি পরিবেশন উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করে।

প্রতিবেদক — অনিলকুমার ঘোষ

অড়াল গ্রাম প্রগতি পাঠচক্র গ্রামীণ গ্রন্থাগার
গ্রন্থাগার দিবস

অড়ালগ্রাম প্রগতি পাঠচক্র গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গত ২০শে ডিসেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গন থেকে এক পদযাত্রা শুরু হয়ে গ্রাম পরিক্রমা করে। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ। এছাড়া গত ২১শে ডিসেম্বর অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী সভা ও সংগীত, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অড়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি মিনতি হাজরা মহাশয়া। প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে গ্রামের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেন।

প্রতিবেদক — সুস্মিতা বোস

উঃদিঃ করনদীঘি রুরাল লাইব্রেরি
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

উঃদিঃ করনদীঘি রুরাল লাইব্রেরিতে গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৮ শনিবার সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান করনদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সুকান্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান যথাক্রমে আঁকা, আবৃত্তি, নাচ ও গানে প্রচুর শিশু ও সাধারণ সদস্য ও সদস্যার সাথে স্থানীয় প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। মূল উদ্বোধণী অনুষ্ঠান ও "জনশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" বিষয়ক আলোচনা সভা বিকেল চার ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক শ্রী বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন করনদীঘি ব্লকের বি.ডি.ও. মোঃ সামিউল আলম। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন করনদীঘি হাসপাতালের বি.এম.ও.এইচ ডাঃ অনমিত্র বারিক। এই ব্লকের পি.ডি.ও. উত্তম সাহা, স্থানীয় নাট্য ব্যক্তিত্ব অজয় চক্রবর্ত্তী, এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ভাস্কর রায়, অ্যাড-হক সম্পাদক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য, সদস্য অচিন্ত সাহা, পোস্টমাস্টার চন্দন পাল, উদয়চাঁদ ঠাকুর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রথমেই সভাপতির সম্মতিতে গ্রন্থাগারিক ভাস্কর রায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। এরপর "জনশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকার" উপর ভিত্তি করে সভাপতি শ্রী বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর বক্তব্যে-জনশিক্ষার স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে জনগণকে গ্রন্থাগারের মত একটি শিক্ষা মন্দিরকে আরও সুন্দর পরিসেবা ও উন্নত করতে এগিয়ে আসতে বলেন। বি.ডি.ও. মোঃ আলম-কর্মমুখর জীবনের প্রতিটি ধাপকে সঠিক ভাবে গঠন করতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার কথা বলেন। ডাঃ বারিক বলেন — গ্রন্থাগার মানুষকে সুস্থ চেতনা ও তথ্য খোঁজার পথ দেখায়। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সফল করতে মণীন্দ্র নাথ মুর্মু, বিকাশ শাখারি, জিতেন মণ্ডল সার্বিক সহযোগীতা করেন এবং আমন্ত্রিত শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও আধুনিক বাংলা সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর গ্রন্থাগারিক উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক — বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার
গ্রন্থাগার দিবস

প্রতি বৎসরের মত চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার ও চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘের যৌথ প্রয়াসে গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে ২০শে ডিসেম্বর '০৮ গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে যে আলোচনা সভার আয়োজন হয়, সেই সভায় 'প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হুগলী মহসিন কলেজের মাননীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী কল্যন কুমার চৌধুরী। এই আলোচনা সভাটি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে গণেশ নন্দী, সুকুমার নন্দী, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত প্রমুখ সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সকলকে ধন্যবাদ জানান গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অরুন্ধতী সেনগুপ্ত।

প্রতিবেদক — অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার টাউন লাইব্রেরি

গ্রন্থাগার দিবস

গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৮ কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার টাউন লাইব্রেরির উদ্যোগে কে.টি.পি.পি. উপনগরীতে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে সারা রাজ্যে স্মরণ করা হয়। পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্থানীয় সমাজসেবক মাননীয় শ্রী পাঁচুগোপাল দে মহাশয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি তথা কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের সাধারণ ব্যবস্থাপক মাননীয় শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার মহাশয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন কে.টি.পি.পি. উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী প্রদীপ কুমার সিনহা। লেখক শিল্পী সংঘের শ্রী মহাদেব চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। "শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগার অপরিহার্য" ও "সাধারণের গ্রন্থাগার" বিষয়ে আলোচনা সভায় স্থানীয় পাঠকেরা প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গ্রন্থাগার থেকে কিভাবে উপকৃত হন তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা গ্রন্থাগারকে মানসিক বিকাশের ও অনন্ত অনুভূতির স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। গ্রন্থাগারিক শ্বেত কুমার দাস গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আরও বেশী করে সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার আহ্বান জানান। গ্রামবাসী, উপনগরীবাসী, পাঠক, পাঠিকা ও গ্রন্থাগার প্রেমী বহু মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক — অভিজিৎ দত্ত

অভিযান সংঘ গ্রন্থাগার

মহেশমতি, মালদা

গ্রন্থাগার দিবস

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায় অভিযান সংঘ গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'বর্তমান তথ্য সমাজ ও সাধারণ গ্রন্থাগার'। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক সত্য চৌধুরী। গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের পাঠক-পাঠিকারা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে। সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত সাহা সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ও সভার আলোচ্য বিষয়কে আলোকপাত করে তিনি বলেন যে, গ্রন্থাগার কিভাবে পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞান পিপাসার চাহিদা মেটাতে পারে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণ মঠের মাননীয় অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ বয়স্কদের বই পড়ার উপর জোর দেন এবং তথ্য সমাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ অতিথি মাননীয় অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র সহজবোধ্য ভাষায় বই পড়ার মজা এবং শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপর জোর দেন। পরিষদের সম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত এই গ্রন্থাগারের আপ-গ্রেডেশনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন ও গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা সভার শেষে মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক সত্য চৌধুরী এই গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের প্রশংসা করেন এবং শিশু, বয়স্ক সকলেরই তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং এই তথ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র প্রদান করেন। গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে এলাকার ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং শিশু বিভাগের সুজয় ঘোষকে শ্রেষ্ঠ পাঠক হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সুধেন্দু কুমার সিংহী।

প্রতিবেদক — সুরভোষ ঘাঁ

উদয়ন সংঘ টাউন লাইব্রেরি
গ্রন্থাগার দিবস

১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক চ্যাপম্যানের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় অ্যালবার্ট হলে বা বর্তমান কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে। অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় সেই সমাবেশে। সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর পালিত হচ্ছে গ্রন্থাগার দিবস। গ্রন্থাগার দিবসের আলোচনার প্রারম্ভে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন গ্রন্থাগারিক কবিতা কুন্ডু। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর মধ্যে 'সাহিত্য' বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। গ্রামীণ বিকাশে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন গ্রন্থাগার কর্মী নাসিরুদ্দিন মন্ডল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক প্রয়াত প্রবীর রায় চৌধুরীর স্মরণে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক রাম পঙ্কজ গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের কবিতাপাঠ করে শোনান গলসী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র স্বাগত ঘোষ, অভিষেক ঘটক ও অর্নব নন্দী। অনুষ্ঠানে শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র উল্লেখ করে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান সভাপতি শ্রী তপন ভট্টাচার্য্য।

প্রতিবেদক — গ্রন্থাগারের সম্পাদক

তরুণ সমিতি পাঠাগার
পোঃ কাশীয়াডাঙ্গা, নদীয়া

২০শে ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপনার্থে তরুণ সমিতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনা, প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি বিভাগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, এতদ্ অঞ্চলের তিনটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন এবং নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় 'মুখোমুখি' শিরোনামে সমাজ সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গোরাচাঁদ মন্ডল, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক চপল বিশ্বাস, নবদ্বীপ চৈতন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক কর্মী দীপেন দত্ত, গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী অসিতকুমার দত্ত মহাশয়। সুধাকরপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রী প্রদীপ রায় মহাশয় ছিলেন অনুষ্ঠান সভাপতি স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সংগীতানুষ্ঠান ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান প্রশংসার দাবি রাখে।

ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান অঙ্গন আনন্দময় হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — অশোক কুমার দাস

শোক সংবাদ

গত ২০শে মাঘ, ১৪১৫ (ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৯) মঙ্গলবার সকাল ১০টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্র প্রসাদ রায়-এর আকস্মিক জীবনাবসান হয়েছে। তিনি কিছুদিন হৃদরোগ ও হাঁপানীজনিত রোগে ভুগছিলেন। এই পরিষদে তিনি কয়েক বছর শিক্ষকতা করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একপুত্র ও পুত্রবধূ, এক বিবাহিত কন্যা ও জামাতা এবং দুই নাতনিকে রেখে গেছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগার
পোঃ কর্ণসুবর্ণ, জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
গ্রন্থাগার দিবস

গত ২০শে ডিসেম্বর'২০০৮ বহরমপুর থানার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানের নিকট মধুপুর গ্রামে, মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগারে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিশু ও কিশোরদের ও এলাকার সবরকম মানুষদের উৎসাহিত করার জন্য ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আর ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। বহু ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়া ছিল প্রদর্শনীমূলক সংগীত এবং আবৃত্তি। বহু ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রী ভূপেন কুমার দে, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রী সুধীর কুমার নন্দী এবং বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রী রতন কান্ত বিশ্বাস, সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন বিশেষ নাট্যশিল্পী শ্রী অনিল কুমার দাস। বিকেলে প্রতিযোগিতায় সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন রিমি দাস, অমল দাস, শ্রীমতি দাস, চন্দ্রিমা দে, প্রবাসী দাস, সহেলী নন্দী। প্রতিবছর গ্রন্থাগার দিবস ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদক মহাশয় অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রতিবেদক — বাবলু সাহা

মালদা জেলার গ্রন্থাগার
গ্রন্থাগার দিবস

মালদা জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

ওল্ড মালদা বাণী ভবন টাউন লাইব্রেরি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট গুনীজনদের সম্বর্ধনা দিয়ে দুই সংগঠনের নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। অভিযান সংঘ-প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরি মহেশ মাটিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত করার পর ২১শে ডিসেম্বর ২০০৮ স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ, প্রিন্সিপাল বি.এড কলেজ শক্তিপদ পাত্র, অধ্যাপক সত্য চৌধুরী, জেলা সম্পাদক শম্ভু দাশগুপ্ত, প্রণব দাস, কাউন্সিলার অর্জুন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার দিবস পালন করেন। আইহো সৃজনী গ্রন্থাগার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৮শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করে। মধুরাপুর শিল্পী পরিষদ, বাচামারী কবি ভারতী ভবন সাধারণ পাঠাগার, কাশুরন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পালী পল্লী গ্রন্থাগার প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থাগার পঞ্চকাল ব্যাপী গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করেন। এবারে 'জেলা গ্রন্থাগার' গ্রন্থাগার দিবসের কিছুদিন পূর্বেই, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ১৫০তম জন্মবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন করায়, গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়নি। এবারে গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিটি লাইব্রেরিতে পাঠকের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো।

প্রতিবেদক — শম্ভুশেখর দাশগুপ্ত

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

"গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৪১৫ সংখ্যার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় "পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা" শিরোনামে আমার লেখা যে প্রতিবেদনটি মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক শিবানন্দ পাল মহাশয় হবে। উক্ত প্রতিবেদনের শেষ দুটি স্তবকও অসাবধানতা বশতঃ ত্রুটিপূর্ণ। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

এই সংশোধন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ জানাই।

দিনাঙ্ক-২৫/৩/০৯ শ্রী অর্ঘ্য রাশি মাত্রা

মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন

গত ৩১.০৩.০৯ তারিখে পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, পঃবঃ সরকার, কাছে কলেজ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নিয়োগ, লিভ-এনক্যাসমেন্ট, CAS, ভাঙা মাসের ইনক্রিমেন্ট প্রভৃতি দাবিগুলির প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং উক্ত বিষয়গুলি যাতে সমাধান করা যায় তার জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

সমাবর্তন উৎসব

আগামী ২৫শে এপ্রিল, ২০০৯ শনিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে ২০০৮ সালের "সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করবেন এবং দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন মাননীয় অধ্যাপক সুব্রত পাল, উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

পত্রপাঠ

মূল্য: মাত্র ৮ টাকা

☎ 9830052182
9231559717

১০ জে, ফার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বীরভূম জেলা

গ্রন্থাগার দিবস পালন

২০শে ডিসেম্বর '০৮ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগে এবং প.ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলা শাখার সহযোগীতায় বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য বই মিছিল ও পথ সভার আয়োজন করা হয়। রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল মহকুমা গ্রন্থাগারসহ জেলার অন্যান্য গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুগণ অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া রামপুরহাট শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পথ সভায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব তথা পরিষদের জেলা সম্পাদক শ্রী তরুন রায়। এছাড়াও প.ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখা স্বয়ের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে শ্রী সন্তোষ ঘোষ ও শ্রী কাঞ্চন চাটার্জী। শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বই, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বই, মানবিক মূল্যবোধের জন্য বই, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই ইত্যাদি স্লোগানে বই মিছিল রামপুরহাট পুর এলাকা পরিক্রমা করে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরিষদের জেলা সভাপতি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

প্রতিবেদক — কাঞ্চন চ্যাটার্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প.ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পুরুলিয়া

গ্রন্থাগার দিবস পালন

স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (জেলা শাখা), প: ব: সাঃ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (জেলা শাখা) এর উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলায় কেন্দ্রীয়ভাবে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয় পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে। প্রথমে শুরু হয় বই মিছিল। জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গন থেকে বই, ফেস্টুন, ব্যানার সহযোগে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই বই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন গ্রন্থাগার কর্মী, স্কুল গ্রন্থাগারিক, কলেজ গ্রন্থাগারিক সহ গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষজন। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সুশান্ত হাজরা। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন বর্মন মহাশয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব সবিস্তারে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী, পরিষদের জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাত, সমিতির জেলা সম্পাদক সতীশ মাহাত, নিস্তারিনী কলেজের গ্রন্থাগারিক সুনীল মুর্মীব, স্কুল গ্রন্থাগারিক জগদীশ মাহাত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রায় ১৬০ জন গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি উপস্থিত সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাঁকুড়া
গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ মহকুমার বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারে ও খাতড়া মহকুমা তালডাংরা শহর গ্রন্থাগারে সারা রাজ্যের সাথে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। বাঁকুড়াতে সকাল ৯টার সময় "বই এর জন্য হাটুন" মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে পরিষদের জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ, মহকুমা বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষজন সামিল হন ও গ্রন্থাগার দিবস সফল করার আহ্বান জানান। তালডাংরায় বেলা ১০টার সময় প্রথমে মিছিল ও পরে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভায় পরিষদের জেলা সভাপতি শ্রী অশোক রায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ও তালডাংরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বক্তব্য রাখেন। জেলা সভাপতি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ২১শে ডিসেম্বর ২০০৮ বিকুপুর মহকুমায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় কোতুলপুর উচ্চবিদ্যালয়ে। বৈকাল ৩টার সময় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী রামপদ বৈরাগী। অতিথি হিসাবে শ্রী নবকুমার দিগার, সভাপতি, কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতি, শ্রী রাম অশোক মুখার্জী, প্রধান, কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী কৃষ্ণদাস বৈরাগী ও শ্রী গৌরহরি পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যআলোচক ছিলেন সাবড়াকোন প্রাইমারী বেসিক ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী সন্তোষ কুমার কুণ্ডু। আলোচক বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজে গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তারা ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার উল্লেখ করেন এবং এলাকার সমস্ত মানুষকে যাতে গ্রন্থাগারমুখী করা যায় সে ব্যাপারে প্রত্যেককে উদ্যোগী হতে বলেন।

প্রতিবেদক — সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায়
গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় ও গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির উদ্যোগেএবং গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন কমিটির সহযোগিতায় চতুর্দশ বার্ষিক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান আগামী ২০ ও ২১শে ডিসেম্বর শিকারপুর অগ্রসৃত পাঠাগার, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য মহেন্দ্র বর্মনকে সভাপতি, প্রসেনজিত সরকার ও চন্দন সাহাকে যুগ্ম সম্পাদক এবং উৎপল চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয়। ২০শে ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন শ্রী অনন্ত রায়, বনমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়াও বই মিছিল, সারাদিনব্যাপী নানারকম প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যা ৭টায় বেতার ও দূরদর্শনখ্যাত আমন্ত্রিত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। ২১শে ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, সর্বস্বাস্থ্য কর্মসূচীর প্রচারাভিযান এবং যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

GRANTHAGAR
Vol. 58 No.12 Editor : Goutam Goswami Asso Editor : Joydeep Chanda March. 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

National Mission for the development of libraries (Editorial) p.363

Highlights on the news publish in a newspaper regarding a project of Rs.180 crores taken by Central Govt. for the development of libraries in India. Barring Kerala and West Bengal, the overall library situation in different states of India is really poor. In this connection the Editor also mentioned about the "Knowledge Commission" which was launched by the Ministry of Culture, GOI for the same reason.

The sanctioned amount should be utilized properly for the upliftment of library services in India which in turn increases awareness as well as reading habits among the people and will ultimately develop society. The library service model of West Bengal and the role of Bengal Library Association, West Bengal Public Library Employee Association and the State Government also highlighted.

Application of performance appraisal system in library and information centre– by Milan Kumar Sarkar p.364

The importance of performance appraisal system in library and information centre is well proven fact for a better library service. This will help to evaluate the performance of a library staff and ultimately help the management to assess the library personnel. The success of a library service depends upon mutual cooperation among the library personnel, librarian and the administration, and with the help of performance appraisal system it will be enriched.

13 digits International Standard Book Number (ISBN) – by Sonali Dapsi p.370

There has been an increase of digits in the ISBN format from ten to thirteen since 1st January 2009. Raja Rammohan Roy Educational Centre, Delhi provides this unique number for the books published in India. The author described the different components of the ISBN, the number assigning process and also the advantages and disadvantages of this number.

Fakirchandra Roy Memorial Public Library: a report – by Debabrata Roy p.372

Fakirchandra Roy Memorial Public Library was established by the Saheedd Shibsankar Seba Samity of Barddhaman on 6th November 1994. The objectives of this library are to promote public library service, organization of cultural programmes and lectures, textbooks for the needy and hardworking students, encouragement for creative works among the readers and to make people library friendly.

This article also described the different activities of the library with some possible solutions of existing problems and directions

for future development.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyay p. 376

In this part of the serialised article the author gave an account of the proceedings of the XIIth Bengal Library Conference held in Bardwan in the year 1967 between 21-23 April. Some of the resolutions of this Conference were to eradicate illiteracy, textbooks for neoliterates, bringing the library service under one separate directory, establishment of new libraries under municipalities and district headquarters, remuneration according to professional and educational qualifications, etc.

Library news p. 382-384

1. A programme was held in Jalpaiguri District Library on 11 September 2008 to distribute cheques and books to 7 nongovernment and 7 public libraries by the Library Service Directorate. Reported by Asim Kumar Moitra
2. The 62nd Independence day celebration was held at Gosaierhat Jagriti Sangha and Libray in the district Cochbehar with proper honour and sincerity. Reported by Jayanta Saha.
3. A seminar was organised on 12 September 2008 by the Raja Rammohun Roy Library Foundation and local Library Authority to promote library awareness and evaluation in Cochbehar. Reported by Jayanta Saha.
4. "Transformation day" (Rupantar Divas) was celebrated on 4 October 2008 by Chinsura Kishore Pragati Sangha Town Library. Reported by Amiya Kumar Dutta.
5. Foundation stone laying ceremony for the new building of the Jalpaiguri District library was organised on 1 November 2008. Reported by Asim Kumar Moitra.

Association news p. 385-388

1. The 15th Annual General Meeting of the Bengal library Association, Howrah district was held at Bantra Public library on 7 September 2008. Reported by Ashok Kumar Das.
2. The 49th Foundation Day of WBPILEA, Malda District Committee was held on 18 October 2008. Reported by Arun Roy.
3. Organization 32nd Annual General Meeting of the Bengal library Association, Hooghly district was held on 7 September 2008. Reported by Satyaki Chowdhury.
4. The 34th Annual General Meeting of the Bengal Library Association, Purulia district was held on 17 October 2008. Reported by Mrinal Kanti Mondal.
5. Organization of 39th Annual General Meeting of WBPILEA was held on 13 and 14 September 2008 in Jalpaiguri. Reported by Asimkumar Moitra
6. The 44th Foundation day of WBPILEA was held on 18 October 2008 at Howrah Public library. Reported by Ashok Kumar Das

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম** এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে।** সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. **প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।**

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে।** পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। **প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে।** বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দল কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না।** এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. **গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

UBLISHED ON 25TH OF EVERY
NGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

ol. 59 : No. 1 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda April, 2009

CONTENTS

Page

ew Year of Granthagar (*Editorial*) 3

ushil Kumar Chaki
Library Service – Some Comments 4

bituaries 5, 28

litor's Comments 5

rmalendu Mukhopadhyay
Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association 6

rata 12

emorandum submitted by the [illegible]al Library Association 13

the Pay Committee for Non-[illegible]ng Employees of the ate-aided Universities in West Bengal

BRARY NEWS 23

TTER TO EDITOR 30

putation to the Higher Education Minister, W.B. Govt. garding demand of college library employees) 30

SSOCIATION NEWS 31

GLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 12) 33

nted & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. heme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, bsite :http://www.blacal.org. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. one : 9831161961. *Editor*: Goutam Goswami

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
জাতীয় গ্রন্থাগার এবং ভোট (সম্পাদকীয়)	৩৯
ডঃ স্বপ্না রায়, মধুসুদন চৌধুরী ও অভ্র চক্রবর্ত্তী একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও একটি প্রচেষ্টা	৪০
গোপাল চন্দ্র পণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও কিছু প্রস্তাব	৪৪
জগদীশ মাহাত টেক্সট্ বুক ব্যাংক ও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভাবনা	৪৮
অরুনকান্তি দাশগুপ্ত ভারতবর্ষে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং মুদ্রিত গ্রন্থ-কয়েকটি কথা	৫১
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	৫৪
ফর্ম - ৪ (FORM IV)	৬৩
গ্রন্থাগার সংবাদ	৬৪
পরিষদ সংবাদ	৬৬
সরকারি আদেশ নামা (বিভিন্ন জেলায় স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী মৃত্যুর পরিবর্তে অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ)	৬৮
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 1)	৬৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অনাতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ: মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক: **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ **বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ**

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সমন্বিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক: **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

জাতীয় গ্রন্থাগার এবং ভোট

প্রশ্নটা স্বভাবতঃ আসে ভারতবর্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকাটি কি? যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে। ভূমিকার কথা এইজন্য মনে করা হচ্ছে যে ২০০৯ সালের ১৫তম লোকসভা নির্বাচনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারকে ভোটগণনার কেন্দ্র হিসাবে রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তাব দিয়েছেন। যার অর্থ হল আগামী বেশ কিছুদিন জাতীয় গ্রন্থাগার পাঠকদের জন্য বন্ধ থাকবে। দেশের মানুষের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য যেমন গ্রন্থাগারের ভূমিকা থাকে। তেমনি জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। বহু পাঠক আছেন যাঁরা প্রতিনিয়ত জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন গবেষণা মূলক তথ্য, পড়াশুনার জন্য রেফারেন্স বই, দেশী বা বিদেশী তথ্যের জন্য। সুতরাং এটা অবশ্যই অনুমেয় যে জাতীয় গ্রন্থাগার বন্ধ থাকলে পাঠকদের কি ধরনের অসুবিধা হবে। স্বভাবতই ভোট গননা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হলে, গ্রন্থাগারে যে মূল্যবান সম্পদ আছে, সেগুলিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া এবং তার জন্য সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে। নির্বাচন পর্ব শেষ হবার পর সেই সমস্ত সম্পদ পুনরায় সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অর্থাৎ পাঠকরা সমস্যার সম্মুখীন হবেন তথ্য উদ্ধারে। এমনিতেই জাতীয় গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা কম এবং এই নিয়ে দীর্ঘকাল আন্দোলন চলছে। তার উপর এই ধরনের সমস্যা থাকলে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে সত্যই প্রশ্ন জাগে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারকে কোনদিন ভোটগণনা কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিনা? পৃথিবীর কোন দেশ চিন্তাই করতে পারেনা জাতীয় গ্রন্থাগার পক্ষকাল ব্যাপি পাঠকদের কাছে অবরুদ্ধ থাকবে। কিছুদিন আগে দৈনিক পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছিল, যে ভারতবর্ষের কর্ণাটক রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই এবং মানুষ গ্রন্থাগারে আসে না। তদুপরি শিক্ষার হারও ক্রমশঃ অবনতির দিকে ধাবমান। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে কেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে ভোট গননা কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত করা হলো, তা বিচার সাপেক্ষ। মাঝে মাঝে মনে হয় জাতীয় গ্রন্থাগারকে নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে টালবাহনা চলছে। কখনও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কখনো কর্মীসংখ্যা কমানোর চেষ্টা, কখনও ভোট গণনা কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাব দেওয়া, কখনও বা ডাইরেক্টর নিয়োগে গাফিলতি। জাতীয় গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য। সুতরাং একে রক্ষা করা বা একে সুষ্ঠভাবে চালনা করা শুধু পশ্চিমবঙ্গবাসীর নয় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটির নাগরিকের কর্তব্য। সে কথা মনে রেখে ভবিষ্যতে যাতে আর কোনদিন একে ভোট গণনা কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাব দেওয়া না হয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন আশারাখি।

একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও একটি প্রচেষ্টা

ডঃ স্বপ্না রায় (উপ-অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) মধুসূদন চৌধুরী (গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪পরগনা) ও অত্র চক্রবর্তী (মৎস সম্প্রসারণ আধিকারিক, কলাগড় ব্লক)

সার সংক্ষেপ ঃ- মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্য, বই বাঁধাইএর কাজে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ও তৎপরবর্তীতে সেই গোষ্ঠীকে গ্রন্থাগারের বই বাঁধাইএর কাজে যুক্ত করার উদ্যোগের একটি বিবরণ এই নিবন্ধে লেখা হয়েছে। এর ফল হিসাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সাধারণ গ্রন্থাগার যে কাজে লাগতে পারে, সে সম্পর্কে আভাষ এবং পাঠকদের ভাবনার অবকাশও দেওয়া হয়েছে ।

সূচনা ঃ- সভ্যসমাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের স্থান যে অগ্রগণ্য- তাত্ত্বিক ভাবে এ কথা সর্বত্রই প্রায় স্বীকৃত হলেও এ দেশে বলা ভালো এ রাজ্যে বাস্তবে সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে অগ্রগণ্যতার বিচারে সম্ভবত খুব বেশি আস্থা অর্জন করতে পারেনি। গ্রন্থাগারিকতাকে পেশা হিসাবে সম্মানজনক চেহারায় দেখার আকাঙ্খা নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের দুশ্চিন্তার কেন্দ্রে কিছু করতে না পারার এই যন্ত্রণার অনুভব বেশ অনায়াসে জায়গা করে নিয়ে থাকে। অথচ একটা বিশ্বাস তাড়া করে ফেরে যে নিশ্চয়ই কিছু করার জায়গা আছে। বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য করার জায়গাটা নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

এই খোঁজা শুরু হয় যখন আমাদের মধ্যে ডঃ রায় মধুসূদনের কাছে প্রস্তাব করেন যে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবার অঙ্গ হিসাবে কি ধরণের তথ্য জীবন ও জীবিকার জন্য লাগতে পারে এবং তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ, শহর বা জেলা গ্রন্থাগার কি ভূমিকা নিতে পারে এটা বুঝতে কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করা যায় কি না।

আমাদের মধ্যে অত্র'র উদ্যোগে ২০০৩-০৪সালে একটি স্বনির্ভর দল গড়ে উঠেছিল। স্থির হয় আমরা সেই দলের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা তিনজন ১৮ জানুয়ারি ২০০৭ হুগলী জেলার সদর মহকুমার অধীন কলাগড় ব্লকের বাকুলিয়াঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামের '৭৮৬ কিলায়েতপীর মহিলা স্বনির্ভর দল' নামক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথমবার আলোচনায় বসি। ঐদলের সব সদস্য ছাড়াও ইউসুফ দফাদার, কাশেম দফাদার, উত্তম পাল প্রমুখ স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ঐ আলোচনায় অংশ নেন।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীটির গঠনের ইতিহাসটি জানাই - ডেকল বিল নামে ঐ এলাকায় প্রায় ৩৫০ একর জায়গা জুড়ে একটি ঝিল আছে। ঝিলটি হুগলী ও বর্ধমান জেলার সীমানায় অবস্থিত। ঐ ঝিলে মাছ ধরে জীবিকা চালাতেন এইরকম মৎসজীবিদের নিয়ে একটি সমবায় সংস্থা আছে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বছর দেড়েক ঝিলে মাছ ধরার অনুমতি পাচ্ছেন না মৎসজীবিরা। ঐ মৎসজীবি পরিবারের মহিলাদের নিয়ে ২০০৩-০৪ সালে SGSY(Swarnajaynti gram swarojgar yojona) প্রকল্পের অধীনে অত্র এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯ জন, পরে ১৮ জন সদস্য থাকেন। এর মধ্যে ১৪ জন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বি.পি.এল.) হিসাবে নথীভুক্ত।

সারাদিনব্যাপী ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা এটা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, যে অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে ওঁরা বাস করেন সেখানে জীবন ও জীবিকার জন্য লাগতে পারে এ'রকম তথ্য সরবরাহ করা হলেও তা গ্রহণ করার মতো সুস্থিত অবস্থা ওঁদের নেই। ডঃ রায়ের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় হবার পর তাঁর কাছে ওঁদের কাতর অনুরোধ ছিল গ্রামে সবার ঘরে পাকা শৌচালয় করার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে পরিবার পিছু যে ২৫০ টাকা করে দে'বার জন্য পঞ্চায়েত নির্দেশ দিয়েছেন উনি যেন সেটা কিছু কমানোর ব্যবস্থা করেন। সরকারি অফিসারদের আরও একটি রুটিনমাফিক ভিজিটের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের কোনো পার্থক্য ওঁদের কাছে ছিলনা। ওঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল (আমাদের মধ্যে অত্র ছাড়া) আমরা আর দ্বিতীয়বার ইছাপুর গ্রামে যাবনা। এই আলোচনাটির একটি ক্যাসেট-রেকর্ড করা হয়েছিল। সংবেদনশীল যে কোনো মানুষই

তা ওনলে নিশ্চিতভাবেই দ্বিধায় পড়বেন, বিচলিতও হবেন ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার প্রান্তসীমার ওপারে বাস করা এইসব মানুষের জন্য।

এঁদের জীবন ধারণের জন্য সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বা প্রকল্পের খবর গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করাটা নিঃসন্দেহে একটা সময়োপযোগী পরিসেবা, যা এধরনের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মান উন্নত করতে পারে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচ্য নিবন্ধে তা সম্ভবত তা স্বীকৃত হবে।

প্রায় সারাদিন ধরে কথা বলে মনে হ'ল, দীর্ঘদিন ধরে প্রবহেলা আর বঞ্চনাকে জীবনের স্বাভাবিক সঙ্গী হিসাবে ভাবতে থাকা এই মানুষেরা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধিদের সম্পর্কে যেহেতু ভালো ধারণা পোষণ করেন না, সেহেতু কেবলমাত্র জানালেই এই পরিসেবা নিতে তাঁরা আগ্রহী হবেন এবং স্বেচ্ছায় গ্রন্থাগারে যাবেন এমনটা নয়। পাশাপাশি পোষিত গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামোও এমন নেই যে গ্রন্থাগারগুলি এই পরিসেবা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। এই অবস্থায় এধরনের গোষ্ঠীর প্রতি সদস্যের জীবন ও জীবিকার উপযোগী তথ্য-চাহিদা নির্ধারণ ও তথ্য সরবরাহ এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবার মতো পরিস্থিতি দেখা দিল। ইতোমধ্যে স্ব-নিযুক্ত মস্তক থেকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কি ধরণের স্টেশনারি লাগে তা জানতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এই সূত্র ধরে ভাবা হয় এই গোষ্ঠীকে কোনও প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজের উপযুক্ত করে এবং দুটি দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এর কিছুকাল আগে জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিশুবিভাগের ছোটদের হাতে-কলমে বই বাঁধাইএর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে পাওয়া সুফলের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত হয় এই গোষ্ঠীকে প্রথমে বই বাঁধানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং এই কাজে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলে স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির বই বাঁধানোর কাজ যাতে এঁরা পেতে পারেন সেই চেষ্টা করা হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাখরাহাটবাসী গোলাম জমাদার (জেলা গ্রন্থাগারের বই বাঁধাইকারী) কে অনুরোধ জানানো হয় প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য। ৪মে ২০০৭ আমাদের মধ্যে অভ্র'র ব্যবস্থাপনায়, মধুসূদনের উপস্থিতিতে, ও গোলামের নির্দেশে শিয়ালদহের নিকটবর্তী বাজার থেকে বই বাঁধাইএর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে নিয়ে যান ঐ গ্রামের দুই ব্যক্তি। ৫ মে ২০০৭ সারাদিন ধরে গোলামের প্রশিক্ষণে '৭৮৬ বিলায়েতপীর মহিলা স্বনির্ভর দল' এর সদস্যরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বই বাঁধানোর বিভিন্ন ধাপগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। এই দিন স্থানীয় কয়েকটি সরকারপোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক যথাক্রমে শ্রী দিবাকর ঘোষ (বাকুলিয়াধোবাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধীরেন্দ্রনাথ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক), শ্রী দুলাল চন্দ্র চৌধুরী (ওপ্তিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীপুর কল্যান সমিতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক) ও শ্রী গনেশ গুপ্ত (ওপ্তিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিশির বাণী মন্দির গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক) উপস্থিত ছিলেন এবং সর্বতোভাবে এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে আন্তরিক সহযোগিতা করেন। এদিন এই গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের গ্রন্থাগার থেকে অল্প কিছু বাঁধাই যোগ্য বই বাঁধানোর জন্য এঁদের দেন। পরে এঁরা অভ্র'র সঙ্গে বাকুলিয়ার ধীরেন্দ্রনাথ পাঠাগারে বাঁধানোর জন্য বই আনতে যান এবং নবসাক্ষর হিসাবেও ঐ গ্রন্থাগারে নাম নথীভুক্ত করেন।

প্রশিক্ষক গোলাম আমাদের জানান যে বই বাঁধানোর মতো কাজ শেখার ক্ষমতা এঁদের আছে তবে দক্ষতা অর্জন করাতে হলে এঁদের আরো দু'একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা স্থির করি যে প্রথমবার প্রশিক্ষণ পেয়ে এঁরা এই কাজে কতটা উৎসাহ দেখান বা ভালো করে কাজ করতে পারেন তার মূল্যায়ন করে পরের কর্মসূচি ঠিক করা হবে। আমাদের মধ্যে অভ্র দায়িত্ব নেন পরের পর্যায়ে এঁদের কাজের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দেখাশোনা ও সহযোগিতার। তাঁদের কাজে উৎসাহ দেখে পরবর্তী প্রশিক্ষণের কর্মসূচি স্থির করা হয় ১ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ২০০৭ থেকে ৫ (বুধবার) সেপ্টেম্বর ২০০৭।

এই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বলাগড় সমষ্টির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী প্রবীর বিশ্বাস এবং মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী ইলা সমাদ্দারকে অবহিত করা হয় এবং শ্রী চক্রবর্তী স্থির করেন '৭৮৬ বিলায়েতপীর' মহিলা স্বনির্ভর দল ছাড়াও ঐ এলাকার আরো দুটি মহিলা স্বনির্ভর দলের (যথাক্রমে 'আমরা ক'জন' ও 'আমরা খুশী' মহিলা স্বনির্ভর দল) মোট ৪০ জন সদস্যাকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। এজন্য বলাগড় সমষ্টির মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নির্দিষ্ট তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র, উপাদান ও প্রশিক্ষকের পারিশ্রমিকের

জন্য আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদন করবেন বলে আশ্বাস দেন।

১লা সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় আমরা (গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপ-অধিকর্তা ডঃ স্বপ্না রায়, জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪পরগনার গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী, বলাগড় সমষ্টির মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অভ্র চক্রবর্তী), প্রশিক্ষক গোলাম জমাদার এবং হুগলী জেলার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বলাগড় সমষ্টির মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সমগ্র পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনান্তে আমরা ইছাপুর গ্রামে উপস্থিত হই। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অন্য কাজের ব্যস্ততার জন্য যেতে পারেননি। শ্রীপুর কল্যানসমিতির গ্রন্থাগারিক শ্রী দুলাল চন্দ্র চৌধুরীও আসেন। গোলাম জমাদারের প্রশিক্ষণে সকলে ঐ দিন বই বাঁধানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর তিনি '৭৮৬ বিলায়েতপীর মহিলা স্বনির্ভর' দলের সদস্যদের মধ্যে কুড়িজনকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এই সময়ে আমরা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শিশির বাণী মন্দির গ্রন্থাগার পরিদর্শন করি ও সেখানে থেকে চল্লিশটি বই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের দিয়ে বাঁধানোর জন্য প্রথম অর্ডার হিসাবে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। সন্ধ্যা ৬-০০টায় প্রশিক্ষণ শেষ হয়। পরদিন সকাল ১০টা থেকে আমাদের উপস্থিতিতে আবার '৭৮৬ বিলায়েতপীর মহিলা স্বনির্ভর' দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং বিকাল ৪-০০টায় প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়।

পরবর্তী দু'দিন ৩ সেপ্টেম্বর ও ৪ সেপ্টেম্বর আমাদের মধ্যে শ্রী চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষক গোলাম যথাক্রমে 'আমরা ক'জন' ও 'আমরা খুশী' মহিলা স্বনির্ভর দলের মোট কুড়ি জন সদস্যাকে প্রশিক্ষিত করেন। ৫ তারিখে ঐ তিনটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করা হয়।

শিশির বাণী মন্দির গ্রন্থাগার থেকে আনা চল্লিশটি বই এই তিনটি মহিলা স্বনির্ভর দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা বাঁধাই পর প্রশিক্ষক গোলাম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলে তারপর মজুরীর বিল-সহ বইগুলি ঐ গ্রন্থাগারে সরবরাহ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণের পর পরই রমজান মাস শুরু হওয়ার কারণে ঐ তিনটি মহিলা স্বনির্ভর দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা শিশির বাণী মন্দির গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে আসা চল্লিশটি বই বাঁধাতে সময় নেন প্রায় দু'মাস। কাজ শেষ হ'লে প্রশিক্ষক গোলাম ডিসেম্বর মাসে ইছাপুরে গিয়ে বইগুলি পরীক্ষা করে দেখেন যে, দশ/বারোটা বই এর বাঁধাই এর কিছু সংশোধন দরকার। বাকি বইগুলির বাঁধাই-এর মান নিয়ে শিক্ষক গোলাম তাঁর শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে যথেষ্টই গর্ব প্রকাশ করেন। এরপর প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ শেষ করে এঁরা বইগুলি ১৮ জানুয়ারি (২০০৮) উক্ত গ্রন্থাগারে বিলসহ দিয়ে আসেন এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বইপিছু ৭ টাকা করে মজুরী দেন।

সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা পরিমাপ করার সরাসরি কোনো মাপকাঠি আছে বলে আমাদের জানা নেই। রাষ্ট্রের কল্যানকর ভূমিকা সুনিশ্চিত হতে পারে তখনই, যখন সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষ সচেতনভাবে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে অংশ নিতে চান। আমরা জানি সচেতনতার এই নিকটি গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারে যদি দেশের দরিদ্র, জীবন-জীবিকার প্রশ্নে জর্জরিত। প্রাপ্ত নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বৃহত্তর অংশের মানুষদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রন্থাগারে আনা যায়। সমগ্র প্রকল্পটি শুরু থেকে প্রায় এক বছর সময় নিয়ে একটি সন্তোষজনক রূপ পায়। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের পাঠ্য বইতে আবদ্ধ তত্ত্ব হিসাবে থাকা মানুষ-সমাজ-গ্রন্থাগারের চিরন্তন সম্পর্কের নিবিড় সংযোগের কতগুলি ইতিবাচক দিকের প্রকাশ এই প্রকল্পের একটি বড় প্রাপ্তি আমাদের কাছে। সেগুলির প্রতি আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধ লেখার ভাবনা আসে।

এই তিনটি মহিলা স্বনির্ভর দলের অন্যতম দু'জন সদস্য হলেন মীরা বিবি ও সখিনা বিবি। এঁদের মধ্যে মীরাবিবি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। সখিনা বিবির নাম আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ, একজন সামান্য লেখাপড়া জানা মহিলা যে এত উৎসাহ ও আত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে পারেন — তা না দেখলে আমাদের বিশ্বাস হতনা। এই স্বনির্ভর দলগুলিকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের ভূমিকা অসাধারণ। বাকিরা বেশির ভাগই সদ্যসাক্ষর।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে মীরা বিবি ছোটদের বই থেকে গল্প ইত্যাদি পড়ে শোনান বলে কথপোকথনের সময় জানিয়েছিলেন। এঁদের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই এ জন্য যথেষ্ট বই ছিলনা এবং এঁরা জানতেনও না যে কোথা থেকে বই পেতে পারেন।

এঁরা স্থানীয় গ্রন্থাগারে প্রথমবার যান বাঁধানোর জন্য বই নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগারে এত বই থাকতে পারে এবং সেই বই এঁরা ইচ্ছামতো হাতে নিয়ে দেখতে বা পড়তে পারেন, নিছকবচায় গ্রন্থাগারের সদস্য হতে পারেন এটা তাঁদের সুদূর কল্পনাতেও ছিলনা। গ্রন্থাগারের বই বাঁধানোর জন্য আনতে পারায় বই পড়তে পারার সুযোগ উপরি পাওনা হ'ল যা এঁদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ তৈরি করলো। ইতোমধ্যে বীরাবিবি বই বাঁধানোর সুযোগে শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস ও দুটি ছোট গল্প পড়েছেন।

বই বাঁধানোর সময় বই এর আখ্যাপত্র, প্রতি পৃষ্ঠা, ফর্মা, ইত্যাদি যথাযথভাবে বিন্যাস করার পর্যায়টি হ'ল কঠিনতম কাজ। স্বল্প লেখাপড়া জানা মহিলা স্বনির্ভর দলের এই সদস্যরাও সে ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেন। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে, এঁদের সঙ্গে প্রশিক্ষক গোলাম এতটাই একাত্ম হয়েছেন যে তিনি এঁদের কাজের জন্য এক সেট যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি জানিয়েছেন কেবলমাত্র এই বাঁধানোর ওপর নির্ভর করে এঁরা যথেষ্ট রোজগার করতে পারবেন না, তাই যদি এঁদের কয়েকজনকে গোলামের বাড়িতে দু'তিনদিনের জন্য টানা প্রশিক্ষণের মধ্যে রেখে খাতা, বড় রেজিষ্টার, লেজারবই ইত্যাদি তৈরিতে দক্ষ করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের চেষ্টায় এঁরা সরকারি অফিসের কাজ পেতে পারেন। এ ভাবনা আমাদের ছিল, গোলাম আমাদের নিশ্চিন্ত করেছেন। আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয় বাকুলিয়া-ধোবাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধীরেন্দ্রনাথ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী দিবাকর ঘোষ এর কথা। যিনি এখনও নিয়মিতভাবে তাঁর গ্রন্থাগার থেকে এঁদের বই দিয়ে যাচ্ছেন বাঁধানোর জন্য।

এই প্রকল্প থেকে আমাদের উপলব্ধি - এই ধরণের গোষ্ঠীর মানুষ যাঁদের প্রতিদিনের জীবন অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল, আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভারাক্রান্ত, তাঁদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো আগ্রহ জন্মানোর সুযোগ খুব কম। গ্রন্থাগার যখন সরাসরি তাঁদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ করে দেবে তখন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই গ্রন্থাগারমুখী হবেন। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বই এর সংস্পর্শে আসা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে অংশ নেবার সুযোগ তাঁদের মনের প্রসারতা বাড়াতে সাহায্য করবে। সমাজের একটি বৃহত্তর অংশের জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। ক্রমে গ্রন্থাগারিক এঁদের তথা-চাহিদার কথা জানবেন এবং কিভাবে তা মেটানো যায় সে সম্পর্কে সচেষ্ট হবেন।

সম্প্রতি গ্রন্থাগারিক দিবসের অনুষ্ঠানে 'গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনার সময় মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ছয় লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছেন, যার প্রতিটিতে কমপক্ষে ১০-১২ জন সদস্য আছেন। এঁদের গ্রন্থাগার পরিসেবার আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

এই কথা মাথায় রেখে আমাদের মনে হয়েছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কাজের সুযোগ দেওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি করে কাজ দিতে পারলে সরকারপোষিত গ্রন্থাগার ও এই ধরণের গোষ্ঠী উভয়েই উপকৃত হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলির সঙ্গে এই যোগাযোগ ভবিষ্যতে আরো কি ধরণের পরিসেবা দেওয়া যায় সে সম্পর্কে গ্রন্থাগার পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করবে। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থাগারিক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অনুপ্রাণিত করে দু'পক্ষের মধ্যে একটি স্থায়ী যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারা যায় কিনা সে ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করা যেতে পারে।

এই নিদারী প্রকল্পের অভিজ্ঞতা যদি সরকারি আদেশনামার মাধ্যমে সব স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, পাশাপাশি গ্রন্থাগার ও এই ধরণের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুনের প্রয়োজনীয় শিথিলতা অর্থমন্ত্রক থেকে অনুমোদন করানো যায় তবে তা একটি ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করবে বলে মনে হয়। হয়তো কিছু সমস্যা দেখা দেবে কিন্তু সব পক্ষের সদিচ্ছা থাকলে সমাধান হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : কিছু বাস্তব সমস্যা ও কিছু প্রস্তাব

গোপাল চন্দ্র পণ্ডিত

গ্রন্থাগারিক, বাণীনিকেতন - বক্সিরহাট, কোচবিহার

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সেখানে এখন ভাটার টান চলছে। অধিকাংশ গ্রামীণ গ্রন্থাগারই এখন খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে।

এ প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১. ক্রমহ্রাসমান পাঠক সংখ্যা

বর্তমানে অধিকাংশ গ্রামীণ ও প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগারগুলিতেই পাঠকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। একসময় লোকের অবসর সময় কাটানোর জন্য গল্প, উপন্যাসের বই পড়তো এবং এটা মানসিক বিনোদনের একটি উপায় ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন চ্যানেলগুলি সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিভিন্ন গল্প এলাকাতেও এখন টিভির রমরমা ব্যবসা। টিভি আসার পূর্বে যে সমস্ত পাঠক-পাঠিকা নিয়মিত গ্রন্থাগারের গল্প, উপন্যাস পড়তে আসতেন তাদের মধ্যে গৃহবধূর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গাটা দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের চ্যানেলগুলি। এখন গৃহবধূরা গল্প উপন্যাসের পরিবর্তে সুবিধেমতো হাতের কাজ সেরে তাদের পছন্দের টিভি সিরিয়ালগুলি দেখতে বসে যান। বর্তমান যুবসমাজকে দেখা যায় তারা স্কুল, কলেজের পড়াশুনা সমাপ্ত করার পর খুব একটা গ্রন্থাগারে আসেন না। বর্তমানে যারা স্কুল কলেজে পাঠরত তাদের অতি সামান্য অংশই গ্রন্থাগারে আসে। যারা আসে তাদেরও চাহিদা মতো পাঠ্যবই গ্রন্থাগারে না থাকায় তাদের পরিসেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না।

সেজন্য বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলি সচল রাখতে হলে গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইপত্র গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য ঐ বিষয়ের বই কেনার জন্য সরকারি অনুদানও বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই গ্রন্থাগারগুলির পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

২. ইংরাজিমাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার গ্রন্থাগার বন্ধের সমস্যা

প্রতি ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার গ্রন্থাগার বন্ধ থাকার ফলে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেটা হল সাধারণ লোকের পক্ষে সবসময় ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবারের হিসেব রাখা সম্ভব নয়। ফলে সেই শনিবার গ্রন্থাগার বন্ধ সেদিন কোন সদস্য এলে তাদের মনে তাৎক্ষনিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়। সাধারণ চাকুরিজীবিদের ক্ষেত্রে এটা রুটিনমাফিক হয় বলে তাদের পক্ষে এটা সহজ বিষয়। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা মনে রাখা অসুবিধাজনক।

সেজন্য দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি তুলে দিয়ে ছয় দিনের কর্মসপ্তাহ চালু হলে, একদিকে সাধারণ পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন সুবিধে হবে তেমনই চাকুরিরত যে সমস্ত পাঠক চাকুরিজনিত কারণে সঠিকভাবে গ্রন্থাগারের পরিসেবা গ্রহণ করতে পারেন না বলে আক্ষেপ করেন তাদের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার ব্যবহার সুবিধাজনক হবে।

৩. ছুটির সমস্যা

দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবারের ছুটি একটা পুরানো ধ্যান-ধারনা। কিন্তু বাস্তবে এটা বিশেষ কোন কাজে আসেনা। কাজেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবারের ছুটি তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে নৈমিত্তিক ছুটি (casual leave) ১৪ দিনের পরিবর্তে নূন্যতম ২৪ দিন করা হলে দুদিক থেকে সুবিধে হবে। প্রথমত গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মদিবস বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও এটা সুবিধাজনক হবে। স্কুল, কলেজ ও সরকারি কর্মচারীরা সব মিলিয়ে ১৩০ (একশত তিরিশ) দিন সাধারণ ছুটি ভোগ করে থাকেন সেখানে গ্রন্থাগার কর্মীদের সাধারণ ছুটির সংখ্যা ১০৪ (একশত চার) দিন অন্যদের চেয়ে মোট ২৬ (ছাব্বিশ) দিন কম। এক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার কর্মীরা বৈমাত্রী সুলভ আচরণের শিকার হয়েছেন।

৪. গ্রন্থাগারে কাজের সময়সীমা

সাধারণ গ্রন্থাগারের বেশীর ভাগ কর্মী বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকদের বাসস্থান গ্রন্থাগার থেকে বেশ দূরে। অনেককেই আবার প্রত্যন্ত এলাকাতেও চাকুরির তাগিদে যেতে হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। কাজের শেষে কিছুটা রাস্তা হেটে গিয়ে দিনের শেষ বাসটি যদি না ধরা যায় বা কোন কারণে যদি বাসটি না আসে তবে সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী হয়। আর যদি কর্মীটি মহিলা হন তবে তো আরও বেশী অসুবিধে হবে। তাই গ্রন্থাগারে কাজের সময়সীমা ১১টা থেকে ৬টার পরিবর্তে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস ১২টা থেকে ৬টা এবং অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ১১টা থেকে ৫টা। প্রতিদিন ৬ ঘন্টার কর্মদিবস চালু করা হোক। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি তুলে দিয়ে সপ্তাহে ৬ দিনের কর্মদিবস চালু করা হলে কর্মীদের আরও সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারে পরিসেবা দেওয়া সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও অহেতুক বাড়ী ফেরার টেনশন থাকবে না।

৫. শৌচাগার

অনেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই সাধারণ শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা নেই। সেক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থাগারের কর্মী এবং সাধারণ পাঠক পাঠিকা সবাইকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৬. কর্মী সংখ্যা

দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারে নিয়োগের কাজ বন্ধ ছিল। ফলে শূন্যপদের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একজন কর্মীকে একাধিক গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে। ফলে কোন ভাবেই সুষ্ঠ পরিসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কাজেই নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই ঘাটতি পূরণ করা দরকার। বর্তমানে স্কুলগুলির সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের বেতন বৈষম্যের জন্য নূতন কর্মপ্রার্থীরা তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে স্কুলকেই বেছে নিচ্ছে ফলে এক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরী হচ্ছে। কাজেই সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা যে বেতন বৈষম্যের শিকার হয়েছে সে বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

৭. গ্রন্থাগারের সাধারণ নির্বাচন

গ্রন্থাগারের সাধারণ নির্বাচনের জন্য সরকারি কোন অনুদানের ব্যবস্থা নেই অথচ একটা নির্বাচন করতে গেলে বেশ কিছু টাকার দরকার। সেই টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা একটা সমস্যা। তাই গ্রন্থাগারের নির্বাচন তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর অন্তর হলে কিছুটা সুবিধে হবে।

এছাড়া নির্বাচন পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয়। বিশেষ করে নির্বাচনের দিন সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসার নির্বাচন করা বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি জটিল ব্যাপার। এ নিয়ে নির্বাচনের দিন অযথা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য এটির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অন্য রকম চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এছাড়া নির্বাচনের প্রক্কালে ঐ দিনই সাধারণ সভার কাজ না করে নির্বাচনের পূর্বে অন্য কোন দিন সাধারণ সভার কাজ হলে সুবিধাজনক হবে। এ বিষয়েও নূতন করে চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

৮. বৈধ সদস্য ও অবৈধ সদস্য

অনেক সময় দেখা যায় বছরের পর বছর কোন সদস্য মাসিক চাঁদা পরিশোধ করছেন না এবং এ বিষয়ে কার্যকরী কমিটিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। আবার যখন নির্বাচনের হয় তখন কোন কোন সদস্য তাদের সমস্ত বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের মূল উদ্দেশ্য যতটা পঠন পাঠন তার চেয়ে বেশী হল গ্রন্থাগারের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর পেছনে কার্যকরী কমিটির মদত থাকে ফলে বকেয়া চাঁদা সঠিক সময়ে আদায় করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যেটা ভেবে দেখতে হবে।

৯. সঠিক সময়ে গ্রন্থাগারে বই জমা না দেওয়া

অনেক পাঠক আছেন যারা বই নিয়ে যাওয়ার পর সঠিক সময়ে বই জমা না দিয়ে দিনের পর দিন আটকে রাখছেন। অথচ কমিটি এ বিষয়ে কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করছেন না। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বইটি সংগ্রহ করার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

১০. কার্যকরী কমিটির সভা ও সদস্য সংখ্যা

গ্রন্থাগারের কার্যকরী কমিটিতে আসার জন্য যে তৎপরতা সদস্যদের মধ্যে লক্ষ করা যায় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর কার্যকরী কমিটি গঠিত হওয়ার কিছুদিন পরই সেই উৎসাহ উদ্দীপনার ভাটা পরে এবং কার্যকরী কমিটির সভায় কার্যকরী কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অনেক সময় উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য সভায় উপস্থিত না হওয়ার জন্য কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়।

সুতরাং এ বিষয়ে পূর্বে যে প্রথা চালু ছিল অর্থাৎ কার্যকরী কমিটির জন্য সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে চারজনকে নির্বাচিত করা হত সেই প্রথাই পুনরায় অনুসরণ করা হোক এবং গ্রন্থাগারিক এবং মনোনীত প্রতিনিধি সহ মোট সাতজনের কমিটি গঠন করা হোক। ফলে ছোট কমিটি হলে যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সুবিধে হবে এবং সভার কাজের ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধে হবে না।

১১. সম্পাদক, সভাপতি ও কার্যকরী কমিটির সভা

অনেক সময় দেখা যায় গ্রন্থাগারের কোন কাজের জন্য কমিটির সভা ডাকা দরকার। কিন্তু সম্পাদক ও সভাপতির সভা ডাকার ক্ষেত্রে অনিহার জন্য সঠিকভাবে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করা যায় না ফলে গ্রন্থাগারের পরিসেবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেই ক্ষেত্রে যদি গ্রন্থাগারিককে কমিটির সভা ডাকার সুযোগ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যারই সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা সম্ভব হবে।

১২. অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পাদকের উপর নির্ভরশীলতা

সম্পাদকের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ফলে অনেক সময় সম্পাদকের মর্জির উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগার কর্মীদের চলতে হয়। যে গ্রন্থাগারের কর্মীদের সঙ্গে সম্পাদকের সম্পর্ক ভাল নয় সেখানে কর্মীদের বেতন পাওয়া নিয়েও অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়। কাজেই এ বিষয়ে অবিলম্বে কর্মীদের স্বনামে বেতন প্রদান করার ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন যাতে করে কোন গ্রন্থাগারের কর্মীরা অযথা সম্পাদকের খামখেয়ালীপনার শিকার না হন।

গ্রন্থাগারের পরিসেবা

১. সমসাময়িক ব্যাবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে প্রথমেই প্রয়োজন গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার মান উন্নয়ন করা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে যদি পরিসেবাকে উন্নত করা না যায় তবে গ্রন্থাগারের অগ্রগতি সম্ভব নয়। যেমন এক সময় তালপাতার পুথি, তুলোট কাগজের পুথি গ্রন্থাগারে রাখা হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন যাতে প্রতিটি গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহারের প্রচলন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং কর্মীদেরও এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ জগৎ গতিশীল। গতিশীলতাই তার ধর্ম। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে সেখানে স্থবিরত্ব তৈরী হবে এটাই বাস্তব।

২. জেলা সদর, মহকুমা সদর ও ব্লক সদরের বিভিন্ন ডাক্তার বা অফিসের ঠিকানা জানতে সাহায্য করা

অনেকেই গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থাগারিকের কাছে এসব বিষয়ে জানতে চান বিশেষ করে গ্রামের মানুষজন যাদের শহরে খুব একটা যাতায়াত নেই। যেমন কোন ব্যক্তি কোন রুগীকে মহকুমা সদরে বা জেলা সদরে ডাক্তার দেখাতে যাবেন। তিনি হয়তো কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাবেন। সেক্ষেত্রে যদি তাকে সঠিক ভাবে সেই ডাক্তারের নাম ঠিকানা বলে দেওয়া যায় তবে তাদের মনে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। তেমনি সাধারণ গ্রন্থাগারে যদি জেলা সদর, মহকুমা সদর এবং সদরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অফিসের ঠিকানাগুলি রাখা যায় সেক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারের প্রতি সাধারণ লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

এই সব কাজের জন্য বিভিন্ন জেলায় জেলাস্তরে যারা সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন তারা যদি একটু এনিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি গ্রন্থাগারে এই সব বিষয়ের তালিকা তৈরী করে পাঠান তবে গ্রন্থাগারের পরিসেবার ক্ষেত্রে একটি নূতন মাত্রা যোগ হবে।

৩. গ্রন্থাগার গুলিতে দূরপাল্লার বাস ও ট্রেনের সময় সারণী রাখা

একটি সাধারণ গ্রন্থাগারে যদি কোন লোক তার চাহিদামতো নির্দিষ্ট ট্রেন বা বাসটির বিষয়ে জানতে পারে তবে সে কিন্তু প্রথমেই সে তার নিকটবর্তী গ্রন্থাগারটিতে আসবে। সেক্ষেত্রে ট্রেনের একটি টাইম টেবিলের মাধ্যমে সাধারণ লোকদের গ্রন্থাগারমুখী করা সম্ভব হবে।

৪. জনগণনার কাজ এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান মূলক সরকারি কাজের দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলিকে প্রদান

এলাকার জনগণনার কাজ এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানমূলক কাজ গুলির দায়িত্ব যদি গ্রন্থাগারগুলিকে প্রদান করা হয় তবে ঐ এলাকা সম্বন্ধে গ্রন্থাগারে সঠিক তথ্য রাখা সম্ভব হবে এবং পাঠক বা অনুসন্ধানকারীকে ঐ এলাকার যাবতীয় বিষয়ের তথ্য সহজেই প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সব শেষে এটা বলতেই হয় আজ আমরা যদি এই ধরনের বিকল্প পরিসেবার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা না করি তবে আগামী দিনে শুধুমাত্র বই দিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকে বাচিয়ে রাখা যাবে না। কারণ দিনের পর দিন যেভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার

দৌরাত্ম বেড়ে চলেছে তাতে করে গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই বিকল্প পরিসেবা প্রদানের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতেই হবে এছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নেই। কারণ মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে গ্রন্থাগারে আসবে যদি গ্রন্থাগারগুলি সেই প্রয়োজনীয়তার যোগান দিতে না পারে তবে লোক গ্রন্থাগার বিমুখ হয়ে পরবে।

পরিশেষে বলতে হয় চাকুরির ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধে আছে তার জন্য যেমন দাবি আন্দোলন থাকবে। তেমনি আত্মসমালোচনাও থাকবে কারণ আত্মসমালোচনা না থাকলে আত্মসুদ্ধির রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই দাবির পাশাপাশি পরিসেবা বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হবে। কারণ যেসব পরিসেবার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সামান্য একটু উদ্যোগ গ্রহণ করলেই এসব ফলপ্রসূ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- **প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা**
- **বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।**

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের গ্রামপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ এন.বি.এ., বে বুক স্টোর, দে'জ, নবা উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, খোলা, আশা, প্রভা, পাতিরাম।

[illegible]

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি স্মরণীয় উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী ২০টি ছোটগল্প ও তার বিস্তারিত আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আবু ইসহাক, শাহসুর রহমান, আলা মাহমুদ, আবদুলগফফার ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উপন্যাসের আটি-চলন, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিচারণ সংলাপের প্রবল বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

টেক্সট্ বুক ব্যাংক ও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভাবনা

জগদীশ মাহান্ত
গ্রন্থাগারিক, কাঁসাবেড়িয়া শিক্ষাসত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (একাদশ ও দ্বাদশ)

ভূমিকা

"সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি" - শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার সংবিধানের ৯৩ তম সংশোধনীয় মর্যাদা রক্ষায়, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের দেশের প্রতিটি শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম মান পর্যন্ত) রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগ "ডি.পি.ইপি." (১৯৯৪)ও "সর্বশিক্ষা অভিযান" (২০০১) প্রকল্প গৃহীত ও কার্যকরী হয়। শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ৬-১৪ বছরের বালক বালিকাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, ধরে রাখা ও উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত প্রতিটি বিদ্যালয়ে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় পাঠ্যপুস্তক (Free Text Book) প্রদানের জন্য "টেক্সট্ বুক ব্যাংক" গঠন করা হয়।

আবার, বিশেষ অঞ্চলভিত্তিক বালিকাদের চাহিদা সমন্বিত, প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক স্তরে বালিকা শিক্ষা সুনিশ্চিত এবং উন্নতমানের শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৪-০৫ সালে জাতীয় বালিকা শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ৫-১০টি বিদ্যালয় নিয়ে বালিকাদের উপযোগী গুচ্ছ সম্পদ (Cluster Resource School for Girls) বিদ্যালয় গঠন এবং সেখানে বালিকাদের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম, কর্মমুখী প্রশিক্ষণের উপকরণ, পঠন পাঠনের মান উন্নয়নে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। সুতরাং 'বুক ব্যাংক এবং বালিকাদের 'গ্রন্থাগার' (চক্রসম্পদ কেন্দ্র) নিঃসন্দেহে বিদ্যালয়ে সচেতনতা সম্পর্কিত দিক।

টেক্সট্ বুক ব্যাংক এর ধারনা ও গঠন

Oxford Advance Learners Dictionary-তে Bank শব্দের সাথে সংযুক্ত পদগুলি হল- যেমন অর্থসংক্রান্ত Monetary Bank,তথ্য সংক্রান্ত "Data Bank, Blood Bank ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী) আমানত, লেনদেন অর্থাৎ গ্রাহক পরিসেবার সাথে সংযুক্ত ধারণা থেকে Text Book Bank-এর ধারণার আবির্ভাব বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি টেক্সট বুক লাইব্রেরির ছোট রূপ। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জুনিয়ার হাইস্কুল, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও হাইমাদ্রাসায় বিদ্যালয় গুলিতে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর মানের ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য এই বুক ব্যাংকের ব্যবস্থা।

কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থার নির্দেশিকায় (Memo No. 179/ped/PBPSUS dated 26.03.04; এর WBBSE/WBBME নির্দেশনামায় অনুমোদিত), প্রতিটি বিদ্যালয়ের টেক্সট্ বুক ব্যাংক পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকবে। নির্দেশিকা অনুসারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ প্রধান শিক্ষক, Academic council এর সম্পাদক এবং একজন শিক্ষক যিনি ব্যাংকের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। প্রতিটি শ্রেণীতে ৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হবে 'Core কমিটি'। এই কমিটির সদস্য-সদস্যারা টেক্সট বুক ব্যাংকের পাঠ্যপুস্তক কপ নেওয়ার জন্য প্রতিটি আবেদনপত্র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে পেশ করবে। বুক ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক শ্রেণীক্রম চিত্রটি হল নিম্নরূপ।

১৫টি আন্তর্জাতিক সুপারভিশন মিশন
↓
১৭টি জয়েন্ট রিভিউ মিশন (সরকার ও ফান্ডিং এজেন্সী)
↓
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা (রাজ্য প্রকল্প দপ্তর)
↓
জেলা প্রকল্প আধিকারিক (জেলাভিত্তিক প্রকল্প দপ্তর)
↓
গ্রন্থাগার বালিকা চক্রসম্পদ কেন্দ্র (১১টি জেলায়)
↓
টেক্সট্ বুক ব্যাংক (বিদ্যালয় ভিত্তিক)

তহবিল

টেক্সট বুক ব্যাংকে পুস্তক আমানতের জন্য একটি তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বিদ্যালয় পিছু ৬৫০ টাকা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে "সর্বশিক্ষা অভিযান" থেকে কিছু পাঠ্যপুস্তক উপহার দেওয়া হয়েছিল।

২০০৪-০৭ ক্রমানুক্রমিক তিনটি শিক্ষাবর্ষে ডি.পি.ই.পি. এবং সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের দেয় অর্থের পরিমাণ বিদ্যালয় ভিত্তিক ৩০,০০০ টাকা, শিখন প্রদীপন (TLM) সামগ্রীর জন্য অনুদান ছিল প্রতি শিক্ষাবর্ষে ৫,০০০ টাকা। বই, অন্যান্য সামগ্রী মেরামতির জন্য প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে ২,০০০ টাকা।

ডি.পি.ই.পি. এবং সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের বুক ব্যাংক গঠনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরিচালনা কর্তৃপক্ষ (Managing Committee) বিদ্যালয় উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) থেকে কিছু পরিমাণে অর্থ বুক ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ করবেন। এছাড়াও বুকব্যাংকের সদস্য, ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে পুস্তক মেরামতি, বাইন্ডিং ইত্যাদি খরচা বাবদ কিছু পরিমাণ চাঁদার কথা বলা হয়েছে।

পুস্তক ক্রয় ও আমানত গঠন প্রক্রিয়া

বিদ্যালয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা (Book list) অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী পুস্তক ক্রয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট "তালিকা" জমা দেয়।

এক্ষেত্রে— (১) কেবলমাত্র WBBSE এবং WBBME অনুমোদিত Text Book number প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি ক্রয়ের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়।

(২) পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচীর বিশেষ কোন রদবদল না হলে, তিন বছর ঐ পাঠ্যপুস্তকের তালিকার কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

(৩) বাজেটের ১০ থেকে ২০ শতাংশ অর্থ রেফারেন্স পুস্তক ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা যাবে।

গ্রাহক ও গ্রাহক পরিসেবা

বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত, তপসিলী জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু শ্রেণী ও সম্প্রদায় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ করে, ছাত্রীরা এই ব্যাংকের গ্রাহক পরিসেবার ক্ষেত্রে, (১) আবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক ধার হিসাবে দেওয়া হয় এবং শিক্ষাবর্ষের শেষে ফেরত নিতে হয়।

(২) রেফারেন্স পুস্তকগুলি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করেন।

(৩) শিখন প্রদীপন সামগ্রী (TLM)গুলি (যথা- ম্যাপ, চার্ট, ডায়াগ্রাম, গ্লোব, ছবি ইত্যাদি) শিখন সহযোগী (Teaching aids) হিসাবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন।

সীমাবদ্ধতা

প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার এবং শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বুক ব্যাংকের সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে। সেগুলি হল

(১) শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নির্দিষ্ট বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষণের পরে, বাড়তি দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন।

(২) টেক্সট্ বুক ব্যাংকের জন্য কোন কর্মী চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই।

(৩) নির্দিষ্ট কোন কক্ষের ব্যবস্থা নেই, পরিকাঠামোর অভাবে বাস্তবায়ণে ব্যাহত হচ্ছে।

(৪) দুঃস্থ সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

(৫) তহবিল গঠনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা রয়েছে।

(৬) প্রকল্প আধিকারিকগণ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে অর্থ সাহায্য দিতে না পারায়, ব্যাংকের পরিসেবার ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

(৭) ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত দুটি শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ছাত্রীদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ফলে, টেক্সট্ বুক ব্যাংকে বইয়ের যে সম্ভার (Book Flow) হচ্ছিল, তার ব্যাঘাত ঘটে।

(৮) গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র (Cluster Resource Centres) বাস্তবায়নের উদাসীনতা জন্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের যে ভূমিকা বলা হয়েছে, তা কল্পনায় থেকে গেছে।

(৯) কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী রেফারেন্স বইয়ের তালিকা তৈরী করা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক দিশা না

থাকায় অপ্রয়োজনীয় ওজনদার রচনাবলী ক্রয় করার ফলে, রেফারেন্স বই সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত ধারণা ও ব্যবহার কোনটাই হয় নি।

উপসংহার

ডি.পি.ই.পি./সর্বশিক্ষা অভিযান পোষিত ও নির্দেশিত, বিদ্যালয় পুস্তক পরিসেবার ক্ষেত্রে 'টেক্সট্ বুক ব্যাংক' -এর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে 'বই' নিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই 'বুক ব্যাংক' উক্ত প্রকল্পের 'পার্শ্ব শিক্ষক' মত "Para Library হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবার যেসব বিদ্যালয়ে "গ্রন্থাগার" ব্যবস্থা রয়েছে, সেক্ষেত্রে "বুক ব্যাংক একটি শাখা (Wings) হিসাবে কাজ করে। "বুক ব্যাংক" কথাটির পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রী Library শব্দটি এমনকি শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মুখে মুখে উচ্চারিত বহু চর্চিত, জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বলাবাহুল্য যা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সচেতনতার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তথ্য সূত্র :

১। পর্ষদ বার্তা - পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

২। শিক্ষা দর্পণ - শিক্ষাবিভাগ - পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩। শিক্ষা ও সাহিত্য - নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

৪। India - A Reference Annual / Publication Division / Govt. of India.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন

গত ৮ই মে, ২০০৯, শুক্রবার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৯০ জন বর্তমান ছাত্রছাত্রী, ২ জন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এই পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করে। এদের সঙ্গে ছিলেন দুজন শিক্ষকশিক্ষিকা — শ্যামলরায় চৌধুরী ও বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রছাত্রীরা ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ দেখে খুবই উৎসাহিত হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দুর্লভ সংগ্রহ দেখে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে। এই পরিদর্শনে যথাযথ অনুমতি ও সহযোগিতা করার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে।

নোটিশ

এতদ্বারা পরিষদের সকল সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে - যে সকল সদস্যদের চাঁদা বাকি আছে, সেই সকল সদস্যরা তাঁদের বকেয়া চাঁদা যত শীঘ্র সম্ভব পরিশোধ করেন। চাঁদা পরিশোধ না হলে "গ্রন্থাগার" পাঠানো সম্ভব নয়।

— কর্মসচিব

ভারতবর্ষে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং মুদ্রিত গ্রন্থ — কয়েকটি কথা

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

পাশ্চাত্যে গ্রন্থেতিহাস নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে। যে দুটি লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তা হল : (১) Jean Shelly Rubin: 'What is the History of Books? (The Journal of American History, September, 2003) এবং (২) Robert Darnton: 'What is the History of Books? (In The Kiss of Lamourette Reflections on Cultural History, New York, Norton, 1990)। প্রসঙ্গত : ঐতিহাসিক Robert Darnton ইরাকে মার্কিন সৈনাদের ইরাক জাতীয় গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। এ বিষয়ে Washington Post -এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তিতে Iaslic Newsletter (June 2003) এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৪১৩) আমার দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে কবে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং কোন ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে বেশি কিছু লেখা হয়নি। আমি যতদূর জানি এই বিষয় নিয়ে এ- দেশে যে দুজন অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী এবং তরুণ গ্রন্থবিদ্ অভিজিৎ গুপ্ত। এঁদের সম্পাদিত একটি বই হল The Print Areas: The Book History of India (New Delhi, Permanent Black, 2004.)। ডঃ চক্রবর্তী 'অবভাস' (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩) পত্রিকায় লিখেছেন যে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রন্থেতিহাসে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের এবং বিদেশের বিশেষজ্ঞদের কাজ সংহত করার একটি প্রয়াস হ'ল একটি গ্রন্থমালা প্রণয়ন এবং প্রকাশন। ডঃ চক্রবর্তী লিখেছেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্মানেন্ট ব্ল্যাক-এর যৌথ উদ্যোগে এই গ্রন্থমালা প্রকাশিত হ'বে। তিনি জানিয়েছেন যে প্রথম খন্ডটি "এই বছরই (অর্থাৎ ২০০৪ সালে) প্রকাশিত হ'বে বলে আশাকরি"। যারই ফলশ্রুতি The Print Areas সংকলনটি। সম্প্রতি বিজ্ঞাপন থেকে নজরে এলো যে একই সম্পাদকদ্বয়ের দ্বারা আলোচ্য সিরিজের দ্বিতীয় বইখানি Permanent Black প্রকাশনা সংস্থা থেকে Moveable Type: The Book History of India (2008) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এটি পড়বার সুযোগ হয়নি।

এখন বাংলা গ্রন্থের প্রসঙ্গে আসি। আমরা জানি যে বাংলায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ হ'ল Nathaniel Brassey Halhed (১৭৫১-১৮৩০) -এর A Grammar of Bengal Language । প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৭৭৮ সাল। আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৭৮ সালে এটির একটি facsimile সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই সংস্করণে আছে বিশিষ্ট সাংবাদিক নিখিল সরকার, যিনি শ্রীপান্থ নামে সমধিক পরিচিত, লিখিত প্রাক্-কথন (পৃঃ ৭-৩৩) । এটি খুবই মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ সংযোজন।

হলেদ-এর (তিনি তাঁর নাম বাংলা হরফে এই ভাবেই লিখতেন) বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হবার আগে বাংলা হরফে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তবে হলেদ-এর গ্রন্থের বৈশিষ্ট হ'ল যে এটি "বিচল"(Moveable) হরফে মুদ্রিত। তার আগে হাতে লেখা হরফগুলি উল্টো করে খোদাই করা হ'ত এবং তাতে কালি লাগিয়ে পৃষ্ঠাটি ছাপা হ'ত। এটি মুদ্রণের জন্য "বিচল" হরফ প্রস্তুত করেছিলেন Charles Wilkins (1749?-1876) গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল শ্রীরামপুরে। হলেদ তাঁর 'গ্রামার' -এর ভূমিকায় উইলকিন্সন সম্বন্ধে বলেছেন তিনি হলেন "Metallurgist, the Engraver, the Founder, and the Printer" (পৃঃ xxiv)। বাংলা হরফের বিবর্তনের ইতিহাস আছে পলাশবরণ পাল-এর প্রবন্ধ 'বাংলা হরফের পাঁচ পর্ব' (পূর্বে উল্লিখিত 'অবভাস' পত্রিকায়, পৃঃ ১৯৮-২৩৯)। ১৭৭৮ সালে যদি "বিচল" হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ হয় তবে ১৯৭৮ সালে বাংলায় মুদ্রিত গ্রন্থের ২০০ বছর পূর্ণ হ'ল। এই উপলক্ষে প্রকাশিত তিনটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হ'ল: (১) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ এবং প্রকাশন (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১), (২) অতুল সুর: বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬, এবং (৩) facsimile শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার): যখন ছাপাখানা এল (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭। পুনর্মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)। হলেদ-এর 'গ্রামারে'র facsimile সংস্করণ এই উপলক্ষেই ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

২০০৩ সালে বাংলা গ্রন্থের ২২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'অবভাস', ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি (অক্টোবর – ডিসেম্বর,২০০৩) প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা গ্রন্থের ইতিহাস রচনায় এটি একটি অমূল্য সংযোজন। এই

সংখ্যায় আছে ১২টি বিষয়ে ১৬টি প্রবন্ধ। বিষয়গুলির শিরোনাম: বইয়ের ইতিহাস, প্রাক্-মুদ্রণ-যুগ, মতাদর্শ এবং বাংলা বই, বইয়ের বাজার, বইয়ের সংগ্রহ, সম্পাদনা ও বানানরীতি, অলংকরণ, সাময়িকপত্র পাঠের ইতিহাস, এবং বাংলা হরফ। এই সংকলনে মাত্র একজন গ্রন্থাগারিকের রচনা আছে- অরুণ ঘোষ-এর 'গ্রন্থপালের বিদ্যেবুদ্ধি তথা গ্রন্থবোধ'(পৃঃ ১১৭-১২৩)। প্রসঙ্গত একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'ল বাংলা দেশের অধ্যাপক এবং চিন্তাবিদ্ ডঃ আনিসুজ্জামান-এর 'মুসলিম বাংলায় সাময়িকপত্র ১৮৩১-১৯৩০'। এটি তাঁর সম্পাদিত এই নামেরই একটি গ্রন্থের (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) ভূমিকার পুনর্মুদ্রিত রূপ। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স-এর লাইব্রেরিতে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ অঞ্চলের খোসবাসপুর গ্রামের সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর মুসলিম পত্র পত্রিকার একটি মূল্যবান সংগ্রহের অতিরিক্ত অংশ তাঁরই দান হিসেবে রক্ষিত ছিল। প্রবীণ সংগ্রাহক কয়েক বছর আগে পরিণত বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পুত্রদের অন্যতম হলেন একালের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও উল্লেখ করছি, 'অবভাস'-এর বিশেষ সংখ্যায় অভিজিৎ নন্দী তাঁর 'বইপাড়ায় বিদ্যাসাগর' রচনায় লিখেছেন যে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি এবং ছাত্রদের শিক্ষা দেবার উপযোগী গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দান এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য তৎকালীন সরকার সেন্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটি গঠন করে। শিক্ষা বিভাগের আধিকারিক মিঃ অ্যাটকিন্সন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কমিটিতে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে জানান যে স্কুলশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থের একজন লেখক হিসাবে তাঁর পক্ষে এই কমিটিতে থাকা সমীচীন হবেনা। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বিদ্যাসাগরের এই সততা এ যুগে হয়তো অচল।

প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র কোথায় স্থাপিত হয়েছিল? এই নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। 'অবভাস' -এর প্রবন্ধে অভিজিৎ নন্দী 'বইপাড়ায় বিদ্যাসাগর' (পৃঃ ৮৪-১০২) রচনায় লিখেছেন যে সুকুমার সেন-এর মতে আরপুলি লেনস্থ হরচন্দ্র রায় স্থাপিত 'বাঙালী যন্ত্র'। কিন্তু অতুল সুর লিখেছেন যে গঙ্গাকিশোর ১৮১৮ সালে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীপান্থ এই মত সমর্থন করে বলেছেন যে গ. কিশোর-ই প্রথম বাঙালী মুদ্রাকর, প্রকাশক, সংবাদপত্র পরিচালক এবং পুস্তক বিক্রেতা (দ্রষ্টব্য: 'অবভাস' -অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩, তথ্য সূত্র নং ১০, পৃঃ১০৭)। অভিজিৎ নন্দী আরও লিখেছেন "অতুল সুরের মতে আরপুলি লেনের কাছে সংস্কৃত যন্ত্রালয় ছিল এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে ছিল বিক্রয় কেন্দ্র। তবে ১৮৭৫-এ সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরির ঠিকানা পাচ্ছি 30. Bechoo Chatterjee Street. ৫৫ সংখ্যক সংস্করণ, বর্ণ-পরিচয়"(দ্রষ্টব্য: ঐ সূত্র নং ১৫ পৃঃ ১০৭)।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস নিয়ে একজন বিদেশী লেখিকার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকার নাম Unke Stark, গ্রন্থটির নাম An Empire of Books: The Naval Kishore Press and the Diffusion of the Printed Word in Colonial India (New Delhi, Permanent Black, 2007)। Stark আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের South Asian Languages and Civilizations বিভাগের অধ্যাপক। এই গ্রন্থটির কেন্দ্রবিন্দু হ'লেন মুন্সী নওলকিশোর (১৮৩৬-১৮৯৫)। তিনি ১৮৫৮ সালে লখ্নৌ শহরে 'নওলকিশোর প্রেস' স্থাপন করেছিল। লক্ষ্যনীয় যে বাংলার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হলেন সাহেবের বাংলা 'গ্রামার' প্রকাশের ৮০ বছর পর এই মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হ'য়েছিল।

এখন এই গ্রন্থটির কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। Stark -এর মতে নওলকিশোর এই প্রেস কোনও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি ছিল একটি Venture as much enterpreneurial as intellectual. তাঁর মুদ্রণযন্ত্র দপ্তর অনেক গণ্যমান্য শিক্ষব্রতী ও চিন্তাবিদ্দের মিলন স্থল ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে Firma KL -এর স্থপয়িতা কানাইলাল মুখোপাধ্যায়-এর কথা। তাঁর পুরানো পুস্তক বিক্রয়-এর দপ্তরে বসতো সাহিত্যিক, গবেষক এবং অধ্যাপকদের আড্ডা- আর চলত কালমুড়ির সঙ্গে চা-পান। Stark অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সব প্রকাশকদের স্মরণ করেছেন তাঁরা হলেন: Fardunji Sorabji, Marzban (বোম্বাই), Munshi Harsukh Rai (লাহোর), Maulavia Abdul Rahaman (কানপুর), Mustafa Khan এবং Munshi Naval Kishore (লক্ষ্ণৌ) -আলোচ্য গ্রন্থটির কেন্দ্র বিন্দু। মুন্সী নওলকিশোর প্রসঙ্গে একটি পাদটীকায় Stark মন্তব্য করেছেন যে উত্তর ভারতের গ্রন্থ প্রকাশন উদ্যোগের সঙ্গে কোনও মহিলারা যুক্ত ছিলেন কিনা তা জানা যায়না। তবে উল্লেখ করেছেন এক বাঙালী মহিলার নাম-মল্লিকা। তিনি ছিলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র-র

আশ্রিতা এবং সঙ্গিনী। হরিশ্চন্দ্র তাঁর জন্য একটি প্রকাশন সংস্থা এবং একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

নওলকিশোর তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৫,০০০ পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এর ভিতর ২,০০০ উর্দু ভাষায়। যে সব বিষয় নিয়ে পুস্তক নওলকিশোর তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৫,০০০ পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এর ভিতর ২,০০০ উর্দু ভাষায়। যে সব বিষয় নিয়ে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার ভিতর আছে - সাহিত্য, ধর্ম, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র। নওলকিশোর সম্বন্ধে Stark লিখেছেন: To narrate his life is to narrate the story of an Indian Hindu traditions who participated in the revival of Hindu traditions while acting as one of the foremost promoters of Islamic learning and preservers of Arabic and Indo-Persian literary heritage in the subcontinent.... He embodied the synthesis of Indo-Muslim and Hindu learned traditions in an exemplary fashion - most poignantly captured in Khawaja Abbas Ahmad's ** succint characterisation as a 'Muslim-Pundit and Hindu maulavi.'।

আলোচ্য বইটিতে Stark দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে ভারতবর্ষের অমূল্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সম্ভার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে না। তার ফলে গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে লেখিকা মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। পুরানো আমলে সাধারণ গ্রন্থাগার-এর দ্বারা উন্মুক্ত ছিল শুধু ইউরোপীয়ান, ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য। লেখিকার অভিমত হ'ল যে সত্যকারের সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে যখন কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরির ৮৩৪১-টি মুদ্রিত গ্রন্থ এবং প্রায় ২০০০ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সর্বসাধারণকেও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নওলকিশোর প্রেসের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লেখিকা পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত গ্রন্থে উত্তরণের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তাঁর ভাষাতেই বলি "The step from the rare and costly manuscripts to the mass produced printed books - costing barely one tenth of the manuscript, if not less, and available through a rapidly expanding network of distribution and agents - was indeed revolutionary."।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় মুদ্রণের ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন। সাহিত্য আকাদেমীর অনুরোধে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার জগতের দিকপাল বি এস কেশবন *History of Printing and Publishing in India-A Story of Cultural Re-awakening* গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এটি তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফসল। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এটি দুখণ্ডে প্রকাশ করেছে। প্রথম খণ্ডটিতে আছে দক্ষিণ ভারতের মুদ্রণের ইতিহাস এবং বাংলা মুদ্রণের কথা। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে কর্ণাটক, অন্ধ্র এবং কেরালায় মুদ্রণ এবং গ্রন্থ প্রকাশনার ইতিহাস। কেশবন তাঁর ব্যবহৃত তথ্য সূত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন শ্রী চিত্তরঞ্জন বান্দোপাধ্যায়-এর সম্পাদিত দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন গ্রন্থটির। প্রশংসা করে তিনি বলেছেন "[a] very well illustrated, ... publication of significance, in an Indian language. The editor is a scholar in his own right ...."।

পরিশেষে লেখিকা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তা উল্লেখ করছি। তাঁর লক্ষ্য ছিল [to] shed light on the social, cultural and material aspects of book production . . . and to investigate the impact of the diffusion of knowledge, and on the processes of intellectual formation, modernization and cultural renaissance in North India."।

---

* সম্পূর্ণ নাম হরিশ্চন্দ্র সাহ (১৮৫৯-১৮৮৫)। কবি ও সমালোচক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। "হরিশ্চন্দ্রিকা" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন। দেশীয় পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁকে "ভারতেন্দু" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

** মনে হয় যে লেখিকা খ্যাতনামা সাংবাদিক, চলচ্চিত্র সংলাপ রচয়িতা এবং চিত্র পরিচালক খাজা আহমদ্ আব্বাস (১৯১৪-১৯৬৭) এর কথা বলেছেন, কিন্তু নামটি সঠিক ভাবে উল্লেখ করেননি। তিনি রুসি কারঞ্জিয়া সম্পাদিত Blitz পত্রিকায় 'Last Page' শীর্ষক একটি কলাম লিখতেন। তাঁর রচিত সংলাপ সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে 'জাগতে রহো', 'আওয়ারা' এবং 'নীচানগর'। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে 'চার দিল চার রাহে' এবং 'দো বুঁদ পানি'।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি ১৯৬৯

১৯৬৯ সালের ৪-৬ এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরিতে ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় তিন দিন ব্যাপী সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ও গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষকের ডীন ডঃ অমলেন্দু বসু সম্মেলনের মূল সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক তরুণ মিত্রের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সম্মেলনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, ভারতের চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেও এই আইনের পথ-প্রদর্শক পশ্চিমবঙ্গ আজও গ্রন্থাগার আইন থেকে বঞ্চিত। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারের সুযোগ ও সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার আইন। এছাড়াও প্রত্যেক বিদ্যালয়েও যাতে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার জন্যও দাবি জানান হবে প্রত্যেকটি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে এক সুষ্ঠু নীতি ঘোষণা করা আশু প্রয়োজন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বাতিল করা অন্যান্য দাবির মধ্যে একটি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এস এল ভাটিয়ার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ পাঠ করেন অভ্যর্থনা সমিতির সহঃ সভাপতি হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এস এন সেন. ('গ্রন্থাগার' পত্রিকার চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে অভ্যর্থনা সভাপতির যে ভাষণ ছাপা হয়েছে তাতে নাম দেখা যায় হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের ১১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে উৎসব কমিটির আমন্ত্রণে এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এই গ্রন্থাগার তথা উত্তরপাড়ার ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখায় উহার উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি পরিষদীয় সংবিধান, গঠন ও কার্যক্রম, অর্থ সাহায্যের রূপ এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্মেলনের উদ্বোধক রূপে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে এই আলোচনা সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্মেলনের অপর আলোচ্য বিষয়। ... বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিশুমনের যথাযথ পরিব্যাপ্তি তথা তার স্ফুরণে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবদান অসীম। .... এই কারণে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে আপনারা সরকারকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন এ আশা দেশবাসী পোষণ করেন।

তিনি এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানান।

শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, রেডিও, চলচ্চিত্র প্রভৃতি জনসংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রন্থাগারই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমও এই গ্রন্থাগার। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যিক

বিবেচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে শতকরা ১০/১৫ টির বেশি বিদ্যালয়ে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার নেই। এমন কি বিদ্যালয়ের বাজেটে বাৎসরিক ৬০ টাকার বেশি বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ জানান শ্রী রায়। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের অবাবস্থা একটি সামাজিক সামগ্রিক সমস্যা। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে অর্থ বই মুখস্ত করে পাশ করা অশিক্ষারই নামান্তর। এই অবস্থা পরিবর্তনে গ্রন্থাগার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদিকা অনিলা দেবী বলেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলন সমপর্যায়ের ও সমমুখী। এই জনচেতনার দাবিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ও সব সময়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করার তিনি আশ্বাস দেন।

ডাঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর কালে ভারতের শিক্ষার হারের সমীক্ষার বিবৃতিতে বলেন, চীন দেশে মাত্র দশ বৎসরে তার শতকরা ৮৫ জন অশিক্ষিতকে সম্পূর্ণ শিক্ষিত করতে পেরেছে। সেখানে বিশ বৎসর স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতে আজ শতকরা ৩২ জনের বেশি শিক্ষিতের হার হয়নি। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধাও বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভারত তার এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-বুভুক্ষুদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারেনি। শিক্ষার প্রতি অবহেলার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যে দেশে ২০০ কোটি টাকা খরচ করে টেলিভিশন বসানো হয় সেখানেই আবার শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা হয় - অর্থ সংকটের অজুহাতে। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এক সামগ্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে শ্রী চট্টোপাধ্যায় আহ্বান জানান।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, কেবলমাত্র আন্দোলনের প্রসার হলেই চলবেনা। আন্দোলনের গুণগত উৎকর্ষের দিকেও নজর দিতে হবে। ভারতে বিশেষ করে বাঙলা দেশে বার মাসে তের পার্বণ, কিন্তু আমরা সেই সব আনন্দানুষ্ঠান থেকে সামান্য অর্থও গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করি না। আর শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে শিশু মনে অসংখ্য বইয়ের চাপ থাকায় তার পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সময় ও সুযোগ থাকে না। শিক্ষা পদ্ধতির এই অব্যবস্থা দূরীকরণ, সমাজের প্রত্যেক স্তরে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে পারলেই গ্রন্থাগার আন্দোলন হবে সার্থক ও সর্বজনীন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক দেশরাজ কালিয়া ১৯৬৬-৬৭ সালের শিক্ষা কমিশনের সমীক্ষার উল্লেখ করে বলেন, ভারতে বৎসরে শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় মাথাপিছু ৩ পয়সা, সেই অনুপাতে বৃটেনে খরচ হয় ৬ টাকা। ব্রিটেন ভারত থেকে ১৯ গুণ সম্পদশালী অথচ তার শিক্ষা খাতে ব্যয় ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় ৯.৩ পয়সা হলেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন সুরাহা হয়নি, এজন্য শ্রী কালিয়া পশ্চিমবঙ্গে আও এক স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রস্তাব করেন।

জনাব শহীদুল্লা বলেন, ব্রিটেনে জর্জ বার্ণার্ড শয়ের আমলে সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আজও বিনা চাঁদার সর্বজনীন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে নি। এ বড় লজ্জার কথা, তিনি অভিযোগ করেন, বইয়ের চেয়ে এখানে গ্রন্থাগার কক্ষ ও তার আনুষঙ্গিক বাহুল্যই বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাধান্য পায়।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি সন্তোষ কুমার মিত্র বলেন, বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারের দাবি এক জাতীয় দাবি। এই দাবিকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানাবে পঃবঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এই প্রসঙ্গে তিনি সমিতিতে আলোচনাও করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে নতুন আলোকে ব্যক্ত করাই প্রকৃত দেশপ্রেমের নমুনা। এই কাজের জন্য তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীমিত্র অভিযোগ করেন, শিক্ষার ব্যয় অত্যাবশ্যক

প্রয়োজনীয়তার আওতায় পড়ে না। সরকারি যোজনা কমিশনে এর ফলে শিক্ষার বিস্তার সীমিত হয়ে পড়ছে। এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন তিনি দাবি করেন।

স্থানীয় বিধান সভার প্রতিনিধি মনোরঞ্জন হাজরা গ্রন্থাগার আইনের দাবিকে স্বাগত জানিয়ে এই দাবি যাতে বিধানসভায় আলোচিত হয় তার জন্য তিনি তৎপর হবেন বলে আশ্বাস দেন।

এই সব বিভিন্ন বক্তা ছাড়াও যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন — স্থানীয় রাজা প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ কিরণ চন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক বিমল বসু, অধ্যাপক হেরম্ব ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, শিশু গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতা শ্রীমতী বাণী বসু, বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক রমলা মজুমদার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক পীযূষ কান্তি মহাপাত্র, অধ্যাপক কামাখ্যা গোবিন্দ চোঙদার, পঃবঃ প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৪০০ প্রতিনিধি ও ২০০ দর্শকের সমাবেশ, শান্তি বুক স্টোরস, নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া ও বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা আয়োজিত প্রদর্শনীর বর্ণাঢ্য সমারোহে সমুজ্জ্বল ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির ভাষণের সঙ্গে সঙ্গেই সম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। প্রাথমিক অধিবেশনের সামান্য পরেই উপস্থিত সকলকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করেন জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির ১১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উৎসব কমিটি। সম্মেলনের সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু তাঁর ভাষণে বলেন, আজ গ্রন্থাগারিকের কর্ম জটিল, কঠিন, বিশেষভাবে নিপুণ specialised কর্ম। আমি সেই নিপুণতার অধিকারী নই। অতএব এই পরিষদের নিপুণ সভ্য ও কর্মীদের সামনে তাঁদের বৃত্তি ও কর্তব্য সম্বন্ধে মস্ত কথা বলার মতো ধৃষ্টতা রাখিনা। এই পরিষদ কখনো কখনো সভাপতিত্বে বরণ করেন এমন ব্যক্তিকে যিনি ঠিক বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আগ্রহী।

তিনি বলেন, তিনি বৃত্তিতে গ্রন্থাগার কর্মী নন বটে কিন্তু গ্রন্থাগার ছাড়া তাঁর অধ্যাপনা বৃত্তি সচল থাকেনা। তার উপর তাঁকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব লাইব্রেরি সায়েন্সের ডীন করা হয়েছে সুতরাং নতমস্তকে তিনি এই নির্দেশ মেনে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, উত্তরপাড়ার এই লাইব্রেরির সঙ্গে জড়িত বাঙালীর পক্ষে অবিস্মরণীয় কয়েকটি নাম - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাকর, পাদ্রী লং, মাইকেল মধুসূদন, শ্রীঅরবিন্দ। আজ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের কর্মসূচি আমরা শুরু করব তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

তিনি বলেন, পাঠক হিসেবে, গ্রন্থাগার কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি একাধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, দেশে ও বিদেশে প্রাগ্রসর দেশে ও অনগ্রসর দেশে, ধনী দেশে ও স্বল্পবিত্ত দেশে, গ্রামে ও নগরে অনেক গ্রন্থাগার দর্শন করার ও ব্যবহার করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তাঁর নিজেরও কিছু পুস্তক সংগ্রহ আছে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত দু'চারটি চিন্তা পেশ করতে চান হয়তো তা মৌলিক নাও হতে পারে।

তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে আমাদের দেশে এবং বিদেশে। এককালে ছিল হাতে লেখা পুথি তারপর মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হয়। সমাজে জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনেই ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সেকালে হয়েছিল মুষ্টিমেয় লোকের জন্য। কাজেই তখন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ছিল একরকম। কিন্তু বিদ্যার

অধিকার আজকের মানুষের মৌলিক অধিকার। সমাজের কোন অংশেই বিদ্যার অভাব থাকলে সেই আংশিক দুর্বলতায় সমগ্র সমাজের অবক্ষয় ঘটবে। তিনি মনে করেন আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রথম শ্রেণীতে চিরাচরিত ধারার গ্রন্থাগার-ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বড় পাবলিক লাইব্রেরি, জেলা শহরের বড় লাইব্রেরি। এসব গ্রন্থাগার হচ্ছে আসলে গ্রন্থ ভাণ্ডার। এসব গ্রন্থাগারের ব্যবহার হবে সীমিত।

অপর দিকে সারা দেশ ছেয়ে যাবে ছোট ছোট গ্রন্থাগারে। যাকে তিনি বলতে চান গ্রন্থকক্ষ। এতে থাকবে কেবল সেই সমস্ত পুস্তক যাতে দেশের এবং অঞ্চলের বৃত্তি সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যাবে। স্থানীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাঁদের যার যার বৃত্তিপালন সহজ সুগম সুন্দর আনন্দময় করার জন্য যতটুকু পুস্তকাশ্রিত তথ্য ও জ্ঞান প্রয়োজন সেইটুকু সরবরাহ করা। বই তারা জমিয়ে রাখবেন না, পুরানো পত্রিকা ও পুস্তকগুলি চলে যাবে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে।

নিরক্ষরের দেশে বই পড়বে কে? এর উত্তরে তিনি বলেন প্রগতিশীল, প্রগতি মনা গণ শাসনে সর্বজন সাক্ষরতা অর্জন করা সুকঠিন নয়। তবে সাক্ষরতা অর্জিত হলেও সেই সঙ্গে যদি পঠন সামগ্রী সরবরাহ করা না হয় তবে অর্জিত সাক্ষরতা বিলুপ্ত হবে।

তিনি বলেন, বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যার্জন সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণা বদলাতে হবে। বিদ্যার বাহন কেবল লেখাপড়াই নয়। অনতি দূর ভবিষ্যতে বিদ্যাচর্চার প্রচলিত ধারণা আমাদের বদলে যাবে। প্রচলিত বিদ্যার্জন পদ্ধতিতে আমরা দৃষ্টিশক্তি ও হাতের পেশী শক্তি প্রয়োগ করেছি, আগামী কালে করব বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি। বিদ্যার তাতে কিছু কমতি হবেনা। অন্ধ ছেলেমেয়েরা প্রচলিত অর্থে পড়তে লিখতে পারেন না কিন্তু তারা কি বিদ্যা অর্জন করে না। ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার গুলিতে হয়তো বইয়ের পরিবর্তে মাইক্রোফিল্ম ও কন্টাক্টস্যাট কপি থাকবে। থাকবে রেকর্ড। যাঁরা পড়তে পারেন পড়বেন, অন্যেরা শুনবে রেকর্ড। অডিও ভিসুয়াল এইডস থাকবে, ফিল্ম, চার্ট থাকবে। শিক্ষা কক্ষে সমগ্র গ্রামীণ জীবনের প্রাণকেন্দ্র হবে। অধিবাসীরা এটা চালাবেন, বই সাজাবেন, ফিল্মের ব্যবস্থা করবেন, আলোচনার আয়োজন করবেন, খেলাধুলা, বাগান সব কিছুরই ব্যবস্থা করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে সন্ধ্যায় স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুশান্ত হাজরা। সভায় প্রবীর রায়চৌধুরী, মস্তুকেশ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী মোহন সেন, শিবানী কুমার রাহা, সুরেশ আচার্য, গোপীনাথ সেনগুপ্ত, মদন মোহন মল্লিক, রামকৃষ্ণ দে, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের দাবি দাওয়া এবং নানা সমস্যার উল্লেখ করেন।

সভায় স্থির হয়, গ্রন্থাগারিকদের এই সব বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ৭ এপ্রিল বেলা ১১টায় মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক গণ ডেপুটেশন নিয়ে যাওয়া হবে।

গণ ডেপুটেশনের গ্রন্থে মতামত প্রকাশ করেন অমলাংশু সেনগুপ্ত, অনিল দত্ত, প্রবীর রায় চৌধুরী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন প্রমুখ। তুষার সান্যালের প্রস্তাবে একটি প্রতিনিধি দল এবং স্থান, কাল এবং কার্যক্রম ঠিক হয়। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ কোলে, সুশান্ত হাজরা, শিবানী কুমার রাহা ও বিজয়া দত্তরায়কে নিয়ে এক প্রতিনিধি কমিটি গঠন হয়।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন বসে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে। এই অধিবেশনে সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন : রূপরেখা' আলোচিত হয়। মূল সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কার্য পরিচালনা করেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। ফণিভূষণ রায় বলেন, আলোচ্য প্রবন্ধ কেবল আইনের খসড়া। পরবর্তী কোন সময়ে সকলের সম্মতি নিয়ে গঠিত হবে এক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটি। বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থাকে

সুস্থ ও প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রয়োজন সামগ্রিক শিক্ষার বিস্তার। এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করে দেশের শিক্ষা সহায়ক এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

তুষার কান্তি সান্যাল বলেন, বার বার দাবির কথা জানিয়েও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবির কোন প্রতিকার হয়নি। সামাজিক জীবন ধারণে ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দাবি সমূহ উপেক্ষা করা চলেনা। গ্রন্থাগার কর্মীদের তাই আজ দিন এসেছে। তাঁদের ন্যায্য দাবি সমূহ আদায় করতে সকলে সোচ্চার হয়ে উঠুন।

আলোচনা প্রসঙ্গে অমলেন্দু বসু বলেন, অন্যান্য রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হোক বা না হোক পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গ্রন্থাগার আইনের দাবি আমাদের মৌলিক দাবি।

বিজয়া নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন আইনের খসড়ায় এমন সুপারিশ থাকা প্রয়োজন যে সরকারি ছাড়াও অন্যান্য প্রতোক প্রকারের গ্রন্থাগারেও সরকারি কর্তৃত্ব থাকবে।

সত্যব্রত সেন প্রস্তাব করেন, গ্রামীণ ও ব্লাঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলি যাতে রাজ্য গ্রন্থাগারের শাখা গ্রন্থাগার হিসেবে কাজ করে আইনে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

প্রবীর রায় চৌধুরী প্রস্তাব করেন, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সব রকমের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তদারকি করবে। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গুলির গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ক্ষমতা থাকবে রাজ্য গ্রন্থাগারের কৃত্যকের উপর। জেলার সংখ্যানুপাতে জেলা গ্রন্থাগার থাকবে ও প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগার কমিটিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে দুইজন প্রতিনিধি থাকবে। প্রত্যেক কর্মীকে রাজ্য সরকারি কর্মী বলে গণ্য করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষাধিকারিক ডঃ অমিয় সেন বলেন, বেসরকারি গ্রন্থাগারে সরকারি কর্তৃত্ব থাকা এই জন্য প্রয়োজন যে যাতে সেইসব গ্রন্থাগারে কোন দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে। সদ্য সাক্ষরদের বিদ্যা চর্চাকে জীবিত রাখতেও প্রয়োজন গ্রন্থাগারের।

এস এন সিনহা, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ধরণীপতি সামন্ত, পূর্ণচন্দ্র আচৎ প্রমুখও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বনাথ কোলে প্রস্তাব করেন, কলকাতাকে পৃথক অঞ্চলের মর্যাদা দিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন; জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সমাজ শিক্ষা আধিকারিককে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, আর প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে সমানুপাতিক হারে প্রতিনিধি জেলা গ্রন্থাগারের কমিটিতে থাকা প্রয়োজন। নিতাই বসু গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভাপতি কোন বিশিষ্টব্যক্তি, যথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে করার প্রস্তাব করেন। অপরাহ্নে দ্বিতীয় অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক দীনেশ চন্দ্র সরকার প্রস্তাব করেন যে স্বয়ম্ভু গ্রন্থাগার সমূহকে সরকারি আওতায় না এনে তাদের নিজ নিজ পথে চলতে দিয়ে পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়াই ভাল। আর রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সব কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব হবেনা। তাই তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার কৃত্যকের জন্য প্রস্তাব করেন। শেষোক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র উপদেষ্টা সমিতি ও এই কৃত্যকের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের থাকা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। উত্তর পাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এই গ্রন্থাগারকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব রাখেন এর গ্রন্থাগারিক তরুণ মিত্র।

প্রত্যেক নির্বাচিত আইন সভার সদস্যর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আইন সভায় আলোচনার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার কৃত্যকে প্রতিনিধি নেওয়ার প্রস্তাব রাখেন যথাক্রমে অমলাংশু সেনগুপ্ত ও নিরঞ্জন অধিকারী। প্রশাসক ও বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার কৃত্যকে সচিবের পদ দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আরও নির্দেশ রাখার জন্যও প্রস্তাব রাখেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

আইনের খসড়া প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনার ভিত্তিতে উত্থাপিত প্রশ্ন ও প্রস্তাবের জবাব দেন ফনিভূষণ রায়। দেশের সর্বজনীন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বড় পিরামিডের ধাঁচে গ্রন্থাগার আইন ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন বলে সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু প্রদিনের আলোচনা শেষ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলোচনা শেষে চা পানের পর স্থানীয় 'পাঠক চক্র শিল্পী গোষ্ঠী' কর্তৃক এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম শিল্পী ছিলেন যোগমায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঠুংরি ও ভজন সকলকে মুগ্ধ করে। সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অরূপ মুখোপাধ্যায়, রবি দাস, সুজাতা চক্রবর্তী ও সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি করেন নির্মলেন্দু মাহা, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ও তপতী চট্টোপাধ্যায়। বাদ্য সহযোগিতায় ছিলেন নির্মল মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান চলাকালেই স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি ঘরোয়া সভা হয়।

সম্মেলনের শেষ দিন তৃতীয় অধিবেশনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ পেশ করেন চঞ্চল কুমার সেন। বাঙলা দেশের নির্বাচিত ৪৮টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সমীক্ষার ভিত্তিতে আলোচনা করে শ্রী সেন বলেন, অধিকাংশ বিদ্যালয়েই স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কক্ষ নেই। নেই কোন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক। পুস্তক ক্রয়ের জন্যও কোন নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ থাকেনা অধিকাংশ বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ কালে গ্রন্থাগারের অভাবে পরবর্তী শিক্ষার ফাঁক থেকে যায়। এ সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন। অরুণকুমার রায়, চঞ্চলাকুমার সেনের প্রবন্ধের সমর্থন জানান।

কিশোরমতি ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসাকে ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীতে সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করেন সুস্নিগ্ধ মুখোপাধ্যায়।

অধিকাংশে বইই শিক্ষক মহাশয় নিজেদের কাছে রেখে দেন এবং গ্রন্থাগারিককেই গ্রন্থাগারের সব রকমের কাজ করতে হয় বলে গ্রন্থাগার পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে হয়না বলে জানান শুভ্রাংশু মিত্র।

আলোচ্য প্রবন্ধের সমালোচনায় গুরু শরণ দাশগুপ্ত বলেন, প্রবন্ধে কেবলমাত্র ক্ষোভের সুরই আছে নেই কোন সমাধানের পথ।

বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার অন্তত ৫ গুণ বই থাকা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এস এন সিনহা। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগারিক তৎপর হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বই এনেও ছাত্রদের সমস্যা মেটানো যায়।

প্রবীর দে প্রস্তাব করেন, বিদ্যালয়ে নমুনা কপি হিসেবে প্রাপ্ত পুস্তক দিয়েও গ্রন্থাগার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা যায়। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য আলাদা সময় না থাকলে গ্রন্থাগারিক ছুটির পরেও বই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য আলাদা সময়, গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক কাউন্সিলের সদস্য করা, ছাত্রদের নিজের হাতে বই নেওয়ার সুযোগ ও প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার গৃহের দাবিতে বক্তব্য রাখেন মনোরঞ্জন জানা, হিরণ দত্ত, পল্লব কুমার সিনহা ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাণী বসু বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে সমীক্ষা শুরু হয়েছে তার ভিত্তিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গুলিকে পুনর্গঠিত করা দরকার।

গোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায় ও দেব কুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন বক্তব্যের উত্তরে ফনিভূষণ রায় বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে গ্রন্থাগারের অভাব পরবর্তী জীবনে সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে সজাগ হতে হবে।

সম্মেলনের সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু বলেন যে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য রয়েছে তার প্রতিকারের জন্য

এই সম্মেলনে কার্যকরী প্রস্তাব নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে - যে সকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বাবদ ভিন্ন অর্থ আদায় করা হয়, সে সকল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সকল অর্থই কেবলমাত্র পুস্তক ক্রয় ও বাঁধাইয়ের জন্যেই ব্যয় করতে হবে। পুস্তক নির্বাচনের সমস্ত ক্ষমতাও থাকবে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ও সুষম বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আহ্বান জানিয়ে সভাপতি ঐ দিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয় ৬ এপ্রিল অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় ডঃ অমলেন্দু বসু সভাপতিত্বে।

সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের রূপরেখা ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' তৎসহ গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা, স্পনসর্ড ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তন প্রভৃতি আলোচ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী সম্মেলনে সর্বসম্মতির জন্য পেশ করেন বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধের উপর বিভিন্ন প্রস্তাব ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর উত্তর পাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির ১১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সম্মেলনের সম্পর্কে বিবরণী পাঠ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু তাঁর সমাপ্তি ভাষণে এইরূপ মননশীল সম্মেলনের আয়োজনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন বলে জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আরও ব্যাপক যোগাযোগ, আরও প্রতিনিয়ত সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন ও সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিনিধিদের প্রস্তাবাবলী অন্ততঃ আগে Steering Committee র কাছে পেশ করার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী, সভাপতি ডঃ বসু, বিশিষ্ট সুধীবর্গ, অভ্যর্থনা সমিতি, বিভিন্ন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ, স্থানীয় জনসাধারণ ও সর্বোপরি উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী —

১। এই সম্মেলন মনে করে যে, এই রাজ্যে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি থাকা প্রয়োজন।

ক) বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপিত হইলে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনগণের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনাবৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক অবক্ষয় রোধ, আর্থিক উন্নয়ন এবং পাঠকদের বহুমুখী চাহিদাপূরণ প্রভৃতি কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে।

খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলে বর্তমান খামখেয়ালী বিশৃঙ্খল পরিচালনার হাত হইতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি রেহাই পাইবে।

গ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আসিবে—আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সম্পদ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হইবে—ব্যয়ের দ্বিত্ব বন্ধ হইবে।

ঘ) অর্থ ও শ্রমের অপচয় বন্ধ হইবে।

ঙ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিরাপত্তা আসিবে—সুষম বিকাশ ঘটিবে এবং ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

চ) গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরি জীবনে নিরাপত্তা আসিবে এবং কর্মীগণ প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ছ) বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের নূতন সম্ভাবনা দেখা দিবে।

২। এই সম্মেলন মনে করে যে যোজনা কমিশনে লাইব্রেরি গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ

শতকরা ১.৫ ভাগ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা উচিত।

৩। এই সম্মেলনে গৃহীত গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈয়ারী করিতে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অভাব ও ত্রুটি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই অভাব ও ত্রুটি দূরীকরণে ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রাজ্য সরকার, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ করিতেছে :-

ক). পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব সময়ের জন্য গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হউক।

খ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার কক্ষ ও উপযুক্ত গ্রন্থাগার পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হউক।

গ) বিদ্যালয় বাজেটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্র পত্রিকা ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হউক।

ঘ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিত একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও সর্বসময়ের জন্য নিয়োজিত গ্রন্থাগারিকের উপর। এই গ্রন্থাগারিকের বেতন ও ভাতাদি শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায়ই শিক্ষণ প্রাপ্ত নয় অথচ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা ও বেতন দেওয়া উচিত।

ঙ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সংগৃহীত অর্থ কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় ও বাঁধাইয়ের জন্য ব্যয় করা আবশ্যক।

চ) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন কর্তৃক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ রহিয়াছে তাহা কার্যকরী করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেও এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে সরকারকে সাহায্য করিতে আহ্বান জানাইতেছে।

(২) ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সর্বসময়ের জন্য একজন করিয়া গ্রন্থাগারিক নিয়োগের দাবি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিকট উত্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু অর্থনৈতিক দাবিসমূহ

পশ্চিমবঙ্গের বেতন পর্ষদের ব্যয় সাপেক্ষ যে সব আর্থিক দাবি অবিলম্বে রাজ্য সরকারের পূরণ করা উচিত বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে তাহা হইল :-

ক) স্পনসর্ড, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষালয়, ডে-স্টুডেন্টস্ হোম এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের অবিলম্বে রাজ্য সরকারের কর্মীদের অনুরূপ মহার্ঘ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া, শীতকালীন ভাতা (দার্জিলিং প্রভৃতি শীতপ্রধান জেলায়) এবং অন্যান্য সুযোগাদি দিতে হইবে।

খ) স্পনসর্ড প্রথা বাতিল করিয়া রাজ্য সরকারকে স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠান গুলির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

গ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে অবিলম্বে সার্ভিস রুল প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসের প্রথম দিনেই নিয়মিত বেতন দিতে হইবে।

ঙ) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ইউ জি সি বেতনক্রম অবিলম্বে কার্যকর করিতে হইবে। কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই সুপারিশ কার্যকর করিতে হইবে।

চ) কলেজ গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে ৩০০-৮০০ টাকা মাসিক বেতনক্রম (কলেজ শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতনক্রম) চালু করিতে হইবে।

ঘ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিককে টিচার্স কাউন্সিলের সভ্য করিতে হইবে।

ঙ) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গুলি হইতে শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

চ) গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করার প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

ছ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটি গুলিতে গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম লিব ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনে উদ্যোগী হইতে ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউ জি সি-কে অনুরোধ জানাইতেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

ক) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও বিদ্যালয় সমূহে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে এক সুসংবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে। জেলায় জেলায় জনসভা, বিধান সভার সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সংবাদপত্রে প্রচার, বিধানসভা ও সরকারের নিকট গণ ডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে উপরিউক্ত দাবি সমূহ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

খ) গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু আর্থিক দাবিগুলি লইয়া অবিলম্বে যথোচিত আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থাগার দরদী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সমূহকে আহ্বান জানাইতেছে। আর্থিক দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে।

সভায় গৃহীত উপরোক্ত সরকারি প্রস্তাবাদি ছাড়াও উপস্থিত প্রতিনিধি দল কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বেসরকারি প্রস্তাবগুলিও সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :-

তুষার কান্তি সান্যালের প্রস্তাব ক্রমে এই সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও গ্রহণ করিতেছে :-

১। দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরির অনুরূপ কলিকাতায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার জন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। এই সম্পর্কে সমস্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সকে ডিগ্রি কোর্সে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াসকে এই সম্মেলন সাধুবাদ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন ডিপ্লোমাধারী ছাত্রছাত্রীও যাহাতে ডিগ্রী ব্যবহার করিতে পারেন তাহার আদেশ বলবৎ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কে অনুরোধ জানাইতেছে।

৩। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ত্বরান্বিত করিতে সমাজশিক্ষাধিকারিকগণ ও জেলা গ্রন্থাগারিকগণকে লইয়া এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

৪। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব ক্রমে এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার ১১০ বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ, গ্রন্থ ও পুথি সংগ্রহের পরিমাণ, প্রাচীনত্ব দুষ্প্রাপ্যতা ও গবেষণাগার হিসাবে ইহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই গ্রন্থাগারকে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিশেষ গবেষণা তথা সাধারণ গ্রন্থাগার ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বিশেষ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হউক। এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে বিজ্ঞানসম্মত বর্গীকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে এই গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থরাজি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। এই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

৫। শ্রীমতী অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব ক্রমে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মহিলা কর্মী না থাকার ঘটনা যেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করেন।

৬। মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরির পক্ষ হইতে প্রস্তাবক্রমে এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বেসরকারি গ্রন্থাগারে যেন সরকারি ও পৌর সাহায্য যেন নিয়মিত ও প্রয়োজন ভিত্তিক হয়।

(ক্রমশঃ)

ফর্ম - ৪
FORM – IV
(রুল - ৮ দ্রষ্টব্য)
(Vide Rule - 8)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের (রেজিস্ট্রেশন) নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল ঃ

১.	পত্রিকার নাম	ঃ	গ্রন্থাগার
২.	পত্রিকার ভাষা	ঃ	বাংলা - ইংরাজী
৩.	প্রকাশের স্থান	ঃ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৪.	প্রকাশের কাল	ঃ	মাসিক
৫.	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	অরুণ রায়, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৬.	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ঐ
৭.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	গৌতম গোস্বামী ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪

আমি, অরুণ রায়, ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

অরুণ রায়
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে

৩০/৩/২০০৯

গ্রন্থাগার সংবাদ

৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবের বিবরণী

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া পৌরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত চেঙ্গাইল সারস্বত পাঠাগারের ৫০ বৎসর পূর্তির উৎসব উপলক্ষে ২০০৮ এ সারা বছর অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৪ই নভেম্বর ২০০৮ পাঠাগারের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন সাংসদের স্থানীয় উন্নয়ন তহবিলের দেয় টাকায় দ্বিতল ভবনটি নির্মিত হয়েছে। ২০শে ডিসেম্বর ২০০৮ পাঠাগারের সদস্যদের নিয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। ২১শে ডিসেম্বর ২০০৮ পাঠাগার আয়োজন করেছিল একটি স্বাস্থ্য শিবিরের এবং ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার। ৪০ জন স্থানীয় মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং ৮৫ জন ছেলেমেয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় শ্রী মোহন চন্দ্র মন্ডল মহাশয়। ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৮ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের শেষ অনুষ্ঠান ছিল একটি আলোচনা সভার। মূল বক্তব্য ছিল " সবার জন্য গ্রন্থাগার"। আলোচনায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের পূর্বাঞ্চল শাখার ফিল্ড অফিসার শ্রী সুশীল কুমার দত্ত এবং হাওড়া জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক মাননীয় শ্রী কমল কান্তি দাস। আলোচনার শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক - দিব্যেন্দু চক্র

শিব-প্রভা লাইব্রেরি

বিদায় সম্বর্ধনা

গত ৩০.১১.২০০৮ তারিখে রবিবার বিকাল ৪ টায় শিবপ্রভা লাইব্রেরির সভাকক্ষে গ্রন্থাগারিক শ্রী তারাপদ পাল মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শ্রী শুভব্রত ঘোষ মহাশয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রী গোবিন্দ ঘোষ, শ্রী সুশীল মারিক, শ্রী অশোক দাস, গ্রন্থাগারিক পল্লীশ্রী পাঠাগার, শ্রী অপূর্ব ভট্টাচার্য্য গ্রন্থাগারিক, মাকড়দহ স্বাবলম্ব লাইব্রেরী, শ্রী দিলীপ মন্ডল ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শ্রী অশোক দাস ও অপূর্ব ভট্টাচার্য্য তাদের বক্তব্যে শ্রী তারাপদ পাল মহাশয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে তার সদর্থক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বক্তারা প্রত্যেকেই তারাপদ বাবুর ভদ্র নম্র ব্যবহারের প্রশংসা করেন।

সবশেষে পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে তাকে মানপত্র ও একটি মোবাইল ফোন উপহার দেওয়া হয়। এছাড়াও পাঠক-পাঠিকা ও এবং অন্যান্য লাইব্রেরিয়ানরাও তাকে নানা উপহারের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানান।

অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রী শান্তি দাস মহাশয়।

প্রতিবেদক - শান্তি দাস

উত্তর দিনাজপুর ১৪ তম জেলা বইমেলা, ১৪-২০শে জানুয়ারি, ২০০৯

গত ৮ই ডিসেম্বর ২০০৮ রায়গঞ্জ শহরে উত্তর দিনাজপুর জেলা বই মেলা উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুকুমার ভট্টাচার্য। এবার উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা বইমেলা হবে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুল প্রাঙ্গনে। এই মেলা উপলক্ষে ১০টি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি কমিটির চেয়ারম্যান ও ২জন করে আহ্বায়ক গঠন করা হয়েছে। এই বইমেলাকে সার্থক করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উত্তর দিনাজপুর এক যোগে কাজ করে চলেছেন। মেলা কমিটির আহবায়ক হয়েছেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রানকৃষ্ণ করাতি মহাশয়।

প্রতিবেদক - বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী

বাগডাঙ্গা বিশালাক্ষী ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরি
গ্রন্থাগার দিবস

বাগডাঙ্গা ফেরিঘাটে নেমেই চোখে পড়ল গ্রন্থাগার আন্দোলনের নানান বক্তব্য নিয়ে আলতা দিয়ে লেখা নানান পোস্টার। ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে ভোর ওরু হল বইপ্রেমী মানুষের আনাগোনায়। ফেরিঘাটের সব নৌকায় তখন বইপ্রেমী মানুষদের বাগডাঙ্গায় নামিয়ে দেওয়ার তাড়া। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম প্রতিবেদক, গ্রন্থাগারিক চন্দন বসু। গ্রন্থাগারিক কাজী ইমামুদ্দিন, গ্রন্থাগারিক দিবাকর পন্ডিত এবং ২২ বছর ধরে এই দ্বীপের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করার মূল কান্ডারী, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী দীপক মাইতি। (বর্তমানে কাকদ্বীপ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক) আজকের আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রী তাপস পাল এবং লাইব্রেরির প্রশাসক দ্বীপের কাছের মানুষ শ্রী নারায়ন প্রসাদ গিরি। সকালে আবালবৃদ্ধবনিতাদের নিয়ে এক বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বপক্ষে পদযাত্রা সূচনা করেন এই দ্বীপের সব থেকে প্রবীন শিক্ষক শ্রীযুক্ত নটবর মাল্লা মহাশয়। তিনঘন্টার বেশী পথ পেরিয়ে পদযাত্রা আবার মিলিত হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত বাগডাঙ্গা বিশালাক্ষী ক্লাব এান্ড লাইব্রেরি পাদদেশে। ২টায় ওরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা - নাচ, গান, আকা, আবৃত্তি! সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনমত আন্দোলন নিয়ে নানান বক্তব্য পেশ করেন এই দ্বীপের বিশিষ্ট বিদ্বজনেরা। তারপর ওরু হল নাচ-গানে-আবৃত্তি-বাজনা ইত্যাদি, শেষ হল মনোজ মিত্রের অশ্বত্থামা নাটক দিয়ে। আমাদের সকলকে মনে করিয়ে দিয়ে যায় যে গ্রন্থাগার দিবস যেন শুধু একটা তারিখে আবদ্ধ না থাকে।

প্রতিবেদন - চন্দন বসু

কালনা সুভাষ পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ

১লা বৈশাখ ১৪১৬ তারিখে কালনা সুভাষ পাঠাগার ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করে। ঐ দিন সকালে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনা ঘোষিত হয়। নবীন ও প্রবীণরা একসঙ্গে বাদ্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে শহর প্রদক্ষিণ করেন।

১৯শে এপ্রিল ২০০৯ রবিবার কালনা পুরশ্রী মঞ্চে বর্ষব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পাঠাগারের প্রবীণা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা শ্রীমতী প্রীতিরূপা গোস্বামী। তিনি পাঠাগার প্রতিষ্ঠাকালে 'হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয়ের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমানবেন্দ্র পাল। তিনি বলেন, সংস্কৃতি কাকে বলে জানি না। তবে একই শহরে একই দিনে দুটি পাঠাগার (সুভাষ পাঠাগার ও সত্যময় সাধারণ পাঠাগার) স্থাপিত হয়ে অনুরাগীদের সহায়তায় ৫০ বছরে পা রাখল - এটা কি কম বড় সংস্কৃতি?

সুভাষ পাঠাগারের সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রী শম্ভুনাথ লাহা পাঠাগারের সূচনা মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করেন। সম্পাদক বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করেন ও সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় ব্যান্ডেল আরোহীর একাঙ্ক নাটক 'যমুনাদাসীর ঘরকন্না'।

প্রতিবেদক-সুশান্ত ওই, গ্রন্থাগারিক

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন-২০০৮
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪ঠা জানুয়ারি, ২০০৯ রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পীযুষ কান্তি জানা মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার কমিটি সভাপতি দেবদাস ভট্টাচার্য। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী মিলে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক মিলন কুমার সরকার তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে গ্রন্থাগার দিবস এর গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। সাধারণ, বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। শিক্ষসমাজ ও তথ্যসমাজ গড়ে তুলতে সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তথ্য সচেতনার উপর জোর দিতে বলেন।

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক মাননীয় বিকাশ রায় বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করেন এবং গ্রন্থাগার দিবস এর গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

মাননীয় শ্রী অশোক রায়, সদস্য, রাজ্য কার্যনির্বাহক কমিটি, বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদ তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগার দিবস এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি মুদ্রিত মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের তুলনামূলক আলোচনা করে মুদ্রিত মাধ্যমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিভিন্ন ধরনের পাঠকদের পরিচালনা করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাবনার কথা বলেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান সমস্যা ও সমাধানের কথা তুলে ধরেন।

মাননীয় শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী - রাজ্য সম্পাদক, পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। তিনি বলেন পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকেই সমিতি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করে এসেছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার কথা বলতে গিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন তা সন্তোষজনক নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের গ্রন্থাগারে পাঠক টানার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়ার আহ্বান জানান।

মাননীয় শ্রী মধুসূদন রায় - শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ, পঃ মেঃ জেলা পরিষদ বলেন — গ্রন্থাগারকে মানুষের কাছে যেতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে আরো বেশী বেশী করে গ্রামের মানুষকে পরিসেবা দেওয়ার কথা বলেন এবং গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ১৫-২২শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে যে সাধারণ গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

সর্বশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ পীযুষ কান্তি জানা মহাশয় সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়নের আহ্বান জানান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সবার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক — মিলন কুমার সরকার

বাঁকুড়া পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩রা আগষ্ট ২০০৮ রবিবার বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সোসাইটির ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা। এই সভার প্রারম্ভে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মাননীয় উমাপদ রায় মহাশয় সমবায় সমিতি ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এই সভায় গ্রন্থাগার কর্মীদের কৃতি সন্তান-সন্ততি যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করেছেন তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সোসাইটির সদস্যদের ক্রীত শেয়ারের উপর ডিভিডেন্ট প্রদান করা হয়। এই সভায় ১৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনকে সমর্থন করে ৯ জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সমবায় ইউনিয়ন, বাঁকুড়া জেলা শাখার সম্পাদক উত্তম সেন রায় মহাশয়, পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়ীজ আসোসিয়েশনের (Association- এর বাঁকুড়া শাখা। সম্পাদক কান্তিময় মুখোপাধ্যায়। সম্পাদকের জবাবি ভাষণ ও সভাপতিসহ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর সভা শেষ হয়।

প্রতিবেদক - আশীষ কুমার পাত্র (সম্পাদক)

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির, কোচবিহার জেলা
প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস ১৮ই অক্টোবর ০৮ যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত কোচবিহার জেলায় পালন করা হয়। সকাল ৯টায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তরের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার। প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন গোপাল সরকার। তিনি বলেন ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর আমাদের এই জেলার জিতেন নন্দী ও আরও কয়েকজনের হাত ধরে পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি নামে যে চারা গাছের রোপণ করা হয়েছিল সেটি এখন মহীরুহের আকার ধারণ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে। খুবই দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জিতেন নন্দীকে আমরা কিছুদিন আগেই হারিয়েছি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ ও অন্যান্য সদস্যরা। অনুরূপভাবে জেলার প্রতিটি মহকুমা ও ব্লক স্তরেও একই দিনে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সবত্রই সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক - জয়ন্ত সাহা

"কোচবিহার পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা"

কোচবিহার পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৭ই আগষ্ট ০৮ তারিখে স্থানীয় অতিথি নিবাসে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনার জন্য মোহনলাল মন্ডল, প্রবীর পাল, সুনীল সরকারকে নিয়ে সভাপতিমন্ডলী এবং দুলাল পাইনও দুলাল দাসকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার, তিনি ভবিষ্যতে এই সোসাইটির আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে বক্তব্য রাখেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ কিভাবে এই সোসাইটি গ্রন্থাগার কর্মীদের কল্যাণে কাজ করে আসছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সোসাইটির সম্পাদক মোহনলাল মন্ডল, বিগত বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন ম্যানেজার বাদল সরকার। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ৮জন সদস্য। সভা থেকে আগামীদিনে সোসাইটির কার্যকর্ম পরিচালনার জন্য আশুতোষ পাল, বাইবাম বর্মন, দুলাল দাস, প্রবীর পাল, সমরেশ সরকার ও সুনীল সরকারকে নিয়ে ৬জনের বোর্ড অফ ডিরেক্টর গঠন করা হয়। সাধারণ সভায় মোট ১৩২জন সদস্য জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লক থেকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক - জয়ন্ত সাহা

Government of West Bengal
Department of Mass Education Extension & Library Services,
Bikash Bhawan, 5th Floor, Salt Lake, Kolkata - 700091

No. : 489-MEE/Sectt.
EM/O/5L-24/06

Dated, Kolkata, the 17th of April, 2009

MEMO

At the time of setting up of sponsored public libranesin the state, due to dearth of trained library personnel, appointment was given to some non-trained library personnel in different sponsored public libraries in different districts.

As per 3rd para of clause F of G. O. No. 55-Edn.(SE), dated 09.02.80, the nontrained Librarian / Library Assistants are to complete required training as per relevant recruitment rules within 3(three) years from their date of joining failing which they will not be eligible for increment.

Number of court cases were initiated from the part of the non-trained employees towards fixation of pay and against the above norms fixed by the Govt.

The matter regarding fixation of pay of the late-trained and non-trained employees of the Govt. sponsored libraries was under active consideration of the Govt. from some time past.

As the case is subjudice, the Govt. in the Department of Mass Educaion Extension Library Services has taken a decision towards fixation of pay of the late trained and non-trained employees provided that the petitioners withdraw the court cases subject to the condition that such relaxation be given for 3(three) years, i.e. they will earn increment for 3(three) years from their date of joining, thereafter their increment will be stopped, if they are late trained or still untrained. It has also been decided that the employees will earn notional increments for the intervening period on the date of completion of the required training as per relevant recruitment rules.

This order issues with the concurrence of the Finance Dept. vide their U.O. No. 545, Gr. P(Pay), dated 26.02.09.

All concerned are being informed.

By order of the Governor
Sd/- U.S. Mondal
Joint Secretary

No. : 489/1(42)-MEE/Sectt.

Dated, Kolkata, the 17th of April, 2009

Copy forwarded for information and necessary action to the :

1. Principal Accountant General, West Bengal (A & E), Treasury Building, Kolkata-700001.
2. Finance Dept. (Gr.-P Service) of this Govt.
3. The Director of Library Services, West Bengal.
4. The District Library Officer,.....
5. The Treasury Officer,.....
6. P.S. to the MOS in Charge, Dept. of Mass Education Extension and Library Services, Govt. of West Bengal.
7. P.S. to the Secretary, Dept. of Mass Education Extension and Library Secvice of West Bengal.
8. Guard File.

Sd/- Illegible
Joint Secretary

GRANTHAGAR

Vol 59 No.1 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda April, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

New Year of *Granthagar* (Editorial) P.1

Granthagar has completed 58 years of uninterrupted publication in April 2009 and the Bengal Library Association has reached the milestone of 84 years on 20th December 2008. This journal is the only medium for communication between the district library associations, district libraries and the central committee. Day after day the publication cost increases. We sincerely seek your support for the regular publication of *Granthagar* , and to strengthen the library movement in every corners of the country. Readers' opinion regarding the to increase of number of subscribers, collection of advertisements and suggestions on improving the overall quality of the journal.

Library service-some comments- by Susil Kumar Chaki. P.4-5

The author describes various kinds of library services and the present scenario of the West Bengal Public Library Services. Earlier when there was no library Act in West Bengal, the libraries were under the Social Education Department and proper supervision was observed. But in spite of all the efforts there is no proper supervision due to lack of library officers in every blocks now a days.

But still with proper care and initiation better library services can be provided in these changing times.

Obituaries. P.5, 28

Sri Tapan Sengupta passed away on 7th April 2009.He was the Deputy librarian of British Council library; Teacher, Department of library and Information Science, Jadavpur University; Teacher and a Life member of BLA. We due condolence to the bereaved family was conveyed.

Sri Prasad Roy,Former Departmental librarian of the University of Calcutta suddenly passed away on 3rd February 2009. We due condolence to the bereaved family was conveyed.

Editor's comments. P.5

The Editors expressed regrets for an unintentional mistake in the unedited report of V.58,No 11 issue of Granthagar.

Library movement in Bengal and history of the Bengal library Association- by Nirmalendu Mukhopadhyay. P.376

In this part of the serialised article the author gave an account of the demand charter of the library employees as placed to Education Ministry on 1st April and 2nd May of 1969 and also discussed various outcomes of the deputation. The results include pay scale of college and university librarians, starting of M.lib. Sc and B.lib Sc courses, suspension of library employee, preparation of archaeological catalogue, establishment of folk museum, etc.

Memorandum Submitted by the Bengal Library Association to the Pay Committee for Nonteaching Employees of the State-aided Universities in West Bengal. P.13-22

Library news. P.23-29

1.The Bengal Library Association organised a programme on the occasion of the library Day on 20th December 2008,at 3:00pm in the auditorium of the Bidhannagar State Central Library. 'Role of library in the modern society' was the theme for discussion, and many eminent personalities like Professor Karunasindhu Das,Vice Chancellor,Rabindra Bharati University;Professor Siddhartha Dutta,Pro-Vice Chancellor,Jadavpur University;Sri Aurobindo Konar,Member,State library Association took part in the discussion. The discussion was chaired by Sri Ramkrishna Saha, President of the Bengal library Association. People from different works of life including the teachers of Library and Information Science,librarians and library employees,professors,people associated with the library movement,library and book lovers were present at the occasion. Reported by Dr. Shyamal Roychowdhury

2. Library day was celebrated on 21st December 2008 by the Kotarang Public Library,Hoogley through a morning procession in different wards

of Uttarpara. Reported by Asok Kumar Mondal

3.Railpark Public Library, Morepur,Rishra,Hooghly, celebrated the library day on 20the December 2008 with proper honour and sincerity. Sri Santashri Chatterjee,MP, inaugurated the newly constructed first floor of the existing library building and requested people to take part in the library movement. Reported by Anil Kumar Ghosh.

4.Andal Gram Pragati Pathachkra Rural Library observed the library Day through different programmes like morning procession,cultural programme,quiz competition, etc on 20th and 26th December 2008. Reported by Susmita Bose

S.Golden Jubilee year and Library Day were celebrated on 20th December 2008 Uttar Dinajpur Karandighu Rural library at the Sukanta Mancha of Karandihi Panchayat Samiti through various programmes. Reported by Binay Krishna Goswami

6. Like every year Library Day was jointly organised by Chinsura Kishore pragati Sangha Town Library and Chinsura Kishore pragati Sangha through a discussion entitled 'Role of library in the non-formal education'. Reported by Arundhati Sengupta

7.Kolaghat Thermal Power Town Library celebrated the Library Day through various programmes at the KTPP township. Reported by Abhijit Dutta.

8. A programme was organised by the Abhjaan Sangha Granthagar,Maheshmoli,Malda on the occasion of the libray Day on 26th December 2008. Reported by Surotosh Khan.

9.Udayan Sangha Town Library, organised a programme to mark the Library Day. Reported by the library Secretary.

10.Tarun Samiti Pathagar,Kashiadanga,Nadia organised a number of programmes on the occasion of library Day.Reported by Ashok Kumar Das.

11.Madhupur Mandakini Library,Post Kamasubarna,Dist.Malda organised a cultural programme to mark the Library Day. Reported by Bablu Saha.

12. Library Day was observed jointly by the Bengal Library Association of Maida District and WBP/IEA in various parts of the Maida distinct. Reported by Shasankhasekhar Dasgupta.

Letter to the Editor. P.30

Sri Arghya Rashi Manna requested for a corrigendum for his article published in February 2008.

Deputation to the Higher Education Minister, Govt. of West Bengal. P.30

A deputation was placed before Professor Sudarshan Roychowdhry,Higher Education Minister, Govt. of West Bengal on behalf the Association on 31st March 2009 to discuss various demands of college librarians.

Announcement

The Convocation for the passed out students of Certificate in Library Science fill be held on 25th April 2009.

Association news. P. 31-32

1.The Bengal Library Association, Birbhum District and the WBP!LEA celebrated the Library Day in Rampurhat through various programmes. Reported by Kanchan Chatterjee.

2. The Bengal Library Association and the WBP[LEA, Purulia District organised the Library Day in the auditorium of Purulia District Town Library. Reported by Mrinal Kanti Mondal.

3.The Bengal Library Association, Bankura District observed Library Day in Bankura Town Library and Khatra Sub-division Taaldengra Town Library. Reported by Satinath Bandyopadhyay.

4. With the help of the Bengal Library Association, Cochbehar District and the WBPtLEA,the Cochbehar District Committee and Library Employees Association of Mathabhanga Subdivision organised the XIVth Library Day celebration on 20th and 21st December 2008. Reportes by Jayanta Saha.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথাসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের তাবতলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

(ছ) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল এবং সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পরিষদের মুখপাত্রের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. নমুনা কপির জন্যে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRV KOL RMS WB RNP-083 2007-09
LicenceNo MM & PO/SSRM-KOL RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd No R. N. 2674 57

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 2 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda May, 2009

CONTENTS

Page

National Library & Election (*Editorial*) 39

Dr. Swapna Roy, Madhusudan Chowdhury & Abhra Chakraborty

Self dependent organisation and an attempt 40

Gopal Chandra Pandit

Public Library System in West Bengal – Some proposals 44

Jagadish Mahato

Text Book Bank and the Notion of School Library 48

Arun Kanti Dasgupta

Establishment of Printing machi... ...book – a review 51

Nirmalendu Mukhopadh...

Library movement in ... ntral Lib...
Library Asso... ...ation ... 700... 54

From IV 63

LIBRARY NEWS 64

ASSOCIATION NEWS 66

Govt. order (Appoinment Non-trained Library Personnel in sponsored libraries in different districts due to death of trained library personel) 68

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 1) 69

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from **P**-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org**, Printed at **Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 9831161961**. *Editor* : **Goutam Goswami**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপাত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৩ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ আষাঢ়, ১৪১৬

সূচীপত্র

CU CALCUTTA 01.07.09 UNIV

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার ও টেলিভিসন (সম্পাদকীয়) ৭৫

অরুণ রায়
তপন সেনগুপ্ত স্মরণে ৭৬

অরুণ ঘোষ
একটি গ্রন্থাগার সম্মেলন নিয়ে নানা তথ্য ৭৭

সোনালী ডাপ্‌সী
জনগ্রন্থাগারে জাতীয় জ্ঞান আয়োগের ভূমিকা ৮১

শোক সংবাদ ৮২

ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী
গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সমীক্ষা ৮৩

বার্ষিক নির্ঘন্ট
(গ্রন্থাগার, বর্ষ ৫৮, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ) ৮৯

গ্রন্থাগার সংবাদ ১০১

পরিষদ সংবাদ ১০৩

সরকারি আদেশ নামা
(কলেজের গ্রন্থাগারিক/ফিজিকাল ইনস্ট্রাকটারদের ক্যারিয়ার অ্যাডভান্স স্কীম) ১০৬

ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 2) ১০৯

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

শীঘ্রই প্রকাশের পথে

■ রামকৃষ্ণ সাহা

বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য বাংলা ভাষার পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বর্গীকরণের অন্যান্য গ্রন্থ। প্রায় ১৫০০০ পদ সম্বলিত ৬০০ পৃষ্ঠার উপরে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ২০তম সংস্করণ অবলম্বনে সংকলিত। বর্গগুলি বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বর্ণিত। ভারতীয় বিষয় সমূহের বিস্তারিত তালিকা - বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও ভূগোল - ইতিহাসের ভারত তথা বঙ্গদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা। তালিকার পৃষ্ঠা ৩০৫ আর নির্ঘন্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯০। আরো আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংক্ষিপ্তসার, তৃতীয় সংক্ষিপ্তসারের ইংরাজি নির্ঘন্ট। বিভিন্ন বর্গের ব্যাখ্যা, ভারতীয় জাতিসমূহের বিস্তারিত তালিকা।

মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৩ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ আষাঢ়, ১৪১৬

CALCUTTA

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার ও টেলিভিশন

এই বিষয় নিয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকাতে বহুবার আলোচিত হয়েছে। এমনকি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে এ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রসঙ্গ উঠে আসার পেছনে স্বভাবতই আসল কারণ গ্রন্থাগারে পাঠকসংখ্যা কমে আসছে দিনকে দিন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরে, গ্রামেগঞ্জে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যাতে করে মানুষের মধ্যে সুস্থ চেতনার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ হতে আরও সময় লাগবে। আরও বেশী বেশী করে মানুষকে বোঝাতে হবে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, যে সময়টা গ্রন্থাগার খোলা থাকে সেই সময় টেলিভিশনে এমন কিছু "সিরিয়াল" চলতে থাকে যা ছেড়ে কোন মানুষ গ্রন্থাগারে আসতে চায় না। এই সমস্ত সিরিয়ালে যে সমস্ত গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়, তার সঙ্গে বাস্তবের অনেক সময় কোন মিল থাকে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর এই ধরনের অবাস্তব সিরিয়াস দেখতে তাদের ভালো লাগে। কিন্তু চিত্ত বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগারেও অনেক সম্ভার আছে তা সম্বন্ধে হয় তাঁরা ওয়াকিবহাল নয় অথবা গ্রন্থাগারে আসার তাগিদ অনুভব করেনা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাবে বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে আসেন না। কারণ খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে এই প্রতিযোগিতার দুনিয়াতে প্রত্যেকে নিজেকে তৈরী করার জন্য বা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য হয় বিভিন্ন সংস্থায় পড়াশুনা বা ট্রেনিং, স্কুলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিতে সময় চলে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারে আসবে কখন? কিন্তু এই প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় গ্রন্থাগার যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করতে পারে, তোর ধারনা হয়তো সব মানুষের মধ্যে এখনও সৃষ্টি হয় নি। গ্রন্থাগারকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। টেলিভিশনে অনেক সময় এমন তথ্য পরিবেশন করা হয়, তাতে মানুষের মনে হিংসা বা অসন্তোষের বীজ বপন হয়। যার পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, আত্মহননের চেষ্টা, খুন, জখম, লুঠতরাজ এর মত ঘটনা ঘটছে। যদিও এই সব ঘটনার জন্য একমাত্র টেলিভিশনকে দায়ী করা চলেনা। তবে কিছু ঘটনার জন্য টেলিভিশনকে দায়ী করা চলে। এই ঘটনা চলতে থাকলে সামাজিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। আমরা যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কখনই সমাজের এই অবনতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না। আমাদের অবশ্যই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ গ্রন্থাগারমুখী হয়। প্রয়োজন হলে যে অঞ্চলে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত, সেই অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, কেন সেই অঞ্চলের সকল মানুষ গ্রন্থাগারে আসেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করার চেষ্টা করতে হবে। তবেই আসবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পূর্নতা। তাই সকল গ্রন্থাগারকর্মীর কাছে আবেদন আসুন আমরা আবার চেষ্টা করে দেখি মানুষকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার জন্য এবং গ্রন্থাগার গুরুত্ব তাদের উপলব্ধির মধ্যে আনার জন্য। এতেই মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটবে এবং এই সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনা থেকে সমাজ মুক্ত হবে।

তপন সেনগুপ্ত স্মরণে

অরুণ রায়

'গ্রন্থাগার' এর বৈশাখ, ১৪১৬ (বর্ষ ৫১, সংখ্যা ১) সংখ্যায় তপন সেনগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়াত তপন সেনগুপ্ত ৬০-৭০ এর দশকে পরিষদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তিপাশা গ্রামের অনন্তকুমার ও কেতকী সেনের সন্তান। ১৯৪০ সালের ১৫ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) তাঁর জন্ম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তপন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৫ সালে তপন সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হন। সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ও দুজনেই পরিষদের কর্মী হওয়ার সুবাদে ঘনিষ্ঠ হই। ১৯৬৪ সালে তপন যাদবপুরে বি.লিব.এস.সি কোর্সে ভর্তি হন ও ঐ কোর্সেও ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল তিনি সিটি কলেজে সহ গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করার পর কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারে সহগ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন ও কালক্রমে উক্ত সংগঠনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে উন্নিত হন। পরে মতানৈক্যের দরুন পদত্যাগ করেন। এরপরে তিনি ওবেরয় গ্রুপের গ্র্যান্ড হোটেলে ম্যানেজার (পার্সনেল) হিসাবে যোগদান করেন ও উক্ত হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনেল) হিসাবে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন।

পরিষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সার্টিফিকেট পাশ করার পরেই তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। বি.লিব.এস.সি পাশ করার পরে তিনি সার্টিফিকেট কোর্স এর শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। কালক্রমে তিনি পরিষদের ট্রেনিং কমিটির সম্পাদক হন।

পরিষদের দৈনন্দিন কাজে তপন দীর্ঘকাল নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজের চাপ বেড়ে যাওয়াতে আর তেমন সময় দিতে পারতেন না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগেও তিনি আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবেও সুনামের সংগে অধ্যাপনা করেছেন। সূচীকরণ (ইন্ডেক্সিং) ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। গ্রন্থাগারিকতার পরিবর্তে অন্য পেশাতে কাজ করে অবসর গ্রহণের পরে তিনি হোটেল কর্মীদের আন্দোলনে আক্রান্ত কর্মীদের পাশে থেকে লড়াই করেছেন এবং বেশীরভাগে ক্ষেত্রেই তিনি কর্মীদের দাবির সুরাহার বিষয়ে জয়ী হয়েছেন।

তাঁর পরিবারে তাঁর জেষ্ঠ ভ্রাতা প্রয়াত অরুণ সেনগুপ্ত ছিলেন আনন্দচন্দ্র সিটি কলেজ, বর্তমানে রামমোহন কলেজ এর গ্রন্থাগারিক। তাঁর স্ত্রী রমা লরেটো কলেজের গ্রন্থাগারিক। তাঁর কনিষ্ঠা বোন শিখাও লরেটো স্কুলের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

তপন তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে চলে গেছেন। আমার চেয়ে প্রায় ১½ বৎসরের ছোট ছিলেন, যদিও যোগ্যতা ও বিদ্যাবত্তায় অনেক বড়। বয়সে বড় হয়েও আমাকে আমার বয়:কনিষ্ঠের স্মরণে লিখতে হচ্ছে। এ বড়ই বেদনার।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। ইহাতে চল্লিশ সম্পাদিত [illegible] পৃষ্ঠি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হচ্ছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এম.বি.এ., বে বুক স্টোর, কে'জ, নবা উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, বোলা, অ্যাম্পল, প্রজ্ঞা, পাঠভারতী।

এক্ষণের প্রকাশিত বই

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-ইহাতে চল্লিশ সম্পাদিত। (বইখানে ১২০টি প্রথম উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় বৃহৎ) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- ইহাতে চল্লিশ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী ২৫টি ছোটগল্প ও তার বিস্তৃতবর্ণনা আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ- ইহাতে চল্লিশ বরীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আবু ইসহাক, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উপরকাজের মাটি মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিসৌধের বাংলাদেশ প্রথম খণ্ড। দাম ১০০টাকা।

একটি গ্রন্থাগার সম্মেলন ঘিরে নানা তথ্য

অরুণ ঘোষ

৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নিখিলভারত লাইব্রেরি সম্মেলন' হেডিং-এ একটা খবর ছাপা হয়। খবরটি ছিল—"নিখিল ভারত লাইব্রেরি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, আগামী ২৬শে এবং ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গৃহে নিখিল ভারত লাইব্রেরি সম্মেলনের ষষ্ঠবার্ষিক অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্মেলনে বহু প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। প্রতিনিধিদের প্রবেশিক দক্ষিণা ১ টাকা। ৭ নং রাজেন্দ্র দত্ত লেনে সম্পাদক মহাশয়ের নামে চিঠিপত্র লিখিতে হইবে।"

২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৮-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন। সিনেট হলে অধিবেশন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক রাধাকিষেণের বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' — এই হেডিং-এ যে খবর ছাপা হয় তা হল : "গত কল্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভায় বহু প্রতিনিধি এবং দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে :- শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ চৌধুরী, মন্মথমোহন বসু, কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রফুল্লকুমার সরকার, নরেশচন্দ্র সেন, অমলচন্দ্র হোম, ডাঃ একেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী প্রভৃতি।" (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী নুরুমতি মার্কসবাদী ও খ্যাতনামা সাংসদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর পিতা। এঁর সঙ্গে তখনকার গ্রন্থাগার জগতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগাযোগের কথা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাধর্মী রচনা 'তরী হতে তীর' বইখানিতে পাওয়া যায়। আগ্রহী ব্যক্তিরা পড়ে দেখতে পারেন)।

আনন্দবাজার পত্রিকায় এর পরে লেখা হয় যে—"অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি আসিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতা পাঠ করেন।" এর পরের অনুচ্ছেদে লেখা হয়—"নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিভাষণ— গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। ...এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য—গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া; গ্রন্থসংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।" (রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' শিরোনামের যে রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সম্পূর্ণ পাঠই এখানে ছাপা হয়েছিল)। এরপর লেখা হয় যে—"সম্মিলনীর সভাপতি ডাঃ এ্যানি বেশান্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সংবাদ পাঠান যে তাঁহার পক্ষে ঐ অধিবেশন ত্যাগ করিয়া আসা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর প্রস্তাবে এবং শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর সমর্থনে অধ্যাপক রাধাকিষেণ সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন।"

এরপর 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সভার সভাপতি 'অধ্যাপক রাধাকিষেণের' (রাধাকৃষ্ণান এই বানানেই আছে) কিছু অংশ দেওয়া থাকে। সেই বক্তৃতার একটি অংশ ছিল খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেছিলেন—"লাইব্রেরি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। আমার মতে লাইব্রেরিতে এমন বই রাখা উচিত যাহা পড়িয়া লোকের মন উন্নত হইতে পারে। কতকগুলি বিশ্রী বাজে বই জড় করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। গভর্নমেণ্ট প্রতি বৎসর বাজে কাগজ পোড়াইয়া দেন, চীন দেশে কয়েক বৎসর অন্তর তিনখানি বই রাখিয়া লাইব্রেরির সমুদয় পোড়াইবার কথা শুনা যায়। আমারও মনে হয় লাইব্রেরির পক্ষে সেই ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না। লাইব্রেরি লোকের রুচি উন্নত করিবে। তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথ দেখাইবে।"

'আনন্দবাজার' পত্রিকার এই তথ্য উৎস বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও গবেষক প্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩ মার্চ ১৯২২-২১ মার্চ ১৯৩২'. ১ম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ওই অধিবেশনের

সংবাদের মধ্যে অনেক তথ্যই পাওয়া গেল তবে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানের মন্তব্যে যে অংশে লাইব্রেরিতে মাত্র 'তিনখানি বই রাখিয়া' বাকি বই পোড়াবার যে চৈনিক সুপারিশ আছে তা হয়ত নিছকই ব্যঙ্গমিশ্রিত উক্তি। তবে তিনি ওই সভায় হীরেন্দ্রনাথ পঠিত রবীন্দ্রনাথের ভাষণের যে অংশে রয়েছে যে—"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে" সেই কথা শুনেই তিনি প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

বর্তমানের গ্রন্থাগারিকরা যে এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামান না তা নয়। তারই জন্য তাঁরা 'ডিসকার্ডিং', 'রেসমেন্ট লাইব্রেরি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। তবে রাধাকৃষ্ণানের পরামর্শ লাইব্রেরিয়ানরা যদি 'অক্ষরে অক্ষরে' মেনে চলেন তবে যে তাঁরা সত্যিই 'ভারমুক্ত' হতে পারেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যা হোক, এবার আসা যাক ওই সম্মেলনের সংবাদ তখনকার দু'টি বিখ্যাত বাংলা এবং একটি ইংরেজি মাসিকপত্র কী ভাবে পেশ করেছিল তারই কথায়। 'প্রবাসী' পত্রিকার, মাঘ ১৩৩৫ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে 'ভারতীয় লাইব্রেরি সমূহের কন্‌ফারেন্স' শিরোনামে লেখা হল—"ভারতীয় লাইব্রেরি সমূহের কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল। তজ্জন্য তিনি একটি ছোট অভিভাষণও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন। উহা পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট-বড় সকল লাইব্রেরির অধ্যক্ষদের উহা পাঠ করিয়া তদনুসারে কাজ করা উচিত।"

এর পর উল্লেখ করা হয় কন্‌ফারেন্সে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার কথা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—"কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরির বর্তমান লাইব্রেরিয়ান অবসর গ্রহণ করিলে, তাহার পদে লাইব্রেরি পরিচালনে জ্ঞানবান্ ও দক্ষ একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিতে ভারত-গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।"

'প্রবাসী'র এই প্রতিবেদনে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গীর প্রকাশ রয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে গ্রন্থাগারিকদের কর্মসাধনের জন্য আহ্বান। রবীন্দ্রনাথের যে 'ভাষণ পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত' হয়েছিল তারই শিরোনাম 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'। যদিও ওই রচনা 'প্রবাসী'তে প্রকাশের সঙ্গে এমন কোনও টীকা নেই যা থেকে বোঝা যায় যে 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শিরোনামবিহীন অভিভাষণ আর 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'প্রবন্ধ' একই বস্তু। এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে কোনটি আগে প্রকাশিত, 'আনন্দবাজারে'র অভিভাষণ না 'প্রবাসীর' প্রবন্ধ। এ-বিষয়ে এবারে উল্লেখ করতে হবে আর একজন প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক ডঃ আদিত্য ওহদেদারের একটি প্রবন্ধের কথা—যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য ও তার ইংরেজি পাঠ: কিছু তথ্য, প্রশ্ন ও প্রস্তাব' শিরোনামে। ওই প্রবন্ধের এক জায়গায় অধ্যাপক ওহদেদার মত প্রকাশ করেছেন যে-"স্পষ্টতই, রবীন্দ্রনাথের ভাষণ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার সময়েই বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তৈরি ছিল। তবে বাংলা পাঠ (অর্থাৎ 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য') প্রথমে রচিত হয় এবং অনুষ্ঠানের পূর্বেই প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। ইংরেজি অনুবাদ [The Modern Review পত্রিকার January 1929 সংখ্যায় 'What Makes a Library Great' শিরোনামে প্রকাশিত] রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলেই ধরতে পারি যেহেতু অনুবাদকের নাম অথবা অনুবাদটি অন্যের কৃত এমন কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত কোথাও পাই না।" অধ্যাপক ওহদেদার তাঁর এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করেন নি। যা হোক, বর্তমান আলোচনা কোনও তর্ক-বিতর্কে অথবা বিচার বিশ্লেষণে প্রবেশ করার জন্য নয়-নেহাৎই একটি গ্রন্থাগার সম্মেলনকে ঘিরে নানা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশ ঘটানো ভবিষ্যৎ গবেষকদের স্বার্থে।

এবারে দেখা যাক ওই সময়ে অন্য আর একটি জনপ্রিয় মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ'-এর মাঘ ১৩৩৫ সংখ্যায় 'সাময়িকী' বিভাগে সম্মেলন সম্পর্কে কী সংবাদ পাই। 'ভারতবর্ষে' আছে—"২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - মন্দিরে নিখিল-ভারত-পাঠাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা ছিল, অধিবেশন হইয়াও ছিল, তবু যেন এই সম্মেলন তেমন সফল হয় নাই। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া, এবং নির্বাচিত সভানেত্রী শ্রীমতী বেশান্ট কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য, সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং সভা যে কেমন

হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে সভায় লোক যথেষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। সভার কার্য এক রকম চলিয়া গিয়াছিল।" 'ভারতবর্ষের' প্রতিবেদন কেমন যেন একটু শীতল! হয়ত রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিই তার কারণ।

এবারে দেখা যাক ওই সময়ের বিখ্যাত ইংরেজি মাসিকপত্র The Modern Review কীভাবে সম্মেলন-সংবাদ প্রকাশ করে। পত্রিকাটির January 1929 সংখ্যায় 'Notes' বিভাগে 'What Makes a Library Great' শিরোনামে 'প্রবাসী'তে পৌষ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' রচনাটির মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদকের নামের কোনও উল্লেখ থাকে না। তবে মূল বাংলা পাঠের শেষের ছোট অনুচ্ছেদটি অনূদিত হয় না। ইংরেজি অনুবাদের শুরুতেই সম্পাদকীয় ভূমিকায় লেখা হয়— "...In a paper which Rabindranath Tagore was to have read as Chairman of the reception Committee at All - India Library Conference, but which was read for him in his absence owing to ill-health, he says how libraries can be made useful. His paper was originally written in Bengali and published in the current Paush number of Prabasi..."। ইংরেজি অনুবাদের নীচেই The Modern Review 'All India Library Conference' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপে তার আংশিক বয়ান— "At the recent Calcutta session of the All India Library Conference, the Hon. Raja of Nashipur, a Minister of the Bengal Government, Presided. (এটি দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৮)। .... The Conference also passed another resolution urging the Government of India to appoint an Indian having full knowledge of library administration as a librarian of the Imperial Library, Calcutta after the retirement of the present incumbent. Resolution urging the Government to withdraw the ban on "Pather Dabi" by the novelist Mr. Sarat Chandra Chatterjee was also adopted.

The Hon. Raja of Nashipur was not present when the resolution regarding the lifting of the ban was proposed and carried. The Conference was then presided over by an educationist."।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার প্রস্তাব গ্রহণের সময় সভার সভাপতি নশীপুরের রাজার অনুপস্থিতি এবং তাঁর জায়গায় একজন শিক্ষাবিদের সভাপতিত্ব করার ঘটনা তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ার যে আভাস পাওয়া যায় তা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গবেষকদের কাজে লেগে যেতে পারে।

এবারে আমরা লক্ষ্য করব আলোচিত গ্রন্থাগার সম্মেলন বিষয়ে বিশ্বভারতীর প্রথম গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্রজীবনীকার স্বনামধন্য প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনা 'রবীন্দ্রজীবনী'-র তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে (কলকাতা, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৭) কী তথ্য দেন।

ওই খণ্ডের ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়-"বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের আয়োজন হয়; প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুশীলকুমার দত্ত ('ঘোষ' এর জায়গায় 'দত্ত' হওয়া সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ অথবা প্রভাতকুমারের স্মৃতিবিভ্রম একথা অধ্যাপক গুহদেবারও তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন) ও জীবনী-লেখক। স্থির হয় মিসেস বেশান্ট সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা আজ যে নিখিলভারত গ্রন্থাগার সমিতি (All India Library Association) দেখিতেছি, তখন তাহা গঠিত হয় নাই (ডঃ গুহদেবার তাঁর প্রবন্ধেই জানিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠানের নামটি Indian Library Association হবে)। যাহা হউক, আমাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর অভিভাষণ লিখিয়া দিলেন। কিন্তু কবি কলিকাতায় আসিলেন না। [এখানে উল্লেখ করা যায় যে 'রবীন্দ্রজীবনী'তে ৩য় খণ্ডের ২য় সংস্করণে (অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) প্রভাতকুমার এর পর লিখেছিলেন-"তখন কংগ্রেস কমিটির সভা উপলক্ষে বহু লোক আসিয়াছে - বোধ হয় সেই ভিড় এড়াইবার জন্য এইটি করেন।" এই বাক্যটি অবশ্য তিনি তৃতীয় সংস্করণে বাদ দিয়ে দেন। সিনেট হলে সভা। বেশান্ট আসিবেন, রবীন্দ্রনাথ আসিবেন লোকে ইহা শুনিয়াছে — তাই লোকে লোকারণ্য। মিসেস বেশান্ট কংগ্রেস কমিটির এক সভায় আটকাইয়া পড়িয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ তো শহরেই নাই। আমরা প্রমাদ গুণিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের শরণাগত হই। তিনি সভাপতির কার্য করিলেন; আর রবীন্দ্রনাথের ভাষণ পড়িয়া দিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।" 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা কেন তার প্রতিবেদনে 'সভার কার্য একরকম চলিয়া গিয়াছিল' বলে উল্লেখ করেছেন তার কিছুটা এখানে পরিষ্কার হল।

এবারে সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ রূপে পাঠ করা যে রচনা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়

শিরোনামবিহীন এবং 'প্রবাসী'র পৌষ ১৩৩২ সংখ্যায় 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয় সে প্রসঙ্গে অন্য দু'একটি তথ্য দিয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করব।

১) এখন পর্যন্ত বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র কোনও খণ্ডে 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তার কারণ অবশ্য বর্তমান লেখকের জানা নেই।

২) কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র পঞ্চদশ খণ্ড (২৫শে বৈশাখ ১৩৭২) এবং রবীন্দ্র রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণের পঞ্চদশ খণ্ড ক-এ (ফাল্গুন, ১৪০৬) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩) এ-ছাড়া বিশ্বভারতী কর্তৃক গ্রন্থাগার সম্পর্কে উপনয়ন পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে (ভাদ্র ১৩৫৮)। এ তথ্যও ডঃ ওহদেদারের প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' নামের প্রবন্ধ সংকলনের তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে (১৯১৫) একবারই মাত্র 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর অন্য কোনও সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই লুপ্ত হওয়ার কারণ জানা যায়নি। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'র তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' 'শিক্ষা' প্রবন্ধ সংকলনের ২য় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। এটা যে সঠিক নয় তার কারণ 'শিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯০৮ এবং ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। অতএব ১৯২৮-এর প্রভিভাষণ ওই সংস্করণ দুটিতে প্রকাশিত হতে পারে না। এ-বিষয়ে আমাদের তথ্যসূত্র কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত (১৩৯৫) স্বপন মজুমদার সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি', প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব।

৫) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার' সংকলনে (১৯৮৮) 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা ওই সংকলন থেকে রচনাটি পড়ে তাঁদের 'কর্তব্য' করে থাকেন বলেই আমাদের ধারণা।

৬) আর একটি তথ্য বর্তমান আলোচনায় একটু দূরবর্তী হলেও মনে হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ সেই 'বালক' পত্রিকার কাল থেকে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও যে গ্রন্থাগার ভাবনায় সক্রিয় থেকেছেন তার অন্যতম নিদর্শন রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে। শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ নির্মায়মান তালিকা', ৩য় খণ্ডে (শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-ভবন, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৩৮৯) ২৭৭ সংখ্যার সন্নিবেশে একটি বইয়ের নাম 'গ্রন্থাগার', লেখক মৃণীন্দ্র দেব রায়, প্রকাশক কলকাতার ডি.এম.লাইব্রেরি, প্রকাশকাল ১৩৪৪ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থমালা-১ম)। শুধু তাই নয় তালিকা সংকলক তারকাচিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে বইটি 'রবীন্দ্রনাথকৃত টীকা সম্বলিত'।

সবশেষে বলতেই হবে যে এ লেখার অনুপ্রেরণা অধ্যাপক আদিত্য ওহদেদারের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি। ওই প্রবন্ধে তিনি 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' রচনাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে অনেক তথ্যের অবতারণা করে নানা প্রশ্ন ভবিষ্যৎ গবেষকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমি নিজে ওই প্রবন্ধ পড়ে অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি এবং ভেবেছি। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

জনগ্রন্থাগারে জাতীয় জ্ঞান আয়োগের ভূমিকা

সোনালী তাপসী

সংক্ষিপ্তসার - জনগ্রন্থাগারে জাতীয় জ্ঞান আয়োগের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে যেমন গ্রন্থাগারের বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে তেমনি বিভিন্ন স্তরের জনগ্রন্থাগারের ভূমিকা ও আধুনিক পরিসেবার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের লক্ষ্য স্থির করা ও বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন ও উন্নয়নের দ্বারা সামগ্রিক যোগাযোগের সাহায্যে ভবিষ্যত কর্মসূচিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে সম্ভাব্য লক্ষ্যে পৌছাবার ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমান তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে গ্রন্থাগারের পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। গ্রন্থাগারের প্রকৃতি, সংগ্রহের আকার এবং পরিসেবার পরিবর্তন ঘটেছে। জনগ্রন্থাগার যেহেতু সর্বস্তরের জ্ঞানবিতরণের বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাই জাতীয় জ্ঞান আয়োগ এই ব্যাপারে ২রা আগস্ট ২০০৫ থেকে কাজ শুরু করেন। শ্যাম পিত্রোদা হলেন বর্তমান জাতীয় জ্ঞান আয়োগের সভাপতি। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়গুলি এইরূপ —

- গ্রন্থাগারের জন্য জাতীয় আয়োগ স্থাপন করা।
- জাতীয় স্তরে নমুনা তৈরি করা।
- গবেষণা ও প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কর্মী নিয়োগ করা।
- গ্রন্থাগার পরিচালনায় আধুনিকতা আনা।
- আরো উন্নত পরিচালন কর্মীর যোগদান।
- তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ।
- ব্যক্তিগত সংগ্রহ বাড়ান।
- ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের মিলিত ভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয় কে উন্নত করা।

জাতীয় জ্ঞান আয়োগ জনগ্রন্থাগারকে চারভাগে ভাগ করেছেন।

— রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

— জেলা গ্রন্থাগার

— মহকুমা অথবা সদর গ্রন্থাগার

— গ্রামীণ জ্ঞান পরিসেবা কেন্দ্র অথবা জাতীয় সম্প্রদায় কেন্দ্র

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার :- তথ্য পরিসেবা, প্রযুক্তিগত বৈদ্যুতিন শিক্ষা জ্ঞান ও তথ্যের পরিচালন, তথ্য কেন্দ্রের কার্যকারিতা, নতুন বিষয় উদ্ঘাটন, সূচিপত্র সংশ্লেষ করা, সাময়িক প্রকাশনা, বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি ও সরকারি প্রশিক্ষণ।

জেলা গ্রন্থাগার :- তথ্য পরিসেবা, সমবায়িক উন্নয়ন, বিষয় ও সরকারের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ণ গ্রামীণ তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন।

মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগার :- বই সরবরাহ, অনুলয় পরিসেবা, ওয়েব পরিসেবা, বৈদ্যুতিন শিক্ষা, ব্যাঙ্ক, বিমা, তথ্য পরিসেবা ও উপাত্ত কোষ গঠন করা।

গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র :- পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরে তথ্য প্রদান, সম্প্রদায় তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, তথ্য কিওস্ক তৈরি প্রভৃতি।

আধুনিক পরিসেবায় জনগ্রন্থাগারের জ্ঞান আয়োগের ভূমিকা

লক্ষ্য

— সর্বস্তরে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া।

— নতুন তথ্যের সন্ধান দেওয়া।

— সমাজে সমস্ত স্তরে ব্যক্তিদের জন্য তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

— সহজে তথ্য পাওয়া, ও নিজের / সহজ সরল ভাষায় তথ্য প্রকাশ করা।

ব্যবস্থা

১। আন্তর্জাতিক, জাতীয়, স্থানীয় স্তরে তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা

২। ভীতিহীন ভাবে তথ্য ব্যবহার

৩। শিশু, মহিলা, বয়স্ক নাগরিক সর্বস্তরে সাহায্য বাস্তবে রূপায়িত করা

৪। দক্ষ কর্মী তৈরি করা

৫। কম ও বেশী সংগ্রহ পরিসেবা কেন্দ্রের মধ্যে সমতা আনা

৬। সকলকে অনুলয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরপেক্ষতার সঙ্গে পরিসেবা দেওয়া

জনগ্রন্থাগারের সংগ্রহ

- স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী, আকার ও প্রকৃতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ
- স্থানীয় ভাষায় তথ্য রাখা
- পাঁচ বছর পর পর ১০% সংগ্রহ বাড়ান
- উন্নয়নের খাত থেকে ৬০% গ্রন্থাগারের জন্য খরচ

প্রযুক্তি পরিসেবা

১) আন্তঃগ্রন্থাগার পরিসেবা

২) কম্পিউটার প্রদান

৩) কম্পিউটার তথ্য পরিসেবা

৪) নেটওয়ার্কিং পরিসেবা

৫) ইউনিয়ন ক্যাটালগ

৬) গ্রামীণ যুব কেন্দ্র

৭) সি ডি, মুদ্রিত, জেরক্স এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান

৮) যোগাযোগ -

বর্তমান ভারতে ৫৪,০০০ জনগ্রন্থাগার আছে।

প্রথম পর্যায়ে ১২-১৮ মাসে, ডেলনেট ও ইনফ্লিবনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটান।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০,০০০ লাইব্রেরিকে ১ বছরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানো।

তৃতীয় পর্যায়ে তিন বছরের মধ্যে বাকি গ্রন্থাগারগুলিকে এই পরিসেবার আওতায় আনা।

শেষ পর্যায়ে ২০১১ সালের মধ্যে পুরো প্রকল্প শেষ করা।

রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান এই পরিসেবাকে রূপায়ণের জন্য সহায়তা প্রদান করছে।

গ্রন্থপঞ্জী :-

১। জাতীয় জ্ঞান আয়োগ, (২০০৮), নিউ দিল্লী, ভারত সরকার।

২। তথ্যভিত্তিক সমাজ, দীপক কুমার রায়, অরুনা চৌধুরী, তথ্যবিজ্ঞান রচিত কলিকাতা, জ্ঞান আন্বেষণ, ১৯৯০।

৩। রোল এ্যান্ড অথরিটি অফ ন্যাশানাল মিশন। এস এন এডভোকেট ফর লাইব্রেরি ডেভোলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। দ্যা ইন্টার ন্যাশানাল সেমিনার। মার্চ, ১৩ এ্যান্ড ১৪, ২০০৮, দিল্লী।

৪। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, রচিত। কলিকাতা, ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৪।

৫। গ্রন্থাগার স্বরূপ ও সংগঠন সত্যব্রত সেন ও অনিল কুমার দত্ত, রচিত। কলিকাতা, প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠান, ১৯৮২।

শোক সংবাদ

উত্তরায়ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের (কলকাতা জেলা) গ্রন্থাগারিক শুক্লা রায় (মুখার্জী)-এর গত ২৪শে এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আকস্মিক দেহাবসান হয়। পরিষদ তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সমীক্ষা
(Library Users' Survey)

শ্যামল রায়চৌধুরী

যেকোন গ্রন্থাগারের পরিসেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টির মাত্রার উপর নির্ভর করে সেই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব, অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব। গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় যে গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরনের হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদাও বিচিত্র ধরনের হতে পারে। যে কোন গ্রন্থাগারের অথবা গ্রন্থাগার সামগ্রীর সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার সংগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের সচেতন করানো, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অনুলয় গ্রন্থগুলি এবং তাঁদের ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করানো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সূচী (index) এবং সারাংশ (abstract) অনুসন্ধানের দ্বারা সাম্প্রতিক তথ্যের উৎস সংগ্রহ করাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার পরিসেবা। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা এই ধরনের পরিসেবা সম্বন্ধে আগ্রহী কিনা জানা প্রয়োজন। এই ধরনের পরিসেবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারে থাকলে সে সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের অবহিত করানো প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা কার্যকরীভাবে দেবার জন্য ব্যবহারকারীদের তথ্য চাহিদা সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধ (systematic) মূল্যায়ন (evaluation) প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের তথ্যচাহিদা, তাঁদের তথ্যসংগ্রহের অভ্যাস, তাঁদের পাঠাভ্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে জানার জন্য গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের সমীক্ষা (users' survey) করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সমীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি সমীক্ষা পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা আছে। গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

i) প্রশ্নাবলী বা প্রশ্নমালা (Questionnaire) পদ্ধতি।

ii) সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি।

iii) দিনলিপি (Diary) পদ্ধতি।

iv) পর্যবেক্ষণ (Observation) পদ্ধতি।

i) প্রশ্নাবলী বা প্রশ্নমালা সমীক্ষা (Questionnaire Survey Method) এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সরল এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের মাধ্যমে সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা হয়। প্রশ্নগুলি ব্যবহারকারী সংক্রান্ত বিষয়ে করা হয় অর্থাৎ ব্যবহারকারীর নাম, ঠিকানা, পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পেশা, কর্মস্থল, প্রভৃতি সংক্রান্ত হয়। অন্যান্য প্রশ্নগুলি ব্যবহারকারীরা যে সমস্ত তথ্য উৎসগুলি অনুসন্ধান করেন এবং যে উপায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত উৎসগুলি থেকে সংগ্রহ করেন সেই সংক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে যেকোন এক ধরনের তথ্য পরিসেবা বা অন্য কোন ধরনের সাদৃশ্যমূলক পরিসেবার প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

প্রশ্নগুলি এমনভাবে করা হয় যাতে বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে দেবার প্রয়োজন হয় না—উত্তরগুলি 'হাঁ' বা 'না'-এর মাধ্যমেই দেওয়া যায়।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের (ছাত্র/ছাত্রী বা শিক্ষক/শিক্ষিকা) সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় একটি নমুনা প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট-১-এ দেওয়া হল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন-এর পাঠ্যক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ শিক্ষা আবশ্যিক এবং হাতে কলমে ব্যবহারিক পরিবেশ শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে একটি প্রকল্প (Project)-এর কাজ করতে হয়। এই প্রকল্পের কাজে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সামগ্রীর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে। তাই বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসেবা দিতে সক্ষম কিনা জানা প্রয়োজন হচ্ছে। ব্যবহারকারীদের তথ্য চাহিদা, তথ্য সংগ্রহের অভ্যাস, পাঠাভ্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য প্রশ্নমালার উত্তরগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের তথ্য চাহিদা, তথ্য সংগ্রহের অভ্যাস, পাঠাভ্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণার জন্যও এই প্রশ্নমালা সমীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

সুবিধা

ক) এই সমীক্ষা পদ্ধতিতে সমীক্ষা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ব্যয় খুব কম।

খ) দীর্ঘ দূরত্বে ছড়িয়ে থাকা বহু ব্যবহারকারীদের সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

গ) যে সব ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবধানে কোন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

ঘ) লাজুক উত্তরদাতারা, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অপেক্ষা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিষয়ে মন খুলে বক্তব্য জানায়।

ঙ) ব্যবহারকারীদের তথ্য চাহিদা, তথ্য সংগ্রহের অভ্যাস, পাঠাভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ে একটা সার্বিক ধারণা হয়।

অসুবিধা

ক) উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উত্তর খুব কম পাওয়া যায়।

খ) উত্তরগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে হাতের লেখা বোঝা যায় না।

গ) অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই প্রশ্নের উত্তরগুলি বানিয়ে বানিয়ে দেয়।

ঘ) অনেক সময়েই উত্তরদাতারা প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলির গুরুত্ব বা গুণমান যথাযথভাবে বুঝতে পারে না। ফলে তারা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন না, ভুল উত্তর দেন।

ii) সাক্ষাৎকার সমীক্ষা পদ্ধতি (Interview Survey Method)

এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধানকারী নিজে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতা অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উত্তর জোগাড় করে।

সাক্ষাৎকার (১) প্রণালীবদ্ধ প্রশ্নাবলী বা (২) অপ্রণালীবদ্ধ প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে নেওয়া হয়।

(১) প্রণালীবদ্ধ (Structured) প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নগুলি সাক্ষাৎকারের আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া হয় এবং অনুসন্ধানকারী সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাকে প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। উত্তরগুলি অনুসন্ধানকারী নিজে লিখে রাখেন বা উত্তরদাতা নিজে লিখে জানান।

উত্তরদাতা কোন প্রশ্ন ঠিকমত বুঝতে না পারলে অনুসন্ধানকারী যথাযথ ব্যাখ্যা করে প্রশ্নটি উত্তরদাতাকে বুঝিয়ে দেন।

সুবিধা

ক) প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

খ) এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রশ্নমালা পদ্ধতির অনেক অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব।

অসুবিধা

ক) এই পদ্ধতি অধিক ব্যয়সাপেক্ষ (costly), শ্রমসাধ্য (laborius) এবং এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি সময় লাগে (time-consuming)। এর কারণ এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধানকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে সারা দেশে বা বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা উত্তরদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

অবশ্য উত্তরদাতারা একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী হলে এই পদ্ধতি খুব একটা ব্যয়সাধ্য হয় না।

(২) অপ্রণালীবদ্ধ (Un-Structured) প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারীর কাছে আগে থেকে তৈরী করা নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী থাকে না। অনুসন্ধানকারী তার উদ্দেশ্য স্থির করে উত্তরদাতার কাছে যান এবং উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করেন ও উত্তরগুলো লিখে রাখেন।

সুবিধা ঃ এই পদ্ধতি প্রণালীবদ্ধ প্রশ্নমালার তুলনায় অনেক বেশী নমনীয় (flexible)। এছাড়া এই পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলি প্রণালীবদ্ধ প্রশ্নমালা পদ্ধতির মতই।

iii) দিনলিপি সমীক্ষা পদ্ধতি (Diary Survey Method)

এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয় বিষয় হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারকারীদের কাজকর্ম সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের দিনলিপি বা রোজনামচা (diary) লিখে রাখা। প্রাথমিকভাবে ব্যবহারকারীরা একটা দিনলিপি লিখে রাখেন। এর মধ্যে ব্যবহারকারীর কার্যাবলী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য থাকে যথা ঃ কোনো বিষয়ের উপর তথ্য বা কোনো প্রবন্ধ অনুসন্ধান; তথ্য সংগ্রহ, গ্রন্থ পাঠ, গ্রন্থাগার ব্যবহার, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্য থাকে। সেইসঙ্গে এগুলির মধ্যে কোনগুলি ব্যবহারকারীদের সরবরাহ করা হয়েছে তাও লিপিবদ্ধ করা হয়।

ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিনলিপি রাখেন এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ের পর দিনলিপিটি বিশ্লেষণের জন্য অনুসন্ধানকারীকে দেন।

সুবিধা ঃ দিনলিপি রাখা খুব অল্পসময়ের জন্য অর্থাৎ ৭ দিন

থেকে ১০ দিনের জন্য হলে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক এবং এটি সাক্ষ্যমণ্ডিতও হয়।

অসুবিধা ঃ

দীর্ঘ সময়ের জন্য দিনলিপি রাখা এবং দীর্ঘ সময়ের ঐ দিনলিপি থেকে বিশ্লেষণ করা অনুসন্ধানকারীর পক্ষে অসুবিধাজনক।

iv) পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা পদ্ধতি (Observation Survey Method)

দুই ধরনের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আছে। সেগুলি হল :-

(১) অংশগ্রহণ যুক্ত পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) পদ্ধতি।

(২) অংশগ্রহণ ব্যতীত পর্যবেক্ষণ (Non-participant Observation) পদ্ধতি।

(১) অংশগ্রহণ যুক্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

যখন পর্যবেক্ষণকারী নিজে সমীক্ষাধীন দলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন তখন তাকে **অংশগ্রহণ যুক্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি** বলে।

এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণকারী নিজেকে কোন দলের অংশরূপে মনে করেন এবং দলের কার্যাবলীতে যুক্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেগুলি সে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার রূপে পর্যবেক্ষণ করে। সেগুলি যে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণকারী দলের কোন ব্যক্তিকেই জানতে দেওয়া হয় না। প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হয় এবং পরিশেষে বিশ্লেষণ করা হয়।

২) অংশগ্রহণ ব্যতীত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

যখন পর্যবেক্ষণকারী নিজে অংশগ্রহণ না করে নিকট দূরত্ব থেকে দল/ব্যক্তির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে **অংশগ্রহণ ব্যতীত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি** বলে।

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নয় এরকম পর্যবেক্ষক নিকট দূরত্ব থেকে নির্বাচিত কিছু ব্যবহারকারীকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ ব্যবহারকারীদের কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্য—যথা ব্যবহারকারী দ্বারা গ্রন্থাগারে ব্যয়িত সময়, ব্যবহারকারীদের দ্বারা আলোচিত গ্রন্থাগার নথিগুলির ধরন, ঋণ নেওয়া গ্রন্থাগার নথির সংখ্যা প্রভৃতি — নথিভুক্ত করে। এই ভাবে সংগৃহীত তথ্য পরিশেষে বিশ্লেষণ করা হয়।

পরিশিষ্ট-১

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সমীক্ষা
(Library Users' Survey)
প্রশ্নমালা (Questionnaire)
নমুনা (Sample)

(নমুনাটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; একইভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নমুনাও তৈরী করা যেতে পারে।)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারীদের প্রতি —

(বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের (অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী/শিক্ষক-শিক্ষিকাদের) তথ্য চাহিদা, তথ্যের প্রকারভেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের উন্নততর গ্রন্থাগার পরিসেবা দেবার ক্ষেত্রে তথ্য অনুসন্ধানে সাহায্য করার জন্য তোমাকে/আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে প্রথম অংশে বর্ণিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে চিন্তা কর/করুন। তোমার/আপনার সুবিধামত সময়ে ঐগুলির ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব।

অনুগ্রহ করে দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত প্রশ্নগুলি উত্তর দাও/দিন এবং এই পৃষ্ঠাগুলোর পিছনের দিকে বা আলাদা কোন পৃষ্ঠায় প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত কোন প্রস্তাব দাও/দিন। তোমার/আপনার সহযোগিতা ধন্যবাদার্হ এবং তোমার/আপনার দেওয়া সব তথ্য গোপনীয় রাখা হবে।)

প্রথম অংশ (ব্যবহারকারীর সঙ্গে অনুসন্ধান আলোচনার জন্য)

১। পরিমাণ বা আয়তন (Amount), প্রকারভেদ (Kinds), মাত্রা (Levels) পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পের

বিভিন্ন সময়ে, অর্থাৎ শুরুতে, প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্পের শেষে, তথ্যের চাহিদাগুলি কী কী?

.....

.....

২। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কিভাবে পাও?

.....

.....

৩। কি ধরনের প্রকাশনা তুমি ব্যবহার কর? (যথা ঃ বই, হ্যান্ড বুক, তথ্যসম্বলিত নির্দেশিকা, পত্রপত্রিকা, সারাংশ, গ্রন্থসূচী, রিভিউ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি)?

.....

.....

৪। প্রত্যেকটি প্রকাশনা কি উদ্দেশ্যে তুমি ব্যবহার কর?

.....

.....

৫। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য ও প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে কি তুমি সক্ষম?

হ্যাঁ/না

৬। তোমার বিষয়ের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে কি তোমার কোন সমস্যা আছে?

হ্যাঁ/না

৭। তুমি কি কলকাতার বাইরে অবস্থিত বা বিদেশে অবস্থিত কোন গ্রন্থাগার কোনদিন ব্যবহার করেছ?

হ্যাঁ/না

ক) ব্যবহার করে থাকলে তোমার অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানাও। বর্তমানে তোমার ব্যবহৃত গ্রন্থাগারের সঙ্গে তার তুলনা কর।

.....

.....

ব্যবহারকারী ছাত্র/ছাত্রীর নাম

.....

শ্রেণী, বিভাগ, ক্রমিকসংখ্যা

.....

অনুসন্ধানকারীর প্রকল্পের নাম

.....

প্রকল্পের কাল

.....

তারিখ

.....

ব্যবহারকারী শিক্ষকের নাম

.....

বিভাগ

.....

প্রকল্পের পরিধি

.....

প্রকল্পের কাল

.....

তারিখ

.....

দ্বিতীয় অংশ

(ব্যবহারকারীর প্রশ্নোত্তরের জন্য)

১। পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে পাঠের জন্য সপ্তাহে গড়ে কত সময় ব্যয় কর?.....ঘণ্টা।

২। সপ্তাহে গড়ে কত সময় পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে ব্যবহারিক কাজের জন্য ব্যয় কর?

.....ঘণ্টা।

৩। কোন বিদেশী ভাষা তুমি পড়তে পার, যাতে ঐ ভাষায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ তুমি বুঝতে পার?.....

বিদেশী ভাষার নাম

৪। তুমি কোন্ কোন্ পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সদস্য/সদস্যা?

.....

৫। পরিবেশ শিক্ষা ছাড়া আর কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমার তথ্য অনুসন্ধান প্রয়োজন হয় এবং সেগুলো অনুসন্ধান করার হার কি রকম? (প্রায়শই, মাঝেমাঝে, খুব কম, কখনও না)

	বিষয়	কি রকম (প্রায়শই/মাঝেমাঝে/ খুব কম/ কখনও না)
৫.১	রসায়ন	—
৫.২	জীবনবিজ্ঞান	—
৫.৩	ভৌতবিজ্ঞান	—

৬। বিজ্ঞান প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কি তুমি কখনও উপলব্ধি করেছ?

হ্যাঁ/না

৭

৭.১। তুমি কি মনে কর গ্রন্থাগার পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ তোমার পক্ষে খুবই কার্যকরী হবে।

হ্যাঁ/না

উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে

এই প্রশিক্ষণ কোন্ স্তরে দেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

(সঠিক স্থানে টিক (√) চিহ্ন দাও)।

৭.২ যে কোন স্তর, ৭.৩ আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তর,

৭.৪ পোস্টগ্রাজুয়েট, ৭.৫ পি-এইচ-ডি বা গবেষণা পূর্ব স্তর

৮। তুমি কোন্ কোন্ গ্রন্থাগারের সদস্য?

.....

৮.১ তুমি কোন গ্রন্থাগার সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার কর?

গ্রন্থাগারের নাম.....

৮.২ তুমি কোন্ গ্রন্থাগার থেকে বই ঋণ বেশী নাও?

গ্রন্থাগারের নাম.....

৯। তোমার বিষয়ে পাঠের জন্য সপ্তাহে গড়ে কত ঘণ্টা তুমি গ্রন্থাগারে এবং অন্যত্র ব্যয় কর?

.....ঘণ্টা

এবং এই ব্যয় তুমি কত বার কর?

(প্রতিদিন/সপ্তাহে ৩বার/পক্ষকালীন/মাধ্যমিক/খুবই দুর্লভ/সপ্তাহে ১ বার)

	গ্রন্থাগার	কতবার	সপ্তাহে আনুমানিক ব্যয়িত সময় ঘণ্টা
৯.১	বিদ্যালয় গ্রন্থাগার	—	—
৯.২	পরিবেশ শিক্ষা বিভাগ	—	—
৯.৩	অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি	—	—
৯.৪	গৃহে	—	—
৯.৫	গৃহ ও বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে	—	—

১০। তুমি কি মনে কর যে সব গ্রন্থাগার তুমি বেশি ব্যবহার কর সেই গ্রন্থাগারগুলিতে তোমার আগ্রহের বিষয়ে সংগ্রহ সামগ্রী তোমার চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক/পর্যাপ্ত আছে?

হ্যাঁ/না

	গ্রন্থাগারের নাম
১০.১ সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত	.....
১০.২ আংশিক রূপে যথেষ্ট	.....
১০.৩ একেবারেই যথেষ্ট নহে	.....
১০.৪ সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত	.....

১১।

১১.১ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় নি, এরকম কোন গ্রন্থাগার সামগ্রীর কি তুমি কখনো চাহিদা জানিয়েছ?

হ্যাঁ/না

১১.২ গত ১২ মাসে গ্রন্থাগার কতবার তোমার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে।.....বার/একবারও না

১১.৩ ঐ গ্রন্থাগার সামগ্রী পাওয়ার জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কত সময় নিয়েছে?

.....ঘণ্টা/.....দিন

১১.৪ অন্য কোন গ্রন্থাগার কি তোমাকে এই ধরনের পরিসেবা দিয়েছে? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, ঐ গ্রন্থাগারের নাম

হ্যাঁ/না

গ্রন্থাগারের নাম .....

১২. তুমি যে গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহার কর সেগুলির দ্বারা তোমার চাহিদা না মিটলে তোমার চাহিদা মেটানোর জন্য তোমাকে কতদূরে অবস্থিত গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়?

আনুমানিক .....মাইল/কি.মি. দূরে

১৩। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অনুলয় পরিসেবাদানকারী গ্রন্থাগারিক বা অন্য কোন গ্রন্থাগার কর্মীর সাহায্য কি তুমি চাও?

হ্যাঁ/না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, কোন ক্ষেত্রে চাও—

১৩.১ বই বা অন্যান্য নথি খুঁজে পাওয়ার জন্য

.....হ্যাঁ/না

১৩.২ সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য

.....হ্যাঁ/না

১৩.৩ বিভিন্ন অনুলয় পরিসেবা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর ব্যবহার বোঝার জন্য

.....হ্যাঁ/না

১৩.৪ অন্যান্য কোন সহায়তার জন্য

.....হ্যাঁ/না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, অন্যান্য কোন ধরনের সহায়তার জন্য উল্লেখ কর।

১৪.

১৪.১ এমন কী কী গ্রন্থাগার পরিসেবা আছে যা এখন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দেওয়া হয় না। কিন্তু তুমি মনে কর সেগুলি দেওয়া প্রয়োজন? যথা :

১) কোন বিষয়ের উপর গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করা

২) কোন প্রবন্ধের জেরক্স পাওয়া

৩) কম্প্যুটারের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান

৪) অন্যান্য

১৪.২ এই ধরনের (১৪.১ এ বর্ণিত) বিশেষ পরিসেবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে কি তুমি ইচ্ছুক?

.....হ্যাঁ/না

১৫। তুমি কি গ্রন্থাগারের কার্ড ক্যাটালগ কার্যকরীরূপে ব্যবহার করতে পার?

.....হ্যাঁ/না

১৬। তুমি কি গ্রন্থাগার সামগ্রী কারুর সাহায্য না নিয়ে নিজেই খুঁজে নিতে পারো?

.....হ্যাঁ/না

১৭। কোন্ গ্রন্থাগারকে তুমি মনে কর সহজে ব্যবহার করা যায়?

.....গ্রন্থাগারের নাম

১৭.১ ঐ গ্রন্থাগারের অনুলয় সম্ভার হ্যাঁ/না

১৭.২ পত্রপত্রিকার প্রবন্ধ অনুসন্ধান হ্যাঁ/না

১৭.৩ বহু ঋণ নেওয়ার কাজ হ্যাঁ/না

১৭.৪ মক্ষে গ্রন্থাগার সামগ্রী খোঁজার কাজ হ্যাঁ/না

১৭.৫ গ্রন্থাগারের কার্ড ক্যাটালগ দেখার কাজ হ্যাঁ/না

১৭.৬ অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য হ্যাঁ/না

১৭.৭ যে কারণে ঐ গ্রন্থাগার সহজে ব্যবহার করা যায় সাধারণ মন্তব্য

.....

.....

১৮. গ্রন্থাগারে কি ধরনের মক্ষসজ্জা প্রথা চালু আছে? বদ্ধ মক্ষ/মুক্ত মক্ষ প্রথা

১৮.১ তুমি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মক্ষ অন্য কোন ধরনের মক্ষসজ্জার দ্বারা সজ্জিত হওয়া অনুমোদন কর? হ্যাঁ/না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে

১৮.২ কোন ধরনের মক্ষসজ্জা তুমি অনুমোদন কর .....

১৯. প্রায় কতগুলি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রিকা তুমি

১২.১ ক্রয় কর? .....ভারতীয়, ...বিদেশী

১৯.২ নিয়মিত পড়? .....ভারতীয়, ...বিদেশী

১৯.৩ নিয়মিত স্ক্যান (scan) কর? .....ভারতীয়, ...বিদেশী

২০. ধরা যাক "গ্রন্থাগার কিভাবে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে হবে" এই বিষয়ে ২টি/৩টি বক্তৃতার/প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হবে।

২০.১ তুমি কি ঐ বক্তৃতাগুলোতে যোগদান করবে?

..... হ্যাঁ/না

২০.২ তুমি কি ঐ প্রশিক্ষণগুলিতে যোগদান করবে?

..... হ্যাঁ/না

২০.৩ এর জন্য কোন অর্থ ব্যয় করতে রাজী হবে?

..... হ্যাঁ/না

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বার্ষিক নির্ঘণ্ট

বর্ষ ৫৮; বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

নির্ঘণ্ট সঙ্কলক

পার্থপ্রতিম বোস

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ গ্রন্থাগার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সম্পাদক

গৌতম সেন্দাশী

সহযোগী সম্পাদক

জয়দীপ চন্দ

ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম - ৫২
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বার্ষিক নির্ঘণ্ট । ৫৮ বর্ষ। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

ক : লেখক-আখ্যা সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

অনিলদা/মানবতাবাদী অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী কে মনে রেখে।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫০

অনীতা ভট্টাচার্য/সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ : চোদ্দটি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৯২-২০০

— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩৫-২৪৪

অভিজিৎ দত্ত। দেখুন নন্দলাল মণ্ডল ও অভিজিৎ দত্ত।

অভিজিৎ প্রামাণিক/গ্রামীণ উন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৮-২৩০

— /বাগনানে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস : একটি সমীক্ষা।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৪-১৭৯

অরুণ রায়/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় স্মরণে।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৬-১৩৭

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত/ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭১-১৭৩

অশোক প্রামাণিক/বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অঙ্গীকার।

১০, মাঘ; পৃ: ২৯২-২৯৪

ইফ্‌লা-ইউনেস্কো বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মসূচী/সুবল চন্দ্র বিশ্বাস (ভাষান্তর)।

১, বৈশাখ; পৃ: ৪-৬

ইলেকট্রনিক বই (ই-বই) : গঠন পদ্ধতি/রামপ্রসাদ মজুমদার।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৬-৮৮

উনপঞ্চাশ (৪৯) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন — প্রতিবেদন।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩২০-৩২৮

উনপঞ্চাশ (৪৯) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন - কার্যবিবরনী।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৪

— ৩, আষাঢ়। পৃ: ৭৬-৭৯

কেশব চন্দ্র সিন্‌হা/পল্লী পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চলন্তিকা লাইব্রেরির অভিযান।

১০, মাঘ; পৃ: ২৮৮-২৯১

কৌশিক ঘোষ/বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথিসংগ্রহশালা : একটি প্রতিবেদন।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩২৯-৩৩০

— /'শমীক শিশু পাঠাগার' পাঠভবন; বিশ্বভারতী : একটি প্রতিবেদন।

৯, পৌষ; পৃ: ২৬৯-২৭০

গ্রন্থবর্গীকরণ পরিকল্পের বিভিন্ন সংস্করণ ও কলেজ গ্রন্থাগার : কিছু কথা/সরমা দাস।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪০-৪৩

গ্রন্থাগার উন্নয়নে জাতীয় মিশন/সম্পাদকীয়।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৬৩

গ্রন্থাগার দিবস/সম্পাদকীয়।

৯, পৌষ; পৃ: ২৫৫-২৫৬

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ/সম্পাদকীয়।

১, বৈশাখ; পৃ: ৩

গ্রন্থাগার পরিষেবা/সম্পাদকীয়।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৩

গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গ/মিলন কুমার সরকার।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৬৪-৩৬৯

গ্রন্থাগারিক দিবস/সম্পাদকীয়।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৫

গ্রামীণ উন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা/অভিজিৎ প্রামাণিক।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৮-২৩০

জয়দীপ চন্দ/বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল : একটি সূচীকরণগত সমস্যা।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৯-১১৫

জেলা গ্রন্থাগারে বৃত্তিগত সহায়ক বিভাগ-একটি অভিজ্ঞতা/মৃদুল কুমার মিত্র।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৬।

জ্ঞান পরিচালন ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারে ইহার প্রয়োগ/প্রতাপ চন্দ্র রায়।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪১-১৪৬

তেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট আই.এস.বি.এন (ISBN) : গঠন ও গ্রন্থাগারে প্রয়োগ/রামপ্রসাদ মজুমদার।
১০, মাঘ; পৃ: ২৯৯-৩০১

তেরো (১৩) সংখ্যার আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা (আই.এস.বি.এন)/সোনালী ভাপ্‌সী।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭০-৩৭১

দেবব্রত রায়/ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার : একটি সমীক্ষা।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭২-৩৭৫।

— /বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্টগ্যালারির গ্রন্থাগার — একটি সমীক্ষা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮২-৮৫।

নন্দলাল মণ্ডল ও অভিজিৎ দত্ত/মুক্ত সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় ডিজিটাল গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ : প্রয়োগমূলক সহজ পরীক্ষা।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২০৬-২১২।

নিতাই চন্দ্র ঘটক/মুদ্রিত বনাম বৈদ্যুতিন তথ্য উপাদান : গ্রন্থাগার সংগ্রহে কোন মাধ্যমের অগ্রাধিকার?
৯, পৌষ; পৃ: ২৬৩-২৬৮

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়/বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস।
১, বৈশাখ; পৃ: ১০-১১
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭-১২২
— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৬-১২২
— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৮-১৪০
— ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২০২-১০৫
— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩১-২৩৪
— ৯, পৌষ; পৃ: ২৫৯-২৬২
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৯৫-২৯৮
— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৬-৩৮১

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় স্মরণে/অরুণ রায়।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৬-১৩৭

পঞ্চম বেতন কমিশন/সম্পাদকীয়।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৭

পঞ্চাশ (৫০) তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন/সম্পাদকীয়।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯১

পল্লী পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চলন্তিকা লাইব্রেরি অভিযান/কেশব চন্দ্র সিন্‌হা।
১০, মাঘ; পৃ: ২৮৮-২৯১

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ও জনগ্রন্থাগার/সম্পাদক
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৩

পাঠ্যসূচী (সিলেবাস) পরিবর্তনের প্রচেষ্টা/সম্পাদকীয়।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৫

পার্থসারথি মণ্ডল/বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং ই বিভিন্ন সমস্যা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮০-৮১

পুস্তক সমালোচনা (সূচীকরণ; কিছু নতুন ভাবনা/বিজয় মুখোপাধ্যায়.-কলকাতা : প্রভা প্রকাশনী, ২০০৭)/ বন্দ্যোপাধ্যায় (সমালোচক)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৬

পূবাশীকা ভট্টাচার্য মৈত্র/বৈদ্যুতিন নথিভুক্তকরণ ও গ্রন্থাগ
১, বৈশাখ; পৃ: ৭-৯

প্রতাপ চন্দ্র রায়/জ্ঞান পরিচালন ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগারে ই প্রয়োগ।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪১-১৪৬

প্রয়াত নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য/সম্পাদকীয়।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৯

ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার : একটি সমীক্ষা/দেব রায়।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭২-৩৭৫

বইমেলা/সম্পাদকীয়।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩১৯

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

১, বৈশাখ; পৃ: ১০-১১

— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭-৪৯

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৬-১২২

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৮-১৪০

— ৭, কার্তিক; পৃ: ২০২-২০৫

— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩১-২৩৪

— ৯, পৌষ; পৃ: ২০২-২৬২

— ১০, মাঘ; পৃ: ২৯৫-২৯৮

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৬-৩৮১

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্টগ্যালারির গ্রন্থাগার — একটি সমীক্ষা/দেবব্রত রায়।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮২-৮৫

বাগনানে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস : একটি সমীক্ষা/অভিজিৎ প্রামাণিক।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৪-১৭৯

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংসভার/অশোক প্রামাণিক।

১০, মাঘ; পৃ: ১৯২-১৯৪

বিদ্যালযের গন্থাগারের ভূমিকা এবং ইহার বিভিন্ন সমস্যা/পার্থসারথি মণ্ডল।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮০-৮১

বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল : একটি সূচীকরণগত সমস্যা/জয়দীপ চন্দ।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৯-১১৫

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথিসংগ্রহশালা : একটি প্রতিবেদন/কৌশিক ঘোষ।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩২৯-৩৩০

বৈদ্যুতিন নথিভুক্তকরণ ও গ্রন্থাগার/পূবালীকা ভট্টাচার্য মৈত্র।

১, বৈশাখ; পৃ: ৭-৯

ভুটানের জাতীয় গ্রন্থাগার ও মহাফেজ খানা/মলয় রায়।

৯, পৌষ; পৃ: ২৫৭-২৫৮

ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু/অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭১-১৭৩

মলয় রায়/ভুটানের জাতীয় গ্রন্থাগার ও মহাফেজ খানা।

৯, পৌষ; পৃ: ২৫৭-২৫৮

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনার কয়েকটি দিক/সুবল কুমার বারুই।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৪-১০৬

মানবতাবাদী অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীকে মনে রেখে/অনিল দাঁ।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫০

মিলন কুমার সরকার/গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে।

৯, চৈত্র; পৃ: ৩৬৪-৩৬৯

মুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় ডিজিটাল গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ : প্রয়োগমূলক সহজ পরীক্ষা/নন্দলাল মণ্ডল ও অভিজিৎ দত্ত।

৭, কার্তিক; পৃ: ২০৬-২১২

মুদ্রিত বনাম বৈদ্যুতিন তথ্য উপাদান : গ্রন্থাগার সংগ্রহে কোন মাধ্যমের অগ্রাধিকার?/নিতাই চন্দ্র ঘটক।

৯, পৌষ; পৃ: ২৬৩-২৬৮

মৃদুল কুমার মিত্র/জেলা গ্রন্থাগারে বৃত্তিগত সহায়ক বিভাগ-একটি অভিজ্ঞতা।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৬

রবীন্দ্র চিন্তার লাইব্রেরি, আমাদের ভাবনায় রাজনৈতিক দল : একটি সম্ভাব্য আলোচনা/সুকুমার খামরই।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৮

রামপ্রসাদ মজুমদার/ইলেকট্রনিক বই (ই-বই) : গঠন পদ্ধতি।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৬-৮৮

— /হেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট আই.এস.বি.এন (ISBN) : গঠন ও গ্রন্থাগারে প্রয়োগ।

১০, মাঘ; পৃ: ২৯৯-৩০১

'শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার', পাঠভবন, বিশ্বভারতী : একটি প্রতিবেদন/কৌশিক ঘোষ।

৯, পৌষ; পৃ: ২৬৯-২৭০

সাম্প্রতিক কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগবিধি/সম্পাদকীয়।

১০, মাঘ; পৃ: ২৮৭

সরমা দাস/গ্রন্থবর্গীকরণ পরিকল্পের বিভিন্ন সংস্করণ ও কলেজ গ্রন্থাগার : কিছু কথা।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪০-৪৩

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ : চোদ্দটি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন/অমীতা ভট্টাচার্য।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৯২-২০০

— ৮; অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩৫-২৪৪

সুকুমার খামরাই/রবীন্দ্র চিন্তায় লাইব্রেরি, আমাদের ভাবনায় রাজনৈতিক দল : একটি সম্ভাব্য আলোচনা।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৮

সুবল কুমার বারুই/মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনার কয়েকটি দিক।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৪-১০৬

সুবল চন্দ্র বিশ্বাস (ভারান্তর)/ইফলা-ইউনেস্কো বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মসূচী।

১, বৈশাখ; পৃ: ৪-৬

সোনালী ডাপসী/১৩ সংখ্যার আন্তর্জাতিক প্রমানা গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা (আই.এস.বি.এন)।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭০-৩৭১

হাসতে মানা, পড়তে ভয়ের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

পত্রপাঠ

মূল্য: মাত্র ৬ টাকা

98300 52182
92315 59717

১০ ডে, কার্ল রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই ধরা যায়।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন	:	৬" × ৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ভি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১২০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি : দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

খ ঃ বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বিষয়ানুগ সূচী

আই.এস.বি.এন (ISBN)/সোনালী ভাপ্‌সী।

চৈত্র; পৃ: ৩৭০-৩৭১

আই.এস.বি.এন (ISBN) — গঠন ও গ্রন্থাগারে প্রয়োগ/রামপ্রসাদ মজুমদার।

মাঘ; পৃ: ২৯৯-৩০১

ই-বই-কিছু প্রসঙ্গ/রামপ্রসাদ মজুমদার।

আষাঢ়; পৃ: ৮৬-৮৮

কলেজ গ্রন্থাগার - বিভিন্ন সমস্যা/সুবল কুমার বারুই।

শ্রাবণ; পৃ: ১০৪-১০৬

গ্রন্থাগার — বৈদ্যুতিন তথ্যের ব্যবহার/পূবালীকা ভট্টাচার্য মৈত্র।

বৈশাখ; পৃ: ৭-৯

গ্রন্থাগার আন্দোলন *আরও দেখুন* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতিহাস।

গ্রন্থাগার আন্দোলন — ইতিহাস বাগনান/অভিজিৎ প্রামাণিক।

আশ্বিন; পৃ: ১৭৪-১৭৯

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র - কার্যসম্পাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে/নিলন কুমার সরকার।

চৈত্র; পৃ:৩৬৪

চলন্তিকা লাইব্রেরি ও রবীন্দ্রনাথ/কেশব চন্দ্র সিন্‌হা।

মাঘ; পৃ:২৮৮-২৯১

জাতীয় গ্রন্থাগার—ভুটান/মলয় রায়।

পৌষ; পৃ: ২৫৭-২৫৮

জেলা গ্রন্থাগার — বৃত্তিগত সহায়ক বিভাগ — আলোচনা/মৃদুল কুমার মিত্র।

জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৬

জ্ঞান পরিচালন ব্যবস্থা (Knowledge Management) - গ্রন্থাগার/প্রতাপ চন্দ্র রায়।

ভাদ্র; পৃ: ১৪১-১৪৬

ডিউই ডেসিমাল বর্গীকরণ - সংস্করণের পার্থক্য - আলোচনা/সরমা দাস।

জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪০-৪৩

প্রবীর রায়চৌধুরী — শ্রদ্ধার্ঘ্য — কবিতা/অনিল দাঁ।

জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫০

প্রমথনাথ বসু - জীবনী/অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত।

আশ্বিন; পৃ: ১৭১-১৭৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

বৈশাখ; পৃ: ১০-১১

— জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭-৪৯

— শ্রাবণ; পৃ: ১১৬-১২২

— ভাদ্র; পৃ: ১৩৮-১৪০

— কার্ত্তিক; পৃ: ২০২-২০৫

— অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩১-২৩৪

— পৌষ; পৃ: ২৫৯-২৬২

— মাঘ; পৃ: ২৯৫-২৯৮

— চৈত্র; পৃ: ৩৭৬-৩৮১

বাংলা ভাষার ডিজিটাল গ্রন্থাগার — মুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার/নন্দলাল মণ্ডল ও অভিজিৎ দত্ত।

কার্ত্তিক; পৃ: ২০৬-২১২

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার—ইফলা ও ইউনেস্কোর কর্মসূচী/সুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

বৈশাখ; পৃ: ৪-৬

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার — ভূমিকা ও বিভিন্ন সমস্যা/পার্থসারথি মণ্ডল।

আষাঢ়; পৃ: ৮০-৮১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহেলা/অশোক প্রামাণিক।

মাঘ; পৃ: ২৯২-২৯৪

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার — প্রয়োজনীয়তা/অভিজিৎ প্রামাণিক।

অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৮-২৩০

মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্টগ্যালারির গ্রন্থাগার — বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়/দেবব্রত রায়।
আষাঢ়; পৃ: ৮২-৮৫
মুদ্রিত বনাম বৈদ্যুতিন মাধ্যম — একটি পর্যালোচনা/নিতাই চন্দ্র ঘটক।
পৌষ; পৃ: ২৬৩-২৬৮
রবীন্দ্রনাথ, লাইব্রেরি ও রাজনৈতিক দল/সুকুমার খানরই।
শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৮
সাধারণ গ্রন্থাগার আইন—চোদ্দটি রাজ্য/অনীতা ভট্টাচার্য।
কার্তিক; পৃ: ১৯২-২০০
— অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩৫-২৪৪
সূচীকরণ — প্রকাশকালের সমস্যা/জয়দীপ চন্দ।
শ্রাবণ; পৃ: ১০১-১১৫

বিভাগীয় সূচী

আলোচনা চক্র :
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (বিষয় : বাংলা প্রকাশনার নির্ঘণ্টীকরণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৩
মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার (বিষয় : আর্থিক সহায়তায় গ্রন্থাগার সচেতনতা)
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৩
সঞ্চয়ন পাঠাগার (বিষয় : পাঠক সমাজ গড়তে গ্রন্থাগারের ভূমিকা)
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৫
গ্রন্থাগার দিবস :
তরুণ সমিতি পাঠাগার, নদীয়া।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫২
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৬
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মালদা শাখা।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান : ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন।
৯, পৌষ; পৃ: ২৮০
সবুজ গ্রন্থাগার হাওড়া।
৩; আষাঢ়; পৃ: ৯০
গ্রন্থাগার : বার্ষিক নির্ঘণ্ট
— ১৪১৪, ১, বৈশাখ; পৃ: ২১-৩২
গ্রন্থাগার সংবাদ :
অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণসভা, পশ্চিম মেদিনীপুর।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ব বই দিবস পালন)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৩
কিতীশ চন্দ্র চৌধুরী স্মৃতি গ্রন্থাগার, কলকাতা (গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠান)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৭
গড় ভবানীপুর আর.পি.ইন্সটিউশন ওল্ড বয়েস ইউনিয়ন (গ্রামীণ) লাইব্রেরী, হাওড়া (শিশু-কিশোর বিভাগ ও মহিলা এবং বরিষ্ঠ নাগরিক বিভাগের শুভ উদ্বোধন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯০
গোসাইর হাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার (স্বাধীনতা দিবস পালন)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮২
গ্রন্থাগার পরিসেবা ও কর্মীদের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা সভা, পুরুলিয়া জেলা।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৬
গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সচেতনতা এবং মূল্যায়ন বিষয়ক সেমিনার।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৩
চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৯
— (গ্রন্থাগারিক অরুন্ধতী সেনগুপ্তকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন)।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৪

— (ডাঃ মুরারি মোহন মুখার্জী স্মারক বক্তৃতা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮১
— (বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন)।
৫, ভাদ্র, পৃ: ১৪৭
— (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৩
— (রূপান্তর দিবস)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৩
— (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৪
জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার (নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৪
— (৫০ বর্ষ পূর্তি)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫২
জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণের গ্রন্থাগার-কর্মীর সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেডের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৪
জাগৃতি পাঠাগার (৩৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৫
জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৭
দুর্গাপুর সাব ডিভিসনাল লাইব্রেরি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৮-১৪৯
দেউলপাড়া ভূধারিনাথ বিদ্যানিকেতন ও দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ২২৫
দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার, বর্ধমান (দেবেন্দ্রনাথ সিকদারের স্মরণ সভা)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯১
— (প্রধান নাগরিক বিভাগ উদ্বোধন)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮২
নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগ স্মরনে বরণে নজরুল।
৭, কার্তিক; পৃ: ২১৩
নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৯
— (পাঠাগারের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১
নাদানঘাট শান্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৪
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৩
পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৫
— (পাঠাগার কক্ষে বরিষ্ঠ নাগরিক বিভাগের উদ্বোধন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৯
— (৬২ তম স্বাধীনতা দিবস)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৩
— (রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব উদ্‌যাপন)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮০
পাত্রসায়ের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরি (বিদায় সম্বর্ধনা)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৪
পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার, পানুয়া, বাঁকুড়া (নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫
পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার (বর্ষবরণ উৎসব)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮০
— (বিদায় সম্বর্ধনা সভা)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৪
পূর্বস্থলি কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৮

প্রয়াত প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অনির্বাণ ভবানী মহাশয়ের শোকসভা।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৬
বর্ষব্যাপী নাবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্লাটিনাম জুবলি উৎসব পালন।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২১৪
বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮২
বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টিসংসদ, কলকাতা (১০ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫
বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরি, মুর্শিদাবাদ (বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২১৬
বেসরকারি এবং জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলিকে আর্থিক অনুদান প্রদান।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮২
বেসরকারী গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান, হাওড়া।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৪
বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৯
— ১৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৭
মগরা সাধারণ পাঠাগার (বিদ্রোহী কবি নজরুল জন্মোৎসব উদ্‌যাপন)।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৫
মেমারী মিলন সংঘ টাউন লাইব্রেরি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৯
— (কবি প্রণাম)।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২১৩
রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৪
রেল পার্ক সাধারণ পাঠাগার, রিষড়া, হুগলী (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৮
শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৪
— (রবীন্দ্রনাথের ১৪৭তম জন্মজয়ন্তী পালন)।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৭
সংগঠক বিজয় ব্যানার্জীর শোকসভা।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮১
সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, কাশনা (আন্তর্জাতিক পুস্তক দিবস উদ্‌যাপন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২২
সারা বাংলা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ সাহিত্য সভা।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৬
হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার, হাওড়া (রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণে)।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২১৪
হাওড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, হাওড়া (১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২১৭

চিঠিপত্র ঃ

অরুণ ঘোষ।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭১-২৭২
অরুণকান্তি দাশগুপ্ত।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫১

পরিষদ সংবাদ ঃ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, হাওড়া জেলা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৩
ইউ.জি.সি. পে রিভিউ কমিটির সভা।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৬
কলেজ গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখা।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল, ২০০৮।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৯-৩১২
গ্রন্থাগার সচেতনতা কর্মশালা।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫০
গ্রন্থাগারিক কর্মশালা, পুরুলিয়া জেলা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৩
ইউ.ডি.সি. পে রিভিউ কমিটির সভা।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৬
কলেজ গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখা।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল, ২০০৮।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৯-৩১২
গ্রন্থাগার সচেতনতা কর্মশালা।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫০
জলপাইগুড়ি জেলার সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে আধিকারিক সভা।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৩
জাতীয় গ্রন্থাগারে শিক্ষামূলক পরিদর্শন।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৯
পরিষদ কথা।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮২
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (কাউন্সিল সভা, ২০০৭)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১২-১৫
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : উত্তর দিনাজপুর (জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৬
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দার্জিলিং জেলা (ডেপুটেশন)
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পুরুলিয়া (৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৬
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বর্ধমান জেলা (২১তম সম্মেলন রিপোর্ট)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮৩
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বাঁকুড়া জেলা কমিটি (জেলা সম্মেলন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২০
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মালদা জেলা শাখা (ভাষা দিবস উদ্‌যাপন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২০
— (রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা (১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫১-১৫২
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা (১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
২২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৫
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা (৩০ ও ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৭, কার্তিক; পৃ: ২১৭
— (৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৫-৩৮৬
শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৪
সমাবর্তন অনুষ্ঠান, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪৯
হাওড়া জেলা সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মশালা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯২
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি সংবাদ :
অবসরপ্রাপ্ত এবং নবনিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বর্ধনা, হাওড়া।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯১
আলিপুরদুয়ার মহকুমা (১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা)
১, পৌষ; পৃ: ২৭৬
ইসলামপুর মহকুমা (সম্মেলন ও বিদায় সম্বর্ধনা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৭

উত্তর দিনাজপুর (৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৭
উনচল্লিশ (৩৯) তম রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা, জলপাইগুড়ি।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৭-৩৮৮
— ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৭
কোচবিহার জেলা (বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৬
— (মাননীয় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মহাশয়ের নিকট বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ডেপুটেশন)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৬
জলপাইগুড়ি জেলা (বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১০, মাঘ; পৃ: ৩০৭
জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা (বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৫
পুরুলিয়া জেলা (৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৫
পুরুলিয়া জেলা, পূর্ব ও পশ্চিম মহকুমা কমিটি (৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮৪
বীরভূম জেলা (২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৬
মাথাভাঙ্গা মহকুমা (বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৮
মালদা জেলা সদর মহকুমা কমিটি (৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৫
রঘুনাথপুর মহকুমা কমিটি (৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮৩
রাজগঞ্জ ব্লকের সাধারণ সভা।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৭
সাঁকরাইল ও পাঁচলা ব্লকের সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা, হাওড়া।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯২
হাওড়া জেলা (৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৮৪
— (৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৮
হাওড়া জেলা সদর মহকুমা (১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৭, কার্তিক; পৃ: ২১৫

বিশেষ সংবাদ :

গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে নতুন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি ও প্রথম নিয়োগ।
৭ কার্তিক; পৃ: ২০১

শোক সংবাদ :

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি।
১, বৈশাখ; পৃ: ১১
(ডঃ) পীযূষকান্তি মহান্যাত্র, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৮
বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮১
মহঃ জহীরুল হক। গ্রন্থাগারিক, শালবণী ক্লাব ও পাঠাগার, জলপাইগুড়ি।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩২৮

সরকারী আদেশনামা :

In exercise of the power conferred to rule 11 of The Public Library Management Rules. 2005, read with section 6 of The West Bengal Public Librarie Act (West Bengal Act XXIX of 1979) The Director of Library Services, West Bengal, hereby lays down on recommendation of council the following procedure for election to the member of the Managing Committees of Government Sponsored Public Libraries.
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৮-৬৮
In modification of the previous order no. 1142-Edn (MEE). dt. 04-01-1995 regarding technical vetting power of the Engineers, The undersigned is divected by the order of the Governor to say that the Governor has been pleased to revise The Vetting Powers of The Engineers (No. 273/MEE/Secti/EM/o/SL-103/2006)
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৫-১৫৬

In Superession of The Sponspred Public Library Management Rule 1981, Published with The Education Department Notification No. 679-Edn (SE), dt. 03.11.1981, a new and revised West Bengal Sponsored Public Management Rule, 2005 has been published in terms of Notification No. 599–MEe/Sectt dt. 10.08.2005 (Ref No. 226/MEE/Sectt/5L-223/2007. Dt. 4th March, 2008)

৪, শ্রাবণ, পৃ: ১২৮

স্মারকলিপি ঃ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সমীপে স্মারকলিপি পেশ।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৭

জলপাইগুড়ি জেলায় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির স্মারকলিপি প্রদান।

৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২১৬

প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, হাওড়া, স্মারকলিপি প্রদান।

১০, মাঘ; পৃ: ৩০৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বলিত স্মারকলিপি।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২৬

Memorandum on revision of pay scale submitted to the member Secretary 5th Pay Commission, Govt. of West Bengal.

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৩১-৩৫৩

Memorandum Submitted to the Chairman, West Bengal College Service Commission on 29-12-2008

১০, মাঘ; পৃ: ৩০২-৩০৩

English Abstracts :

১, বৈশাখ; পৃ: ৩৩-৩৪

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৬২-৭০

৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৭-৯৮

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১২২-১৩০

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৭-১৫৮

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮৫-১৮৬

৭, কার্ত্তিক; পৃ: ২২১-২২২

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৯-২৫০

৯, পৌষ; পৃ: ২৮১-২৮২

১০, মাঘ; পৃ: ৩১৩-৩১৪

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৭-৩৫৮

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮৯-৩৯০

Gutenberg's
Specialist in Library equipment
5B, College Row, Kolkata-700 009. Ph : (R) 2412 2641, (M) : 9830172671 (O) : 6568 5779

গ্রন্থাগার সংবাদ

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার

গ্রন্থাগার দিবস পালন

২০ ডিসেম্বর ২০০৮ বিকেল ৩টায় পাঠাগার ভবনের বৃহত্তর কক্ষে সমবেত পঞ্চাশ অধিক সভ্য-সভ্যার উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নির্ধারিত "আধুনিক সমাজে (সাধারণ) গ্রন্থাগারের ভূমিকা" বিষয়ে আলোচনার সূচনাতে গ্রন্থাগারিক, শ্রীঅশোক সিংহ মহাপাত্র উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষেপে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করে নির্ধারিত বিষয়ে মুখবন্ধ করেন এবং আলোচনা আহ্বান করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিচালন সমিতির সদস্য শ্রীশিবশঙ্কর সাধুখাঁ, সায়ক দাস ও একাধিক সভ্য-সভ্যা। সভার সভাপতি, শ্রীনিতাই ভূঁইয়া ও কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক, শ্রীরুহি রুদ্রবনিক উক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এই দিনের থেকে আগামী তিন মাসের মধ্যে পাঠাগারের ৭৫০ জন সভ্য-সভ্যা গণের মধ্যে গ্রন্থাগার 'ব্যবহারকারী সমীক্ষা' এবং তাঁদের মাধ্যমে ৭৫০ জন 'অ-ব্যবহারকারী সমীক্ষা' কর্মসূচি গৃহীত হয়।

প্রতিবেদক — খগেন্দ্রবিজয়

খরুণ শক্তিসংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার

গত ২৬-২৭ জানুয়ারী ২০০৯, বীরভূম জেলার খরুণ শক্তিসংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দুই দিন ব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি উৎসব পালন করা হয়।

এই উদ্দেশ্যে ২৬ শে জানুয়ারীর পূণ্য প্রভাতে গ্রন্থাগারের সদস্য, পাঠক, ছাত্র ও গ্রামবাসীবৃন্দ শহীদ স্মরণে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামপ্রদক্ষিন করেন। জাতীয় সংগীত ও গানের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পরিচালন সমিতির সভাপতি মৌমিতা মন্ডল। সকাল ১০টায় প: ব: সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী তপন রায় মূলপর্বের উদ্বোধন সূচনা করেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্য গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের নানা দিকগুলিকে উপস্থাপিত করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা, ক্রীড়া তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ শ্রী মাননীয় শ্যামসুন্দর দত্ত। নারী ও সমাজকল্যাণ কর্মধ্যক্ষ শ্রীমতী মমতা লোট, রামপুরহাট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ভাস্বতী লোট। ঐ গ্রামের ছেলে, বর্তমান বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক তরুণ মুখার্জী স্বাগত ভাষণে সকলকে গ্রন্থাগারে আসার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতি মৌমিতা মন্ডল উপস্থিত গ্রামবাসীদের সকলকে গ্রন্থাগারের সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক কৌশিকা মন্ডল বিভিন্ন বিভাগের আবৃত্তি, সংগীত, কুইজ তাৎক্ষণিক আলোচনা সভা, ঋতুরঙ্গ, নাটক দেশপ্রেমিক মঞ্চস্থ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল যেমন- খুশী সাজো, হাসির বন্যায় দুইদিনের উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ পাই। পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ কর্মাধীক্ষ অপূর্ব মন্ডল ও প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ (খরুণ গ্রামের বাসিন্দা) শ্রীসন্তোষ কর্মকার, উৎসব উৎযাপন কমিটির সভাপতি, প্রাক্তন শিক্ষক বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত আনন্দঘোষাল চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক ভানুবিশ্বাসের আন্তরিকতা আপামর জনগণের প্রশংসার দাবীদার।

প্রতিবেদক — শ্রী তরুণ কুমার মুখার্জী

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব ২০০৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন

২৫শে জুলাই, ২০০৯, বিকাল ৪টায়

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, নদীয়া

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার ভবনে 'জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর', নদীয়া-র উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগারের সহযোগিতায় ১০ ডিসেম্বর ২০০৮ বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শিরোনাম "কিশোর কিশোরিদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা"। প্রায় শত - সমবেত সভ্য - সভ্যা ও অতিথি অভ্যাগতদের সকলকে স্বাগত জানান গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশোক সিংহ মহাপাত্র। শিশু বিভাগের সদস্যা কুমারী অনামিকা অধিকারী ও শ্রীসোমনাথ গোস্বামীর গীত-বাদ্যে সভার সূচনা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীঅলোক সান্যাল এই কর্মসূচিতে তাঁর দপ্তরের উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য বিষয়ে মুখবন্ধ করে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দিত করেন ও আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণ আহ্বান করেন। প্রধান আলোচক ডাঃ কানাইলাল সাঁই'র নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষিত ও মনোজ্ঞ আলোচনায় সকলে সমৃদ্ধ হন। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজলজ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রদীপ্ত গোস্বামী, শ্রীঅপূর্ব পোদ্দার, শ্রীসুভেন্দু সরকার, শ্রীশিবশঙ্কর সাধুখাঁ, শ্রীসৌরেন্দ্র নারায়ণ সাহা প্রমুখ।

সামগ্রিক আলোচনায় 'কিশোর - কিশোরিদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা' যে বর্তমান সমাজে একটি মহামারি ব্যাধি রূপে দেখা দিয়েছে তা সম্পর্কে সকলে একমত হন। সমাজের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী সু-স্বাস্থ্য ও সুস্থ চিত্তবৃত্তির অধিকারী নয়, রয়েছে চেতনার অভাব, জীবনে নানাবিধ অসঙ্গতি, ভোগ-সর্বস্ব সুখ-সমৃদ্ধির বাসনা, লাগামহীন প্রত্যাশা, কাম্য বস্তু না পাওয়ার হতাশা, আবেগ প্রণোদিত প্রেমের বন্ধনে ব্যর্থতা, মিডিয়ার প্রলোভন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের আসক্তি, পড়া-লেখার অসম্ভব চাপ, পরীক্ষায় ব্যর্থতা, বেকারত্বের জ্বালা, পিতা-মাতার অসম্ভব প্রত্যাশা, দাম্পত্য কলহ, অসম প্রতিযোগিতা, সঙ্গ হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদেরকে হতাশ করছে যা থেকে তারা বেছে নিচ্ছে আত্ম-হননের ভুল পথ। এ সমস্ত কারণগুলিকে চিহ্নিত করে ছোট থেকে সন্তানের পিতা-মাতা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব আছে এর থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা। এরকম আলোচনা আরো বিস্তৃত আকারে হওয়া প্রয়োজন আছে বলে উপস্থিত সকলে মত প্রকাশ করেন। এই রকম একটি বিষয়ে আলোচনা সময়োপযোগী বলে সকলে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমহাপাত্র। কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক শ্রীরুহি কসেবনিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। পাঠাগারের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীসৌরেন্দ্র নারায়ণ সাহা সভার পৌরোহিত্য করেন।

প্রতিবেদক — খগেন্দ্রবিজয়

পল্লীশ্রী পাঠাগার

পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর, হাওড়া) উদ্যোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারি ২০০৯ দুপুর ১২টায় পাঠাগার প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১৫৮ জন প্রতিযোগী উপস্থিত হয়। বিকাল ৫টায় পাঠাগার কক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সম্পাদক কুঞ্জবিহারী সাধুখাঁ ও প্রধান অতিথি আসন অলংকৃত করেন গ্রন্থাগারিক, কবি ও আবৃত্তিকার রবীন ভট্টাচার্য। সফল প্রতিযোগীদের পুস্তক এবং মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। সমস্ত প্রতিযোগীদের মিষ্টান্নের প্যাকেট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতায় সাফল্যমন্ডিত হয় এবং শিশুদের মধ্যে দারুন উৎসাহ সৃষ্টি হয়। স্বাগত ভাষণ দেন পাঠাগারের সম্পাদক বিকাশ কুমার বাড়ুই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিমলকুমার সরদার।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সমাবর্তন উৎসব

গত ২৫শে এপ্রিল ২০০২, শনিবার অপরাহ্ণ ৪টায় ২০০৮ সালের পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা। সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন বিশেষ অতিথি অধ্যাপক সুব্রত পাল। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার। পরিষদের ট্রেনিং কমিটির সম্পাদিকা শ্রীমতী বন্নরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্রেনিং কমিটির ডিরেক্টর ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী প্রমুখ। ঐ অনুষ্ঠানে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া ছিলেন পরিষদের কর্মসমিতি ও কাউন্সিলের সদস্য/সদস্যারা, পরিষদের ট্রেনিং কমিটির শিক্ষক/শিক্ষিকারা, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এবং পরিষদের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ।

সভার শুরুতে প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী সর্বাণী সরকার। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার অনুষ্ঠানের সূচনা করে এই কোর্স সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানান। তিনি আরও জানান প্রতি বৎসর এই কোর্সে পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয় —

১) কুমার মৃণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় স্মারক পদক।

২) মৈথিলী ব্যানার্জী (সেনগুপ্ত) স্মারক পদক।

৩) সলিল চাকলাদার স্মারক পুস্তক পুরস্কার।

এরপর সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দেন। তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই সার্টিফিকেট কোর্সের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিয়ে এর ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানান।

এরপর পরিষদের ট্রেনিং কমিটির সম্পাদিকা বন্নরী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ সালের সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের সংখ্যা এবং সার্বিক ফলাফলের সারাংশ জানান। তিনি আরও জানান এবছর পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারিণী হলেন শ্রীমতী মৌসুমী গড়াই। তিনি পরিষদের তিনটি পুরস্কারও পাবেন।

এরপর মৌসুমী গড়াইকে উপরোক্ত তিনটি পুরস্কার/স্মারক পদক দেনবিশেষে অতিথি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র দেন অধ্যাপক পাল।

এরপর বিশেষ অতিথি ডঃ সুব্রত পাল দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী রূপে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের অনুভূতি থেকে গ্রন্থাগারে ও গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান বিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রন্থাগারপ্রেমী। গ্রন্থাগার তাঁর কাছে প্রিয়। গ্রন্থাগারে আগে মুদ্রিত সামগ্রী থাকত এখন বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী যুক্ত হয়েছে। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারে নতুনত্ব আসছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সুবিধা হচ্ছে। নতুনত্ব যা আসছে তা যেমন গ্রহণ করতে হবে, সেইরকম সব পুরোনো জিনিষকে বাতিল করাও ঠিক নয়। গ্রন্থাগারে বৈদ্যুতিন সামগ্রী যেমন গ্রহণ করতে হবে। সেরকম পুরানো জিনিষ অর্থাৎ মুদ্রিত মাধ্যমের গ্রন্থাগার সামগ্রীর গুরুত্বও উপলব্ধি করতে হবে। তিনি বলেন প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়। তিনি জানান পরিষদ পরিচালিত বৃত্তিমূলক কোর্স এই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্স ১৯৩৭ থেকে ২০০৯ অর্থাৎ ৭২ বছর চলছে এটা জেনে ভাল লাগল। এই প্রতিষ্ঠান যে গণ আন্দোলন, গ্রন্থাগার আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে চালিয়েছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন এটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি আরও বলেন যে শিক্ষা আন্দোলন প্রকৃত অর্থে যে কি রকম হতে পারে তার প্রকৃত চিত্র তিনি এখানে এসে দেখলেন। তিনি জানান এই কোর্সের পাঠক্রম প্রচলিত পাঠক্রমের থেকে উন্নত, স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রমের থেকে আলাদা এটা

যেমন এই সংস্থার পক্ষে একটা গর্বের দিক সেইরকম শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা দুঃখের দিকও আছে। সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে positive ও negative দুটো দিকই আছে। বর্তমানে বিভিন্ন course-এর সংখ্যা বাড়ছে - নতুন ধরনের course চালু হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধিটা সার্বিক না কেবলমাত্র পরিমাণগত তা ভাবার সময় এসেছে বলে তিনি জানান। এই বৃদ্ধির গুণগত দিকের কথা ভাবতে হবে। তিনি প্রশ্ন করেছেন শিক্ষা কি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অতুলনীয় বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান-এর সামুজ্য কি আছে? তিনি ছাত্রছাত্রীদের জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার আহবান জানান। তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান এবং সকলের জীবন সার্থক হোক এই কামনা করেন।

এরপর সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা সভাপতির ভাষণে ছাত্র ছাত্রীদের এই কোর্সে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বর্তমানে এই কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কোন সংস্থায় গ্রন্থাগারে সহকারী হিসাবে কর্মসংস্থান হতে পারে কারণ কর্মসংস্থান -এর ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য" এই রচনাটি বারবার পড়ার জন্য বলেন। এছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সম্বন্ধে অনেক কথা ডঃ রঙ্গনাথন বলেছেন। সে সব কথা নিজের জীবনের পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করার আহ্বান পান।

এরপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিবেদক — ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরী

দুস্কর্মের প্রতি ঘৃণা ও দুস্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখা

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১, অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর বর্ণপরিচয় ভবন প্রাঙ্গণে নদীয়া জেলার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সহ শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মীর জমায়েত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরে মুড়ার সর্বোদয় পাঠাগারের গ্রন্থাগার সহকারী নন্দলাল প্রামানিক খুন হন গত ১ ফেব্রুয়ারি। বর্বরোচিত এই দুস্কর্মের প্রতি ঘৃণা ও দুস্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখার সমবেত কর্মীগণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী শহীদ নন্দলাল প্রামানিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দন্ডায়মান এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি'০৮ দুপুরে পি টি টি আই এর স্লোগান রত একটি দল বর্ণপরিচয় ভবন প্রাঙ্গণে জমায়েত হয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে (প্রাথমিক) ও কাউন্সিল চেয়ারম্যানের কাছে তাঁদের দাবি ও বিক্ষোভ জানাতে। পুলিশ ও সাংবাদিকদের সামনেই অকস্মাৎ জনা পঁচিশের একটি দল বর্ণপরিচয় ভবনের দ্বিতলে চলে যায়, যেখানে বিদ্যালয় সংসদের দপ্তর। অস্বাভাবিক চিৎকার চেঁচামেচি করে দপ্তরের আসবাব ও ফাইল পত্রাদি কয়েক নিমেষে তচ্‌নচ্‌ করে নিচের তলে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তরে অনুরূপ ভাঙ্গ-চুর চালায় এবং উপস্থিত কর্মীদের হেনস্থা করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই। খবর পেয়ে সংসদের সভাপতি কলকাতার থেকে দ্রুত ফিরে আসেন ঘটনা স্থলে, অথচ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক খবর পেয়ে সেদিন কেন পরের দিনেও একবার দপ্তরে আসার সময় করে উঠতে পারলেন না। এটা দুঃখ জনক। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখার সম্পাদক অশোক সিংহ মহাপাত্র বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শান্তির পরিবেশকে ধ্বংস করতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে দুস্কৃতিকারীরা যত্র-তত্র এই ধরণের অপকর্ম চালাচ্ছে। এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।এর জন্য সকলের সঙ্গে আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সমাবেশে এই অপকর্মের প্রতি নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং দুস্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে গৃহীত প্রস্তাব সহ জেলা শাসকের নিকট ৮ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদক — খগেন্দ্রবিজয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর প্রাপ্ত বিভিন্ন পদক পরিষদকে প্রদান।

২৫শে এপ্রিল, ২০০৯, শনিবার অপরাহ্ণ ৫.৩০ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী গ্রন্থাগার বিদ্যার ছাত্র জীবনে প্রাপ্ত স্বর্ণপদক, রৌপ্য পদক ও স্মারক পদক - ৩ টি পদক অধ্যাপক রায় চৌধুরীর পরিবারের তরফে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে প্রদান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা। প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত প্রবীর রায় চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী অলোক রায় চৌধুরী, পরিষদের ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার পরিষদের কর্মসমিতির সদস্য সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ রায় প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিষদের বহু সদস্য, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা, অধ্যাপক রায় চৌধুরীর ওন মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ইয়াসলিক-এর সভাপতি ডঃ কে. এন. শতপথী, সম্পাদক ডঃ অরুণ চক্রবর্ত্তী, যুগ্ম সম্পাদক সলিল খান, প্রমুখ অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিষদের কর্মসচিব জানান অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর ছাত্র জীবনে পাওয়া ৩টি পদক - ২টি স্বর্ণপদক এবং ১টি রৌপ্য পদক অধ্যাপক রায়চৌধুরীর পরিবারের লোকেরা পরিষদের প্রদান করতে আগ্রহ দেখান। ঐ পদকগুলি অধ্যাপক রায় চৌধুরী জীবিতাবস্থায় তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী অলোক রায়চৌধুরীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। কর্মসচিব প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানান। তিনি বলেন প্রয়াত রায়চৌধুরী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। তিনি অসাধারণ ছাত্র নেতা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষেরও ছাত্রনেতা ছিলেন। তিনি BPSF -এর সভাপতি ছিলেন, AISF -এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও ছাত্র ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি পরিষদের বিভিন্ন পদে ছিলেন — কর্মসচিব, সহঃ সভাপতি, সভাপতি, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক। গ্রন্থাগার ট্রেনিং কমিটির ডিরেক্টর প্রভৃতি। তিনি পরিষদের পত্রিকায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখকরূপে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে তিনকড়ি দত্ত পদক পান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. লিব. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য স্বর্ণ পদক পান। এছাড়া ১৯২৬ সালের রসায়নে - কাউন্সা স্বর্ণ পদক পান। তিনি অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন — তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৪ সালে পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন।

এরপর অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর সহকর্মী ও ছাত্র-পরিষদের প্রতুল সহ সভাপতি শ্রী অরুন রায় প্রবীর রায়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন বহু আনন্দ/বেদনার দিনে প্রয়াত প্রবীর রায় চৌধুরীর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য/দুর্ভাগ্য তাঁর হয়েছিল। প্রবীর বাবুর অসাধারণ স্মরণ শক্তির কথা তিনি বলেন। তাঁর ছাত্র দরদী মনের কথাও জানান। তিনি বলেন প্রবীর বাবু ২১/, বছরের বেশী দুরারোগ্য কালার-এ আক্রান্ত ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রবীর বাবুর জেঠ ভাতার পুত্র শ্রী অলোক রায় চৌধুরী সহ পরিবারের সব সদস্যদের পদকগুলি পরিষদকে প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে পরিষদের পরবর্তী প্রজন্মরা এই পদক তিনটি যত্ন সহকারে রাখবেন।

এরপর প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর পরিবারের তরফে শ্রী অলোক রায় চৌধুরী পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহার নিকট পদকগুলি প্রদান করেন।

এরপর পরিষদের প্রধান সদস্যা শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় প্রবীরবাবুর স্মৃতিচারণ করেন। তিনি জানান প্রবীরবাবু তাঁর পারিবারিক বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ১৯৬১ সাল থেকে প্রবীরবাবুর সঙ্গে পরিচিত।

এরপর IASLIC -এর সভাপতি ডঃ কে. এন. শতপথী প্রবীরবাবুর স্মৃতিচারণ করে জানান তিনি ১৯৬৯-৭০ সালে প্রবীরবাবুর ছাত্র ছিলেন। IASLIC -এর যুগ্ম সম্পাদকরূপে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রবীরবাবুর সাহায্যের কথা তিনি জানান। এছাড়া তিনি বলেন ১৯৯৫ সালে IASLIC -এর নতুন constitution তৈরীর করার ক্ষেত্রে প্রবীরবাবু নেতৃত্ব দেন। তিনি জানান প্রবীরবাবু IASLIC কে ১ লক্ষ টাকা দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই অর্থ তাঁর প্রয়াণের পর পাওয়া যায়। সেই অর্থ দিয়ে IASLIC থেকে Best Library, Information Science Teacher Award (Life time achievement) দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে বলে তিনি জানান।

এরপর প্রয়াত প্রবীর রায় চৌধুরীর পরিবারের তরফে শ্রী অলোক রায় চৌধুরী বলেন অসুস্থ থাকাকালীন তাঁর কাকা এই ৩টি পদক তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখেন। এই পদকগুলি দ্বারা পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হবে ভেবে এগুলি পরিষদকে প্রদান করার কথা ভাবা হয়। পরিষদ ঐগুলি গ্রহণ করার জন্য তিনি পরিষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, তিনি পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

এরপর পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান প্রবীরবাবুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী অনিতা রায় চৌধুরীর সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন সংস্থাকে দান করার কথা জানান। ৩৮ লক্ষ টাকার ঐ Memorial Fund থেকে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নির্দেশমত বিভিন্ন সংস্থাকে ঐ অর্থ প্রদান করা হয়। পরিষদ ঐ Fund থেকে ৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে। এরমধ্যে ১লক্ষ টাকার তাঁর নির্দেশমত পরিষদের কর্মীদের wellare-এর জন্য চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানোর পর সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

প্রতিবেদক — ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরী

Government of West Bengal
Higher Education Department
C.S. branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata- 91

Dated, Kolkata,the 29th October, 2008

No. 677-Edn(cs)
5P- 61/98

From : Shri M. Chakraborty,
Officer on Special Duty & Ex-Officio
Deputy secretary to the Government of West Bengal

To: The Director of Public Instruction, West Bengal
Bikash Bhavan, Salt Lake

Sub : Career Advance Scheme for Librarians and Physical Instructor/Instructress in Non-Govt. Collages in the State -

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to prescribe the following revised career Advancement Scheme as formulated by University Grants Commission vide No. F. 3-1/94(PS) - 7 dated 19.10.06 for Librarians and Physical Instructor/ Instructress- in Non-Govt. Colleges in the State :-

1. Career Advancement Scheme for Librarians :

(a) Every Librarian Who is in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- will he eligible for placement in a senior scale of pay of Rs.10000-325-15200 if he/She has :-

1) Completed 6 years of service as Librarian after regular appointment.

ii) Participated in two refresher courses/summer Institutes, each of not less than four weeks duration of engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality, as may be specified by the UGC; and consistently satisfactory performance appraisal reports.

(b) Every Librarian who has been placed in the senior scale will also be eligible for placement in the selection Grade scale of pay of Rs. 12000-420-18300 if he/she has :

1) Competed 5 years of Service in senior scale proveded that the requirement of 5 years will be relaxed if his/her total service is not less than 11 years :

ii) Obtained a Ph.D degree or has an equivalent published work :

1) make significant contributon to the development of Library service in the college as evident from self assessment reports of referees, professional improvement in the library services etc. as the case may be :

iv) participated in two refresher courses/summer institutes each of not less than four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programme of comparable quality as may be specified by the UGC after placementin the senior scale and

v) Consistently satisfactory performance appraisal reports.

c) Librarian (Selection Grade) with 5 years as on 01.01.1996 shall be eligible for placemint at the minimum of Rs. 14940/-as done inthe case of Readers.

2. Career Advancement Scheme for Physical Instructor/Instructress.

a) Every physical Instructor/Instructress who is in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 will be eligible for placement in the senior scale of pay of Rs. 10000-325-15200 if he/she has

(i) Completed 6 years of service as physical Instructor/Instrutress after regular appointment:

(ii) Passed the physical fitness test:

(iii) Consistently good appraisal reports:

(iv) Should have attended at least one orientation and one refresher course of not less than four weeks duration each with proper and well-defined evaluation procedure.

(b) Every physical Instructress who has been placed in the senior scale will also be eligible for placement in the selection grade scale of pay of Rs. 12000-420-18300 is he/she has:

(i) Obtained a Ph. D.Degree in physical Education candidates from outside the University system in addition shall also possess at least 55% of the marks of an equivalent grade of '9' in the UGC 7 point scale at the Master's degree level;

(ii) 5 year experience as physical Instructor/Instructress (Senior scale) or in the equivalent post in the same pay scale (excluding 3 years of research experience for Ph.D)

(iii) Evidence of organising competitions and conducting coaching camps;

(iv) Evidence of having produced good-performance teams/athletes for inter college/combined college and at higher level g.c.

(v) Passed the physical fitness test; and

(vi) Consistently good appraisal reports.

(c) Physical Instuctor/Instructross (selection Grade) with 5 years as on 01.01.1996 shall be eligible for placement at the minimum of Rs. 14940/- as done in the case of Roaders.

3. The career advancement scheme as mentioned in this order will be effecive for the present from 27.07.1998.

4. This order is issued with the concurrence of Finance Department vide their U.O.No. 1790 Group (pay) dated 22.08.2008.

All concerned are being informed accordingly.

Sd/- M. Chakraborty
Officer on Special Duty & Ex-Officio
Deputy Secretary

Memo.No. 2738(100)-CGA Dated 20th January,2009

Copy forwarded for information and necesary action to the secretary/Principal/Teacher-in-Charge/ Administrator.

for Director of Public Instruction,
West Bengal

Government of West Bengal
Higher Education Department
C.S Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-91

No. 253-Edn (C.S.) /5p-61/98 Dated, Kolkata, the 7th April, 09.

Corrigendum

The following paragraph be included as 1(b) (vi) in this Deptt's G.O. No 677-Edn (C.S) dt. 20 10 2008:

1(b)

(vi) Those Libranans in the sr. Scale Who do not have Ph. D. degree or equivalent published work, but fulfil the other criteria, mentioned in para 1(b) (i) to 1(b)v of the G O No 677-Edn (C.S) dt 20.10 08 will be placed in the grade of Rs. 12 000-420-18,300/- subject to the recommendation of the Committee They will be designated as Librarian in the selection Grade.

By order of the Governor

Sd- M Chakraborty,

O.S D. & Ex-Officio Deputy secretary

No. 253/1(8)-Edn (C.S) Kolkata, the 7th April, 2009

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. Director of Public Instruction, West Bengal
2. Joint Director of Public Instruction (UGC), West Bengal.
3. Joint Director of Public Instruction (NGC), West Bengal.
4. Joint Director of Public Instruction (PPS), West Bengal.
5. Joint Director of Public Instruction (Trg), West Bengal.
6. Joint Director of Public Instruction (Phy.Edn), West Bengal.
7. Computer cell of this Deptt.
8. Guard File.

Sd/- M. Chakraborty

O.S.D. & Ex-Officio Deputy secretary.

GRANTHAGAR

Vol 59 No.2 Editor : Goulam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda May, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

National Library and Election (Editorial) P.39

The Election Commission had given a proposal to consider the National Library as a Electoral counting centre for 15th Parliamentary Election. This means the library will be closed for the readers for quite a few days and will cause great difficulties to them. Naturally the questions were raised regarding the validity of this kind of proposal and tried to find out whether it is at all possible for any National Library of the world to remain closed for the electoral counting. Considering the already existing problems of the National Library, it is expected that there will be no such proposal in future to close the public access for electoral counting and people try to maintain the glorious heritage of the National Library.

A Self-help Group : An Attempt-by Dr. Swapna Roy, Madhusudan Chowdhury and Abhra Chakraborty P.40-43

The authors tried to explain the relationship between a women self-help group and the library service. They have described the procedure of book-binding training and also engaging the same self-help group for book-binding and proposed to tag the self help group with the library.

Public Library System in West Bengal : Some Proposals-by Gopal Chandra Pandit. P.44-47

The author explained the various difficulties and possible remedies of the public library system of West Bengal. Issues like decreasing readership, holidays on 2nd and 4th Saturdays, flexible working hours, toilet facility for the readers and the staff, Governmet grant for holding general election, financial dependency on the secretary of the library, library service, engaging library staff in the census operation, etc. were discussed in details with possible suggestions. Introduction of the alternative library service for the general public may help the survival of the library from the continuous overwhelming pressure of the electronic media.

Text book Bank and the Notion of the School Library-by Jagadish Mahato. P. 48-50

Textbook banks were created in every schools of West Bengal which were approved by the West Bengal Board of Secondary Education and Board of Madrasah Education, to upgrade the educational level of those school going childre in the age group of 6-14 years. The article also described about the formation of the Administrative Committee, creation of a trust, book purchasing norms and finally the limitations of this kind of initiative.

Announcement P.50

The students of the certificate of Library and Information Science course of the Bengal Library Association visited the National Library on 8 May 2009

Notice P.50

All the members of the Association whose subscriptions are already overdue, are hereby

requested to submit their subscription as early as possible, otherwise they will not receive their copy of 'Granthagar'.

Establishment of Printing Machine in India and the Printed Books-by Arun Kanti Dasgupta. P.51 -53

The author reviewed various books and journals of reputed authors to trace the printing and publication history of India.

Library Movement in Bengal and the History of the Bengal Library Association-by Nirmalendu Mukhopadhyay. P.54-62

In this part of the serialized article the author gave an account of the proceedings of the 26th Bengal Library Association Conference, being held in Uttarpara Joykrishna Public Library between 4-6 April 1969. Some of the proposals of the conference were focused on the implementation of the Library Act, establishment of free subscription library, proper administration of the library, etc. The article also described about the demand charter of the library employees and the future course of action.

Library News. P.64-65

1. Chengail Saraswata Library of Howrah District, Ward 15 of Uluberia Municipality, organized various programmes through out the year 2008 to mark the Golden Jubilee celebration. Reported by Dibyendu Chandra.

2. Shibprava Library organized the farewell ceremony in the honour of the outgoing Librarian Shri Tarapada Pal on 30 November 2008. Reported by Shanti Das.

3. A meeting was held on 6 December 2008 in Raiganj town to discuss about the various issues of organizing the 14th Uttar Dinajpur Book Fair to be held on 14-20 January 2009. Reported by Bijay Krishna Goswami.

4. Bagdanga Bishalakshmi Club and Library organized various programmes to mark the Library Day on 20 December 2008. Reported by Chandan Basu.

5. Kalna Subhash Library reached the milestone of 50 years of library service on the Bengali New Year's day of 2009. The inaugural programme of the year-long celebration was held on 19 April 2009 with much fanfare. Reported by Sushanta Guin.

Association News. P.66-67

1. The Bengal Library Association, West Medinipur District Library, West Medinipur District Committee and the WBPLEA, West Medinipur jointly celebrated the Library Day on 4 January 2009. Reported by Milan Kumar Sarkar.

2. The 4th Annual General Meeting of the Bankura Public Library Employee's Co-operative Credit Society Limited was held on 3 August 2008 in the auditorium of the Bankura District Library. Reported by Ashish Kumar Patra.

3. WBPLEA, Cochbehar District celebrated the foundation day with proper honour on 18 October 2008. Reported by Jayanta Saha.

4. The Annual General Meeting of the Cochbehar Public Library Employee's Co-operative Credit Society Limited was held on 17 August 2008 in a local guest house. Reported by Jayanta Saha.

Government order (Appointment of Non-trained Library Personnel in Sponsored Libraries Due to Dearth of Trained Library Personnel). P.68

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে যাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 26745 7

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 3 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda June, 2009

CONTENTS

Page

Library & Television (*Editorial*) 75

Arun Roy

Memory of Tapan Sengupta 76

Arun Ghosh

Different types of information published in rela a Library Conference 77

Sonali Dapsi

Role of National Knowledge Comm for Pu 81

Obituary 82

Dr. Shyamal Roychowdhury

Library User's Survey 83

Annual Index

(Granthagar, Vol. 58, April-March 2008-2009) 89

LIBRARY NEWS 101

ASSOCIATION NEWS 103

Govt. order

(Advance Scheme for Librarians & Physical Instructor/Instructress

n Non Govt. Colleges) 106

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 2) 109

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org, Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 9831161961. *Editor* : Goutam Goswami

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৪ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ শ্রাবণ, ১৪১৬

সূচীপত্র

21/10/09

	পৃষ্ঠা
বেতন কমিটি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সম্পাদকীয়)	১১৫
ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায় কলেজ গ্রন্থাগার পরিসেবার মান এবং কিছু অভিজ্ঞতা	১১৬
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	১১৯
ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী আদিবাসি লাইব্রেরি — একটি প্রস্তাবনা	১২৩
গৌতম মুখোপাধ্যায় তথ্য ও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান ঃ গ্রন্থাগারিকের হাতিয়ার	১২৮
মোম চট্টোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি	১৩২
শোক সংবাদ	১২২
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৩৫
পরিষদ সংবাদ	১৩৭
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	১৩৮
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 3)	১৪১

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

[illegible]

১৩০ পৃঃ মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক: **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

রামকৃষ্ণ সাহা

[illegible]

তালিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩২। মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক: **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৪ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ শ্রাবণ, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

বেতন কমিটি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার পোষিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অশিক্ষক কর্মীদের জন্য বেতন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি এ রাজ্যে সরকার পোষিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি প্রভৃতির কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামতের আহ্বান জানায়। সেই মোতাবেক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিগত ২৬শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে তার সুচিন্তিত মতামত বেতন কমিটির কাছে লিখিত আকারে পেশ করে যা ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার পত্রিকার বৈশাখ ১৪১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বেতন কমিটি তার পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী পরিষদকে বিগত ১৩ই জুলাই বেতন কমিটির সদস্যদের সামনে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়। পরিষদের এক প্রতিনিধিদল সেই মোতাবেক বেতন কমিটির অফিসে গিয়ে তাঁদের মতামত পেশ করেন। আলোচনা অত্যন্ত সদর্থক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বেতন বৈষম্যের একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানের আশা করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের পদ মূলত দুই ধরনে - ১) আধিকারিক পদ যথা গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং ২) অশিক্ষক পদ যথা- তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent), গ্রন্থাগার পরিসেবা; সহকারী গ্রন্থাগারিক-১ ও সহকারী গ্রন্থাগারিক-২ পদ। অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য বেতন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অশিক্ষক কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত মোট ৯টি স্কেল রয়েছে। যার মধ্যে একজন ব্যক্তি সহকারী গ্রন্থাগারিক-২ পদে কর্মী হিসাবে যোগদান করেই পান ৬ নং স্কেলের বেতন অর্থাৎ ৪১২৫/- - ৯৭০০/-। এই সহকারী গ্রন্থাগারিক ২ বা গ্রন্থাগার সহকারী পদে যোগদান করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে স্নাতক + বি.লিব.আই.এস.সি.। একই যোগ্যতায় একটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক কাজে যোগ দিলে তাঁর বেতন হয় ৪৫০০/- - ৯৭০০/-। এটা খুবই দুঃখজনক যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ও একই যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি কম বেতন পান। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধিকাংশ অশিক্ষক কর্মীরা তাঁদের যোগ্যতানুযায়ী রাজ্য সরকারের সম-যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের তুলনায় মূল বেতন বেশ কিছুটা বেশি পান তাহলে গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন?

উচ্চশিক্ষায় আমাদের দেশে যে কটি কমিশন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা দানের সুপারিশ করেছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃৎপিণ্ড রূপে সূচিত করেছেন। এতদসত্ত্বেও আমাদের রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বৈষম্যের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং দীর্ঘদিন ধরেই ধারাবাহিকভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন করে চলেছে। বিগত বেতন কমিটির কাছেও পরিষদ তার সুনির্দিষ্ট মতামত পেশ করেছিল। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। এবারও পরিষদ এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবারে এই সমস্যা সমাধানের একটা বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কিছু গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে উদাসীনতার অভিযোগ এনেছেন। সব কাজই যে সমালোচনার উর্দ্ধে তা নয়। গঠনমূলক সমালোচনাকে পরিষদ সবসময় স্বাগত জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বৈষম্য সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদ মোটেই উদাসীন নয়, সে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা এবং আন্দোলন করে চলেছে। আশা করা যায় সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই এই সমস্যার সমাধান ঘটবে।

কলেজ গ্রন্থাগার পরিসেবার মান এবং কিছু অভিজ্ঞতা

ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানের শিথিল কর্মসংস্কৃতির পরিবেশে প্রায় প্রত্যেকটা পরিসেবার মানই অবনমিত হয়েছে। কথাটা স্বীকার করে নিলে কথা বলতে অনেক সুবিধা হয়। গ্রন্থাগারও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রটা যখন তৈরি খাবারের প্যাকেজের মত হয়ে গেছে, যেখানে সব কিছু তৈরি, শুধু টাকা মিটিয়ে দিলেই সব নোট পাওয়া যায়, সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও যে তার পরিসেবায় উদাসিন হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত ভাবনা যে বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থাগার বিমুখ। কিন্তু কেন বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার বিমুখ সেটা ভাবা অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কেননা চাহিদা থাকলে তবেই পরিসেবার মান উন্নত হবে, নতুবা নয়।

১। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার ঃ একটা সময় ছিল যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ছোট ছোট গ্রন্থাগার গুলিও ছিল শিক্ষিত মনন চর্চার মাতৃভূমি। এমনকী ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলনকালে এই বাংলায় বহু ছোট ছোট গ্রন্থাগার ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল। সে সময়ে রাজ রোষে বন্ধ হয়ে গেছে এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু ঠিক কোন অবস্থায় আজ গ্রন্থাগার পরিসেবা এতটা উপেক্ষিত ? এর পিছনে সব চাইতে বড় এবং স্থায়ী কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। শিশুর জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু হয়ে যায় দূরদর্শনে বিনোদন ব্যবস্থা। মা-ঠাকুমার মুখে গল্প শোনা এবং সেই গল্প শুনে গল্পের বইগুলির প্রতি আকর্ষণ বাড়ার এখন তো কোন ব্যবস্থা নেই। সামনে আছে দূরদর্শন, আর আছে চোখ ফুটতেই বইয়ের পাহাড় পিঠে নিয়ে বুঝে বা না বুঝে পড়ার গাড়িতে উঠে বসা। সুতরাং আর কোন চিন্তার অবকাশ নেই। শুধু প্রাইভেটে যা পড়ছি বা পাচ্ছি সেটাকে ঠিকঠাক উগড়ে দিতে পারলেই শিক্ষাক্রমে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আলাদা করে বই খোলার দরকার নেই। আর পাঠ্য বই-এর বাইরে কিছু পড়া, তার সময় এবং প্রয়োজন কোনটাই নেই। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমনই যে 'শ্রেণী-কক্ষ' তার পূর্ব মর্যাদা হারিয়েছে। কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীরা আসে শুধু উপস্থিতি সংখ্যাটা ঠিক রাখার জন্যে। বলতে গেলে এটা প্রায় প্রতিটি কলেজেরই চিত্র যে সাম্মানিক ক্লাস গুলো ছাড়া প্রায় কোন ক্লাসই হয় না। শিক্ষার এই হালই করে তুলেছে গ্রন্থাগার বিমুখ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। আর এই বিমুখতা, উদাসিনতা গ্রন্থাগার পরিসেবা-কে করে তুলেছে ক্লীব।

২। কলেজ গ্রন্থাগার ও তার মর্যাদা ঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতিটি কলেজেই গ্রন্থাগারের হাল প্রায় এক। কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। আর ব্যতিক্রমীরা তো সাধারণ আলোচনার বিষয় হতে পারে না। অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কলেজ গ্রন্থাগার উপেক্ষিত, বলতে গেলে প্রায় অপ্রয়োজনীয় একটি বিভাগ। কলেজ উন্নয়নে মোট যে অর্থের বরাদ্দ হয় তার ভগ্নাংশও বরাদ্দ হয় না গ্রন্থাগারের জন্য। এমন কী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের জন্য ডিপোজিট টুকুও বরাদ্দ হয় না গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য। যদিও ইউ.জি.সি. বা নাক (NAAC) প্রত্যেকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় ঘর নেই। পরিসেবা দেবার মত উপযুক্ত কর্মীর অভাব, অপ্রতুল বই। বই নির্বাচনে গ্রন্থাগার থাকে অন্ধকারে। শিক্ষক শিক্ষিকারা বই নির্বাচন যতটা করেন নিজেদের প্রয়োজনে ততটা নয় ছাত্র স্বার্থে। বই বাঁধাই নিয়মিত হয় না - এই নেই-এর তালিকা দীর্ঘায়িত করলে শুধু শুধু নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে, যার কোন প্রয়োজন দেখি না। এক কথায় নেই রাজ্যে গ্রন্থাগার গুলি ভুগছে রক্তাল্পতায়, যা নিয়ে আসছে তাদের অস্তিত্বের সংকট। যদিও যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত 'হৃদয়' হল গ্রন্থাগার যেটি একটি 'Living organism' যার সঠিক অবস্থান গৌরবান্বিত করে সেই প্রতিষ্ঠানকেই।

২.১। উপেক্ষিত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ঃ শুধু মাত্র গ্রন্থাগারই উপেক্ষিত তা নয়, কলেজ প্রাঙ্গনে অধিকাংশ জায়গায় রয়েছেন একজন, কোথাও দু-জন বা তিনজন গ্রন্থাগারিক। আগারও বলব ব্যতিক্রম ছাড়া কলেজ স্তরে অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকই গুরুত্বহীন। একমাত্র লাইব্রেরি কমিটি ছাড়া কোন কমিটিতেই তাদের ডাক পরে না। গ্রন্থাগারের বাইরে কোন কাজে তাদের ডাকা হয় না। তারাও যে অনেকেই অনেকাংশে অনেক বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন সেটা মানা হয় না। এর কারণ একটাই

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদ মর্যাদা না থাকা। এখনও পর্যন্ত এটা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি একজন গ্রন্থাগারিক শিক্ষক না অশিক্ষক কর্মী। তার সঠিক পদমর্যাদাটা কী? বেতনক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি (NET/SET) সবই শিক্ষকদের সমতুল, কোথাও বা যোগ্যতা শিক্ষকদের থেকে বেশী, অথচ বাস্তবে তাদের নিক্ষেপ করা হয় অশিক্ষক কর্মীদের তালিকায়। কলেজের পরিচালন সমিতিতে ভোট দেবার অধিকার এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক রকম। কলেজ পরিচালন সমিতিতে তাদের কোন আলাদা প্রতিনিধিত্ব নেই। সুতরাং কলেজ পরিচালন সমিতিতে তাদের স্বার্থ, গ্রন্থাগারের স্বার্থ সর্বতোভাবে উপেক্ষিতই থেকে যায়। এমন কী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তারা কোথায় কাজ করবেন-পরীক্ষার পরিদর্শক হিসেবে (Invigilator) না কী করণিক হিসাবে তাও নির্দিষ্ট হবে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের ইচ্ছের উপর। যখন একজন উচ্চশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, যারা নেট-সেটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে অনেক আশা-ভাবনা নিয়ে কলেজ গ্রন্থাগারে এসে যোগ দেন এবং এসেই উপেক্ষার সম্মুখিন হন তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার কাজ করার ইচ্ছেটা নষ্ট হবেই, হতে বাধ্য। যার প্রভাব এসে স্পর্শ করে গ্রন্থাগার পরিসেবায়।

৩। কলেজ গ্রন্থাগার পরিসেবা ঃ সাধারণ ভাবে এটা লক্ষ্য করা যায় যে কলেজ গ্রন্থাগার পরিসেবা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মানে পৌঁছায় নি। অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারে রয়েছে মোটামুটি দুটি পরিসেবা। এক বই আদান-প্রদান। এটাই প্রধান কাজ এবং সর্বসাধারণের মধ্যে চালু ধারনা হলো গ্রন্থাগারের কাজ শুধু বই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুই পাঠকক্ষের সুবিধা দান। অবশ্য সব কলেজ গ্রন্থাগারে যে পাঠকক্ষ সে ভাবে আছে তা নয়। এছাড়া বর্তমানে অনেক কলেজ গ্রন্থাগার ক্যারিয়ার এডভান্সমেনেটের কথা মাথায় রেখে কিছু পরিসেবা দেবার চেষ্টা করে। অনেক কলেজে জেরক্সের ব্যবস্থা আছে, সেখানে এই সুবিধাটাও পেয়ে থাকে ছাত্র-ছাত্রীরা।

বর্তমানে প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রয়েছে সুশিক্ষিত কলেজ গ্রন্থাগারিক। কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়ন-এ আরও একটু তৎপর হন তবে অনায়াসেই অনেক পরিসেবার মান উন্নত করা যায়। তার জন্য প্রচুর বাজেটের প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে কলেজ গ্রন্থাগার পরিসেবার মান সে ভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। একটি গ্রন্থাগার মানে শুধুমাত্র বই এর আগার নয়। গ্রন্থাগার হল সেই সত্তার বস্তু যার মধ্যে একটা প্রাণ আছে। কিন্তু সেই প্রাণের স্পর্শ পেতে গেলে প্রয়োজন প্রকৃত পাঠকের মনন নিয়ে নিরলস অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত বাস করে। কিন্তু প্রাণের অনুসন্ধান করার মত অনুসন্ধিৎসু মননের যে চর্চার প্রয়োজন সেটা গড়ে উঠবে কী ভাবে?

কলেজ হলো উচ্চ শিক্ষার পথে এগোবার প্রথম ধাপ। পরম্পরাগত ভাবে স্কুল পাঠক্রম শেষ করে কলেজে এসেই খুলে নিতে হয় উচ্চশিক্ষার সোপান গুলিকে। সুতরাং এখানেই গড়ে তুলতে হবে গ্রন্থাগারের প্রতি ভালোবাসা বোধ। গ্রন্থাগার যদি শুধুমাত্র কিছু বই আদান প্রদানের ক্ষেত্র হয়, শুধু মাত্র পাঠকক্ষের নির্জীব চেয়ার টেবিলের মত নিরস হয় তবে ভালোবাসা এবং নির্ভরশীলতা গড়ে উঠবে কেমন করে? উচ্চশিক্ষা এবং গ্রন্থাগার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অর্জিত জ্ঞানকে তার পূর্ণমাত্রা দেবার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত গ্রন্থাগার পরিসেবা।

৪। কী কী পরিসেবা দেওয়া সম্ভব সীমিত পরিকাঠামোয় ঃ কলেজ গ্রন্থাগারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বই নির্বাচনে, বা স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে। যদিও বর্তমানে প্রতিটি গ্রন্থাগারেই রয়েছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে গ্রন্থাগারিক নয় বরং কলেজের অধ্যক্ষ সহ কলেজ পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত অধ্যাপকরাই অধিক বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন গ্রন্থাগার পরিচালনায়, নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে। ঠিক এই পরিবেশের মধ্যেই চেষ্টা করতে হবে উন্নততর কিছু পরিসেবা দেবার। অবশ্য গ্রন্থাগারিকের একক চেষ্টায় সেটা হবে না। প্রয়োজন হবে গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মী এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সচেতন সহযোগিতা।

৪.১। পরিসেবার ভিন্ন মুখিতা ঃ গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ ব্যাপারে যদি প্রথম বর্ষের পাঠক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথেই লাইব্রেরি ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম নেওয়া যায়, যেখানে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আমাদের জীবনে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং গ্রন্থাগার থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দেন তবে সদ্য স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে

একটা সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম করার ফলে এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনেক বেশী উৎসাহ। তাছাড়া এ ধরনের ক্লাস নিলে গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে ছাত্রদের একটা প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন ঘটে যায়, যার ফলে উভয় পক্ষেরই পরিসেবা দেওয়া এবং নেওয়া অনেক বেশী সুবিধা হয়। এই ধরনের পরিকাঠামো গঠনে প্রায়শ কোন অর্থ ব্যয় হয় না।

দ্বিতীয় কাজটি হল গ্রন্থাগারে কিছু রেফারেন্স সারভিস দেওয়া। অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীরা অভিধান, বিশ্বকোষে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য খুঁজে পায় না, বা কী ভাবে পেতে হয় জানে না। সে ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক যদি সচেষ্ট হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ নির্দেশ দেন তবে গ্রন্থাগারিক এবং পাঠকের মধ্যে গড়ে উঠবে একটা বিশ্বাসের ও আস্থার জায়গা যা উন্নত করবে গ্রন্থাগার পরিসেবাকেই।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি কত প্রাক্তন ছাত্র বা অন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কোন বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে আটকে গেলে নিজের কলেজ গ্রন্থাগারে তথা বর্ধমান রাজকলেজ গ্রন্থাগারে ছুটে আসে এবং যথাযোগ্য সাহায্য পেয়ে পরিতৃপ্ত হয় তখন মনে হয় এটাইতো গ্রন্থাগারিক হিসাবে সবচাইতে বড় পুরস্কার- পাঠকের পরিতৃপ্তি।

তৃতীয় আরও একটা বিষয়ে পরিসেবা দেওয়া যায় যদি কলেজ কিছু পত্র-পত্রিকা কেনে। যার সঠিক ব্যবহার-এ অনেক অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত করা যায়। খুব দামি পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতে না পারলেও দেশ, যোজনা, ধনধান্যে, পশ্চিমবঙ্গের মত তথ্য কণা পত্রিকাও প্রচুর কাজে আসে। তাছাড়া যে সমস্ত বই এর সঙ্গে সি.ডি. থাকে সেগুলো কে আলাদা ভাবে রক্ষনা-বেক্ষন করে একটা সুন্দর পরিসেবা দেওয়া যায়। তবে এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন কম্পিউটার।

গ্রন্থাগারে যদি পাঠকক্ষ থাকে এবং সেই পাঠকক্ষ শুধু কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকে নয় সাধারণ পাঠককেও ব্যবহার এর সুযোগ দেওয়া হয় তবে সাধারণ ভাবে একটা সুন্দর পাঠ-পরিমণ্ডল যেমন গড়ে তোলা যায়, পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষত একটু মফঃস্বল অঞ্চলে কলেজ গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি এ ধরনের পরিসেবা একটা কলেজ গ্রন্থাগার কে অনেকটাই প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় ভাবে পাশাপাশি অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যদি একটা গ্রন্থাগার বৃত্ত গড়ে তোলা যায় তবে সর্বতোভাবে প্রতিটি গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান উন্নয়ন সম্ভব।

উপসংহার ঃ শুধুমাত্র গ্রন্থাগার এবং প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক থাকলেই চলবে না। দরকার গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে একটা গ্রন্থাগার সচেতনতা এবং যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থাগারটি যুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কর্তৃপক্ষের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে থাকতে হবে প্রকৃত সচেতনতা ও শ্রদ্ধা। গ্রন্থাগার যে জ্ঞানের মন্দির এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন সক্রিয় সহযোগিতা এবং গ্রন্থাগারিকের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা। শুধুমাত্র উপেক্ষা আর অবমাননা দিয়ে কোন কিছু উন্নতি সম্ভব নয়। আর্থিক বলই যে সব সময় বাধা হয়ে ওঠে তা নয়। কলেজ গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান অনেকটাই নির্ভর করে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর। যেখানেই রয়েছে আন্তরিক প্রয়াস এবং গ্রন্থাগার প্রেমী গ্রন্থাগারিক সেখানেই গড়ে উঠেছে বা উঠবেই একটা নির্দিষ্ট মানের গ্রন্থাগার পরিসেবা, যা একান্তই প্রয়োজনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। উত্তরের চল সম্পাদিত [redacted] পূর্তি সংখ্যা 2টাকায় প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। স্বনামধন্য গল্পকারদের উপস্থাপনা বিন্যাসশৈলীর গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। বা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ এন.বি.এ., বে বুক সেলার, চেতনা, নবারুণ উদ্যোগ, প্রত্নশিল্প, উৎসা, বেলা, অরুণা, প্রজ্ঞা, পরিক্রমা।

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-উত্তরের চল সম্পাদিত। (তুলিতে ১২০টি ক্ষণজন্মা উপন্যাসের আলোচনা। গ্রন্থ দেড় হাজার পৃষ্ঠার বেশী) প্রতিখন্ড ৩০০টাকা।
বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- উত্তরের চল সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখন্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখন্ড ২০০টাকা।
নির্বাচিত প্রবন্ধ-উত্তরের চল। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ুদ্ধদেবউটার্য, আবু ইসহাক,শাহসুর রহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব ও সাম্প্রতিক বিষয়ক মৌলিক চিন্তা ভাবনা, আর আছে পত্রিকোত্তর বাংলাদেশ কবিতা বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত

জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ বৎসর সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমারের এই সম্মানে ভারতবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত হবেন। তবে আমরা গ্রন্থাগারিকরা বিশেষ ভাবে আনন্দিত এজন্য যে সুনীতিকুমার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সঙ্গে গোড়ার যুগ থেকেই জড়িত। যেসব পণ্ডিত ও মনীষী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অত্যন্ত কাছাকাছি সুনীতিকুমার তাঁদের অন্যতম। অতীতে পরিষদের অনেক অনুষ্ঠানেই তিনি হাজির থেকেছেন। শান্তিপুরে দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন (১৯৫৩)। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। ঐ শিলান্যাস করেন আর এক জাতীয় অধ্যাপক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের) ডঃ এস আর রঙ্গনাথন।

রাজ্য সরকারের শরৎচন্দ্রের বাসভবন সংরক্ষণ করে জাতীয় সংগ্রহশালা করা সংকল্প

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামতাবেড়ের বাসভবনটি সংরক্ষণ করার কথা রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন। ৩১ ভাদ্রের মধ্যেই যাতে রূপনারায়ণপুর সেতুর নামকরণ শরৎ সেতু করা যায় তার চেষ্টা করা হবে এবং শরৎচন্দ্রের বাসভবনটি জাতীয় সংগ্রহশালা ও শিক্ষা সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য পরিষদের প্রচারকার্য

সম্প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ থেকে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা 'গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য' গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে আবেদন জানান।

আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরি, বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী, শ্রীগুরু গ্রন্থাশ্রম (খড়দহ) প্রভৃতি গ্রন্থাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত পরিষদের প্রতিনিধিরা—ফনিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, সতব্রত সেন, তুষার সান্যাল প্রমুখ ঐসব গ্রন্থাগারে তাঁদের বক্তৃতা উপলক্ষে ঐ আবেদন জানান। বিভিন্ন জনসভায় পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারে অবাঞ্ছিত পুলিশ অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ

৫ আগস্ট ১৯৬৯ জাতীয় গ্রন্থাগারে অকস্মাৎ পুলিশের অনুপ্রবেশ ঘটে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পুলিশের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠান যে তাঁর কর্মচারীদের একাংশ বিশেষভাবে উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠেছে এবং তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে তিনি বিশেষভাবে আশঙ্কিত বোধ করছেন। কতিপয় কর্মচারীর নামের তালিকাও তিনি পুলিশের নিকট পেশ করেন এবং তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি এও জানান যে কর্মচারীরা এত বেশী উগ্র যে তাঁরা বোমা মেরে জাতীয় গ্রন্থাগার উড়িয়ে দিতে চায়।

উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থাগারিকের কিছু স্বেচ্ছাচারী আদেশের বিরুদ্ধে কর্মচারী সংসদ কিছুদিন যাবৎ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সংসদের পোস্টারিং-এর বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারিক আপত্তি জানালে কর্মচারী সংসদের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। এই সামান্য ঘটনা উপলক্ষে তিনি চার গাড়ী পুলিশ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে আনয়ন করেন। ইতিপূর্বে পুলিশের বেশ কিছু সংখ্যক পদস্থ কর্মচারী ও গ্রন্থাগারে উপস্থিত ছিলেন।

এই বচসার পূর্বেই গ্রন্থাগারিকের তরফ থেকে পুলিশের কাছে কর্মীদের বিরুদ্ধে হাস্যকর, অপমানজনক, মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। যদিও পরে গ্রন্থাগারিক স্বয়ং তাঁর ব্যবহারের জন্য কর্মচারীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু এহেন মিথ্যাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই ক্ষুব্ধ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের তরফ থেকেও এরূপ নিন্দনীয় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। বিষয়টির প্রতি ৬ আগস্ট বিধানসভা অভিযানের সময় এক প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

মহম্মদ হেমায়েত আলীর জীবনাবসান

১৩ জুলাই '৬৯ পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর শহরের লালবাগে নিজ বাসভবনে দীর্ঘ তিন বৎসর রোগ ভোগের পর পাকিস্তানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রনায়ক মোঃ হেমায়েত আলী ৭৪ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হেমায়েত আলি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ সাংবাদিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক 'মাহ ফেডের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং প্রদেশের প্রাচীনতম বৃহৎ পাঠাগার খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা, আজীবন প্রবৈতনিক সম্পাদক। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাকিস্তানের নাজিমুদ্দীন হলের নতুন প্রভিটোরিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে 'হেমায়েত আলী হল'।

তিনি ১৮৯৫ সালে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার আটোয়ারী থানার নলপুকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত বঙ্গে তিনি অনেকবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের সদস্য। পাকিস্তান গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষেও তিনি প্রতি বৎসর পেশওয়ার, লাহোর, করাচী ও ঢাকায় গিয়েছেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ সালে হাওড়া জেলার শ্যামপুরে দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন এবং এটা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হুমায়ুন কবিরের জীবনাবসান

২৮ আগস্ট '৬৯ অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের জীবনাবসান হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্র চিন্তা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সুবিদিত এবং তাঁর অবদান স্মরণীয়। ইউনেস্কোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব পালনের ব্যবস্থা, রবীন্দ্র রচনাবলী ও বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা, ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেগোর লেকচারারের পদ সৃষ্টি। ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্য/সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থায় তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি সমধিক আগ্রহী ছিলেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অনেক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হতেন। ১৯৫৯ সালের দিকে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য আর্থিক সাহায্য হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে ৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। পরে এই অনুদানের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হয়।

পরিষদের ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

১২ আগষ্ট ১৯৬৯ পরিষদ ভবনে ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী বিশেষ মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সভায় ডঃ রঙ্গ নাথনের জীবন ও কীর্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সভাপতি বলেন, ডঃ রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডঃ রঙ্গনাথনের অবদানের কথা সভাপতি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রবীর রায়চৌধুরী সূচীকরণ, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডকুমেন্টেশন, আনন্দরাম বর্গীকরণ, সুব্বা রাও রেফারেন্স এইসব ক্ষেত্রে রঙ্গনাথনের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ফণিভূষণ রায় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সমাজ কল্যাণের সম্বন্ধ সম্বন্ধে ডঃ রঙ্গনাথনের আদর্শ ও তা রূপায়নে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে, পি এন ভেঙ্কটাচারী ডঃ রঙ্গনাথনের ব্যক্তিগত পরিচয় ও গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁর অসীম দরদ এবং আবদুল রহমান ডঃ রঙ্গনাথনের ব্যক্তিগত জীবন ও শ্রীমতী রঙ্গনাথনের প্রভাব ইত্যাদি আলোচনা করেন।

পরিষদের শিক্ষণ বিভাগের কর্মসচিবের বিদেশযাত্রা

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ কর্মসচিব এবং কলিকাতাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারের সহঃ গ্রন্থাগারিক তপন কুমার সেনগুপ্ত বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গ্রেট ব্রিটেন রওনা হয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে শিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন চঞ্চল কুমার সেন।

কলকাতার কাছেই একটি পুরানো গ্রামীণ গ্রন্থাগার

পানিহাটি ও কড়দহের মাঝে সুখচর গ্রাম। পশ্চিমদিকে গঙ্গার শান্ত জীবন আর পূর্ব দিকে বি টি রোড। চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে পাঁচশো বছর আগে পানিহাটিতে এসেছিলেন। সুখচরের শতধর পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৪ সালে এই গ্রাম্য পাঠাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তখন অবশ্য এর নাম ছিল 'ইয়ং মেনস লিটারারি এসোসিয়েশন'। সেটা ছিল

ইংরেজির যুগ। তাই সব কিছুই হত ইংরেজিতে। বাংলা দেশের সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতার ঢেউ এসে লেগেছিল এই গ্রামে। কয়েকজন কিশোরের মনে ভাবনা হল কি করা যায়—শেষে ঠিক হল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। কিছু বই সংগ্রহ হল। এবার চাই অর্থ-বই কেনার। গ্রামে বিত্তবান লোক থাকলেও কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। উদ্যোক্তরা নিরুৎসাহ হলেন না। নিজেদের থেকেই টাকা সংগ্রহ হল। কিছু নতুন ও পুরাতন পুস্তক কেনা হল। কিশোরদের পেছনে প্রথম যে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একটি টেবিল, একটি চেয়ার ও আলমারি দান করলেন পাঠাগারে। প্রথমে পাঠাগার শুরু হল পূর্বোক্ত নামে যুগল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায়। একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে সভাপতি করে।

১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গের যুগ। পাঠশালায় হঠাৎ পুলিশের আগমন হল। 'বোমা' তৈরীর ফরমুলার কাগজপত্র পাওয়া গেল। ধরা পড়লেন কয়েকজন ব্যক্তি। পরপর আরও দুবার পাঠাগারে পুলিশী তল্লাসে তছনছ হয়। নিষিদ্ধ পুস্তকগুলি সরিয়ে রাখতে হল। যে কয়খানা পুস্তক বেঁচে রইল তাই দিয়ে পুনরায় পাঠাগারের কাজ চলতে লাগল কার্তিক চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়িতে।

অনুশীলন সমিতি যোগাযোগ করল পাঠাগার সভ্যদের সঙ্গে। পাঠাগারের মাধ্যমে লাঠি খেলা, ছোরাখেলার পাঠ চলেছে দিনের পর দিন। (গ্রন্থাগার, আশ্বিন ১৩৭৬-সন্তোষ কুমার বসাকের লেখা থেকে) কিছুদিন পর পাঠাগার স্থানান্তরিত হয় প্রয়াত রাধীপদ শেঠ মহাশয়ের বৈঠকখানায় ওপরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেউড়ির দোতলায়। দিনে দিনে পাঠাগার পুষ্ট হয়ে চলেছে - তখন ১৯১৯ সাল। পাঠাগারের জন্য চাই বড় ঘর। নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ চলতে লাগল—এই কাজে দুজন মহিলার দান উল্লেখযোগ্য। কালীতলায় নির্মিত হল একখানা গৃহ। বিনোদিনী দে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। যা বিক্রয় করে ২৫০ টাকা সংগৃহীত হল। অপর মহিলা বিধু বেওয়া - জীবনের শেষ সম্বল ৪৫০ টাকা দান করেন। এছাড়া রায়বাহাদুর গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস নাগ এবং গ্রামবাসীদের সহৃদয় দানে একখানি গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। এই গৃহে সকালে ও দুপুরে বসত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস; নাম সুখচর বঙ্গ বিদ্যালয়। রাত্রে চলত পাঠাগারের কাজকর্ম।

প্রয়াত শশধর তরফদার মহাশয় এই গ্রামের উন্নতিকল্পে একাতরে পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর নাম চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ইয়ং মেনস এসোসিয়েশনের সভ্যদের মত অনুসারে এই পাঠাগারের নাম হল 'সুখচর শশধর পাঠাগার'। স্বাধীনতার পর পাঠাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে। ফলে স্থান সংকুলান হয়না। পানিহাটি পৌর কর্তৃপক্ষ, কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও গ্রামস্থ ভদ্র মন্ডলীর দানে ৩০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। ১৯৫২ সালের শেষার্দ্ধে নির্মিত হল পাঠাগারের দ্বিতল গৃহ। আসবাব পত্রও তৈরী হল। ১৯৫৩ সালে কালবৈশাখী ঝড়ে পাঠাগারের টিনের চাল উড়ে যায়। কিন্তু যুবকরা নিরুৎসাহ হননি। ৩০০ টাকা সংগ্রহ করে নতুন করে ছাদ তৈরী হল। ১৯৩৫ সাল থেকে মানিক লাল মিত্র পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন ও গ্রন্থাগারের নানা কাজ করে থাকেন।

গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থা বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সদস্য দ্বারা; গ্রন্থাগারের আয়ের উৎস সদস্য চাঁদা, সরকারি ও মিউনিসিপালিটির সাহায্য যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৩০০ টাকা।

পাঠকক্ষে নানারকম দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা আসে। বসে পড়বার জন্য সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই।

পাঠাগারে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক মিলে মোট পুস্তকের সংখ্যা ৫৮৯৩; এর মধ্যে কিশোরদের জন্য আছে ১০৭১ টি বই।

গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ খোলার সময় ঃ প্রতি বৃহস্পতিবার বাদে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯-৩০টা; রবিবার ও বুধবার সকাল ৮টা থেকে ৯-৩০টা। শশধর পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ১২৯ জন এবং কিশোর বিভাগ কিশোরভারতীর সদস্য সংখ্যা ৬০ জন সর্বমোট ১৮৯ জন। চাঁদা, প্রথম শ্রেণী ৭৫ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণী ৩৮ পয়সা। প্রথম শ্রেণীর সদস্যরা দুটি করে পুস্তক পান। কিশোরভারতীর সদস্য চাঁদা ১৩ পয়সা। অনুষ্ঠান - নববর্ষ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সরস্বতী পূজা, সদস্যগণ কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠান আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

এই পাঠাগার শুধু গ্রন্থ সম্ভারের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। তার কর্মশক্তিকে যথাযথ সমাজের কাজে লাগাবার জন্য সৃষ্টি করেছে নানা বিভাগের।

১। **কিশোরভারতী (কিশোর বিভাগ)** — এই বিভাগে একটি

আলোচনা চক্র আছে। এই আলোচনা চক্রে গান বাজনা, আবৃত্তি, গল্প ও জীবনী আলোচনা হয়। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। একটি হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

২। মহিলা সমিতি ঃ জাগরী গ্রামের মহিলাদের জ্ঞান প্রসার ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য জাগরী সমিতি স্থাপিত হয়। পাঠাগারের একতলায় বিদ্যালয়ের দুটির পর সেলাই শেখার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এটি বন্ধ আছে।

৩। স্কুল প্রতিষ্ঠা — 'মধিন স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়' এই পাঠাগারের চেষ্টায়ই স্থাপিত হয়। পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মধ্যাহ্নে ঐ একই গৃহে ক্লাসের ব্যবস্থারের অনুমান দেওয়া হয়েছে।

ইউ.জি.সি.-র সুপারিশ সম্পর্কে পরিষদের কার্যক্রম ১৯৬৯

ভিন্ন কলেজ ও গ্রন্থাগারে ইউ.জি.সি. বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কিত সরকারি আদেশ প্রেরণে বিলম্ব ঘটায় পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ক্ষোভ জানান হয়। পরিষদের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী পি সি মুখার্জী ও ডি ডি পি আই পি বি মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করেন। পিসি মুখার্জী এ বিষয়ে যা করণীয় তা ত্বরান্বিত করবার আশ্বাস দেন।

প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরির কর্মীদের সমস্যা নিয়ে ডি এস ই ও-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার

ডি এস ই ও শ্রীমতী তপতী রায় পরিষদে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধি দলকে বলেন যে প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরির কর্মীদের জন্য যথাযথ বেতনক্রম ও মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কিত দাবি তিনি সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শকের নিকট পেশ করবেন।

অদ্বৈত অশ্রমের গ্রন্থাগারিকের মহার্ঘভাতা বিষয়ে আলোচনা

পরিষদ উপরোক্ত বিষয়ে সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন, এ বিষয়ে তপতী রায় বলেন, যে অদ্বৈত অশ্রমের গ্রন্থাগারিকের মহার্ঘভাতা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শকের নিকট সুপারিশ করেছেন। ঐ বিষয়ে তপতী রায়ের পত্রের অনুলিপি পরিষদে এসেছে।

শিক্ষা সচিবের সঙ্গে পরিষদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

১৭ জুন '৬৯ পরিষদের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা, কলেজ গ্রন্থাগারে ইউ জি সি বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করা। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক সহ পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাকালীন সুযোগসুবিধা দান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেন। শিক্ষাসচিব প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন এবং আলোচনার ফলাফল লিখিতভাবে পরিষদকে জানাবার আশ্বাস দেন।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য অনঙ্গ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয় ২০শে এপ্রিল ২০০৯। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি পাড়ুয়া ইউনিয়ন ভিলেজ হল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি বেশকিছু বই লিখেছিলেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিষদ তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

সম্প্রতি নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার কর্মীর জীবনাবসান হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুতে পরিষদ তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

- শঙ্কর নন্দী, দপ্তরী কাম বুক বাইন্ডার, নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগার, হাওড়া
- লক্ষণ বিশ্বাস, গ্রন্থাগারিক, উত্তর ২৪ পরগণা
- গোপাল ঘোষ; জে.এল.এ., উত্তর ২৪ পরগনা
- দীপক বেজ, জে.এল.এ., বর্ধমান
- বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত, গ্রন্থাগারিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আদিবাসী লাইব্রেরি — একটি প্রস্তাবনা

ডঃ সৌরীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী

পশ্চিমবাংলার জনগণের মধ্যে ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে আদিবাসীদের হার শতকরা ৫.৫ শতাংশ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্তমান। আমরা তফশিলী আদিবাসী হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলিকেই বুঝে থাকি। এঁদের বিন্যাস বিভিন্ন জেলায় বা অঞ্চলে সমপরিমাণ নয়। ভৌগলিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে পশ্চিমবাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই বা ডুয়ার্স অঞ্চল, বৃহত্তর গাঙ্গেয় অঞ্চল, পশ্চিমের রুক্ষ চৌদ্দিনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল, সাগর অঞ্চলের সুন্দরবন ও তৎসংলগ্নিত খাড়ি অঞ্চল ইত্যাদি। এই সকল স্থানের ভৌগলিক অবস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জলবায়ু, প্রকৃতি, পরিবেশ সবই একে অপরের থেকে আলাদা। জনগোষ্ঠীগুলির জীবন, জীবিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদিও আলাদা।

এককালে আদিবাসী সমাজ পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে সাধারণ জনগণের থেকে দূরে বসবাস করত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দিতে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে বিভিন্ন প্রয়োজনে মূখ্য জনগোষ্ঠীর জনগণ ব্যবহার করতে থাকে। অনেক বঞ্চনা, নিপীড়ণ ইত্যাদির ইতিহাস সৃষ্টি হয়। কিন্তু আদিবাসী সমাজ তাদের স্বকীয়তা হারায় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কী সেই কৌশল যার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সমর্থ হলেন। নিজ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও সেই সংস্কৃতিকে জীবিত রাখার জন্য সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক বিন্যাস ও নিয়মনীতি ঠিক রাখার ব্যবস্থা। এর সঙ্গেই স্বাভাবিক ভাবেই আগামী প্রজন্মের প্রশিক্ষণের প্রশ্ন আসে। এগুলির উপর নজরদারী করার জন্য সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত শাসন পদ্ধতি উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা তফশিলিভুক্ত সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে এঁদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে কিছু কল্যাণকর কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল। বাসস্থান, আহার ও পরিধেয়র মাধ্যমে এঁদের জন্য একটি স্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশ প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল থেকে এঁদের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া শুরু হল। প্রথমত আই.টি.ডি.পি (সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প) পরে ট্রাইবাল সাব-প্ল্যান (আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা)-এর মাধ্যমে সুসংহত উন্নয়নের রূপরেখা প্রস্তুত একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই কাজের আনুষঙ্গিক হিসাবে টি.ডি.সি.সি. (ট্রাইবাল ডেভালপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন) ও তপশিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মাধ্যমে বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তায় ব্যবহারে আদিবাসী সমাজে ঋনির্ভর যোজনায় বহু উপকৃত আদিবাসী নিজ পরিশ্রমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দু-একটি প্রাসঙ্গিক দিক আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত আদিবাসীদের সাধারণ বাসস্থানগুলি প্রত্যন্ত প্রান্তর অঞ্চলে হওয়ায় সাধারণ পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা উপলব্ধ হয় না। ঐ একই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ তথা মানব সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ণ ও ব্যবহারোপযোগিতা ঠিক মত নিরুপন করা হয় না। বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তায় অর্থানুকূল্যে উপরোক্ত দুটি সংস্থা আপন দায়িত্বে এই দিকগুলির উপর দৃষ্টি দেন এবং আদিবাসী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেন। এর ফলে বেশ কিছু আদিবাসী পরিবার প্রত্যক্ষভাবে এবং আরও কিছু পরিবার পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত আদিবাসী উপ-পরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঐ সকল অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ৫ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত যে কল্যাণমূলক পরিকল্পনা করা হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনা কাল থেকে তার উন্নয়নমুখিতে একটি বৃহৎ-পরিসর রচনায় সাহায্য করেছে। উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্তমান থাকলেও আদিবাসী উন্নয়ন বলতে সাধারণত একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝানো হয় যেখানে প্রতিটি মানুষের সচেতনতা একটি ন্যূনতম সীমার উপরে অবস্থান করে এবং সেই সচেতনতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজস্ব ও পারিপার্শ্বিক সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহারের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর

হতে পারে। স্ব-নির্ভরতা বলতে শুধু আর্থিক স্বাবলম্বিতা বোঝায় না, তার সঙ্গে আত্মাভিমান ও আপন পরিবার তথা গোষ্ঠীর ভালোমন্দ নিরূপনের চূড়ান্ত মতামত দেবার ক্ষমতা অর্জন বোঝায়।

আদিবাসী সমাজগুলির যে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আছে, সাংবিধানিক রক্ষাকবচের মাধ্যমে তার রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ কখনই সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব নয়। আদিবাসী সমাজের কৃষ্টি, ভাষা, সংস্কৃতির প্রভাব অনাদিবাসী সমাজে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ইহা বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা প্রমানিত যে অনাদিবাসী সমাজ আদিবাসী সমাজের কাছে ভাষাগত, ছন্দগত, কৃষ্টিগত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বহুভাবে ঋণী। কিন্তু আদিবাসী ভাষায় কোন লিপির প্রচলন না থাকার ফলে বহু দুর্মূল্য সম্পদ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। এর কারণ শ্রুতি নির্ভরতা। এইগুলির সংগ্রহ, সঙ্কলন ও বহুল প্রচারের মাধ্যমে আনুভূমিক ও উল্লম্ব ক্ষেত্রে এর প্রচার ও প্রসার সম্ভব এবং এর মাধ্যমে এই শিল্প কর্মের অবলুপ্তি ও অবক্ষয় রোধ সম্ভব।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আদিবাসী সমাজের সঙ্গে অনাদিবাসী সমাজের ব্যবহারিক আদান-প্রদান ছিল। কিন্তু তা নূতন রূপ নেয় ব্রাহ্ম-বৃটিশ যুগে জঙ্গল হাসিল করে চাষযোগ্য জমি উদ্ধারের কাজে আদিবাসী শ্রমিক নিয়োগের সময় থেকে। এই জমি হাসিলের বা জঙ্গল কেটে চাষযোগ্য জমি প্রস্তুতির সময় থেকে আদিবাসী সমাজে টাকা-পয়সার লেনদেনের বহুল প্রসার ঘটে এবং বাজার অর্থনীতির নিয়মে আদিবাসী সমাজে সস্তা ভোগ্য পণ্যের নূতন বাজার তৈরি হয়। এক শ্রেণীর অনাদিবাসী ব্যবসায়ী এ সুযোগে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যবসার নামে আদিবাসীদের প্রতারণার কাজে নেমে পড়েন। কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি, অন্যায্য মুনাফা, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবসায়িক ফন্দির সাহায্যে আদিবাসী সমাজকে শোষন ও বঞ্চনার নতুন নতুন কৌশল উপহার দেন। এই ধরনের বঞ্চনার মধ্যেই জমি থেকে কৌশলে উৎখাত করা ক্রীতদাস হিসাবে বা কন্টাই লেবার হিসাবে অন্যত্র চালান দেওয়াও এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়।

এর ফলে নানা জায়গায় বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কোল বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি এই পর্যায়ের কিছু আন্দোলন যেখানে স্ব-গোষ্ঠীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠার ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই অংশের মানুষদের মানুষের মর্যাদাদানের প্রক্রিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হয়। এই মহৎ কাজে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন। সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার সাথে সাথে এই সমাজের মানুষের প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, বাসস্থান ও পরিধেয় জোগান দেবার জন্য রাজ্য স্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে ব্যবস্থা করা হয়। ষাটের দশক থেকে আদিবাসীদের জন্য গৃহ নির্মান প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। বিগত পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আদিবাসী সমাজের জন্য খাদ্য সরবরাহ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। আদিবাসী অঞ্চলে অবস্থিত রেশন দোকানগুলি এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। টি.ডি.সি.সির অধীনে আদিবাসী ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে পরিধেয় সরবরাহ একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

উপরে উল্লেখ করা পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে কিছু কল্যাণকর কাজ হলেও প্রকৃত উন্নয়নের জন্য আদিবাসী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতরাং প্রয়োজন প্রথমত উন্নয়নের পরিকাঠামো নির্মাণ, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা যাতে নিরবচ্ছিন্ন আয়ের পথ খোলা যায়, তৃতীয়ত একটি বিকল্প শ্রম-বাজার যার মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন আসতে পারে, এবং চতুর্থত বনাঞ্চলে বসবাস, চাষবাস ও বন-সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি ইত্যাদি। এই সবগুলিই বর্তমান পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

শিক্ষা অর্থনীতিরই একটা অংশ। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ব্যতিরেকে শিক্ষার বিস্তার বা বিকাশ সম্ভব নয়। আদিবাসী অঞ্চলে পাঠাগার যা আদিবাসী শিক্ষা বিস্তারের একটি বলিষ্ঠ পরিকাঠামো, তার উপর আলোচনা করার আগে আদিবাসী সমাজে বিগত পাঁচ আদমসুমারীতে শিক্ষার হার কি ছিল একবার দেখে নেওয়া যাক।

ক্রমিক সংখ্যা	আদমসুমারী বর্ষ	ভারতবর্ষে মোট শিক্ষার হার %	আদিবাসী শিক্ষার হার %	
			ভারতবর্ষে	পশ্চিমবঙ্গে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১)	১৯৬১	২৯.২৯	০৮.৫৩	০৬.৫৫
২)	১৯৭১	২৯.৪৫	১১.৩০	০৮.৯২
৩)	১৯৮১	৩৬.২৩	১৬.৫৩	১৩.২১
৪)	১৯৯১	৫২.২১	২৯.৬০	২৭.৭৮
৫)	২০০১	৬৪.৮০	৪৭.১০	৪৩.৪০

উপরের সারণী থেকে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায়। যথা

১) সাধারণ শিক্ষার হারের তুলনায় আদিবাসী সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে,

২) ভারতবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার হারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী শিক্ষার হার প্রতি আদমসুমারী বর্ষেই কম,

৩) প্রতি আদমসুমারী বর্ষেই সাধারণ ও আদিবাসী সমাজে শিক্ষার হার আগের আদমসুমারী বর্ষের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যেকটি আদিবাসী জন-গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সমভাবে দেখা যায় না। কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন, অসুর, খারওয়ার, গোণ্ড, পারহাইয়া, লোহরা ইত্যাদিরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একদম পিছনের সারির। অন্তবর্তী অবস্থানে থাকা আদিবাসী সম্প্রদায় যাঁদের শিক্ষার হার মোট আদিবাসী শিক্ষার হারের তুলনায় কম, তাঁরা হলেন - ওঁরাও, কোরা, গোরাইত, চাকমা, নাগেসিয়া, ভূমিজ, মম, মাল-পাহাড়িয়া, মাহলি, মাহালি, মুণ্ডা, মু, রাভা, লোধা ও সাঁওতাল।

স্ত্রীশিক্ষার হার আদিবাসী সমাজে বরাবরই কম। কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রম হল ভুটিয়া, চেরো ও লেপচা সম্প্রদায়। এঁদের শিক্ষার হার এই প্রদেশের সাধারণ জনগণের শিক্ষার হার থেকে বেশী।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার বাড়ানো ও শিক্ষার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিক থেকে কতকগুলি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা, যেমন - পাঠ্যপুস্তক ক্রয়, ভরণপোষণ ভাতা, ছাত্রাবাসের মাসিক কি, পরীক্ষার ফি, বুক-ব্যাঙ্কইত্যাদি। এই ধরনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বুক-ব্যাঙ্ক স্কীমটি ছোট লাইব্রেরির মতো কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায়কে ভারত সরকার প্রিমিটিভ ট্রাইবাল গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এরা হলেন লোধা, বিরহোড় ও টোটো। লোধারা মূলতঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। লোধা সম্প্রদায়কে ইংরেজ সরকার **অপরাধ প্রবণ জাতি** হিসাবে চিহ্নিত করেন। ১৯৫২ সালে আয়েঙ্গার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাঁদের **ডি-নোটিফায়েড** ট্রাইব বলা হয়। এঁদের মধ্যে এখনও বেশ কিছু 'চাষ-আবাদ-পূর্ব' অগ্রচলিত পেশা দেখা যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে **অপরাধ প্রবণ জাতি**-র দুর্নাম নিয়ে এঁদের অংশগ্রহণ খুবই কম ছিল। নারায়ণগড় ব্লকে বিদিশায় প্রয়াত প্রফেসর প্রবোধ কুমার ভৌমিক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহায়তায় ফলিত নৃ-বিজ্ঞান সংস্থার পত্তন করেন এবং নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগ করে এখানে একটি আশ্রম-হোষ্টেল প্রস্তুত করেন। সঙ্গে ছিল একটি লাইব্রেরি। যা এখানকার পড়ুয়াদের (যাঁরা লোধা সম্প্রদায়ভুক্ত) মধ্যে আগ্রহ উদ্রেক করে এবং এঁরা পড়াশোনায় খানিকটা আগ্রহী হয়। সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করে প্রফেসর ভৌমিক এঁদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন তার ফল স্বরূপ আজ এই পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজে শিক্ষিতের হার ৩৪.৮১ ও ২৬ জন স্নাতক থেকেই প্রমাণ হয়। বিচার করলে দেখা যায় এই আশ্রমের লাইব্রেরিটি অনেকাংশে এঁদের

এগিয়ে যাবার পথে একটি অনুঘটকের কাজ করেছে।

টোটো সম্প্রদায়ের আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের হার ১৯৮৭ সালে ৮.১৭ শতাংশ। ১৯৮৯ সালে এই হার বেড়ে হয় ৯.০৫ শতাংশ। ১৯৮২ সালে এখানে একটি গ্রামীণ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে স্থানীয় মানুষজন আসা যাওয়া শুরু করেন এবং পারস্পরিক দেখাশোনা ও ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে এটি পরিগণিত হয়। এখানে পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম ছিল কিন্তু কয়েকটি দৈনিক কাগজ ও কিছু পত্রিকা থাকায় স্থানীয় টোটোদের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ বাড়তে দেখা যায়। ২০০৩-০৪ সালে কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আবার সার্ভে করা হয় এবং দেখা যায় এখানে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন। যার মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৬৭.২৭ শতাংশ ও স্ত্রী শিক্ষিতের হার ৫৪.২২ শতাংশ।

যে গ্রামীণ লাইব্রেরিটি ১৯৮২ সালে স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু পড়ার বই-এর অভাবে কোন কাজে আসছিল না, সেটিতে নতুন বই আনায় তার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। টোটোপাড়ার সোশাল ওয়ার্কারকে এই লাইব্রেরির দায়িত্ব দেওয়ায় তাঁর প্রচেষ্টায় টোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ বেড়েছে এবং এর জন্য তাঁর ধন্যবাদ প্রাপ্য। এর ফলে এক দশকের মধ্যেই এখানে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। সরকারি উদ্যোগেও শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। এখানে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি আশ্রম হোস্টেল ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হয়। এখান থেকে পাশ করে ছেলেরা উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে পড়াশোনা করার জন্য মাদারীহাট বা জলপাইগুড়িতে যায়। তাদের কাছেও এখানকার লাইব্রেরি একটি অনুপ্রেরণা।

বিরহড়দের মধ্যে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের হার ৫৫.৭৫। এঁরা যাযাবর শ্রেণীর আদিবাসী ছিলেন। ষাটের দশক থেকে এঁদের স্থায়ীকরণের চেষ্টা করা হয়। এখন এঁরা দুলভ পুরুলিয়া জেলায় বাঘমুন্ডি ব্লকে বাস করেন। এঁদের জন্য সরকার থেকে একটি আশ্রম স্কুল খোলা হয়েছে। বেশীর ভাগ শিশুরাই এখানে পড়াশোনা করতে আসে। ক্রম বর্ধমান শিক্ষিতের হার প্রমান করে এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। জীবিকার পরিবর্তন-ও একটি লক্ষণীয় বিষয়।

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, মা-বাবার পড়াশোনার প্রতি অনীহা, সৃষ্টি করে। এ ছাড়া স্কুল ইউনিফর্মের অভাব, অনভ্যস্ত খাবার, টিফিনের অভাব ইত্যাদি ও কারণ হিসাবে দেখা যায়। আদিবাসী বালকরা সাধারণত 'রাখাল' বা রাখাল হিসাবে প্রতিবেশী অনাদিবাসীদের গরু-মহিষ চরায়, আর বালিকারা তাদের থেকে ছোটদের দেখাশোনা করে। মা চাষের কাজে বাচ্চাকে বাড়ী রেখে যায়। সুতরাং পড়াশোনার কাজে ছেলে বা মেয়েকে পাঠানো মানেই বাড়িতে কাজের লোকের অভাব।

কিন্তু বর্তমানে আদিবাসী সমাজে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আসায় ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। পরিকাঠামোগত পরিবর্তন প্রতিটি আদিবাসী লোকালয়ে আসায় তারা আধুনিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছেন এবং তাঁদের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও টোটোপাড়ার লাইব্রেরির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আদিবাসীছাত্র ভর্তির হার আগের তুলনায় প্রভূত বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক পাওয়া একটি সমস্যা। বিনা খরচায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রকল্প। কিন্তু একজন সাধারণ মেধার আদিবাসী ছাত্রের কাছে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে একটি "মানে বই" বা "নোট বই" এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই ধরনের প্রয়োজনগুলি গ্রামীণ লাইব্রেরির মাধ্যমেই পূরন হয়।

গত শতাব্দীর নয়ের দশকে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু করার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় যা এই সব বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যেত।

এই গুলি বর্তমান গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলিতে রাখলে কেবল বড়রাই নয়, ছোটরাও উপকৃত হতে পারেন। বৃটিশ পিরিয়ডে বেশ কিছু বিদ্বজ্জন ও মিশনারীরা বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর ভালো ভালো কাজ করে গেছেন। এই জনগোষ্ঠীর ফোক্ টেলস্, ফোক্ লোরস্, গান, ঐতিহ্য চিকিৎসা পদ্ধতি ও গাছের নাম, আচার-অনুষ্ঠান, ব্যবহারিক রীতিনীতি, সামাজিক গঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

যদি এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং দেশীয় ভাষা

ও লিপিতে তা অনুবাদ করে সাধারণের কাছে এই লাইব্রেরির মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় তা হলে .....(১) এইগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে, (২) তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান বাড়বে, (৩) রোগের পরিধি বিশ্লেষণ তেমন পদ্ধতিতে চিকিৎসার উপায় তাঁরা ভাবতে পারবেন। বহু আদিবাসী শিল্পকলা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এইগুলিকেও লাইব্রেরির এক অংশে সংগ্রহের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ঐ সমাজের লোকেদের কাছে উপস্থাপনার মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করবে।

কিন্তু এই লাইব্রেরিতে লাইব্রেরীয়ান বা সাধারণ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা এই ধরনের লাইব্রেরির কর্মচারী হবেন, তাঁদের ঐ সকল জনগোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং মূলত সেবার মনোভাব আনতে হবে। তাঁদের কাজের মধ্যে ঐকান্তিকতার অভাব যেন না থাকে। দ্বিতীয়ত এই লাইব্রেরিগুলিতে সকল রকম সরকারি সার্কুলার, নিয়মাবলি, আবেদনপত্র বা তার কপি থাকতে হবে যেখান থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁদের প্রয়োজন মতো তথ্য পেতে পারেন। এই কাজে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধির সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সাধারণভাবে যোগাযোগ বা যাতায়াতের অসুবিধা আছে সেখানে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী খুবই প্রয়োজন। এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরী করতে তথা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন, চিকিৎসা ও ব্যবহার প্রণালী জানা এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের প্রয়োজনে, হতে পারে উপাদেয় হয়ে, সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলে তাঁদের পক্ষে ধীরে ধীরে আগ্রহ উৎপন্ন হবে। সেই সুযোগে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের শিক্ষার আলোয় আনতে পারলেই এই মহৎ প্রচেষ্টা একটি সার্থকতা খুঁজে পাবে। তাঁদের পৃথক শ্রেণী হিসাবে দেখার দিনও শেষ হয়ে যাবে।

ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এফেক্ট-এর প্রয়োজনীয়তায় এই লাইব্রেরির ভূমিকা অপরিসীম। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতা আদায়ের মাধ্যমে এই লাইব্রেরিগুলিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে এবং এর সাথে সাথে যাদের জন্য এই লাইব্রেরি তাদের সাধারণ গ্রামীণ জনগণ তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির কাছে এর প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্যতায় পৌঁছে দিতে হবে। তা হলেই এই গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

58, College Row, Kolkata-700 009. Ph : (R) 2412 2641, (M) : 9830172871 (O) : 6568 5779

খুসতে বাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র
প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।
বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।
হুতোম পেঁচার নকশা
দাম: মাত্র ৮ টাকা
পত্রপাঠ
98300 52162
92315 59717
১০ রো, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

তথ্য ও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান : গ্রন্থাগারিকের হাতিয়ার

গৌতম মুখোপাধ্যায়

(প্রাক্তন ছাত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সূচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা উন্নয়নে বিজ্ঞানীদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান সর্বজনস্বীকৃত। মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানীদের সৃষ্টির খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে নানান কৌশল উদ্ভাবন করছে। এরূপ কৌশলগুলির সাহায্যে একজন বিজ্ঞানী অপরজনের বৈজ্ঞানিক গবেষনাপত্র ও অন্যান্য রচনা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত)-র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারনা লাভ করতে পারেন। এই ধরনের বিচিত্র ও জটিল কৌশল (Device) বা নকসা (Model) গুলোর সৃষ্টিকর্তা হলেন মূলত সমাজবিজ্ঞানী। তথ্যের সূলুক সন্ধানের হদিস তাঁরাই দেন। সমাজবিজ্ঞানীদের বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির ফসল হল কিছু পরিমাণবাচক মডেল (Quantitative Model or Device)। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এঁদের মধ্যে রয়েছেন জীবনীকার (Biographers), জীবনীসম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী সংকলন (Biobibliographers), গ্রন্থাগারিক (Librarians) এবং তথ্য বিজ্ঞানী (Information Scientists)। এঁদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছে কয়েকটি পরিমাণ-সূচীতকারী মডেল (Quantitative Model) যথা গ্রন্থমিতি (Bibliometrics), বিজ্ঞানমিতি (Scientometrics) তথ্যমিতি (Informetrics) ইত্যাদি। এগুলি গ্রন্থকার কিংবা বিজ্ঞানীদের রচনা বা প্রকাশনার (Publications) উৎপাদনশীলতা (Productivity) অনুসন্ধানের হাতিয়ার স্বরূপ। নির্দিষ্ট গবেষণাপত্রের সম্ভাবনা-সূচক প্রচ্ছন্ন শক্তি বা ঐ গবেষনাপত্রটির রচয়িতার উৎপাদিকাশক্তি (Productivity of researcher) নির্ণয়ে উক্ত পরিমাণ-নির্ভর মডেলগুলি সাহায্য করে।

গ্রন্থমিতি : সংজ্ঞা ও ধারনা (Bibliometrics : Definition and concept) : গ্রন্থমিতি-এর সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা প্রায় নেই বললেই চলে। অ্যালান প্রিচার্ড (Alan Prichard) ১৯৬৯ সালে শব্দটির প্রচলন করেন। তিনি গ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্য-বিনিময়ের মাধ্যম (Book and other media of communication) এর পরে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগকে সূচীত করেছেন আলোচ্য শব্দটি প্রয়োগ করে। যদিও ১৯২৩ সালে E. Wyndhan Hulme 'স্ট্যাটিসটিক্যাল বিবলিওগ্রাফি' এবং হিউমের ও আগে ১৯১৭ সালে Cole এবং Eales তাঁদের "The History of comparative Anatomy. Part I • • a statistical analysis" ধারনাটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে ফেয়ারথ্রোন (Fairthrone) নামে আর এক সমাজ বিজ্ঞানী 'বিবলিওমেট্রিক্স' শব্দটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন— "Quantitative treatment of the properties of recorded discourse and behaviour ascertaning to it" সাধারণভাবে, গ্রন্থ ও লিখিত আকারে প্রকাশিত (Published)বা অর্ধপ্রকাশিত (Semi-Published) তথ্য সম্ভার সৃষ্টি, বণ্টন ও ব্যবহারে যে কোন পরিমাণবাচক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

লিব্রামেট্রি (Librametry) : ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ 'বিবলিওমেট্রিক্স' শব্দের আর্বিভাবের প্রায় একুশ বছর আগে এস. আর. রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও ডকুমেন্টেশন-এ 'লিব্রামেট্রি' পদ্ধতির প্রয়োগ করে পরিমাণবাচক গবেষণাকে সূচীত করেন।

বিজ্ঞানমিতি (Scientometrics) : বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Study of Science of science) বা বিজ্ঞানমিতি (Science mapping) সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য সম্ভবত ১৯৭৮ সালে সায়েন্টোমেট্রিক্স শব্দটির প্রচলন হয় এবং 'বিবলিওমেট্রিক্স' কে 'সায়েন্টোমেট্রিক্স' এর একটি উপাদান (component) হিসাবে দেখা হয়। 'বিজ্ঞান-সূচক কার্য' (Science Indicator functions) বিজ্ঞান নীতি সংক্রন্ত সমীক্ষা (Science policy study), তথ্য-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়ন-এর ব্যবস্থাপনায় 'বিজ্ঞানমিতি' ধারনাটির ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষনীয়।

তথ্যমিতি (Informetrics) : শব্দটির প্রথম উদ্ভাবন করেন Neeld ১৯৭৯ সালে। যাবতীয় তথ্য-প্রক্রিয়ার সংখ্যাবাচক ক্ষেত্রটি 'তথ্যমিতির' সাহায্য বিশ্লেষণ করা হয়।

গ্রন্থমিতি-এর প্রয়োগের ক্ষেত্র (Areas of application of Bibliometrics) : 'গ্রন্থমিতি' সংক্রান্ত সমীক্ষার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যুক্ত—

১) বিষয়ের তথ্য-সম্ভারের বৃদ্ধি (the growth of the literature in some subject) ;
২) বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, সংগঠন বা দেশে তথ্য-সম্ভারে কতগুলো অবদান রেখেছে (how much literature is contributed by various individuals, groups, organizations or countries) ;
৩) তথ্য-সম্ভার গুলো বিষয়ের মধ্যে কিভাবে বিন্যস্ত রয়েছে (how the literature on some subject is scatterd i.e. over documentary media, language, journals) ;
৪) কত দ্রুত যেগুলো অপ্রচলিত হচ্ছে (how quickly the literature becomes out-of-date i.e. 'Studies of obsolescence') ;
লেখক কোন্ কোন্ সূত্র উদ্ধৃত করেছেন (to what sources authors cite) ;

উদ্ধৃতিদান বিশ্লেষণ (Citation Analysis) :

উদ্ধৃতিদান বিশ্লেষণ বা Citation Analysis ধারনাটির সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যুক্ত
ক) কোন্ কোন্ লেখক সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃত হয়েছেন (which authors are most cited) ;
খ) কোন্ পত্রিকাগুলো সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃত হয়েছে (which journals are most cited) ;
গ) উদ্ধৃতিদানের মধ্যে কি কি যোগসূত্র রয়েছে (what linkages exist through citation for example, who cites whom, which journals cite which journals, what subject areas are cited in the literature of a specific descipline and so on) ;
নিকোলাস (Nicholas) ও রিচি (Ritchie) বিবলিওমেট্রিক্সকে দুটি অংশে ভাগ করেন — গণনা ভিত্তিক এবং মূল্যায়ণ ভিত্তিক। এই দুই অংশকে পুনরায় নিম্নলিখিত ভাগে ভাগে করা হয়—
১) উৎপাদনশীলতা গণনা (Productivity count i.e. descriptive)
ক) ভৌগলিক (দেশ)
খ) সময়কাল (যুগ)
গ) শাখা (বিষয়)
২) তথ্য ব্যবহার গণনা (Literature usage count i.e. evaluation)
ক) সূত্র (Reference)
খ) উদ্ধৃতিদান (Citation)

জীবনীসম্বলিত গ্রন্থমিতি — সংজ্ঞা ও ধারনা (Biobibliometrics : Definition and concept) :

ইদানিংকালে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অতিপরিচিত একটি ধারনা 'জীবনীযুক্ত গ্রন্থপঞ্জী' (Biobibliography). 'জীবনীযুক্ত গ্রন্থপঞ্জী' বা Biobibliography হল একজন গ্রন্থকারের সমস্ত রকম গ্রন্থের সামগ্রিক তালিকা সহ তাঁর জীবন ও কর্মের বিশেষ কোন দিক সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যের বিশদ ঘটনাপঞ্জী। বক্তৃতা, দৃশ্য-শ্রাব্য (Audio-Visuals) এবং এমনকি অপ্রকাশিত লিখন ও (Unpublished Writings) এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট লেখক, গবেষক বা বিজ্ঞানী এক কলমে প্রতিফলিত হয় এই বিশেষ ধরনের পুস্তকপঞ্জীর মধ্য থেকে। একই বিষয়ের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত একাধিক ব্যক্তিদের 'জীবনীযুক্ত গ্রন্থপঞ্জী' তৈরী করা যেতে পারে। তুলনামূলক বিশ্লেষণী সমীক্ষাকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'জীবনীসম্বলিত গ্রন্থমিতি' (Biobibliometrics) এই ধরনের সমীক্ষাকার্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিটি রচনা বা প্রকাশনার উদ্ধৃতিদান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জীবনীযুক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরূপ সমীক্ষাকার্যে বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যম যথা প্রেস্-রিলিজ (Press-releases), সংবাদ প্রতিবেদন সাক্ষাৎকার, সম্মেলন-বক্তৃতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা আবশ্যক। মোটকথা জীবনপঞ্জীটি বিশদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফলস্বরূপ জীবনপঞ্জীর উপাদের (Data) সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীর উপাত্তসারের কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। একটি পরিপূর্ণ জীবনী সম্বলিত গ্রন্থমিতি ভিত্তিক 'প্রোফাইল' যে যে বিষয়গুলো থাকা উচিত তা নিম্নরূপ
১) জীবনী-সংক্রান্ত উপাত্তসারের (Biodata elements) ঘটনা পরম্পরায় একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা,
২) ব্যক্তিটির দ্বারা রচিত প্রকাশনার একটি পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী,
৩) উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত রচনাগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী,
৪) ব্যক্তিটি তাঁর রচনায় যে যে তথ্য-সূত্র (Relerences)
৫) অন্যদের দ্বারা উদ্ধৃতিদানের (Citations) একটি বিশদ তালিকা

জীবনপঞ্জীর উপাত্তসার (Biodata elements)-এর মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হবে:
ব্যক্তির নাম, জন্মতারিখ, মৃত্যুতারিখ, জন্মস্থান, পিতার পেশা, বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানার্জন, সম্মান প্রদানের সন, সমিতির সদস্য নির্বাচনের সন, শিক্ষা, কালানুক্রমিক কর্মজীবন, বিদেশ যাত্রা, সভা ও সম্মেলনে বক্তৃতা, বিশেষ সম্মানে ভূষিত হওয়ার

সন, মূল গবেষণা কার্য ইত্যাদি ;

গ্রন্থপঞ্জীর উপাত্তসার (Biodata elements) - এর মধ্যে যে গুলো অন্তর্ভুক্তি হবে তা নিম্নরূপ

মোট উৎপাদশীল কাল (Total Productive age/ Period) অর্থাৎ ব্যক্তিটির প্রথম ও শেষ প্রকাশনার মধ্যবর্ত্তী সময়কাল বা বছর সংখ্যা, সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল কাল (Most Productive Period), সর্বপ্রকার প্রকাশনীর ৫০ শতাংশের বছর (অর্থাৎ প্রথম প্রকাশনীর বছর থেকে ৫০ শতাংশ প্রকাশনীর বছরের ব্যবধান) (Fifty Percent Age) , গ্রন্থকার প্রনয়নের উপাত্ত (Date of authorship) অর্থাৎ একজন গ্রন্থকারের প্রকাশনা এবং যৌথ গ্রন্থকারের প্রকাশনার সংখ্যা, বিদেশী ও ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশনার সংখ্যা, অন্যান্য প্রকাশনী যথা প্রতিবেদন (reports), বই (books) ইত্যাদি। এছাড়া সহকারী লেখকের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উদ্ধৃতিদান পরিলেখ (Citation Profile) ঃ

উদ্ধৃতিদান (Citation) সম্পর্কে ইংরাজীতে একটি বাক্য প্রণিধানযোগ্য — "Such a lowly footnote has attained such a lofty hight " নিম্নস্থ হয়েও যেন সেগুলি নিজস্ব উচ্চতা বজায় রেখেছে। 'উদ্ধৃতিদান বিশ্লেষন সমীক্ষা' (Cito analytical study) চালিয়ে গবেষণাপত্রের মান নির্নয় করা যায়। বিজ্ঞানীরা তা বিচার করেন 'উদ্ধৃতিদান-সূচী' (Citation Index) অনুসন্ধান করে। এতে 'উদ্ধৃতি প্রাপ্ত লেখক (Cited author) দের উপাধির ইংরাজী বর্ণানুক্রমে (Alphabetically) সজানো থাকে। 'উদ্ধৃতিদান সূচী' (৫ বছর সম্মিলিত অর্থাৎ 5 year cumulation) -তে লিপিবদ্ধকরণের নমুনাটি নিম্নরূপ ঃ

Cited Author Vol. Page Year Year Cited Journal
Citing Author Citing Journal

উদাহরণ ঃ

BOSE PN
[Cited Year] 1884 MEMOIR GEOL. S. IN 21 1
HOLLAND TH REC. GEOL. S. IN 37 48
1908 [citing year]

সতীর্থ গবেষকেরা নির্দিষ্ট গবেষণাপত্রটিকে তাঁদের গবেষণাপত্রে কতবার উল্লেখ (Cite) করেছেন তা দেখে বিজ্ঞানীরা গবেষণাপত্রের মান যাচাই করেন।

উদ্ধিতিদান পরিলেখে অন্তর্ভুক্ত বিষয় (Parameters to be considered for citation Profile) ঃ

সাধারণত একজন বিজ্ঞানীর 'সাইটেশন প্রোফাইলে' যে যে বিষয়গুলি থাকা বাঞ্ছনীয় সেগুলি হল ঃ

১) গবেষণা প্রবন্ধের সারিবদ্ধ তালিকা (Ranked list)।

২) সংশ্লিষ্ট বিষয়

৩) গবেষণা-প্রবন্ধ-প্রতি উদ্ধৃতিদানের সংখ্যা (Number of citations per paper)।

৪) নির্দিষ্ট সময়কালে মোট উদ্ধৃতিদানের সংখ্যা।

৫) উদ্ধৃতিপ্রাপ্ত পত্রের শতকরা হার (Percentage of cited papers)।

৬) সর্বোচ্চ উদ্ধৃতিপ্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা (Highly of cited papers)।

৭) স্বীয়-উদ্ধৃতিদানের শতকরা হার (Percentage of self-citations)।

৮) উদ্ধৃতিদানের বছর-ক্রম বন্টন (Year wise distribution of citations)।

৯) উদ্ধৃতিদানের মধ্যক বয়স (কাল) (Modality of citations)।

১০) উদ্ধৃতিদানের প্রকারতা (Modality of citations)।

পত্রিকা (journal)- এর সারিবদ্ধ তালিকা (Ranked list) তৈরী করা হয় সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটির নির্দিষ্ট সময়ে 'ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর' নির্ণয় করে। নির্ণয়-প্রনালীটি নিম্নরূপ ঃ

নির্দিষ্ট বৎসরে পত্রিকাটির 'ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর'

$$[\text{If}(Jy)] = \frac{C_1 + C_2}{Y_1 + Y_2}$$

যেখানে, If (Jy) = নির্দিষ্ট বছরে (Y) পত্রিকাটির (J) ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর

C1 = y বছরে y1 সোর্স আইটেম (source Item) কর্তৃক গৃহিত উদ্ধৃতদানের (citation) সংখ্যা।

C2= y বছরে y2সোর্স আইটেম (source Item) কর্তৃক গৃহিত উদ্ধৃতদানের (citation) সংখ্যা।

Y_1 = (y-2) বছরে পত্রিকাটিতে (J) প্রকাশিত সোর্স আইটেমের সংখ্যা।

Y_2 = (y-1) বছরে পত্রিকাটিতে (J) প্রকাশিত সোর্স আইটেমের সংখ্যা।

এছাড়াও পত্রিকার ইমিডিয়েসি ইনডেক্স (Immediacy Index) , হাফ-লাইফ (Half-life বা Fifty percentile Age of publications), উৎপাদনশীলতা সহগ (Productivity coefficient) ইত্যাদি নির্ণায়কগুলিও উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত

বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, গবেষণাপত্রকে উদ্ধৃতিদান (citations to research papers) গবেষণাকার্যের ব্যবহার, উপযোগিতা ও প্রভাবের সূচীতকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

উপসংহার ঃ উদ্ধৃতিদান বিশ্লেষণ (citation Analysis) করে গবেষক গবেষণাপত্রের প্রচ্ছন্ন শক্তি (Potentiality) বা উৎপাদনশীলতা (Productivity) সম্পর্কে ধারনা পেতে পারেন। বিগত কয়েক দশক যাবৎ গ্রন্থাগারিক ও তথ্য-বিজ্ঞানীরা এরূপ অনুসন্ধানকার্যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আসছেন। এরূপ সমীক্ষার সাহায্যে একজন বিজ্ঞানী ও তাঁর গবেষণাকার্যের অগ্রগনাতা, স্থায়িত্ব ও গবেষণাফলের মূল্যায়ণ করা যায়। গ্রন্থমিতি, বিজ্ঞানমিতি বা তথামিতিগত সমীক্ষার সাহায্য তথাবিজ্ঞানের এরূপ বিচিত্র, ঘটনট হাওয়া যাচ্ছে। তাই, তথামিতি বা বিজ্ঞানমিতিকে বিজ্ঞানীর দর্পন বলে অভিহিত করলে বোধ হয় খুব একটা ভুল হবে না। আধুনিক তথা-প্রযুক্তির যুগে এই ধরনের জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজগুলো অনেকসহজে করা যাচ্ছে। বর্তমানে 'সায়েন্স সাইটেশন ইনডেক্স' (Science citation Index) -এর অনলাইন ভার্সন (Online version) 'ওয়েব অব্ সায়েন্স' (Web of Science) থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় তথা পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানমিতি (Scientometrics) বিজ্ঞানীকে ও তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নতুন আলোকে জানতে সাহায্য করছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ রঙ্গনাথনের 'Librametry' নেপথ্যে থেকে এরূপ সমীক্ষার মূলভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। অতএব গ্রন্থমিতি বা বিজ্ঞানমিতি গ্রন্থাগারিক বা তথা-বিজ্ঞানীর অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

তথ্য সূত্র ঃ

১) LANCASTER (FW). Bibliometric methods in assessing productivity and impact of research. 1991. Sarada Ranganathan Endowment for Library Science ; Bangalore. 52 P.

২) MUKHOPADHYAY (Gautam). Preparation of bio-bibliometric database on PN Bose, a pioneer Indian scientist and author of late nineteenth and early twentieth century and analyses thereon. University of calcutta. M. Phill in LIS. 2007 (unpublished).

৩) SEN (Subir K) and GAN (shyamal K). Biobibliometrics : concept and application in the study of productivity of scientists. International Forum on Information and Documentation. 15, 3 : 1990 ; 13 - 21.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন	ঃ	৬" x ৭.৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- **প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা**
- **বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।**

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি

মোম চট্টোপাধ্যায়

(যেহেতু বর্তমানেও তথ্যের ধারক হিসাবে গ্রন্থ অন্যতম মাধ্যম, তাই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ শিরোনামে ব্যবহৃত হলে, দুষ্প্রাপ্য তথ্যের অন্যান্য ধারক মাধ্যমের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য))

মানবসভ্যতার ইতিহাসের দলিল ও সামগ্রিক জ্ঞানভাণ্ডারকে সংরক্ষণ ও সর্বজন ব্যবহারপোযোগীতার আবশ্যিকতা সর্বজন গ্রাহ্য। গ্রন্থাগার মূলত এই সামগ্রিক তথ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে আসছে। অগুনিত গ্রন্থাগারের অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করার আশু প্রয়োজনীয়তা আছে। পারস্পরিক সহোযোগীতার সাহযো গ্রন্থাগারগুলি এই তথ্যভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করতে পারে। অন্যথায় এগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এবং তা করবে আমাদের অপূরনীয় ক্ষতি।

বর্তমান আলোচনায় মানবসভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার ও তথ্যভাণ্ডারকে সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান ও তথ্যের সংরক্ষণ যা পরবর্তী প্রজন্মকে আরও তথ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করবে ও মানব জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রতিটি দলিলই দুষ্প্রাপ্য। তবে তথ্যের মান ও ব্যবহারকারীর গ্রহনযোগ্যতাই দুষ্প্রাপ্যতার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত।

সংরক্ষণের শ্রেণী বিভাগ- দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে

সংরক্ষণ তিন প্রকার-

১) প্রকৃত নথিটিকে যত্ন করে ব্যবহার করা, উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণ করা, মাঝে মাঝে নানা পদ্ধতির সাহয্য নিয়ে প্রকৃত নথিটিকে সংরক্ষণ করা

২) প্রকৃত নথিটিকে অন্য মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেমন বইকে মাইক্রোফর্মে রূপান্তরিত করা।

৩)প্রকৃত নথিটিকে ডিজিটাল ফর্মাটে (digital format) এ রূপান্তরিত করা।

সংরক্ষণের প্রথাগত উদ্দেশ্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণ-

বেশীরভাগ গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথাগত পদ্ধতি প্রাধান্য পায়। এখানে মূল লক্ষ্য হল প্রকৃত নথিকে সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে তথ্যভাণ্ডারকে গুরুত্ব না দিয়ে, ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাইক্রোফিল্মিং প্রথাগত গ্রন্থাগারে যুগযুগান্ত ধরে গুরুত্ব পাচ্ছে। এটি সংরক্ষণের অত্যন্ত উপোযোগী একটি মাধ্যম। মাইক্রোফিল্মিং এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ -

১) একটি ভাল (camera) ক্যামেরা

২) ভাল ফিল্ম (film)

৩) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ইত্যাদি

মাইক্রোফিল্মিং পদ্ধতি সাধারণত আর্কাইভ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, যেহেতু এটি কোন তথ্যভাণ্ডারকে শতাধিক বর্ষ বা তার অধিক সময় সংরক্ষণ করতে পারে। বর্তমানে আর্কাইভ না দুষ্প্রাপ্য নথি সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি ও সংরক্ষণ -

বর্তমান যুগে তথ্যের সংরক্ষণ তথ্যের ব্যবহারকে সাহায্য করে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংরক্ষণ পদ্ধতি হল, আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সহজে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য নথি দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সুবিধাগুলি হল-

১) এটি প্রকৃত নথিটিকে সংরক্ষণ করে

২) 'স্ক্যানড' (Scanned) ছবি অনেক সময় প্রকৃত ছবির থেকেও ভাল।

৩) নথিটিকে ছোট বড় সুবিধাজনক ভাবে দেখা যায়।

৪) নথিটির প্রত্যায়িত নকল করা অত্যন্ত সুবিধাজনক।

৫) নথিটিকে পরবর্তী উন্নতর প্রযুক্তিতে সহজে রূপান্তরিত করা যায়।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন (COMPACT DISK) কম্পাক্ট ডিস্ক, অপটিক্যাল ডিভাইস (optical device) ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জীবনসীমা 10-15 বছর। কার্যকারীতা পরীক্ষিত নয়। তাই অনেকেই (মনে করেন/মতামত পোষণ করেন যে) দুষ্প্রাপ্য নথিসমূহ এতে সংরক্ষণ না করা উচিত।

তথ্য ভান্ডার ধারক মাধ্যমের জীবনসীমা- বৈদ্যুতিন ধারক মাধ্যমের ক্ষেত্রে - এর গ্রহনযোগ্যতা

এটি সত্য যে তথ্যভান্ডারের ধারক মাধ্যমের পরিবর্তনশীলতা সর্বজনগ্রাহ্য। তাই কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা অপটিক্যাল ড্রাইভ এর জীবনসীমা/আয়ু নিয়ে বেশী চিন্তা না করাই ভালো। সমগ্র বিশ্ব নানা ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্য নিচ্ছে। এই যুগকে বৈদ্যুতিন যুগ বলা হচ্ছে। বিশ্বের সুবৃহৎ সংস্থাগুলো তাদের যাবতীয় তথ্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংরক্ষণ করছে। সুতরাং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জীবনসীমা বিবেচনা না করে উন্নততর প্রযুক্তিগুলির সুবিধা গ্রহন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিকরা তথ্য প্রযুক্তি কর্মীদের সাহায্য নিতে পারে।

প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত (Data Back up) পদ্ধতিগুলি বিশেষ প্রচলিত যদিও এগুলি সদা পরিবর্তনশীল -

মিরর টেকনোলজি (MIRROR TECHNOLOGY)

* বেড টেকনোলজি (BED TECHNOLOGY)

* ক্লাস্টরিং টেকনোলজি (CUSTLERING TECHNOLOGY)

* স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক টেকনোলজি (STORAGE AHCA NETWORK TECHNOLOGY)

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণে ডিজিটাইজেশনের পরিবেশ

তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাইজেশনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি উল্লেখযোগ্য-

* কম্পাটার যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা

* কর্মীদের বৈদ্যুতিন পদ্ধতির সখ্যতা

* সুশিক্ষিত কর্মীদের লভ্যতা

* অর্থের যোগান

* নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আধুনিকীকরণ

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণে ডিজিটাইজেশনের পদ্ধতি

কি ভাবে ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, তা একটি বই সংরক্ষণ পদ্ধতি সাহায্য বর্ণিত হল-

পূর্বপ্রস্তুতি : একটি এমন Software পদ্ধতি তৈরীর নির্দেশ দেওয়া যাতে front end এ VISUAL BASIC [6.0 Version] এবং Back end এ ORACLE [8.0 Version] ব্যবহার করা উচিত।

প্রথম ধাপ-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ডিজিটাইজেশনের ব্যবহারিক পদ্ধতির নকশা করা ও তা সম্প্রসারণ করা

১) যে গ্রন্থাগারগুলি প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে

* সেখানে একটি ডাটাবেশ তৈরী করতে হবে

* সেখানে দুষ্প্রাপ্য বই এর তথ্যগুলি স্ক্যান করতে হবে

* দুষ্প্রাপ্য বই সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংযোজন করতে হবে

যেমন- আকসেশন নাম্বার, কল নাম্বার, লেখক, বই এর শিরোনাম, প্রকাশক ইত্যাদি

২) যে গ্রন্থাগারগুলি বৈদ্যুতিন পদ্ধতি ব্যবহার করে—

* সেখানে ডাটাবেশ রয়েছে। তাই সহজে ডাটাগুলি সংযোজন করা হয়, দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংক্রান্ত

* সহজে স্ক্যান করে, দুষ্প্রাপ্য বই এর তথ্যগুলি সংযোজন করা যায়, কারণ এই সুবিধাগুলি সেখানে বর্তমান

তৃতীয় ধাপ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণে সর্বনিম্ন আবশ্যিকতা

১) স্টান্ড এলোন সিস্টেম— নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অতি আবশ্যক

ক. Pentium III PC সঙ্গে 20GB হার্ডডিস্ক এবং 128MB RAM

খ. রঙিন মনিটর

গ. কম্প্যাক্ট ডিস্ক

ঘ. কি বোর্ড

ঙ. মাউস

চ. মাইক্রোফিল্ম

ঙ. WINDOWS NT/ 2000 Workstation

চ. ORACLE 8

ছ. VISUAL BASIC 6.0

জ. স্ক্যানার

ঝ. সিডি রাইটার

২) ল্যান পরিবেশ

ক. যেখানে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি আছে সেখানে ল্যান সংযোগ চালু করা

খ. যেখানে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি নেই সেখানে কম্পিউটারাইজেশন করে তারপর ল্যান সংযোগ চালু করা

৩) সার্ভার

ক. Pentium III 2 x 20 GB হার্ড ডিস্ক

খ. 156 MB RAM NOVELL Or WINDOWS NT/ 2000 নেটওয়ার্ক

৪. ওয়ার্ক স্টেশন

ক. একটি ওয়ার্ক স্টেশন স্ক্যানিং এর এবং প্রশাসনিক কাজ এর জন্য।

খ. অন্য দুটি ওয়ার্ক স্টেশন ব্যবহারকারীদের জন্য

৫. স্ক্যানার / ডিজিটাল ক্যামেরা

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণ পদ্ধতির অ্যাপলিকেশন প্যাকেজ

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণ পদ্ধতির অ্যাপলিকেশন প্যাকেজ দুভাগে বিভক্ত

ক. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে

খ. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে

কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ —

এটি সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য নয়। শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীরা যারা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি স্ক্যান করবে ও ডাটাবেস ও অন্যান্য তথ্য সংগৃহীত করবে তাদের জন্য।

১) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটিকে অ্যাকসেসন নাম্বার দ্বারা খুলতে হবে, এবং গ্রন্থাগার কোড, অ্যাকসেসন নম্বর, বই এর নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

২) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি নানা অংশে বা পরিচ্ছেদে ভাগ হলে, প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদ বা অংশকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৪) বিষয়ের চাবিকাঠিগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে, যার সাহায্যে মূল বিষয়ের সন্ধান সহজে পাওয়া যাবে।

৫) স্ক্যানিং এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

খ. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যবহার

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা উচিত

১) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখতে হবে লোকাল ড্রাইভ থেকে

২) তারপর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একাধিক কমপ্যাক্ট ডিস্ক তৈরী করতে হবে, এবং বুক ১, বুক ২ নাম দিতে হবে

৩) এই একই গ্রন্থ নেটওয়ার্ক সার্ভার ড্রাইভ এবং অন্য ওয়ার্কস্টেশন ড্রাইভ এ রাখতে হবে।

৪) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যবহার নেটওয়ার্ক ড্রাইভ থেকে সম্ভব

এখানে বিশেষ পরিচ্ছেদ, বিশেষ ছবি, কাছ থেকে দূর থেকে দেখা সম্ভব এছাড়া আরও নানা সুবিধা সম্ভব।

৫) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিষয় চাবিকাঠির সাহায্যে খোঁজা সম্ভব

প্রশাসনিক ও ব্যবহারকারী প্রত্যেকেই বিষয় চাবিকাঠির সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্য দেওয়া সম্ভব।

গ) প্রশাসনিক উপযোগীতা-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে

১) এখানে ব্রাউজার (Browser) নেটওয়ার্ক পথ তৈরী করতে হবে

২) ব্যবহারকারীদের উপযোগীতা তৈরী করতে হবে।

ঘ. বিবরণ দেওয়া, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে

নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিবরণ তৈরী করতে হবে

ক. স্ক্যানড বই এর সংখ্যা কত ?
খ. কমপ্যাক্ট ডিস্ক এর পরিচিতি পত্র কি ?
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের ব্যবহারকারীদের জন্য
১) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ খুঁজতে হবে বিষয় চাবিকাঠির সাহায্যে
২) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের যে কোনো পরিচ্ছেদ/ অধ্যায় ইত্যাদি দেওয়া সম্ভব

নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের জন্য সফটওয়্যার-ওয়ার্কস্টেশন 4 এ থাকবে, সেখানে স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ও সিডি রাইটার পাওয়া যাবে।

অন্যান্য ওয়ার্কস্টেশন 3 টি ব্যবহার হবে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যাবলীর জন্য। যদি ব্যবহারকারীরা মুদ্রিত অংশ চায়, তবে তা সে পেতে পারে। ওয়ার্কস্টেশনের সংখ্যা গ্রন্থাগারের আকার ও তথ্যভান্ডারের উপর নির্ভরশীল।

তথ্যের সুরক্ষা

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে তথ্যের সুরক্ষা আধুনিক, পরীক্ষিত, প্রযুক্তির সাহায্যে করা সম্ভব। তবে গ্রন্থাগারের আর্থিক ক্ষমতার উপর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্যের সুরক্ষা নির্ভরশীল।

কমপ্যাক্ট ডিস্কের ব্যবহার

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে কমপ্যাক্ট ডিস্কে সেকেন্ডারী তথ্যভান্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কমপ্যাক্ট ডিস্কের ক্ষেত্রে যদি এর চেয়ে উন্নততর প্রযুক্তি পাওয়া তবে সেটা ব্যবহার করা উচিত।

সংরক্ষণের জন্য প্রথমে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলো বাছাই করতে হবে। এটি একটি সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। সুতরাং প্রশাসনিক স্তর থেকে এই গ্রন্থ বাছাই এর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন নানা সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থ ও কর্মী যোগ্যতা গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থ ও কর্মী যোগ্যতা গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হিসাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিষয়গুলি ছাড়াও প্রযুক্তি সদা পরিবর্তনশীল। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার প্রশাসন কর্মীদের উপরোক্ত তথ্যগুলি গুরুত্ব দিতে হবে।

তবে গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অসুবিধে কাটিয়ে বৈদ্যুতিন পদ্ধতি ব্যবহার গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবহারকারীদের জন্য সহায়ক।

Refrences -

1. Palchaudhuri P. computer organization and design. 2nd ed. Prentice Hall., New Delhi. 2000.
2. Patternson, D.A and Hennessy. J.L. computer architecture: a quantitative apparoach. Mongan Kufmann Pub., Califomia.,
3. Several Websites.

গ্রন্থাগার সংবাদ

প্রগতি সংঘ পাঠাগার

গত ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে আগরপাড়ার ঐতিহ্যবাহী প্রগতি সংঘ পাঠাগারের দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীমতী মনিকা চক্রবর্ত্তী, পানিহাটির মাননীয় বিধায়ক শ্রী গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার এন্ড ফিজিক্সের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ বিজয়ভূষণ বল, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রী অনুপ সরকার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি অধ্যাপক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ধাত্রার। 'সুচেতনা' গোষ্ঠীর বৃন্দ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন গ্রন্থাগারিক সাথী চক্রবর্ত্তী। তার আগে গ্রন্থাগারে দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীমতি মনিকা চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত অতিথিবর্গের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকা দ্বারা পরিচালিত দেওয়াল পত্রিকা 'সেঁজুতি' প্রকাশ করা হয়। আগামী দিনে এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হবে বলেও জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছন্দাশ্রী সঙ্গীতায়নের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

প্রতিবেদক — দেবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

পাটুলী পল্লিমঙ্গল ক্লাব এবং রুরাল লাইব্রেরি
"পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা সভা"

গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০০৮ মঙ্গলবার পাটুলী পল্লিমঙ্গল ক্লাব এন্ড রুরাল লাইব্রেরির নিজস্ব ভবনে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ সম্পর্কে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, লাইব্রেরির সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, পাটুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শান্তী সংঘের সম্পাদক তথা বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য মাননীয় জনার্ধন ঘোষ তাঁর মূল বক্তব্যে জল, পরিবেশ এবং সবুজায়ন সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের সচেতন করে তোলেন এবং আগামীদিনে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, নিজস্ব গৃহে যাতে করে অন্তত একটি করে গাছ লাগান হয় সেই বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের অঙ্গীকার বদ্ধ হতে বলেন। লাইব্রেরির এই উদ্যোগকে সকলেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রতিবেদক —সুশান্ত মণ্ডল

ভেদুয়াশোল রুর্যাল লাইব্রেরি, বাঁকুড়া
সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রাক সূচনা হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গত ৪ঠা জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে। প্রস্তাবিত ১০-১১ ই জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধন, আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠান। গত ১০ই জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে দুপুর ১.০০ টার সময় শুরু হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং দুপুর ২.০০ টায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী তপন রায় মহাশয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতীম মজুমদার, সহসভাধিপতি মাননীয় শ্রী অভয় বাউরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধায়ক মাননীয় শ্রী ইন্দ্রজিৎ টাঙ্গি, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মাননীয় শ্রী মনঞ্জয় রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাননীয় রাজকুমার মহাতো প্রমুখ। ১১ই জানুয়ারি ২০০৯ দুপুর ২.০০ টায় ঐ একই মঞ্চে মাননীয় আলোচকগন শ্রী অমিয় পাত্র, সদস্য জেলা পরিকল্পনা কমিটি বাঁকুড়া,ডঃ গৌতম মাইতি, অধ্যাপক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,শ্রী মাধব চন্দ্র চ্যাটার্জী, বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী মনঞ্জয় রায়। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, "বর্তমান গ্রামীন আর্থ সামাজিক পটভূমিকায় সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও গ্রন্থাগারে জন সংযোগ" বিষয়ে আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কার্যকরী সভপতি মাননীয় শ্রী মদনমোহন পাত্র, এবং সঞ্চালন করেন ইন্দপুর বিদ্যার্থী সংঘ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক মাননীয় শ্রী অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও অপর একটি মঞ্চে (ক্ষুদিরাম বসু মঞ্চে) অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার মধ্যে আকর্ষনীয় কবিগান, সাঁওতালি করম নাচ ও বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি শিল্পী গোষ্ঠীর বিচিত্রানুষ্ঠান। সমস্ত অনুষ্ঠানের দুটি দিন ছিল খুব সরগরম। অনুষ্ঠানে মানুষের অংশ গ্রহণই প্রমান করে দেয় গ্রন্থাগার মানুষের কাছে কত প্রিয়। এই অনুষ্ঠানের মূল প্রচারই ছিল গ্রন্থাগারে আসুন সঙ্গে আনুন আপনার প্রিয়জনদের বাড়ীর নারীও শিশুদের। সহযোগিতায় "রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের নাম অবশ্যই স্মরণে থাকবে।

প্রতিবেদক —সুশান্ত কুমার পাত্র

শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার
শরৎচন্দ্রের ৭২ তম প্রয়াণ দিবস

দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১৬ জানুয়ারি কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭২ তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। সাহিত্যিকের বসতভিটা দেবানন্দপুর গ্রামে এই স্মরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিশু সদস্যা সৌমী নন্দীর সংগীতের মধ্য দিয়ে। শরৎ মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রাবন্ধিক কালিদাস হাজরা, সভাপতি অরুন কুমার দাশগুপ্ত, সম্পাদক কৃষ্ণপদ মালিক, গ্রন্থাগারিক শ্যামল কুমার সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন প্রাবন্ধিক কালিদাস হাজরা। শরৎচন্দ্রের প্রয়াণ দিবসকে স্মরনীয় করে রাখতে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে 'পটচিত্রে হুগলী জেলা' শীর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তিন দিনের এই প্রদর্শনী স্থানীয় মানুষ, পাঠক-পাঠিকা এবং দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। স্মরণ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করে স্বরচিত সংগীত, আবৃত্তি পরিবেশন করেন চিকিৎসক অর্চনা ভট্টাচার্য, কবি মাধুরী বসুসাহা, অম্বালিকা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি অরুণ কুমার দাশগুপ্ত।

প্রতিবেদক —প্রদীপ ঘোষ

দেবেন্দ্র পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উৎযাপন

গত ১-১১-২০০৮ বিশ্ব এই ৩স্ দিবস উপলক্ষে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের মাদারিহাট দেবেন্দ্র পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উৎযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রী হোপলেস লামা, বিডিও মাদারিহাট ব্লক ও শ্রী বিকাশ দাস, সভাপতি মাদারিহাট বিরপাড়া ব্লক।

সুবর্ণ জয়ন্তী একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার "বই এর জন্য হাঁটুন" আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীযুক্ত মনোহর তিরকি, রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ত দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ। গ্রন্থাগারের পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীযুক্ত হরিমোহন বর্মন, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাঙালী বাজনা মোহন সিং হাইস্কুল। ৫১ প্রদীপ জ্বালিয়ে মঞ্চে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীযুক্ত মনোহর তিরকি মহাশয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়, সভাপতি উৎসব কমিটি।

নব নির্মিত গ্রন্থাগার গৃহের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত তপন রায় মহাশয় মন্ত্রী জনশিক্ষা প্রসারও গ্রন্থাগার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীযুক্ত গৌতম দেব, মন্ত্রী অনগ্রসর ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিস্ট্রি দত্ত, সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ, কুমারী কুড়ুখ, বিধায়ক মাদারীহাট বিধানসভা, বিভা রায় কর্মাধ্যক্ষ নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, জলপাইগুড়ি প্রমুখ। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই জনগণকে নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান। একটি উন্নত সমাজ গঠনে সাধারণ গ্রন্থাগারের কি ভূমিকা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে অবসর প্রাপ্ত ও প্রাক্তন কর্মীদের সম্বর্ধনা এবং এলাকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। সারাদিন ধরে চলে বসে আঁকো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র ও নজরুল গীতি, ছড়ার গান, কুইজ, ভাওয়াইয়া রাভা, মেচ, সাওতালী, সেপালী, রাজবংশী শিল্পীদের নাচ গানের বিচিত্রানুষ্ঠান।

প্রতিবেদক —সুভাষিষ পোদ্দার

পরিষদ সংবাদ

বেতন কমিটির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদের বক্তব্য পেশ

বিগত ১৩ই জুলাই ২০০৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত বেতন কমিটির কাছে পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ বিনোদ বিহারী দাস, পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী নির্মাল্য রায় এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রী জয়দীপ চন্দ। বিগত ২৬ শে মার্চ ২০০৯ তারিখে পরিষদের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকার পোষিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে যে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্যই পরিষদকে আহ্বান জানায়। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই আলোচনা হয়। আলোচনার শুরুতেই বেতন কমিটির পক্ষে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে পরিষদের ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়। এরপর বেতন কমিটির মাননীয় সদস্যরা বেতন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের মতামত জানতে চান। পরিশেষে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর তাঁরা পরিষদকে অনতিবিলম্বে তাঁর মতামত লিখিত আকারে জানাতে বলেন।

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

বাঁকুড়া জেলা ২৪ তম বইমেলা

"আত্মবলিদানের শতবর্ষ" স্মরণে গত ২৬ শে ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে ১লা জানুয়ারি ২০০৯ স্থানীয় খৃষ্টান কলেজ গ্রাউন্ডে বাঁকুড়া জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ শে ডিসেম্বর ২০০৮ দুপুরে ১টার সময় স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ও বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মীবৃন্দ সমন্বয়ে সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ "বই মিছিলের" মধ্যদিয়ে উদ্বোধনের কাজ শুরু হয়। বিকেল ৩ টার সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী তপন রায় বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বলেন বই এর কোন ও বিকল্প নেই, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বই পাঠের উপযোগিতার কথা বলেন। স্বাগত ভাষণ দেন বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীমনোরঞ্জন রায়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী দেবলীনা হেমব্রম সহ বাঁকুড়ার জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, পৌরপ্রধান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মেলা উপলক্ষে এবার ৩টি মহকুমা স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ও জেলা স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২৮.১২.০৯ গ্রন্থাগার কর্মী দিবসে কর্মীদের নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এবারের মেলায় বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিকে নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নগদ অর্থ ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রতি বৎসরের মতো গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বিষ্ণুপুর মহকুমার গেলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার খাতড়া মহাকুমার জীমবনী উদয়তীর্থ পাঠাগারকে ৫০০০ টাকা করে প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। মেলার শেষদিন ১লা জানুয়ারি ২০০৯ সন্ধ্যা ৫টার সময় "আত্মবলিদানের শতবর্ষ" স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক মাননীয় শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়। মেলায় প্রতিদিন শুরুর পূর্বে শহীদ ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এবারের বইমেলায় ৭৬টি বিভিন্ন প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা অংশ গ্রহন করেন। "প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে" বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। মেলায় প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। জেলার ১৩০ টি সাধারণ গ্রন্থাগার সমেত অন্যান্য গ্রন্থাগার, জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র এবং সাধারণ মানুষ প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার পুস্তক ক্রয় করেন। ১লা জানুয়ারি ২০০৯ রাত্রি ৯ টার সময় আতস বাজী প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি হয়। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ গ্রন্থাগারকে মেলার পক্ষ হতে ১০,০০০ টাকার পুস্তক প্রদান করা হয়

প্রতিবেদক —সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার
বার্ষিক সাধারণ সভা, জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া

গত ২১ শে ডিসেম্বর ২০০৮ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালন কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য তথা জে. কে কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক কল্যাণ চৌধুরী মহাশয়। সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা গ্রন্থাগারের সম্পাদক তথা গ্রন্থাগারিক প্রবোধ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। ৫ জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর গঠন মূলক আলোচনা করেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক —মৃনাল কান্তি মণ্ডল

গ্রন্থগার সচেতনতা শিবির, পুরুলিয়া জেলা

গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৮ সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্র ভবন সভাগৃহে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক পুরুলিয়ার উদ্যোগে এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় গ্রন্থাগার পরিসেবার মানোন্নয়নের লক্ষে একদিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ পশ্চিমবঙ্গ এর সভাপতি নকুল মাহাতো মহাশয়। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাননীয় শ্রী প্রবীর দে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগের সহ অধিকর্তা মাননীয় দেবব্রত মান্না এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ডঃ মেদিনীপুর বি. এড কলেজের গ্রন্থাগারিক কঙ্কেশ্বর মিশ্র। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধিবৃন্দ। এই কর্মশালায় ১৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের কর্মশালায় যোগদান করে প্রতিনিধিরা আনন্দিত ও উজ্জীবিত। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তপন কুমার বর্মন সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক —মৃনাল কান্তি মণ্ডল

পুরুলিয়া জেলা বইমেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার ও রাজা রাম মোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুরুলিয়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে ৫ই জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত পুরুলিয়া এম. এস. এ ময়দানে একবিংশতিতম পুরুলিয়া জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বইমেলা উপলক্ষে ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১টায় "বই সবার জন্য" এই স্লোগানে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শুরু হয় জুবলী ময়দান থেকে। এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শেষ হয় বইমেলা প্রাঙ্গনে। এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন গ্রন্থাগার কর্মী , শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ। এরপর শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বইমেলার উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় শ্রী করুনা সিন্ধু দাস মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন, বিধায়ক নিখিল মুখার্জী, রাজা কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী, সমিতির জেলা সম্পাদক সতীশ মাহাত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্বন্ধে এর জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাত, কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বইমেলা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। কলকাতার নামী-দামী প্রকাশক ও স্থানীয় প্রকাশক মিলিয়ে ৭১টি বইয়ের স্টল হয়েছিল। প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছিল ১ টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন প্রবেশমূল্য নেওয়া হয় নি। বিভিন্ন দিনে মেলা প্রাঙ্গনে ১৮,৫৬৫ জন বইপ্রেমী উপস্থিত হয়েছিলেন। জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের ও কোন প্রবেশমূল্য নেওয়া হয় নি। বইমেলা চলাকালীন প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কবিতা পাঠ, আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চ। পরিষদ থেকে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক এই মঞ্চে সাজানো। এই মঞ্চের সমস্ত পুস্তক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। বইমেলা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন জেলা সভাপতি মাননীয় শ্রীমতী বিলাসী বালা সহিস, সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের সভাপতি মাননীয় শ্রী নকুল মাহাত। বসে আঁকো, আবৃত্তি, যেমন খুশি সাজো, প্রবন্ধ, কুইজ, লোকগীতি, সৃজনশীল নৃত্য, হাতের লেখা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা গুলিতে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কারগুলি তুলে দেন মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিবেদক —মৃনাল কান্তি মণ্ডল

বিংশতিতম জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা

গত ২২শে ডিসেম্বর ২০০৮, জলপাইগুড়ি জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃকের ব্যবস্থাপনায় বিংশতিতম জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। চলে ৭ দিন অর্থাৎ ২৮ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই উপলক্ষে ২২ শে ডিসেম্বর দুপুর ২টায় শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্বজ্জনদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে মেলা প্রাঙ্গনে আসে।

এবারের বইমেলা প্রাঙ্গন ভারতের বিজ্ঞান সাধনার পথিকৃত আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের নামে নামকরণ করা হয়। প্রসঙ্গত এবছর আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের জন্ম সার্ধশতবর্ষ। এবং কবি বিষ্ণু দের জন্মশতবর্ষে সাংস্কৃতিক মঞ্চকে কবি বিষ্ণু দে মঞ্চ নামে রাখা হয়। মেলা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাননীয় শ্রী দেবেশ রায়।

উদ্বোধক তাঁর ভাষণে বলেন, জলপাইগুড়ি জেলার উন্নতিতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবদান উল্লেখ করার মত। গ্রামে গঞ্জের শিল্পীরা যে বড় বড় শহরে গিয়ে সমান তালে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারছে তাতে তিনি খুশী। তিনি তাঁর ভাষণে বেশীর ভাগটাই স্মৃতিচারনায় ডুবে ছিলেন। কারণ তিনি ছোটবেলায় এই শহরেই কাটিয়েছেন।

শুরুতে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাষণে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং মেলার উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সে ব্যাপারে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে বলেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন অতিরিক্ত জেলা শাসক মাননীয় শ্রী শুভেন্দু মৌলিক প্রমুখ ব্যক্তিগন।

এই বইমেলা উপলক্ষে ৬ দিন ব্যাপী স্থানীয় স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে ছিল জলপাইগুড়ি জেলার প্রথিতযশা শিল্পীদের নানা অনুষ্ঠান ছিল, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা।

বইমেলায় কোলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ৬৫টি স্টল ছিল। প্রতিদিন দর্শক এবং ক্রেতার সংখ্যা মিলিয়ে ৭ দিন ব্যাপী এই বইমেলায় প্রায় পঁচিশ হাজার মত লোক সমাগম হয়েছিল। বই বিক্রির পরিমান আনুমানিক ২৯ লক্ষ টাকা।

প্রতিবেদক —অসীমকুমার মৈত্র

মালদা জেলা বইমেলা ২০০৯

মালদা জেলা বইমেলা এবার ২০ বছরে পদার্পন করল। বইকে জনমানসে এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পৌছে দেবার জন্য বইমেলার প্রয়োজন, এটি উপলব্ধি করে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮১ সালে জেলায় জেলায় বইমেলা করার উদ্যোগ নেয়। সেই উদ্যোগে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মালদা জেলা বইমেলা কমিটি আজও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এবং বিভিন্নমুখীপ্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই বইমেলা পরিচালনা করছে। ২০তম বইমেলার উদ্বোধক সাহিত্যিক কিন্নর রায় এবং পূর্ববর্তী উদ্বোধকগণ অনেকেই স্বীকার করেছেন কলকাতার পরেই মালদা জেলা বইমেলার স্থান। বইমেলার সাতটি দিন শিশুদিবস, বিজ্ঞান দিবস প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উদ্বোধনী মিছিলে প্রায় ১০ হাজার লোক অংশগ্রহন করেন। প্রতিদিন সান্ধ্য বুলেটিং (গ্রন্থনা) সময়মতো প্রকাশিত হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে বর্তমান আলোচ্য বিষয় নিয়ে, পাঁচদিনই সেমিনারে শ্রোতাদের উপস্থিত ছিল লক্ষনীয়। জেলা সম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত বইমেলায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন- এবারে প্রায় ১৬০ টি পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয় সংস্থা অংশ নেয়। প্রায় ২০টি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার তাদের নিজ নিজ কর্ম পরিধি তুলে ধরে। জেলার ১০৪টি লাইব্রেরি ছাড়াও প্রায় ৪০০টি স্কুল এবং ১২টি কলেজ পুস্তক ক্রয়ে অংশগ্রহণ করে। জেলার প্রায় ৪৫টি পুস্তক, পত্র, পত্রিকা, প্রকাশিত হয়। তিনটি মঞ্চে প্রায় ৭০০ শিল্পী সাংস্কৃতিক কমিটি অনুষ্ঠান করেন। এতদসত্ত্বেও মালদার বইমেলা সারা বছর ধরে ভাষাদিবস, রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা, নাটক প্রতিযোগিতা, সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী পালন করে থাকে। তাই তিনি আহ্বান জানান মালদা জেলায় একটি সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রের অফিস ঘর তৈরী করার। মালদা জেলার আপামর জন সাধারণের সার্বিক সহযোগিতায় এই বইমেলার উত্তরোত্তর উত্তোরন ঘটবে বলে আশা রাখেন কর্মী কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদক — শশাঙ্ক দাশগুপ্ত

GRANTHAGAR

Vol 59 No.3 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor Joydeep Chanda June. 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Library and Television (Editorial) P. 75

Already discussed in several issues of *Granthagar* and also for various Conferences Bengal Library. In today's world people are addicted to several popular programmes of the television, students are busy with their tuitions and future planning which results lack of intension to visit any library. To overcome this growing menace of television and the declining social values, people must be motivated with better library and information services. The library professionals and those who are associated with library movement must devote time and convinced the local people to generate awareness for library use and compel them to return to the libraries once again for the betterment of the society.

In Memory of Tapan Sengupta-by Arun Roy. P.76

The author who was also a close friend of Tapan Sengupta since 1963 remembered the loss of Sri Sengupta with profound grief. Tapan Sengupta was born on 15th April 1940 in Bangladesh and studied in the University of Calcutta and also the library science course in Jadavpur University. He worked in many organisations like the City College of Kolkata, the British Council Library, and retired from the Oberoi Grand Hotel. He was also associated with the Bengal Library Association for many years. He was survived by his wife and two children.

Information Published in relation to a library Conference-by Arun Ghosh. P. 77 -80

The author described about various sources of information in relation to the VIth All India Library Conference, held between 26th and 27th December 1928 at the Senate Hall of the University of Calcutta. The article also discussed in details about the conference news as published in the then *Prabashi, Bharatbarsha* and in the Modern Review and about an article on library's role as written by Rabindranath Tagore.

Role of National Knowledge Commission for Public Library-by Sonali Dapsi. P.81- 82

This article discussed the role of National Knowledge Commission for public libraries through a letter written to the Prime Minister of India and also the role of different categories of public libraries in providing better library service with the help of modern communication system.

Obituary. P.82

Smt.Shukla Roy(Mukherjee),Librarian of Uttarayan Public Library(District Kolkata),passed away on 24th April 2009.The Association conveyed due condolence to the bereaved family.

Library User's Survey-by Shyamal Roy Chowdhury. P.83-88

The importance of user's survey to determine the quality of library and information service was discussed in details in this article. A systematic evaluation of user's information need to pe perform through various methods like questionnaire, interview, observation, etc. The author also

described the above mentioned methods with reference to the school Library which could be applied to other libraries also.

Annual Index of Granthagar,Vol.58, April 2008-March 2009-compiled by Parthaprotim Bose. P.89-100

Library News. P.101-102

1. Nabadwip Adarsha Pathagar observed Library Day on 20th December 2008 through a discussion entitled 'Role of Public Library in Modern Society'. Reported by Khagendrabijay.

2. Kharun Shaktisangha Rural Library (District Birbhum) organised golden jubilee year celebration through a two-day programme on 26-27 January 2009.

-Reported by Tarun Kumar Mukherjee.

3. A programme was organised by the Office of the District Information and Culture with the help of *Nabadwip Adarsha Pathagar*, Nadia on 30th December 2008. The title of the discussion was 'Suicidal tendency among the adolescents'.

- Reported by Khagendrabijay.

4. *Pallishri Pathagar* of Hirapur, Howrah, organised a sit-and-draw and recitation competition for the children to commemorate Netaji Subhash Chandra Bose's birthday on 23rd January 2009.

- Reported by Ashok Kumar Das.

Association News. P.103-105

I.The Annual Convocation for the students of Certificate-in-Library Science was held on 25th April 2009. The Chief Guest of this Convocation was Professor Subrato Pal, Vice-Chancellor, Burdwan University. Sri Ramkrishna Saha, President of the Association, Presided over the convocation. Reported by Dr.Shyamal RoyChowdhury.

2.Library employees of various public libraries of Nadia District assembled on 6th February 2009 at Krishnangar Barnaparichay Bhavan to protest against the brutal murder of Sri Nandalal Pramanik, Library Assistant of Murar Sarvadaya Pathagar(West Medinipur). Demand for quick arresting of the culprit' was placed before the District Magistrate. Reported by Khagendrabijay.

3. A programme was organised at the Association building on 25th April 2009 to receive three coveted medals of the Late Professor Prabir Roy Chowdhury, which were gifted to the Association from his family members. The programme was presided by the President of the Association, Sri Ramakrishna Saha and was attended by a large number of library professionals, members of the Association and students.The medals were presented by his nephew Sri Aloke Roy Chowdhury to motivate the students of the Association and he thanked the association for accepting the offer.

Government Order (Career Advance Schedule for Librarians and Physical Instructor/Instructress in Non Govt. Colleges in the State). P.106-107

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থাগার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা

২. [illegible] পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট প্রাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাঁদের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে তথ্য, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার শিরোনাম, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ)। কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী ওথসমূহ আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার শিরোনাম, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পরিবেশ ছবিসহ হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য এককালীন টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৭২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬১-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-088/2007-09
LicenceNo. MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd. No. R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 4 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda July, 2009

CONTENTS

Page

Pay Committee & Bengal Library Association (*Editorial*) 115

Dr. Kabita Mukhopadhyay

College Library – its value with respect to service : Some experience 116

Nirmalendu Mukhopadhyay

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association 119

Dr. Sourindra Mohan Chakrabortv

Tribal Library – a proposal 123

Goutam Mukhopadhyay

Science of Library & Informention Science : Librarian's tool 128

Mom Chattopadhyay

Modern process for preserving rare books 132

OBITUARY 122

LIBRARY NEWS 135

ASSOCIATION NEWS 137

LIBRARY WORKERS' NEWS 138

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 3) 141

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866 E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor*: **Goutam Goswami**

Single Issue : Rs. 10.0
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৫ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ ভাদ্র, ১৪১৬

সূচীপত্র

21/10/07

1-24

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারিক দিবস (সম্পাদকীয়) ১৪৭

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস ১৪৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের নিকট নন-ট্রেইনড্ সহ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে চিঠি ১৫৪

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ ১৫৫

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৫৬

রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে পে কমিটির কাছে পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান ১৫৭

ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 4) ১৭৩

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অনাতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিসেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্টি বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সমন্বিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৫ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ ভাদ্র, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিক দিবস

বিগত ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর আগষ্ট মাসের ১২ তারিখটি "গ্রন্থাগারিক দিবস" রূপে বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ঐ তারিখটি (মতান্তরে ৯ই আগষ্ট, ১৮৯২ সাল) হল ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ, বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের (১৮৯২-১৯৭২) জন্মদিন।

১৮৮৯ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত ইয়াসলিকের সম্মেলন কালে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনস্ অফ ইন্ডিয়া (JOCLAI) এর এক সভা থেকে প্রতি বছর ১২ই আগষ্ট গ্রন্থাগারিক দিবসরূপে পালন করার সুপারিশ করা হয়। জয়পুরের ঐ সম্মেলনেই ইয়াসলিকে বার্ষিক সাধারণ সভায় ঐ সুপারিশ পৃহীত হয়। পরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ [Indian Library Association (ILA)] সহ অন্যান্য পরিষদও সুপারিশটি গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপি একটি সেমিনারের মাধ্যমে "গ্রন্থাগারিক দিবস" উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (RRRLF) এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিও উদ্যোগে প্রতিবছর সহযোগিতা করেছেন। প্রতি বছর আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় আলাদা আলাদা জায়গায় এই সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। এই বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যৌথ উদ্যোগে এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কলকাতাস্থিত রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সভাগৃহে "গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৯" অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

গ্রন্থাগারিক দিবস গ্রন্থাগারে কর্মীদের কাছে একটি বিশেষ দিন। এই দিনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা একত্রিত হয়ে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, আত্ম সমালোচনা, অনুভূতি, পরস্পরের সহিত ভাবনাচিন্তার আদান প্রদান করেন যাতে নিজ নিজ গ্রন্থাগারে পরিসেবার মান উন্নত করা যায়। এ বছরের গ্রন্থাগারিক দিবসের আলোচ্য বিষয় হল "গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রসারে গ্রন্থাগার পরিষদগুলির ভূমিকা"। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করবেন। অনেকেই অবগত আছেন "গ্রন্থাগার বৃত্তি" নিয়ে ইয়াসলিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সুবিদিত। সুতরাং গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রসারের জন্য গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনি গ্রন্থাগার পরিষদ গুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে একই সূত্র বেঁধে আছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ ব্যবস্থা। যা বিশেষ উদ্রেকের বিষয়। এই বিষয়েও গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। আশাকরা যায় প্রত্যেক বারের মতো এবারেও গ্রন্থাগার কর্মীরা এই আলোচনা থেকে বিশেষ উপকৃত হবেন এবং গ্রন্থাগার বৃত্তি সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করতে পারবেন। এই ভাবনাচিন্তার ফল যাতে ভবিষ্যতে সমাজে গ্রন্থাগারের মর্যাদা এবং ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা করবেন।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার দিবস ১৯৬৯

২০ ডিসেম্বর ১৯৬৯ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিকাল ৫টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা পুরসভার প্রধান প্রশান্ত শূর মহাশয়।

শ্রী শূর তাঁর ভাষণে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন যাতে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাসী ও দরিদ্র কৃষকদের সাক্ষর করে তোলা যায়। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের নতুন শিক্ষানীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আইনভিত্তিক বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন। গ্রন্থাগার ভবনের উপর পৌরকরের অবসানের প্রস্তাবে আইনের দিক থেকে কোন বাধা না থাকলে এ বিষয়ে তিনি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলেন, কলকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব পৌরসভার শিক্ষা বিভাগের বিবেচনাধীন। সভায় পৌরসভার সদস্য অশোক কুমার বসু, বরেন দাঁ, ও পরিষদের কর্মসচিব প্রবীর রায় চৌধুরীও বক্তৃতা দেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

১। প্রথম প্রস্তাব :

ক) পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবিত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা বিরোধী কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে হইলে সাথে সাথে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

খ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্তত শতকরা ২-৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

গ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই।

ঘ) কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঙ) গ্রন্থাগার ভবনের উপর পৌরকর আদায় ব্যবস্থার অবসান চাই।

চ) স্পনসর্ড সমেত সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা, নিয়মিত মাসিক বেতন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীদের অনুরূপ ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ জি সি বেতনক্রম এবং বিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম প্রবর্তন করিতে হইবে।

জ) বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে।

২। দ্বিতীয় প্রস্তাব :

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কেন্দ্রীয় জনসভা গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগের প্রতিশ্রুতি আজও কার্যকরী হয়নি বলে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে। এর ফলে গ্রন্থাগারের অবহেলিত সমস্যাবলী সম্পর্কে অদ্যাবধি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সভা তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে যে গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী অবিলম্বে নিয়োগ করা হোক এবং যুক্তফ্রন্টের গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারিত হোক।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উর্দ্ধে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন কেন্দ্রীয় জনসভা, সংবাদপত্র ও বেতার ভাষণাদির মাধ্যমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে জনসাধারণের কাছে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ও সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সুসংবদ্ধ হতে হবে।

এ বৎসর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

'লাইব্রেরি', নৃনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের 'গ্রন্থাগারের সংস্কার', সুশীল কুমার ঘোষের 'লাইব্রেরি আন্দোলন', প্রমীলচন্দ্র বসুর 'গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস' প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের অংশবিশেষ বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। এছাড়া নারায়ণ চৌধুরীর বই পড়া বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পত্রিকা', আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদারের 'রাষ্ট্রনেতা ও গ্রন্থাগার', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা', অন্নদাশঙ্কর রায় 'গ্রন্থাগার' প্রসঙ্গে প্রভৃতি লেখাও রয়েছে।

প্রতিবৎসরের মত এবারও জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার দিবস উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে পালিত হয়।

উইলিয়ম কেরী গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা—পরিচিতি — ১৯৭০

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরী, জে সি মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীদের দ্বারা শ্রীরামপুর মিশন সংগঠিত হলে অন্যতম সংগঠক জন ফাউন্টেনের তত্ত্বাবধানে মিশনের গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। এর সম্প্রসারণ হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে, মিশন গ্রন্থাগারটি তখন কলেজ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ সময় কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গ্রন্থাগারটির একটা বিরাট অংশ এই গ্রন্থাগার লাভ করে। ১৯১০ সালে কলেজ নবপর্যায়ে সংগঠিত হওয়ার পর থেকে গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও আধুনিক বিভাগ পৃথক হতে থাকে। পরে শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহটিকে পৃথক করে 'উইলিয়াম কেরী' গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের জন্য আছে কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বড় কক্ষ, আর আছে একটি সুপরিসর অধ্যয়ন কক্ষ। বহিরাগত গবেষকগণকে এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। ইতিহাস, ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরাই সাধারণত আসেন এই গ্রন্থাগারে। শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে কলেজের দূরত্ব বেশ কিছুটা যাতায়াতের জন্য রিক্সাই প্রধান বাহন। বাসের ব্যবস্থা খুবই কম।

১৮৭০ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত প্রায় সব গ্রন্থই এখানে সংগ্রহ করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বহু পত্র পত্রিকাও সংগৃহীত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এর অনেকগুলিই আজ আর নেই। কলেজের দেড়শত বৎসরের ইতিহাসে বহুবার বিপর্যয় এসেছে, যার ফলে গ্রন্থাগারের অনেক সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আজও যা আছে তার মূল্য বড় কম নয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কলেজের অধ্যক্ষ ট্রাফোর্ড-এর প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থ সংগ্রহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কলেজের অর্থনৈতিক অবনতির ফলে বই কেনা বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুকাল কলেজের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ ছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে আবার পড়ানো শুরু হয়। মিস ক্যাথারিন এস ডিল নামে ফুলব্রাইট বৃত্তি প্রাপ্তা একজন গ্রন্থাগারিক এদেশে এসে এই গ্রন্থাগারের একটি পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি সঙ্কলন করেন। তার এই গ্রন্থপঞ্জিটি পুস্তকাকারে (A catalogue by Katherine S Dehl 1968) প্রকাশিত হয়েছে। মিস ডিল কেরী গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তিকার (Pamphlet) তালিকা প্রস্তুত করেছেন (The Carey Library Pamphlet)। এখন প্রয়োজন বহু পুরাতন ও জীর্ণ পুস্তকগুলি মাইক্রোফিল্ম করা এবং দূরদেশের গবেষকদের চাহিদা মেটানোর জন্য মাইক্রোফিল্ম ও ফোটোস্ট্যাট কপি দেশান্তরে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা।

কেরী গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশটি হল এর প্রাচীন পত্র পত্রিকার সংগ্রহ। উনবিংশ শতাব্দীর বহু পত্র পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছিল। কেরী, মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রমুখরা দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পন, 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা সংগ্রহের অনেকগুলিই আজ আর নেই।

এখানকার সংগ্রহের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা ধর্মগ্রন্থই প্রধান। তাছাড়া সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার পুথি ও বহু পুস্তিকা রয়েছে। ১৯৬৭ সালে কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় এখানকার পুস্তকের সংখ্যা ৭৪১৫, পুস্তিকার সংখ্যা ১৭২৫, এর মধ্যে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মুদ্রিত ৪৫টি ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ১০৭১। তারপর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত ৫৬টি ভাষায় লেখা পুস্তকের সংখ্যা ৩৩৮। বাংলা ও সংস্কৃত পুথির সংখ্যাও অনেক। ১২টি ভাষায় লেখা পুথির সংখ্যা ১৪০টির মত।

কেরী গ্রন্থাগারের পাশেই রয়েছে একটি সংগ্রহশালা। বহু পুরাতন গ্রন্থ, ছবি ও কেরীর ব্যবহার করা কয়েকটি আসবাবপত্র রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। এখানে ডেন মার্কের রাজা প্রদত্ত ২৩

ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ সালের সনদটি আছে। এছাড়া কেরীর ব্যবহৃত একটি ওষুধের বাক্স, টেবিল ও পালকের কলম, প্রস্তর যুগের নিদর্শন একটি তীরের ফলা (ডেনমার্কের রাণী প্রদত্ত উপহার) শ্রীরামপুরের দুটি চিত্র ১৮১০ ও উনিশ শতকের মধ্যভাগ এবং শ্রীরামপুর মিশন চার্চের প্রথম সভ্য তালিকা।

(কুনাল সিংহ রচিত 'উইলিয়ম কেরী গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' - ৩ মাঘ ১৩৭৭ সংখ্যার 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত)

মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিচিতি: রবীন্দ্র পাঠাগার

হলদিয়া জনপদের একটি বৃহত্তম অংশ হাতিবেড়্যা গ্রাম। এই গ্রামটি হলদিয়া তথা সুতাহাটা থানার বৃহত্তম একটি প্রাচীন গ্রাম। বৃহত্তম হলেও ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু ছিল না।

১৯৫৮ সালে এই গ্রামের উৎসাহী ছেলে একটি পাঠাগার গড়ে তোলে। তাদের স্কুল দেভোগ শ্যামাচরণ মিলন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ভগবতী চরণ মল্লিক মহাশয় কবিগুরুর শততম জন্মদিনে এই রবীন্দ্র পাঠাগারের উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে পাঠাগার পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশীল কুমার কুইতি মহাশয় সভাপতি এবং স্থানীয় ছাত্র দুর্গাপদ শাসমল সম্পাদক হলেন।

এরপর চলে পাঠাগারের জন্য নিজস্ব গৃহের জন্য জমি সংগ্রহের প্রচেষ্টা। হাওড়া জেলার যদুবেড়্যা গ্রাম নিবাসী রবীন্দ্রনাথ বসু এই গ্রামে তার চার শতাংশ জমি দান করেন। প্রয়াত নিরক্ষর শ্রমিক ঘনশ্যাম জানা মহাশয় তাঁর শ্রম দিয়ে সাহায্য করেন। গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের সাহায্য ও সদিচ্ছা নিয়ে পাঠাগার ভবন নির্মিত হল। এরপর এল পাঠাগারের পুস্তক ও আসবাবপত্র বাড়াবার উদ্যম।

তখনকার ছাত্র এবং বর্তমানে পাঠাগারের সম্পাদক তারাপদ ভৌমিক একজন শিক্ষক। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় আজ রবীন্দ্র পাঠাগার এতদঞ্চলের পাঠাগারগুলির মধ্যে অগ্রিতীয়। পাঠাগারের কার্য বহুবিধ—তার মধ্যে একটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, বিশেষ বিশেষ দিবস পালন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, খেলাধূলা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর প্রচার, উচ্চফলনশীল ধানচাষে উৎসাহ প্রদান, আলোচনা ও ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান।

পাঠাগারে পুস্তক সংখ্যা ১০৪০; সভ্যসংখ্যা ১০১। পাঠাগারটি ৯/১০টি গ্রামের চাহিদা মেটাচ্ছে।

(অলোক কুমার মাইতি লিখিত রবীন্দ্র পাঠাগার : হাতিবেড়্যা মধ্যপল্লী (মেদিনীপুর) 'গ্রন্থাগার' বৈশাখ ১৩৭৬ এ প্রকাশিত লেখাটির কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান — পরিচিতি

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাড়গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে গ্রামের কয়েকজন ছাত্র ২৫ খানা চেয়ে আনা বই নিয়ে প্রয়াত মন্মথ নাথ বসুর বৈঠকখানার একটি দেওয়াল আলমারিতে পাঠাগারের সূচনা করেন। তারপর পুস্তক ও অর্থসংগ্রহ হতে থাকে। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসাহ দিয়ে উদ্যোক্তাদের সাহায্য করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এক জনসভায় গ্রামের আদর্শ চরিত্র শিক্ষক মাখনলাল দে'র নামে পাঠাগারের নাম রাখা হয় জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। গ্রামের উঠে যাওয়া প্রাইমারী স্কুলটি সংস্কার করে সেখানে পাঠাগার স্থানান্তরিত হয়।

১৯৫৮ সালে এই গ্রন্থাগারটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামীণ লাইব্রেরিতে পরিণত হয়েছে। পাঠাগারের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন; এই টাকায় এবং গ্রামবাসীদের অর্থানুকূল্যে একটি নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। নাগপুর ও বেরারের অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ রায় বাহাদুর গোষ্ঠ বিহারী দে'র প্রদত্ত তিন হাজার টাকা ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে পুরানো ভবনটি নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। এখন এটির নাম গোষ্ঠবিহারী ভবন। পাঠাগারের নিজস্ব পাঠকক্ষে পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠের আয়োজন আছে। পাঠকক্ষটি নিঃশুল্ক। সভ্যদের চাঁদার হার শ্রেণী হিসেবে মাসিক পঁচিশ ও পঞ্চাশ পয়সা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের চাঁদা নেওয়া হয়না।

এই প্রতিষ্ঠান ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। এই পাঠাগারের সঙ্গে একটি প্রত্ন বস্তুর সংগ্রহশালা আছে।

পাঠাগারের প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিউজিয়ামে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা এটিকে একটি গবেষণা গ্রন্থাগারে পরিণত করেছে।

পাঠাগারের অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে 'দরিদ্র ভাণ্ডার' থেকে দুঃস্থ জনকে সাহায্য করা হয়। ব্যায়াম বিভাগের পরিচালনায় প্রতি বৎসর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের এলাকাগুলির ফটো সংগৃহীত আছে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ও মুসলমান রাজের কয়েকটি মুদ্রা (আকবরের আমলের) মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বিদেশের ডাকটিকিট ও নোটের মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়েছে।

(গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রেরিত এবং আশ্বিন ১৩৭৭ সংখ্যা 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত)

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি — পরিচিতি

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্থাপিত অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কলকাতার একটি সুপরিচিত গ্রন্থাগার। ১৮৭৯ সালে এই গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রমথ নাথ মিত্র। তাঁরই উদ্যোগে ঐ অঞ্চলে এক জনসভা আহূত হয় এবং গ্রন্থাগারের জন্য একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। প্রথমে ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারটি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থিত ছিল। পরে তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৮২ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে পাঠাগারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ১৮৮৭ সালে বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 'ইন্ডিয়ান মিররের' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী', নরেন্দ্রনাথ সেনের 'ইন্ডিয়ান মিরর', ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'বসুমতী', ও 'হিতবাদী' বিনামূল্যে এবং অন্যান্যরা বহু গ্রন্থ গ্রন্থাগারে দান করেন।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহাকালী পাঠশালা নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় হয়। এটা ১২-১৩ বৎসর চালু ছিল। সাহিত্য চক্র বা আলোচনা সভাও আয়োজিত হত।

গ্রন্থ ও পাঠকের আয়তন বৃদ্ধির ফলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯০১-১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পল্লীবাসীর প্রবল উৎসাহে নিজস্ব একতলা বাড়ী নির্মিত হয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে একটি গৃহনির্মাণ তহবিল হয় কেননা ক্রমবর্ধনশীল গ্রন্থাগারের এই গৃহে স্থানাভাব হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে উমাচরণ সাহা ও অন্যান্যরা পাঠাগারের জমি ক্রয় করে দান করেন। ১৯৫৭ সালে বর্তমান দ্বিতল গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করার কথা ছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের। তিনি অসুস্থতাবশত উপস্থিত হতে পারেননি বলে তার পরিবর্তে দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শুধু বই লেনদেন নয়, ১৯২৮ সাল থেকে সারস্বত সম্মেলন নামে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৩২ সালে এই সারস্বত সম্মেলনই বিখ্যাত কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৮ সালে পাঠাগারের হীরক জয়ন্তী উৎসবে এর পুনর্জন্ম হয়। ১৯৩২ সালে তালতলা গ্রন্থাগার আর একটি সমাজকল্যাণ ব্রতে ব্রতী হয়। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার এক শিশু বিভাগ খোলা স্থির হয়। মাত্র ১০০ খানি বই এবং একজন মাত্র বালিকা সভ্য নিয়ে এই বিভাগের পত্তন হয়। ১৯৫০ সালে এই বিভাগের নাম রাখা হয় মুকুল বিভাগ। সমাজকল্যাণ পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় উপযুক্ত শিক্ষাদাতার তত্ত্বাবধানে নানাবিধ হস্তশিল্প ও চিত্রাঙ্কন বিষয় মুকুল শিল্পীদের পারদর্শী করা হয়। প্রতি বৎসর এই শিশুশিল্প প্রতিভার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং শিল্পসম্ভার বিক্রীও করা হয়। ১৯৫৭ সালে ৬৮ জন মহিলা সভ্য ও ২৫০টি বই নিয়ে মহিলা বিভাগও খোলা হয়।

১৯১০ সালে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে খসড়া আইন তৈরী হয় তা কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে এবং ১৯৬৪ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী বর্তমানে গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করা হয়। মূলত গ্রন্থাগার অনুরাগী স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারাই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত। সামান্য মাসোহারা নিয়ে এখানে চারজন কর্মী আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন। শিশুদের হাতের কাজ শিক্ষাদানের জন্য একজন বেতনভুক শিক্ষক আছেন। গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী গ্রন্থাগারের সভ্য সভ্যাদের দ্বারা নির্বাচিত। ১৯৫৭ সালে এখানে একটি অছিমণ্ডলী তৈরী হয়। এছাড়া পুস্তক নির্বাচন সমিতি ও শিশু বিভাগ পরিচালক সমিতি আছে। বিভিন্ন সময় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক, অছিমণ্ডলীর সদস্য, পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ইত্যাদি নানাভাবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বি এস কেলবন, হুমায়ুন কবির, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, পঙ্কজ গুপ্ত, বিজয়লাল ঘোষ, প্রমুখ ব্যক্তি গ্রন্থাগারে এসেছেন। বর্তমানে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ সরকার, পঙ্কজ

গুপ্ত, পাঁচুকালী সাহা প্রমুখ পৃষ্ঠপোষক, বিজয় সিং নাহার সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশির কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহ-সভাপতি, অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায় কর্মসচিব এবং শিবশঙ্কর দাস গ্রন্থাগারিক আছেন। গ্রন্থাগারটি সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা, রাত্রে ৭টা থেকে ৯টা এবং শিশু বিভাগ বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। চাঁদার হার ৮০ পয়সা, শিশু বিভাগে ২৫ পয়সা। প্রতি সোমবার গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। জমা চার টাকা। পাঁচ টাকার অধিক মূল্যের বই নিতে হলে বই এর মূল্য অনুসারে অতিরিক্ত টাকা জমা দিতে হয়। রিডিং রুম ব্যবহারের জন্য কোন চাঁদা নেই। কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, ও কলিকাতা জেলা সমাজ শিক্ষা বিভাগ পাঠাগারে অর্থ সাহায্য করেন।

১৯৫৭ সালে পাঠাগারের সভ্য সংখ্যা ছিল ৫৮২, মুকুল বিভাগে ২২৩, মহিলা বিভাগে ৭০। বর্তমানে সাধারণ বিভাগে ৯২০, মুকুল বিভাগে ৫৪০। প্রায় ১৫০ জন এককালীন ১০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য।

বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ। মাত্র ৬০ খানি গ্রন্থ নিয়ে যে গ্রন্থাগার যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৫৭ সালে তার গ্রন্থসংখ্যা ১৪,২৮০ এবং বর্তমানে প্রায় ২৩ হাজার। শিশু সাহিত্যের সংখ্যা ৪ হাজারেরও অধিক। গবেষণার সহায়ক অধুনা দুষ্প্রাপ্য বহু বিখ্যাত সাময়িকপত্র গ্রন্থাগারটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থভাণ্ডারে সংগৃহীত গ্রন্থের ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রিত তালিকা আছে। নতুন বইয়ের একটি হস্তলিখিত তালিকাও আছে।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র স্মরণিকা' বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারের একটি মূল্যবান সম্পদ। এছাড়া আছে রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র সমালোচনা। তালতলা সাধারণ গ্রন্থাগারের ৮৮তম জন্মজয়ন্তীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম শরিক হিসেবে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে এই গ্রন্থাগার অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে অনুপ্রাণিত করবে।

('গ্রন্থাগার' ভাদ্র ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত গীতা মিত্রের লেখা থেকে)

বিশ্বভারতীতে পূর্ব পাকিস্তানের পুস্তক প্রদর্শনী

বিশ্বভারতীর ছাত্র সম্মিলনি ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র, স্মারকগ্রন্থ, সাময়িক পত্র প্রভৃতি এবং ঐ দেশে প্রকাশিত নানাবিধ গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন। এসবই বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে দান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও এগুলির জন্য একটি পৃথক বিভাগ খুলবেন।

যদুনাথ সংগ্রহশালা প্রদর্শনী — পরিচিতি

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার যদুনাথ সরকারের রচনাবলী, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, মোঘল ও মারাঠী ভাষার খুটিনাটি এবং আরবি ও ফারসী ভাষার 'হজরত নামা' 'তারিখ-ই-শিবাজী', 'তারিখ-ই-নাজিমুদ্দৌল্লা', এবং মোঘল সাম্রাজ্যের তৎকালীন দুষ্প্রাপ্য মানচিত্র এই সমস্তের দশদিন ব্যাপী প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী স্যার যদুনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতীয় গ্রন্থাগার অবিলম্বে স্যার যদুনাথের রচনাবলীর ক্যাটালগ করার ব্যবস্থা করবেন।

পরিষদের সার্ট-লিব পরীক্ষার ফল ১৯৭০

পরিষদের এ বৎসরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্ট-লিব পরীক্ষা হলে দেখা যায় মোট ১৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩১ জন প্রথম বিভাগে এবং ৮০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার শতকরা ৮১.১। অরুণ কুমার চক্রবর্তী, কার্তিক প্রসাদ ঘোষ ও দুলাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওপানুসারে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এসসি পরীক্ষার ফল ১৯৭০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বৎসরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বি লিব এস সি পরীক্ষায় ৯ জন প্রথম বিভাগে এবং ২১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নাট্য পাঠাগারের উদ্বোধন

সম্প্রতি গোপালনগর রোডে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে এক নাট্য পাঠাগারের উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বি এস কেশবন। এই অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে তিনি নাটকের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের ঐতিহ্য ও অবদানের উল্লেখ করেন। এই পাঠাগারের ভার ন্যস্ত হয়েছে শ্রীচৌধুরী সহ বিশিষ্ট পাঁচজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টের উপর। শ্রী চৌধুরী আশা করেন এই গ্রন্থাগার একদিন বাংলাদেশের

নাট্য শিল্পী মনোজের কাছে নাট্যচর্চার পীঠস্থান রূপে স্বীকৃতি পাবে। মন্মথ রায়, অধ্যাপক অজিত বসু, ভবতোষ দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে ডঃ চৌধুরীর কর্মযজ্ঞের ভূয়সী অভিনন্দন জানান। নটসূর্যের সাধ্য উৎসবের সংগ্রহ সাড়ে তিন হাজার দেশী ও বিদেশী বইয়ে পরিপূর্ণ এই নাট্য গ্রন্থাগার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কলিকাতার মেয়রের সাক্ষাৎকার

১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধি দল, প্রবীর রায়চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও সত্যব্রত সেন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগারগুলির নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দানের দাবি, গ্রন্থাগার ভবন হতে পৌরকরের অবসান, পরিষদ ভবনের সম্মুখের রাস্তার নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরণী হিসাবে নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। মেয়র জানান যে কর্পোরেশনের ৫-৬ বছর আর্থিক সাহায্যের বন্ধ আছে। নতুন চুক্তী কর বসাবার পরিকল্পনায় আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তিনি সংস্থাগুলির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি কাঠামোও তখন তিনি পেতে চাইলে চেষ্টা করবেন। গ্রন্থাগার ভবন থেকে পৌরকরের অবসান সম্পর্কেও তিনি একমত হয়ে তার প্রধান বাধা হল কর্পোরেশন মিউনিসিপাল অ্যাক্ট। উক্ত অ্যাক্টের এই ধারার কোন পরিবর্তন নেই। ভবিষ্যতে ঐ অ্যাক্টের সংশোধন হলে এ সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে। রাস্তার নামকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিভিন্ন নীতি নির্ধারক কমিটির বিবেচনার জন্য তিনি প্রেরণ করবেন। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পরে জানাবেন। পরিশেষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মত কলকাতাতেও অনুরূপ সংস্থার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে তিনি পরিষদকে অনুরোধ জানান।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অনাতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। ইতিমধ্যে চব্বিশ সংখ্যা পূর্তি সংখ্যা **২৪পরগনি** প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রতিষ্ঠান : এম বি.এ., দে বুক স্টোর, কে'জ, নবা উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, বোলা, ক্যাম্প, প্রজ্ঞা, পাতিরাম

প্রকাশের প্রতীক্ষায় বই

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-ইতিহাস ভিত্তিক। দুইখণ্ডে ১১০টি কালজয়ী উপন্যাসের আলোচনা। প্রথম খণ্ড প্রায় পূর্ণতার পথে। প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- ইতিহাস ভিত্তিক (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী ১০টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা

নির্বাচিত প্রবন্ধ- ইতিহাস ভিত্তিক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরকালের ঘাটি-বদল, সমাজসংস্কৃতি, পুরাণের ও লোকশ্রুতি বিষয়ক তাত্ত্বিক চিন্তা চর্চা। মূল্য আমরা স্থিতিপত্রের কাজকর্ম শেষ হলে

দর ১০০টাকা

৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৩শে আগষ্ট, ২০০৯ তারিখে (রবিবার) পরিষদ ভবনে ৭২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্যকে সভায় উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

– কর্মসচিব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের নিকট নন-ট্রেইনড্ সহ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে চিঠি

(সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তির নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদ পেয়ে পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার এবং পরিষদের কাউন্সিল তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ বিগত ২৩শে জুলাই ২০০৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধক এবং উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে পরিষদের আপত্তির কথা জানিয়ে আসেন। এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের কাছে পরিষদের তরফ থেকে যে প্রতিবাদপত্র দেওয়া হয় তা নিচে দেওয়া হল।)

The Vice-chancellor
University of Calcutta
Kolkata 700073

Date : 27.07.2009

Sir,
You may be kindly aware that Bengal Library Association, a representative body of library and information profession of the state, was set up in 1925 with poet Rabindranath Tagore as the first President and that ever since its inception it has been working for the development and improvement of the overall library system of the erstwhile Bengal Province and later post-independence West Bengal.

We, on behalf of the library and information profession of the state, wish to bring your kind notice on the following facts:

(1) We have come to know that an employee of your university having no professional qualification in library and information science is going to be appointed as an Assistant Librarian under your 60%-40% promotion policy. Earlier, each of those employees, who have been promoted as per afore-said policy, in the library of your university as well as those of other universities of the state, possesses at least a bachelor's degree in library and information science. No person has ever been appointed in any of the university libraries of the state, without having a degree in LIS.

(2) In the relevant circular of the Ministry of Human Resources Development, Government of India, and the draft notification of the UGC, the teachers of universities and colleges and university librarians, deputy librarians and assistant librarians and college librarians have been put in the same group and they are entitled to career advancement opportunities similar to those of the teachers. Besides, the Government West Bengal, in its recent order relating to payment of interim relief, has also included the above library personnel in the group of teachers.

We strongly feel that appointment of any library personnel having no degree in library and information science in any organization, specially in a great institution like University of Calcutta, is an injustice to the library and information profession. We, therefore, earnestly request you to kindly place the employee already selected for promotion under 60%-40% promotion policy in any other appropriate position instead of as assistant librarian and thereby do justice to our profession.

With regards,

Yours sincerely,
(DR. KRISHNAPADA MAJUMDER)
General Secretary

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর স্মরণসভা

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি '০৯ সোমবার জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম অধিকর্তা প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষাভবন প্রেক্ষাগৃহে। ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ডঃ দাশগুপ্তর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। এরপর একে একে স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ডঃ কে কে কোচুকোশি, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রী এম এন নাগরাজ, ইয়াসলিকের সহসভাপতি ডঃ অর্জুন দাশগুপ্ত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে শ্রী অরুণ রায়, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী আশীষ নিয়োগী প্রমুখ। এছাড়া প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন National Library Gazetted Officers' Association, Central Reference Library Gazetted Officers' Association, West Bengal Public Library Employees' Association, The Coordination Committee of Central Government Employees & Workers Union, Pensioners' Association of National Library & Central Reference Library।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে সম্পাদক শ্রী শান্তনু ভৌমিক ও পেনসনার্স এসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রী বোমকেশ মাইতি দুটি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডঃ দাশগুপ্তর কন্যা শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তের হাতে অর্পণ করেন।

সভার প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি ভাষণে কর্মী সমিতির সভাপতি শ্রী রথীন্দ্র চন্দ্র দাস ডঃ দাশগুপ্তর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কারণে জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থা যখন অস্থির সেই সময় ডঃ দাশগুপ্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্বে আনেন। গ্লাটিনাম জুবিলির স্মারক গ্রন্থাগারের সকল কর্মীকে নিজ হাতে প্রদান করা, কন্টিনি কর্মীদের সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দানের উদ্যোগ গ্রহণ, সরকারি অর্থে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণে সকল কর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। সেই কারণেই গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নে সচেষ্ট হতে পেরেছিলেন। ১ মিনিট নীরবতা পালনের পর সভার কাজ সমাপ্ত হয়। এমন একটি শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি অধ্যাপক ডঃ দাশগুপ্তকে উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করে দিল।

প্রতিবেদক—শ্রীমতী রূপা কর

জলপাইগুড়ি জেলায় সাধারণের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সচেতনতা শিবির

জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে সারা জেলার বিভিন্ন ব্লকে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেছে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন। এই উপলক্ষে প্রথম শিবিরটি সদর ব্লকের এবং রাজগঞ্জ ব্লকের সমস্ত সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালন সমিতির সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় জেলা পরিষদ হলে গত ৪ঠা জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে।

মূলত সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী মানুষজনদের গ্রন্থাগার বিষয়ে সচেতন করা, গ্রন্থাগার উন্নয়নে পাঠক-পাঠিকাদের অংশগ্রহণে পরিচালন সমিতির লক্ষ্যমাত্রা স্থিরকরা সর্বোপরি গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে শিবিরগুলি পরিচালিত হয়।

অন্যান্য শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ধূপগুড়ি ব্লকের ফালাকাটায় মালবাজার এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের কর্মীদের এবং সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুল। সর্বশেষ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় বীরপাড়া এবং আলিপুরদুয়ার ব্লক মিলিয়ে আলিপুরদুয়ার মহকুমার অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে। এই শিবিরে সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী জীবন রক্ষিত মহাশয়। বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক শ্রী জীবন রক্ষিত মহাশয়। বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনোরঞ্জন চাটোজী। তিনি তাঁর ভাষণে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ক্লাস্-এর বিভিন্ন আইনগত দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয়ে সবাইকে ওয়াকিবহাল হয়ে সুচারুরূপে গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনা করতে বলেন। উক্ত ব্যাপারে এলাকার কুড়িটি লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রত্যেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মধ্য থেকে গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত সমস্যাগুলি নিরসনের ব্যাপারে পরিচালন সমিতির পাশাপাশি গ্রন্থাগার দপ্তরেরও যে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে সবাই অবহিত করান।

সচেতনতা শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি গ্রন্থাগারিক ড. রঞ্জিৎ মিত্র, প্রাক্তন এল.এল.এ. মেম্বার কল্যাণ দে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অর্ণব কুমার সেন। এই শিবিরে ২০টি লাইব্রেরির ১২৫ জন কর্মী এবং সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতিত্ব করেন সমীরেন্দু প্রসাদ তালুকদার।

প্রতিবেদক—অসীম কুমার মৈত্র

গ্রন্থাগার সংবাদ

পল্লীশ্রী পাঠাগার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর, হাওড়া। উদ্যোগে পাঠাগার কক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন অনিন্দিতা জানা, পলাশ দলুই ও সুনীল কুমার মুখার্জী এবং শহীদদের স্মরণ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গ্রন্থাগারিক অশোক কুমার দাস মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রতিবেদক—অশোক কুমার দাস

উদয়ন সংঘ গ্রন্থাগার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

উদয়ন সংঘ গ্রন্থাগার প্রতি বছরের মতো এবছরও ২১.২.০৯ তারিখে মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে। মূল অনুষ্ঠানটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়. প্রথম পর্যায়ে অঙ্কন, আবৃত্তি ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শহিদ স্মরণে শহিদবেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। পরে মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানকার স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা, বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা আলোচনায় আলোকপাত করেন। গানে, কবিতা পাঠে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

গলসী গ্রাম পঞ্চায়েত ও গলসী ২নং পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক সহযোগিতায় এলাকার গ্রন্থাগারের পাঠকদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে। অনুষ্ঠানে দুশতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির শেষে পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান করা হয়।

মূল অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন শ্রী তপনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ও সঞ্চালনা করেন শ্রী সঞ্জয় সেন মহাশয়।

প্রতিবেদক—কবিতা কুণ্ডু

পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা" দিবস উপলক্ষে পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র ও পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগারের (গ্রাম ও পো: - আনুখাল, জেলা বর্ধমান) যৌথ উদ্যোগ সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বৈকালে শহিদবেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আলোচনা, আবৃত্তি, নাচ ও গানের আয়োজন করা হয়। এলাকার বিভিন্ন স্তরের প্রায় তিনশত মানুষ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাননীয় শ্রী বপন্ত রায় মহাশয় মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদক—অদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়

হাসাতে যাদের ধান্দা, পড়াতে তাদের ধান্দা

কাউকে হাসানোর, কাউকে কাঁদানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

মূল্য: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ মে, পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P134, C.I.T. Scheme – 52
Kolkata - 700 014

Memorandum submitted by the Bengal Library Association to the

State-aided Universities in West Bengal

Ref. No. : 309/09 – 10 Date : 24/07/09

To
The Member Secretary
Pay Committee for Non-teaching Employees of the State-aided Universities
Govt. of West Bengal
EE-7/1, Sector-2, Salt Lake
Kolkata-700 091

Sub.: Memorandum submitted by the Bengal Library Association regarding improper pay scale of Library Professionals working in different State-aided Universities in West Bengal

Respected Sir,

At first I, on behalf of the Bengal Library Association, would like to convey our sincere gratitude to you for listening attentively our suggestions on pay and status of library professionals working in different state-aided universities in West Bengal. Now I would like to express our views on the following issues that you desired to know at the time of the discussion on 13.07.2009.

A. Nomenclature of University Library Professionals :

There are six levels of library professionals in University libraries. First three levels of library professionals are supervisory – cum managerial professionals. They are the university officers (according to current UGC order / MHRD order they have been designated as Teachers or equivalent cadres). Their recruitment qualifications and pay scales are recommended by the UGC and finally accepted and implemented by the state Govt. Next three levels of library professionals are non-teaching staff of universities. Different designations exist for library professionals in different universities though their recruitment qualifications and pay scales are more or less same. In order to avoid confusion and to bring uniformity, the Bengal Library Association suggests that uniform structure of scientific designations for library professionals be introduced and also earnestly urges upon the Pay Committee to recommend to the state Govt. and to the State-aided university authorities for introduction of the uniform structure of designation in all universities.

The existing designations in different state-aided universities are mentioned below:

Levels of Library Professionals	Existing designations in different State-aided universities
Level – 1 (University officer)	Librarian in BU, BCKV, CU, NBU, RBU Chief Librarian in JU No level 1 post in KU, VU
Level – 2 (University officer)	Deputy Librarian in BU, BCKV, CU, KU, NBU,VU Librarian in JU No level 2 post in RBU
Level – 3 (University officer)	Assistant Librarian in BU, BCKV, CU, KU, NBU, RBU, VU Associate Librarian in JU
Level – 4 (Non–teaching staff)	Supdt., Library Service in BU, CU, KU, NBU, RBU, VU, BCKV Associate Librarian (Jr.) in JU
Level – 5 (Non-teaching staff)	Assistant Librarian Gr.- I in BU, JU, KU, NBU, CU, VU Sr. Library Assistant in BCKV, RBU
Level – 6 (Non–teaching staff)	Assistant Librarian Gr.-II in BU, JU, KU, NBU, CU, VU Jr. Library Assistant in BCKV, RBU

Bengal Library Association's (BLA) suggestion regarding this :

Levels of Library Professionals	BLA's Suggestion
Level – 1 (University officer)	University Librarian
Level – 2 (University officer)	Deputy Librarian
Level – 3 (University officer)	Assistant Librarian
Level – 4 (Non–teaching staff)	Associate Librarian-I
Level – 5 (Non-teaching staff)	Associate Librarian-II
Level – 6 (Non–teaching staff)	Associate Librarian-III

B. Existing Pay Scales of different levels of Library Professionals (Non-teaching) working in Universities and BLA's Suggestion :

Levels of Library Existing	Professionals Proposed by BLA	Existing Pay Scale	Mode of Recruitment
Level 4 (i.e.Supdt., Library Service /Associate Librarian (Jr.) / Jr. Asst. Librarian)	Level 4 Associate Librarian - I	Rs.5000 - 11275	Promotional from Level 5
Level 5 (i.e.Asst. Librarian Gr.-I / Sr. Library Assl.)	Level 5 Associate Librarian - II	Rs.4800 - 10925	Promotional from Level 6
Level 6 (i.e. Asst. Librarian Gr.-II / Jr. Library Assl.)	Level 6 Associate Librarian - III	Rs.4125 - 9700	Direct Recruitment (Base Post)

Bengal Library Association's Suggestion:

The pay scales which were suggested by the Bengal Library Association in its memorandum on 26th March 2009 for Associate Librarian-II (existing name Asst. Librarian Gr.-I / Sr. Library Asst.) and Associate Librarian-I (existing name Supdt., Library Service / Associate Librarian. Jr.) have been changed now for better implementation of the Career Advancement Scheme in the following manner:

Name of the Post as Proposed by BLA	Existing Pay	Proposed Pay Scale (to be revised)	Revised Pay Structure	
			Pay Scale	Grade Pay
Associate Librarian - III	Rs.4125 -9700	Rs.5000 -11275	Rs.9000-40500	Rs.4600
Associate Librarian – II	Rs.4800 -10925	Rs.6000 -12000	Rs.9000-40500	Rs.4800
Associate Librarian – I	Rs.5000 -11325	Rs.7000 -13000	Rs.9000-40500	Rs.5000

C. Job Description of Library Professionals (Non-teaching) in Universities:

Acquisition Section :

Associate Librarian - III : Preliminary Professional Work

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

- To receive books from vendors as well as receive books through donation or exchange
- To check the collation of the received books, i.e. physical verification of the books as well as checking of the books against duplicate copies
- To check the price proof of purchased books as well as to check the conversion rate as prescribed by RBI or GOC
- To check carefully the bills and to process the bills
- To perform accessioning of books and recording in Accession Register
- To prepare computerized database of the received books and enter the books in computer by following particular library management software
- To provide any kind of reference service from acquisition section
- To perform any other duties relating to ordering and accessioning of all kinds of documents both manually and also with the help of computer as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

- To initiate the Associate Librarian–III with the professional work at the operational level
- Dealing with publishers / vendors on different issues such as rate of discount in the case where it deviates from the rate settled by the university, e.g. short discount, no discount, etc.
- Dealing with publishers / vendors in case of any complain raised by Associate Librarian -III on the receipt of books and if required sending reminders to them
- Dealing with Faculty members and users of the university library
- Searching and maintenance of Publisher's database both manually and with the help of computer using internet
- To make close contact with the Technical Processing (Cataloguing) Section
- To perform any other duties relating to Acquisition section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - I : Supervisory Work

(Existing designation Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

- To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)
- To some extent to work at the operational level
- To maintain grant-wise balance sheet in a regular basis both manually and with the help of

computer as well as to answer present situation of fund in any time throughout the financial year

- Dealing with Departmental Librarians on any matter regarding book procurement
- To make arrangement for provision of Current Awareness Service from Acquisition database and to prepare and maintain a list of new arrivals from Acquisition database module on a regular basis
- To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian
- To prepare and maihlain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority
- To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Technical Processing (Cataloguing) Section :

Associate Librarian - III : Preliminary Professional Work

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

- To check the book received from the Acquisition Section whether it is a duplicate one or not, manually or with the help of computer
- If the book is a copy of the existing one, then to perform associated work as to treat it a copy book
- If it is a new arrival, then he/she, is to classify the book taking the suggestions from Associate Librarian-II of this section by following library classification scheme such as DDC, UDC, CC, Bangla Pustak Bargikaran, etc. and assign book number by following table for book number such as Cutter's Table, Granthakarnama, etc.
- To prepare catalogue cards for each book by following AACR-2R, CCC, etc. as well as to prepare book card, shelf-list card and to file catalogue and shelf list cards
- To prepare data entry of catalogue cards thus produced in computer and in this connection to check the Acquisition database for data transfer
- To replace the torn cards in catalogue cabinets as well as to replace the shelf list cards whenever necessary
- To provide any kind of reference service from Cataloguing section
- To update the database on a regular basis
- To perform any other duties relating to Technical processing (Cataloguing) section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

- To initiate the Associate Librarian–III with the professional work at the operational level of cataloguing and classification
- To classify the books with the help of a classification scheme

- To assist Associate Librarian-III to prepare class numbers as well as to prepare catalogue cards
- To assign subject headings with the help of subject heading list, e.g. LCSH, Sears List of Subject Headings, etc. or consulting Library of Congress or OCLC database, etc.
- To edit the computerized database
- To note down different local decisions for the preparation of Authority File as well as to help the Supervisor in formulation of the Decision Table
- Dealing with Departmental Librarians on any matter regarding cataloguing of books
- Dealing with Faculty members and users of the university library on any matter regarding cataloguing of books
- Regular department-wise updation of manual as well as computerized database
- To perform any other duties relating to Technical processing (Cataloguing) section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - I : Supervisory Work

(Existing designation Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

- To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)
- To some extent to work at the operational level
- To regularly check the catalogue as well as shelf list cards prepared by other professional staff members in this section to bring consistency and uniformity in cataloguing work
- To provide the bibliographic service when necessary
- Regular maintenance of OPAC as well as Web OPAC
- To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian
- To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority
- To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Circulation Section :

I. Membership Registration :

Associate Librarian - III : Preliminary Professional Work

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

- To help the students to fill up the membership cards and directly talk to them
- To check the membership cards after filled in by the students and make necessary corrections after checking
- To issue membership cards to the students

- To file manually the Master cards as taken from the Students, Faculty members, Research scholars and other members
- To make data entry of these cards with the help of computer
- To describe in a nutshell the rules and regulations of the library, library hour, etc.
- To perform any other duties relating to Circulation section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

- To initiate the Associate Librarian–III with the professional work at the operational level
- To help the Faculty members, Research scholars and to fill up the membership cards and directly talk to them
- To check the membership cards after filled in by the Faculty members, Research Scholars and others and make necessary corrections after checking
- To issue membership cards to them
- To describe in a nutshell the rules and regulations of the library, library hours, etc.
- To issue duplicate cards in cases of cards lost by members
- To issue Clearance Certificates to the outgoing members
- To perform different duties regarding migration work, etc.
- To perform any other duties relating to Circulation section as assigned by the Supervisor

II. Issue / Return, etc. :

Associate Librarian - III : Preliminary Professional Work

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

- To issue books to the students and other members
- To provide guidance to the sorters in issuing books
- To file readers' cards and book cards after books are issued
- To engage in issue / return process with the help of library management software
- To take out and insert cards in book pockets when books are returned
- To keep records regarding circulation both manually and with the help of computer to maintain circulation database
- To keep together the damaged books for binding
- To answer the queries from various categories of members on present status of books
- To perform any other duties relating to Circulation section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

- To initiate the Associate Librarian–III with the professional work at the operational level
- To issue reminders to all categories of users for overdue books
- To maintain the file for lost membership cards
- To calculate the overdue charges of books and to issue challans for late fines
- To verify the records in case of loss of books and loss of membership cards
- To engage in book reservation programme
- To perform any other duties relating to Circulation section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian – I : Supervisory Work

(Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)

To always check the manual as well as electronic security system (e.g. RFID)

To explain the rules of the library regarding loss of books and maintain the formalities regarding this

To maintain transaction with the Departmental Libraries

To collect suggestions of the users regarding book selection and other matters

To maintain close contact with the Acquisition and Technical Processing (Cataloguing) section on various aspects of books as required by the members of the library

To send the damaged books for binding

To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian

To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority

To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Serials Section :

Associate Librarian - III : Preliminary Professional Work

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

To order different types of printed journals

To receive the printed journals from vendors

To check the invoices carefully i.e. to check the price proof, remittance proof, etc. of purchased journals as well as to check the conversion rate as prescribed by RBI, date of remittance, etc.

- To record receipts in journal register
- To record received journals both manually e.g. in Kardex as well as in computer, i.e. to prepare both manual as well as computerized database of received journals
- To keep together the issues for binding after certain time and to send them for binding
- To accession the bound journals and make data entry of the catalogues of these after being prepared by the Supervisor of this section and file these
- To receive newspapers, to record them in the register and to assist the subordinates (i.e. non-professional staff members) for displaying them on the newspapers stand
- To assist the subordinates (i.e. non-professional staff members) for shelving the journals for proper display
- To engage in despatching journals to the various departments
- To perform any other duties relating to Serials section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

- To initiate the Associate Librarian–III with the professional work at the operational level
- To issue reminders for non-received journals
- To engage totally in procurement and different issues of on line journal databases, on line book databases such as MOU with the vendors before settlement, invoice processing, etc.
- Dealing with Departmental Librarians on any matter regarding receiving of both printed as well as on line journals
- Dealing with Faculty members and users of the university library on any matter of printed and on line journals
- Scanning the content pages of the journals for preparing Current Contents available in the Local Area Network
- To perform any other duties relating to Serials section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - I : Supervisory Work

(Existing designation Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

- To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)
- To maintain grant-wise balance sheet in a regular basis both manually and with the help of computer as well as to answer present situation of fund in any time throughout the financial year
- To catalogue the bound journals
- To make arrangement for provision of Current Awareness Service from Serials database and to prepare and maintain a list of procured serials on a regular basis
- To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian

To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority

To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Reference Section & Reading Room Section :

Associate Librarian - III :

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

The Bengal Library Association thinks for these sections, professional staff members not below the rank of Associate Librarian-II should be posted.

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

To develop a suitable reference collection and update it regularly

To make inventory of this collection through cataloguing, classification both manually and with the help of the computer

To answer different queries of the users

To render any kind of reference service to the new members as well as any member in any point

To provide open access reference as well as reading room service to the users

To describe in details the rules and regulations of the library, library hour, members' privileges, etc.

To assist the users in proper utilizing different kinds of services as rendered by the library

To perform any other duties relating to Reference section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - I : Supervisory Work

(Existing designation Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)

To try to resolve any grievance as pointed by any user of the library and if not solved, it should be immediately brought to the notice of the higher authority

To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian

To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority

To make a repository of all documents published the university and the library as well as to answer different queries from these documents

To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Old & Rare Section and Preservation & Conservation Section :

Associate Librarian - III :

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

The Bengal Library Association thinks for these sections, professional staff members not below the rank of Associate Librarian-II should be posted.

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

To select the rare books with the help of subject experts and take care of them

To receive books as gifted or donated for special collections

To record these books in Accessioning Register

To assign call number for each book and to prepare catalogue cards as well as to prepare book card, shelf-list card and to file them in proper places

To prepare data entry of catalogue cards in computer

To replace torn cards in catalogue cabinets as well as to replace shelf list cards if needed

To carefully organize different collections and to preserve them

To compile bibliography of rare texts

To assist conservation and preservation process to increase the life of the documents

To perform all duties relating to binding of all kinds of documents

To perform any other duties relating to Old & Rare section as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - I : Supervisory Work

(Existing designation Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)

To continuously engage in maintenance and physical verification of old and rare texts

To take necessary measures for digital preservation of old and rare texts

To supervise the work of compilation of bibliography of old and rare texts kept in the library

To make arrangement of display and highlight the availability and accessibility of old and rare texts

To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian

To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority

To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Digital Library :

Associate Librarian - III : Preliminary Professional Work

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

To assist users in searching different types of databases in computer

To assist users in surfing Internet and other networks

To upload necessary information for the preparation of institutional digital repository

? To introduce password and member's ID to each Faculty Member

To compile subject-wise directory of individual staff members

To render electronic document delivery service

To maintain CD archives, database of question papers, electronic version of theses and dissertations

To perform all kinds of work relating to Digital Library Services as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - II : Professional Work of Higher Responsibility

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I / Sr. Library Assistant)

To initiate the Associate Librarian – III with the professional work at the operational level

To continuously update web based information sources

To organize information for institutional digital repository

To compile a directory of web resources on different subjects / disciplines

To maintain different web based information with the help of digital library software such as D-Space, GSDL, etc. and organize them with the help of Dublin Core Metadata Element Schema

To perform all kinds of work relating to Digital Library Services as assigned by the Supervisor

Associate Librarian - I : Supervisory Work

(Existing designation Superintendent, Library Service / Associate Librarian, Jr.)

To supervise the work of the other staff members in the section (about 8/9 professionals by 1 Supervisor plus subordinate non-professionals, such as sorters, peons, etc.)

To continuously make close contact with different human resources of the university to make viable the institutional digital repository programme

To always keep contact with the technical experts (system manager) for any problem and updation of the computerized system .

To assist in the supervision work of the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian

To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority

To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on behalf of the Supervisor of the section

Department Library :

Asst. Librarian Gr.-III :

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-II / Jr. Library Assistant)

The Bengal Library Association thinks for Department Library, professional staff members not below the rank of Associate Librarian-II should be posted as he/she has to acquire sufficient experiences. Again in a Department Library, as there is only one professional post, the work and responsibility of the departmental librarian either having the rank of Associate Librarian-II or Associate Librarian-I, would be the same.

Associate Librarian - II / Associate Librarian – I (Departmental Librarian in the concerned Department) :

(Existing designation Assistant Librarian Gr.-I or Sr. Library Assistant / Superintendent, Library Service or Associate Librarian, Jr.)

To work with more responsibility as it is the only professional post in the Library

Being the convener of Departmental Library Committee, to organize Library Committee meeting on a regular basis

To clarify any issue or circular on library in the Library Committee meeting

To prepare the list of books as well as journals for purchase taking suggestions from different Faculty members, students and other users of the library as well as consulting different trade bibliography, on line catalogue of different libraries, concerned institutes, etc. keeping in mind the fund allocated and to pass them through the Library Committee meeting or through the approval of the Head of the concerned department

To regularly check the budget and always keep in touch with the Head of the Department about the money already spent for purchase of books, journals, etc. and to be spent within the scheduled time

To send the books / journals to the Central Library in case of centralized acquisition and processing and maintain different registers regarding these

To continuously monitoring the processing work in the Central Library and check them carefully after return in the departmental library

In case of decentralized acquisition and processing, to perform all work relating to accessioning and processing of the books and journals purchased

To render different services, both traditional as well as modernized (i.e. machine oriented, e.g. digital library services, searching of on line books, journals, etc.)

To assist the Head of the Department, the Asst. Librarian, Deputy Librarian and University Librarian to develop an effective library system for the benefit of the users as well as to achieve the objectives of the university

To prepare and maintain different records and statistics as well as to generate different reports of the concerned section for onward transmission to the library authority

To bring the notice of the library authority on any requirement, problem, suggestion on be half of the Head of the library

D. Norms for Promotion :

The opinions of the Association regarding norms of promotion are given below:

i) Appointment to a higher post by promotion shall be made from amongst the employees serving in post in the next lower grade.

ii) Every appointment by promotion shall be on the basis of merit and record of service with due regard being paid to seniority.

iii) Record of service includes confidential report of the Head of the library on the following points:

a. Attendance

b. Subject knowledge

c. Competence

d. Performance both qualitative as well as quantitative

e. Behaviour

f. Other professional skill development programmes, such as participation in different conferences, seminars, refreshers courses, short term courses, etc., publications in the subject concerned, etc.

E. Appreciation for higher professional degree

Earlier in our memorandum we had suggested for an increment for acquiring higher degree in library and information science. But during our discussion on 13.07.09, you had suggested to give an alternative as there might be a problem to give an increment in this regard. After considering all the possibilities we still strongly recommend for an additional increment. However, to honour your request we suggest to give a lump sum amount to the candidate acquiring higher professional degree in the following manner that may be treated as an alternative :

Name of the Professional degree	Appreciation Amount
MLIS / M. Lib. & Inl. Sc.	Rs.20000
M. Phil	Rs.25000
Ph. D	Rs.30000

F. Career Advancement Scheme (CAS) and Norms for Career

Although Bengal Library Association in its memorandum to the Pay Committee (which

was submitted on 26th March, 2009) suggested for library professionals, like other non-teaching employees in university, to allow to move at the next higher scale on completion of every eight years of continuous service, to the maximum of two such benefits in the service career and clearly stated for library professionals career advancement scheme would be applicable in the following manner:

Basic Scale (Existing scale to be revised)	**First higher scale after continuous eight years of service in the Basic Scale (Existing scale to be revised)**	**Second higher scale after continuous eight years of service in the first higher scale (Existing scale to be revised)**
Rs.5000-11275	Rs.5500-11325	Rs.6000-12000

But due to the implementation of 8-16-25 Career Advancement Scheme for state govt. employees, the Association is presently suggesting to allow the library professionals in the universities to obtain maximum three such benefits likewise in the following manner

and earnestly requests to the Hon'ble members of the Pay Committee to look into the matter carefully:

Name of the Post as Proposed by BLA	**Scale as Proposed by BLA (to be revised)**	**Year of Service**	**Higher Scale by CAS (to be revised)**
Associate Librarian-I	Rs.7000-13000	9 years in this post (i.e. 25 years from the beginning)	Rs.8000-13500
Associate Librarian-II	Rs.6000-12000	8 years in this post (i.e. 16 years from the beginning) but fail to get higher post by promotion	Rs.7000-13000
Associate Librarian-III	Rs.5000-11275	8 years in this post (i.e. 8 years from the beginning) but fail to get higher post by promotion	Rs.5500-11375

The norms for Career, as suggested by the Bengal Library Association are only the duration of service (i.e. the length of service) from the beginning in the same post plus the report regarding his/her regularity in attendance.

G. 9 Scale or more : Bengal Library Association's suggestion:

Presently, there are 9 Pay Scales for non-teaching employees in different state aided universities in West Bengal. Once upon a time there were 110 Pay Scales which for simplicity or some other reasons result the present. Among the 9 Pay Scales, Scale 9, i.e.

Rs. 5000-11275/- is the highest scale. Bengal Library Association recommends this scale for the base post of library professional, i.e. Assistant Librarian Gr.-II. For this purpose, the Association thinks that these 9 scales are insufficient to solve the long lasting injustice

on library professionals in different universities and thus requested to the Hon'ble Chairman and other members of the Pay Committee to increase the total number of existing pay scales from 9 to at least 13.

H. Notional Effect :

It has been already stated that the pay scales of library professionals in non-teaching posts are not in accordance with their essential qualifications and job responsibilities. The library professionals in these ranks are victimized to disparity for many years. Hence the Bengal Library Association strongly suggests that the revised pay scale must take effect from 01.01.1996 notionally with actual effect from 01.04.2008.

We are very much grateful to you for your valuable advice regarding skill development and motivation of library professionals and also on resource sharing programmes in the university libraries of West Bengal. Bengal Library Association will take necessary measures for fulfillment of those programmes. As per your suggestions, the Association will give more emphasis on the development of professional attitudes and activities of university library professionals.

At the end, we earnestly request you to look through the above mentioned issues and take necessary measures so that an acceptable solution could be achieved for the betterment of the university library services.

Thanking you.

Yours sincerely,

Sd/- Prof. Krishnapada Majumder
General Secretary

GRANTHAGAR

Vol. 59 No.4 Editor Goutam Goswami Asso Editor : Joydeep Chanda July, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Pay Committee and the Bengal Library Association (Editorial) p.115

Members of the Association met the Pay Committee on 13th July 2009 and expressed their opinions regarding the proposed pay structure of the library employees of the state-aided universities in West Bengal. A positive attitude exists all along during the discussion and Association is hopeful that a fruitful solution will comeout regarding the disparities in the pay scales of the librarians. Unfortunately, some of the library employees of the universities had accused the Association for non cooperative attitude regarding the solution towards the long outstanding problem of pay scales which is not true. The Association sincerely hopes a fruitful solution.

Standard of College Library Services- Some experiences-by Kabita Mukhopadhyay. p.116-118

The author identified several issues for developing the standard of college library services in today's changing world like present education system and the role of library, the status of college library, noncooperation with the library and librarian. The author proposed library service within limited means-were some of the causes which were discussed in detail.

Library Movement in Bengal and the History of Bengal Library Association-by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.119-122

In this part of the serialized article the author narrated the Associations' presidential election of Professor Suniti Chattopadhyay, legalisation of the Library Act, obituaries of Mohammad Hemayat Ali and Humayun Kabir, etc. He also discussed about the 77th birth anniversary celebration of Dr. S.R.Ranganathan on 12th August 1969, the establishment of a rural library in Sukhchar and its development process, the role of the Association for implementation of UGC pay scale, etc.

Tribal Library : A Proposal-by Sourindra Mohan Chakraborty. p.123-127

The total number of scheduled tribes were 5.5% of the total population according to 2001 census. The Government of West Bengal had taken several steps towards the development of the tribal community, particularly in the field of education for the upliftment of literacy. The book-bank scheme is working as a small library for the tribal community. The author suggested some of qualities for the librarians who will be working within the tribal population and also suggested for mobile libraries for inaccessible areas. The local panchayat can take an active role towards the establishment of tribal libraries and the total upliftment of the communities.

Science of Library and Information Science: Librarian's Tools-by Goutam Mukhopadhyay. p.128-131

The author described some of the models or devices for determining the growth of knowledge in the field of science and technology. These models were invented by the librarians, biobibliographers and the information scientists. These models like bibliometrics, scientometrics, informetrics are working as a tool for accessing the productivity of scholarly publications and researches in the particular field.

Modern Process for Preserving Rare Books-by Mom Chattopadhyay. p.132-135

The author tried to explain different methods of preserving rare books. The author also described the need and process of digitized preservation in details.

Obituaries. p.122

1. Sri Ananga Mohan Bhattachrya, former secretary of the West Bengal Public Library' Employees

Association and member of the Bengal Library Association passed away on 20th April 2009 at the age of 74 years. He was the librarian of Pandua Village Hall Library and took active part in the library movement. The Association conveyed due condolence to the bereaved family.

2. Following librarians were passed away recently, the Association conveyed due condolence to the bereaved family:

- Sn Sankar Nandi, Office Assistant-cum-Book Binder, Nischinda Public Library, Howrah.
- Sn Lakshman Biswas, Librarian, 24 Pargana(N)
- Sn Gopal Ghosh, J.L.A., 24 Parganas(N)
- Sri Dipak Baij, J.L.A., Burdwan
- Sri Bijaykrishna Samanta, Librarian, 24 Parganas(S)

Library News. **p.135-137**

1. The new first floor of the Pragati Sangha Library building was inaugurated on 27th December 2008 in presence of distinguished guests. Reported by Debajyoti Chakraborty.

2. A programme on global warming and the environment was organised by the Paluli Pallimangal Club and Rural Library on 30th December 2008. Reported by Susanta Mondal.

3. Bheduashol Rural Library observed the golden jubilee celebration through various programmes, starting from 4th January to 11th January 2009. Reported by Sushanta Kumar Patra.

4. Debanandapur Sarat Smriti Pathagar observed the 72nd death anniversary of litterateur Saral Chandra Chattopadhyay with proper honour on 16th January 2009. Reported by Pradip Ghosh.

5. Debendra Pathagar, Jalpaiguri initiated their golden jubilee celebration through a marathon race on the World AIDS Day on 1st December 2008. Several other programmes like 'Walk for Books' and inauguration the new library building were also organised to mark the occasion. Reported by Subhashis Poddar.

Association News. **P. 137**

1. A team of representatives of the Bengal Library Association met the members of the Pay Committee for Non-teaching Employees of the State-aided Universities of West Bengal on 13th July 2009 to share their views on pay scales and status of the library employees working in different universities of West Bengal. Dr. Krishnapada Majumdar, Secretary, BLA; Dr. Binod Behari Das, Chief Librarian, Jadavpur University; Sri Nirmalya Roy, Joint-Secretary, BLA and the Associate Editor of Granthagar Sri Joydeep Chanda represented on behalf of the Association.

Library Workers' News. **P. 138-140**

1. The 24th Bankura Book Fair was organised at the ground of the Christian College on 26th December 2008 through a rally for books, followed by a programme in the afternoon. The Book fair was attended by about 76 book sellers and publishers and was huge success among the local people. Reported by Satinath Bandyopadhyay.

2. The 6th Annual General meeting of the Purulia District Library was held on 21st December 2008. Reported by Mrinal Kanti Mondal.

3. A workshop on library awareness was organised by the libraries of Purulia Districts with the financial assistance of Raja Rammohan Library Foundation on 28th December 2008. Reported by Mrinal Kanti Mondal.

4. The 63rd Purulia District Book Fair was organised from 31st December 2008 to 5th January 2009. This fair was sponsored by the Department of Library Services, Govt. of West Bengal and the Raja Rammohan Library Foundation. Reported by Mrinal Kanti Mondal.

5. The 20th Jalpaiguri District Book Fair was organised with help of local libraries from 22nd to 28th December 2008. Reported by Ashim Kumar Moitra.

6. The 20th Malda District Book Fair was organised by Malda District Book Fair Committee and the fair was inaugurated by the famous litterateur Sri Kinnar Roy. About 130 number of book sellers and publishers panclpated in this fair. Reported by Shashanka Dasgupta.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথাসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সারসংক্ষেপ (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM/KOL RMS/WB/RNP-083/2002-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LP-819/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd.No. : R.N.26744/57

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 5 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda August, 2009

CONTENTS

Page

Librarians' Day (*Editorial*) 147

Nirmalendu Mukhopadhyay

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association 148

Mamorandam Submitted by the Bengal Library Association to the Vice Chencelor, Calcutta University regarding appoinment of Non-trained personnel in Library 154

LIBRARY WORKERS' NEWS 155

LIBRARY NEWS 156

MEMORANDAM SUBMITTED BY THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION TO THE PAY COMMITTEE FOR NON-TEACHING EMPLOYEES OF THE STATE AIDED UNIVERSITIES IN WEST BENGAL 157

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 4) 173

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org**, Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor*: **Goutam Goswami**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৬ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ আশ্বিন, ১৪১৬

সূচীপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে শিক্ষণ ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়) ১৭৯

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস ১৮০

অভিজিৎ প্রামাণিক
গ্রামীণ উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ১৮৪

শান্তিকুমার রায়
বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার সমাধান ১৮৮

ভ্রম সংশোধন ১৮৯

মলয় রায়
একটি মৃতপ্রায় গ্রন্থাগার ১৯০

বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সাধারণের (গ্রামীণ) গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা প্রসঙ্গে কিছু কথা ১৯২

গ্রন্থ সমালোচনা ১৯৩

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ ১৯৬

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৯৭

পরিষদ সংবাদ ২০০

ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 5) ২০১

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ প্রমাণ্য আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ **বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ**

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সন্নিবিষ্ট।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৬ সম্পাদক : গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক : জয়দীপ চন্দ আশ্বিন, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ নিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকমভাবে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য যে বিন্যাস আছে তা হলো সার্টিফিকেট কোর্স, বি.লিব.আই.এস.সি. এবং এম.লিব.আই.-এস.সি.। তিনটি ক্ষেত্রে পড়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন আলাদা আলাদাভাবে প্রয়োজন হয় তেমনি চাকুরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পেশাগত যোগ্যতা হিসাবে উপোরক্ত যে কোন একটিকে মাপকাঠি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। বর্তমানে সার্টিফিকেট কোর্স পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায় ও তার অনুমোদন প্রাপ্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। একটি বাণীপুরে (এটি কালিম্পংএ পড়ানো হতো) দ্বিতীয়টি জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিকে এবং তৃতীয়টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি বা বেসরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু এখন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে, যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়, সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হচ্ছে। তাদের পঠন-পাঠন নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। তদুপরি সেখান থেকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছেন তাদের ভবিষ্যত কি?

বি.লিব.আই.এস.সি এবং এম.লিব.আই.এস.সি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। এ নিয়ে গত ৪৯তম ও ৫০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিশদ আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনের আলোচনা থেকে এই তথ্যটি উঠে এসেছে যে এই সমস্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কতটা শিখছেন এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কতটা করতে পারবেন তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এর মূল্যায়ন হওয়ার প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে ভোকেসনাল কোর্স চালু হতে চলেছে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই ভোকেশনাল কোর্সে শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত কি? এরা কি কোন গ্রন্থাগারে চাকুরি পাবেন? যদি বা পান তবে সেই গ্রন্থাগার থেকে পাঠকরা কতটা উপকৃত হবেন? কারণ ভোকেসনাল কোর্সে গ্রন্থাগার সংগঠিত করতে যে সকল কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তা শেখানো হবে কি?

কিছু কিছু রাজ্যে ইউ.জি.সি নিয়মানুযায়ী দুবছরের ইন্টিগ্রেটেড এম.লিব.আই.এস.সি পঠন ব্যবস্থা চালু আছে। আমাদের রাজ্যেও এই ব্যবস্থা চালু করার কথা শোনা যাচ্ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই ধরনের কোর্স চালু করলে কতটা সুবিধা হবে? কারণ আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগারগুলিতে যে সকল পদ স্বীকৃত আছে তার প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড এম.লিব.আই.এস.সি চালু হলে দেখা যাবে প্রত্যেক পদে উপোরক্ত বৃত্তিগত যোগ্যতা নিয়ে সকলেই চাকরি করতে হাজির হবেন। প্রশ্নটা আসবে তখনই যখন বেতন বিন্যাসের কথা আসবে। সুতরাং নতুন কিছু চালু করার আগে বর্তমান অবস্থাকে খতিয়ে দেখে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই আশা করা যেতে পারে। ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিষয়টির উপর আলোচনা হবে। উক্ত আলোচনা থেকে আগামী দিনে কোনো সমাধান সূত্র নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজ্যপালের নিকট গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধি দল

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পূর্ব ঘোষিত গণ ডেপুটেশনের কর্মসূচী বন্যা পরিস্থিতির জন্য বাতিল করতে হয়। তবে ঐদিনই এক প্রতিনিধি দল নিম্নলিখিত দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তারই পদস্থ কর্মচারী সি আর গাঙ্গুলীর হাতে দেওয়া হয় :

১. বেতন কমিশনের রায় কার্যকরী করা হোক। সুপারিশ কার্যকরী করার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

২. বিনাচাঁদার আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হোক।

৩. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হোক।

৪. রাজ্য বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২-৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা হোক।

৫. প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হোক।

৬. স্পনসর্ড প্রথার অবসান চাই।

৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করা হোক।

৮. প্রতিটি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীকে মাসের প্রথম দিনে বেতন দিতে হবে।

৯. বেসরকারি গ্রন্থাগার গুলিকে নিয়মানুযায়ী আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

১০. বন্যায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত রিলিফ দিতে হবে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রবীর রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ কোলে, তুষার কান্তি সান্যাল, সুবীর ঘোষ, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যব্রত সেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের প্রতিনিধিমণ্ডলীর দিল্লী যাত্রা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং ইয়াসলিকের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে দুই পরিষদের কর্মসচিব ১৭।৮।১৯৭০ তারিখে ৮ দিনের জন্য দিল্লীতে যান। উক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক হয়সাল্লা প্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ গুপ্তও ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বিনাচাঁদার আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতি দাবি নিয়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাও এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতন চালু করার ক্ষেত্রে যে জটিলতা আছে তার প্রতিবিধানের দাবিতে ইউ জি সি সচিবের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধিমণ্ডলীকে জানান, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে সরকারের কিছু করার নেই। বিনাচাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তিনি সমর্থন করেন না। গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন না। প্রতিনিধিমণ্ডলী যখন জানান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিঃশুল্ক এবং ভারতের ৪টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। তিনি এই তথ্য সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপনের দাবি সম্পর্কেও তিনি কিছু করার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তবে প্রতিনিধিমণ্ডলীর অভিমত ও দাবি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে তিনি জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী জানান এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ইউ জি সি।

পরিষদের অসম্পূর্ণ গৃহ নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য আর্থিক অনুদান চাওয়া হলে তিনি বলেন নিয়মকানুন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করলে যথাযথ সহানুভূতির সঙ্গে এটা বিবেচনা করা হবে।

ইউ জি সি শিক্ষা সচিব জানান, পশ্চিমবঙ্গে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম খোলার দাবি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউ জি সি'র পত্রালাপ শুরু করেছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তিনি জানাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলিতে ইউ জি সি অনুমোদিত পদগুলি না থাকায় বৃত্তিভূক্ত কর্মীদের ইউ জি সি বেতনক্রম পেতে যে অসুবিধা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, উক্ত বেতন ক্রম চালু করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। তবে এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ইউ জি সির অভিমত জানতে চাইলে ইউ জি সি তা জানাবে। ১-৪-১৯৬৬ তারিখের পর যে সব গ্রন্থাগারিক কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করার বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন। উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে কলেজ গ্রন্থাগারিকরাও একই ধরণের সুযোগ সুবিধা পাবেন।

প্রতিনিধি মণ্ডলী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জাতীয় কনভেনশনের সভায় যোগদান করেন। তাঁরা ইয়াসলিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে প্রণীত বেতন ও মর্যাদা সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি বেতন কমিশনের নিকট পেশ করেন। তাঁরা আই এল এর কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন এবং পে কমিশনের কাছে আই এল এর পেশ করা স্মারক পত্রটি প্রত্যাহারের দাবি জানান। তাঁরা জাতীয় গ্রন্থাগারের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সম্পর্কে (পুলিশি অনুপ্রবেশ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের চতুর্থ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনটি ৫,০০,০০০ টাকা খরচ সাপেক্ষে সম্প্রসারিত করা হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

ষড়বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (১৯৬৯) পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং যুক্তফ্রন্টে নূতন শিক্ষানীতির সফল রূপায়নের জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির একটি গ্রুপসভার আয়োজন করা হয় ২০/৯/৬৯ তারিখে। বিভিন্ন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে গ্রুপের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে চঞ্চল কুমার সেন ও প্রবীর কুমার দে। এই গ্রুপসভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় :—

১. পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চালু করা হোক।

২. বাংলাদেশের প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হোক।

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণের বেতন ও পদমর্যাদা নির্ধারিত করা হোক।

৪. গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি ২৯।৮।৬৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিষদ ভবনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা দ্বিজেন্দ্র নাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ২৭।৯।৬৯ তারিখে। কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী এই সভায় উপস্থিত থেকে তাঁদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক কর্মসূচী হিসাবে এই 'অ্যাকশন কমিটি'ই পূজাবকাশের পরে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে একটি 'কনভেনশনের' আয়োজন করবে ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে :— দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত (সভাপতি), নারায়ণ চন্দ্র সাধু (সম্পাদক), অনিলচন্দ্র পাল, বিনয় কুমার গুহ, সুবীর রায়, অঞ্জলি রায়চৌধুরী, সান্ত্বনা হক, শশাঙ্ক বাগচী, সুশান্ত ত্রিপাঠী, আনন্দমোহন চাটার্জী, সুকুমার বাগচী, অরুনদেও সিং, আদিত্যশেখর অধিকারী, সুধীরচন্দ্র পাল, রীতি চক্রবর্তী, হরেকৃষ্ণ দত্ত।

মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

৬ আগষ্ট'৬৯ গ্রন্থাগার কর্মীদের গণ ডেপুটেশনের সামনে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী পরিষদ প্রদত্ত স্মারকলিপি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিষদের সার্ট-লিব পরীক্ষার ফল ১৯৭১

এ বৎসর এই পরীক্ষায় ৩৩ জন প্রথম বিভাগে এবং ৬৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ইন্দুলেখ ভট্টাচার্য, সুচিত্রা আচার্য এবং অলক কুমার চক্রবর্তী যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

গ্রন্থাগারিকের কৃতিত্ব

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক মনোরঞ্জন রায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ডি. ফিল উপাধি পেয়েছেন। ডঃ রায়ের গবেষণার বিষয় ছিল Community Development areas village level workers (gram sevak)।

রবীন্দ্রসদন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

৮ মে ১৯৭০ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কলকাতার রবীন্দ্র সদনের দোতলায় রবীন্দ্র সাহিত্য ও চিত্রকলা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চালু ও দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড ও রবীন্দ্রনাথের বই থাকবে। এখানে ৫০০ রেকর্ড সংগৃহীত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এক বংশধর ২০০ দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড দান করেছেন। তার মধ্যে ছয় খানা কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বরে। এটি মূলত রেকর্ড লাইব্রেরি হবে। এটি চালু করতে এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে এবং প্রতি বৎসর ১৫/২০ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থের জন্য বাঙালীর পুরস্কার লাভ

উর্দু ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মের জন্য শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর 'উর্দু ওর বঙ্গাল' এই বইটির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন।

পরিষদের কর্মতৎপরতা

এই বৎসর (১৯৭০) পরিষদের কর্মতৎপরতা এমন একটা স্তরে উঠেছিল যে তা বিশেষ উল্লেখের যোগ্য।

পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির এক বর্ধিত সভায় বেতন কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয় :—

১. আশু দাবি : বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা প্রসঙ্গে।

২. কয়েকটি পদ ও বেতনক্রম সম্পর্কিত সুপারিশগুলির সংশোধন।

৩. বেতন ক্রম সম্পর্কিত।

৪. সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন ৮ আগষ্ট '৭০।

সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন

৮ আগস্ট ১৯৭০ কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্টস হলে সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়।

১২ জুলাই কমিটির নেতা অরবিন্দ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক পরিমল দাস, এ বি টি এ, এ বি পি টি এ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে অমিতাভ সেন, প্রশান্ত বসু, সন্তোষ মিত্র, মৃন্ময় ভট্টাচার্য ও আলোকময় লাহিড়ী এই কনভেনশনে সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানান এবং তাদের আগামী দিনের সংগ্রামের সহযোদ্ধার ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রাতৃত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমানের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের দিনে কঠিন সংগ্রামের জন্য মানসিক ও বস্তুগত দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে বলেন এবং যুক্ত আন্দোলনের অংশীদার হবার আহ্বান জানান। ঐ কনভেনশনে বিস্তৃত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

১. গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবি এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

২. রাজ্য সরকারের নিকট গণ অভিযানের প্রস্তাব।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও গ্রন্থাগারে সাম্প্রতিক হামলার প্রতিরোধ ও পুলিশ বাহিনীর প্রত্যাহার সম্পর্কে প্রস্তাব।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী সম্মেলন

৫ আগস্ট ১৯৭০ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রজত জয়ন্তী সম্মেলন হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সম্মেলন দুটি ভাগে হবে (১) প্রত্যেক জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার সম্মেলন (২) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

জেলা সম্মেলনগুলি ২০ ডিসেম্বরের পর থেকে জানুয়ারি'৭১ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। আর কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা।

২ সেপ্টেম্বর '৭০ পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি ও সত্যব্রত সেন ও সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ও অপর ১৮ জন সদস্য নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা কমিটি গঠনের খসড়া ও একটি নিয়মাবলীও প্রচারের জন্য এই সভায় অনুমোদিত হয়।

রহড়া ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের সম্বর্দ্ধনা

২৯ জুলাই ১৯৭০ পরিষদ ভবনে রহড়া ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। তাদের শিক্ষাক্রমের সমাপ্তি সাফল্য কামনা করে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আগামী তীব্র আন্দোলনের সামিল হবার আবেদন জানিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও তুষারকান্তি সান্যাল। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সত্যব্রত সেন, অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিমল চট্টোপাধ্যায় ও গীতা মিত্র। আগামী ৫ আগস্ট স্টুডেন্টস হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের যে কনভেনশন হচ্ছে তাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়।

গ্রামীণ উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

অভিজিৎ প্রামাণিক

ভূমিকা :

পঠন পাঠন, গবেষণা, বিনোদন, তথ্য সন্ধানে ইত্যাদি সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত অথবা বানিজ্যিক প্রয়োজনে কোন স্থানে সংগৃহীত গ্রন্থরাজিকে বলা হয় গ্রন্থাগার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মঠ, মন্দির, গির্জা, মসজিদ প্রভৃতি উপাসনালয়ে পুঁথি-পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ হিসাবে একটি করে গ্রন্থাগার থাকত। বিদ্যোৎসাহী রাজা, বাদশা ও ভূস্বামীদের প্রাসাদেও গ্রন্থাগার ছিল একটি অঙ্গ। মুদ্রণের আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে। ক্রমে সেটি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সমাজ জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশ, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছে সাধারণ গ্রন্থাগার। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় লব্ধ যাবতীয় জ্ঞান ও মননশীল ঐতিহ্যের সম্পদ সমূহ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়। লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত উপকরণ ছাড়াও জ্ঞাপনের নানাবিধ শ্রবণ-বীক্ষণ সরঞ্জাম, যেমন টেপ, স্লাইড, ভিডিও অডিও, ক্যাসেট ইত্যাদি এখন গ্রন্থাগারের অন্যতম সম্পদ হিসাবে পরিগণিত। মুদ্রিত অন্যান্য অ-বই বস্তু, যেমন মানচিত্র, চার্ট, খবরের কাগজের কাটিং, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদিও রক্ষিত হয় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। সমাজ জীবনের নানবিধ কর্মবিভাগ অনুযায়ী বইপত্র ও তথ্যাদির প্রয়োজন ও চাহিদা ক্রমে বৈচিত্রময় ও বহুমুখী হয়ে পড়েছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাদি সংগৃহীত হয়ে থাকে, যার মধ্যে বিষয় বিশেষের প্রাধান্য থাকে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীরা সর্বস্তরের অন্তর্গত, তাতে শিক্ষা, পেশা ও বিত্তগত কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। এবং তা জাতি-ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে সর্বমনের কাছে অবাধে অধিগম্য।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

১৯৯৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি বিষয়ক শাখা UNESCO কর্তৃক প্রচারিত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে ইস্তাহারে সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যকে মোটামুটি ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল-(ক) আজীবন বিশ্বজনীন শিক্ষায় সহায়তা করা; (খ) মানুষের লব্ধ যাবতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুধাবণে সকলকে সমর্থ করে তোলা; (গ) লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল কল্পনাশক্তির সম্পদ সকলের কাছে নিখরচায় পরিবেশনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে কাজ করা (ঘ) নিরসন ও চিত্ত বিনোদন করে বই ও অন্যান্য মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধন; (ঙ) ছাত্রছাত্রীদের সাহচর্য-দান (চ) কারিগরী, বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয়াদির সর্বাধুনিক তথ্য পরিবেশন।

সাধারণ গ্রন্থাগার জনজীবনের একটি অঙ্গ কিন্তু অলঙ্কার নয়। বিভিন্ন স্থানের জনসমাজের গঠন পরিবেশ, প্রকৃতি ও চাহিদা এক ধরনের নয়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মও ভিন্ন। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেমন বয়স্ক, কিশোর, শিশু, মহিলা, বিত্তবান, বেকার ইত্যাদি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তথ্য, খোঁজখবর, শিক্ষা ও বিনোদনের চাহিদা থাকে। সেটি কোথাও সুপ্ত, কিন্তু সম্ভাবনাময়। আবার কোথাও চাহিদা প্রকাশমান হলেও চরিতার্থ হয় না নানা কারণে। সকলের সব ধরনের জ্ঞাতব্য বিষয়ে তথ্য, খোঁজখবর ও শিক্ষার উপকরণ প্রাপ্তির উত্তম স্থান হল সাধারণ গ্রন্থাগার।

জনসমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা হল শিক্ষা, জ্ঞান, আনন্দ, তথ্য আহরণের একটি কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। সমাজের নিত্য পরিবর্তনশীল ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের সবিশেষ রুচি, প্রয়োজন ও স্বতন্ত্র অনুযায়ী পাঠ্য বস্তুর চাহিদা পূরণ করাই — ওই ভূমিকার সারবস্তু। মনন জীবনের কেন্দ্র হল সাধারণ গ্রন্থাগার। সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের নেতা আলভিন জনসন সাধারণ গ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ কেবল বইপত্র সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ নয়। বিদ্যালয় শিক্ষার পরেই মানুষের জীবনে শিক্ষাগত সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে সাধারণ গ্রন্থাগার। বিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগারে রাজনৈতিক,

সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তাভাবনার আয়ত্তের সুযোগ পায়।

কার্যকারিতা ঃ

ভারতের বেশির ভাগ অংশেই গ্রাম। তাই গ্রামীণ উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য চাই গ্রামীণ মানুষের শিক্ষাগত অবস্থা, জীবন ও জীবিকা অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। আবার গ্রামের অধিকাংশে মানুষই নিরক্ষর তাই কেবল বইপত্র নয় নানা অ-বই সামগ্রি যেমন টেপরেকর্ডার, স্লাইড প্রোজেক্টর, ভিডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের পরিসেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে যে পরিসেবা গুলি অত্যন্ত জরুরী সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ঃ

১। বইপত্র আদান প্রদান ও পাঠকক্ষের সুযোগ ঃ

বইপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী বাড়িতে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাগার থেকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। এছাড়া গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বইপত্র ব্যবহারের জন্য অবাধ সুযোগ ও সুবিধা সদস্যরা পেয়ে থাকেন।

২। অনুলয় ও তথ্য পরিসেবা ঃ

বইপত্রের সাহায্যে ব্যবহারকারীদের জ্ঞাতব্য নানাবিধ বিষয়ে খোঁজখবর ও তথ্যাদি সন্ধানে সহায়তার জন্য অনুলয় সেবা (Reference Service) প্রদানের রীতি বহুকাল যাবৎ চলে আসছে।

৩। নির্দেশ পরিসেবা ঃ

অনুলয় ও তথ্য প্রদানের অন্যতম অনুষঙ্গ হল নির্দেশ পরিসেবা (Referral Service) অর্থাৎ গ্রন্থাগারের পক্ষে কোন তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে উপযোগী উৎসের সন্ধান প্রদান।

৪। পঙ্গু, প্রতিবন্ধী ও গৃহে অবরুদ্ধদের পরিসেবা ঃ

পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীদের পক্ষে গ্রন্থাগারে যাতায়াত সম্ভব হয় না। তাঁদের জন্য গ্রন্থযানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বইপত্র ও তথ্যসামগ্রি প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আবাসগৃহ, হাসপাতাল, কারাগার প্রভৃতি যে সব স্থানে মানুষ আবদ্ধ থাকে সেখানেও গ্রন্থযানে নির্দিষ্ট সময়ান্তর বইপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। আজকের জন্য ব্রেইল বই ও অ বই উপাদানের মাধ্যমে তথ্য পরিসেবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৫। ভাষা, জাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিসেবা ঃ

সর্বজনীন সমন্বয় ও গণতান্ত্রিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হলে স্থানীয় এলাকায় যেসব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বসবাস করেন তাঁদের সাধারণ গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের অবস্থা, প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারে উপযোগী ও স্বতন্ত্র পরিসেবার সাধ্যমত ব্যবস্থা করা।

৬। শিশু ও কিশোর বিভাগ ঃ

যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগ অবশ্যই থাকা দরকার কারণ—

ক) ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের পাঠস্পৃহা গড়ে তোলা দরকার। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে এমনকি গবেষণা কর্মেও পড়াশোনার পুরানো অভ্যাসটা তাদের উন্নততর পঠন পাঠনের গভীরে নিয়ে যায়।

খ) যে মানুষের ছোটবেলা থেকে বইপত্র পাঠের অভ্যাস গড়ে ওঠে না; পরিণত জীবনে তারা মানসিক শূন্যতায় ভোগে, অশুভ প্রবণতার শিকার হওয়ার প্রবনতা থাকে।

গ) শৈশব থেকে বইয়ের প্রতি মমত্ববোধ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করা দরকার। বই হবে জীবনের সঙ্গী। ছোটবেলা থেকে সুপাঠক হিসাবে তৈরী হলে উত্তরকালে সুরুচি, স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিশীলতা, নৈতিকতা বোধ ও মননশীলতা মানুষের মনে সবই সঞ্চারিত হয়।

ঘ) কৈশোর কালে গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষা পেলে ছোটরা পরবর্তীকালে বৃহত্তর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবহারের রীতিনীতির সঙ্গে সুপরিচিত হতে পারে।

ঙ) ছোটদের বিভাগে মাঝে মাঝে গল্পের আসর, আবৃত্তি, অভিনয়, গান ও ছবি আঁকার ব্যবস্থা থাকলে গ্রন্থাগারগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

৭। শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন ঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার স্থানীয় জনসমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের অন্যতম একটি প্রাণকেন্দ্র। তারই অঙ্গ হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়মিত হওয়া বিধেয়। এর উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগারকে ব্যবহারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলা। কী কী ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় সে প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যেমন — গ) পাঠচক্র, আলোচনা সভা, বক্তৃতা, সংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, খ) স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের সমাগম ও মেলামেশার অবকাশ এবং তার মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস রচনার উপযোগী তথ্যাদি সংগ্রহ; গ) মহিলাদের সমাগম ও উপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ; ঘ) বই, ছবি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য সামগ্রীর প্রদর্শনী, স্লাইড ও ফিল্ম প্রদর্শন ঙ) স্থানীয় অন্যান্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনে সহযোগিতা; চ) হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা এবং বইপত্র মুদ্রণ, যাতে কুশলী লেখক-লেখিকা ও শিল্পীদের উৎসাহিত করা যায়, ছ) স্থানীয় বিজ্ঞান ক্লাব, সাক্ষরতা কেন্দ্র, যাত্রা, সংগীত ও অভিনয় সংস্থাকে গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠানের আয়োজনে সহযোগিতা করা।

৮। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিসেবা ঃ

সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার মধ্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গ্রন্থাগার থেকে সদস্যদের সরাসরি বইপত্র লেনদেন, বিশেষ করে যে সমস্ত স্থানে কোন গ্রন্থাগার নেই সেইসব স্থানের অধিবাসীদের কিংবা পঙ্গু, রুগ্ন, বৃদ্ধ অথবা হাসপাতাল ও কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সরাসরি বইপত্র সরবরাহের মাধ্যমে বিরল বসতি অঞ্চলের অথবা ছোট ছোট গ্রামের অধিবাসীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ গড়ে তোলা যায়, ফলে সকল স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপনের আর্থিক ব্যয়ভার যেমন লাঘব হয় তেমনি গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্প্রসারিত হতে পারে।

৯। সাক্ষরতা বিস্তার ঃ

বহুমুখী সমাজ শিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম হল সাক্ষরতা বিস্তার। সাক্ষরতা কর্মসূচীর সঙ্গে সমাজ শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্য হল ত্রিবিধ ঃ

ক) সমাজ শিক্ষা ঃ

অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কার এবং জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত করে সহজাত যুক্তিবোধ ও নৈতিকতার উন্মেষসাধন এবং সমতাবোধ, সৌহার্দ, সহযোগ, সহিষ্ণুতা ও অবাধ আত্মবিকাশের মানসিকতা সৃষ্টি করা। জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। পণপ্রথা, যৌতুক দেওয়া নেওয়া, লৌকিকতা, গণভোজে খাদ্যের অপচয় প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা। সঞ্চয় প্রবৃত্তি, সামাজিক লগ্নি, উৎপাদন ও কর্ম সংস্কারের বিস্তারে সাহায্য করা।

খ) অর্থনৈতিক লক্ষ্য ঃ

কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভাবিত নতুন উপাদান ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে উৎসাহী ব্যক্তিদের পরিচয় ঘটানো। ব্যাঙ্ক, বীমা, সঞ্চয়, ঋণ, সেচ, সার, বীজ, যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরিবেশন করা এবং কর্মপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকা সরবরাহ করা। সমবায় প্রথায় উৎপাদন ও বন্টনের অনুকূল মনোভাব অর্থাৎ সংঘবদ্ধ প্রয়াস; ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ ও সার্বিক কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

গ) শিক্ষাগত লক্ষ্য ঃ

সমাজ শিক্ষার বড় অন্তরায় হল নিরক্ষরতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নয়—লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। আকবর, শিবাজী, হায়দার আলি, রণজিৎ সিংহ প্রমুখ অনেকেই ছিলেন নিরক্ষর। বহু নিরক্ষর মানুষের মধ্যে নীতিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, জীবনবোধ অনুন্নত নয়। পশ্চিমবঙ্গেও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বিপুল উদ্যমে মূলত বিভিন্ন গণ সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সাহায্যে সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। এ কাজে গ্রন্থাগার কর্মীরও অংশ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ গুলির মধ্যে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক সাক্ষরতা উভয় পর্যায়ের এক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হয়।

১০। জনসমাজে তথ্য পরিসেবা ঃ

এক একটি অঞ্চলের জনসমাজে নানা ধরনের মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠে। যাদের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক স্তরবৈষম্য, জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভেদ থাকে। দৈনন্দিন সমাজ জীবনে মানুষ নির্বিশেষে তাই সকলেরই নানাধরনের খোঁজখবর ও তথ্যের প্রয়োজন ঘটে। এগুলি আবার দু ধরনের যেমন — ব্যক্তিগত অর্থাৎ অস্তিত্বের তাগিদে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সঞ্চয়, লগ্নি, বিবাহ, আইনগত সুযোগ সুবিধা, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়ের উন্নতি ইত্যাদি আবার সমষ্টিগত অর্থাৎ সমাজ বা রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহে অংশগ্রহণের প্রয়োজনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জাতি ও ধর্মীয় সমপ্রীতি সাধন এবং অবৈধ আচরণ, পরিবেশ দূষণ, জনবিস্ফোরণ, নিরক্ষরতা, অপচয়,

দুর্নীতি ইত্যাদি নিবারণে যথোচিত মানসিকতা গঠন। সেইজন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের তথ্য পরিসেবার কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তাদের তথ্য পরিবেশন করতে হবে যাতে গ্রামীণ ও স্থানীয় জনসমাজের বিষয় বিশেষে আগ্রহ, প্রয়োজন ও সম্ভাব্য চাহিদা পূরণ হয়। এ ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার ঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার হলো সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি। জনশিক্ষা প্রসারে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। তাই ২০০১ সালে গ্রন্থবর্ষ ও গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয় যথোচিত মর্যাদায় এবং এর মূল লক্ষ্য ছিল বই পড়ার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর এর প্রধান উপায় হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করা। বিগত বৎসরগুলির তুলনায় বর্তমান কালে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ফলে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কিছু প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা রয়ে গিয়েছে যার ফলে গ্রন্থাগার ব্যাবহার পরিসেবার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সেগুলি হল—

ক) গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেকেই মনে করেন যে এই পরিসেবা গ্রন্থাগারের প্রচলিত লক্ষ্য ও কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গতিশীল নয়। বইপত্র দেওয়া নেওয়া ও কিছুটা অনুলয় সেবাই (Reference service) গ্রন্থাগারের মুখ্য কাজ।

খ) জনসাধারণ ও সহজে বুঝতে পারে না যে সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে খোঁজখবর প্রদান কেন ও কিভাবে সম্ভব।

গ) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা হল তাঁরাই যাঁরা শিক্ষিত ও সম্পন্ন। আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মানুষের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রশ্ন বাতুলতা।

ঘ) জমিদার, কারখানার মালিক, মুদি কারবারি, মহাজন, পাইকার, সরকারি আমলা, প্রভৃতি কায়েমি স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যারা শোষণ, প্রতারণা ও বঞ্চনার উপর নির্ভরশীল তারা গরিব পশ্চাৎপদ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ুক এবং তারা তথ্যাদি জানুক এটা চায় না।

ঙ) তথ্য ও পরিসেবা দান করতে হলে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের ও সবাইকে কর্মকুশল ও সক্রিয় হতে হয়, পরিশ্রমও বৃদ্ধি পায়। সকলে আবার শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। কাজেই তারা তথ্য ও পরিসেবাকে সমর্থন করেন না। তবে ব্যতিক্রমী কিছু কর্মী অবশ্য স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে পরিসেবায় আত্ম নিয়োগ করেন।

চ) গ্রামীণ জনসংখ্যার অনেক ব্যক্তিই সংকোচ, জড়তা ও গোপনীয়তা এবং মনের চাহিদা প্রকাশ করতে অক্ষমতার জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবাকে গ্রহণ করতে অনাগ্রহী।

ছ) স্থানাভাব, কর্মীর অভাব, সরঞ্জাম ও অর্থের অভাব ইত্যাদি নিয়ে উদ্যোক্তাদের অনেক সময় নিজ অবস্থা ও সামর্থ অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হয়।

১৯৭৭ সালের পূর্বে আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭৮০। ১৯৭৯ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন তৈরী হওয়ার ফলে রাজ্যে ১৯৯৫ সালে গ্রামীণ, নগর ও জেলা ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০০। বাজেট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত গ্রন্থমেলা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠকদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি, জেলাস্তরে নিয়মিত সভা এবং গ্রন্থাগার নির্মাণ, সংস্কার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা, গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, গ্রন্থাগার দিবস পালন, রাজ্য ও জেলা স্তরে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। নব সাক্ষরদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার কাজও চলছে। কর্মীদের পেশাগত দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত ও রূপায়িত করার কাজও চলছে। তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার পরিসেবাকে ছড়িয়ে দিতে সকলকেই উদ্যোগী হতে হবে তবেই আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য গুলিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নে সহযোগীতা করতে পারব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ—

১। সাধারণ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আইন / সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় . পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

২। গ্রন্থাগার সংগঠন / পীযূষকান্তি মহাপাত্র . ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা।

৩। Library and information science : an introduction / Bhubaneswar Chakraborty, Pijus Kanti Mahapatra. World Press, Kolkata.

৪। গণশক্তি — ১৯শে ডিসেম্বর, ২০০১

৫। গণশক্তি — ২রা নভেম্বর, ১৯৯৫

বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার সমাধান

শান্তিকুমার রায়

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগে রাজ্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে মানুষ কম আসছেন ও বই পড়ার অভ্যাস কিছুটা কমে গেছে এটা বাস্তব। এই বাস্তবকে অস্বীকার করে লাভ নেই। এখন দেখা যাক কি কি কারণে পাঠকের চাহিদা কমে গেছে এবং এর থেকে মুক্তির উপায় কি।

মানুষ বাড়িতে বসে টিভি-র পর্দায় দেখছেন রিয়্যালিটির শো-এর নামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুপযুক্ত সংগীত প্রতিযোগিতা, তাদের অনুপযুক্ত নৃত্য প্রতিযোগিতা। তাই না দেখে দর্শকাসনে বসে থাকা কর্তাদেরও সহনৃত্য ও হাততালি। সেইসব ছেলেমেয়েদের স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকারাও তার জন্য গর্ব অনুভব করে তাকে মাসাধিককাল ছুটি মঞ্জুর করা। কিছু কিছু স্কুল এর প্রতিবাদ করেছেন। আমরা তাদের সাথে একমত। এমনকি পাড়ার ক্লাবগুলো তার জন্য রাস্তায় হোর্ডিং লাগিয়ে মানুষকে এস.এম.এস-এর সাহায্যে ভোটদানে অনুরোধ ও উৎসাহিত করছেন। সংস্কৃতি আজ কোন জায়গায় গেছে ভাবলে অবাক হতে হয়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে টিভি সিরিয়ালগুলো। সেইসব সিরিয়ালের সেদিনের বিষয়বস্তুর উপর কিছু কিছু প্রশ্ন মানুষের সামনে রাখছেন। যার উত্তর দিতে পারলেই নগদ প্রাপ্তি। অর্থাৎ সারাক্ষন মানুষকে টিভি-র সামনে বুঁদ হয়ে বসিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। "মানুষের বই পড়ার সময়টুকু কেড়ে নিচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম।" এমনকি খেলার জগতেও যাদের খেলা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই তারা হচ্ছেন টিম মালিক। এবং খেলা চলাকালীন সাইড লাইনে স্বল্প বসনা সুন্দরীদের নৃত্য। সমাজ অবক্ষয়ের এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। এর থেকে মানুষের মনকে টেনে এনে গ্রন্থাগারমুখী করা গ্রন্থাগার কর্মীদের সামনে সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে সফল করতে, সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্ত করতে, পাঠকের পরিসেবার মানকে আরও বৃদ্ধি করতে এর বিকল্প চিন্তা ভাবনা আমাদেরকেই করতে হবে। বিকল্প ভাবনাটা হচ্ছে এই — আমরা জানি তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে শুধুমাত্র গল্প উপন্যাস ও কিছু শিশু উপযোগী বই রেখে গ্রন্থাগার চালানো যাবে না। বিশ্বে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটছে। এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলো হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দর্পণ। এলাকার মানুষ গ্রন্থাগারে এসে সেই দর্পণের মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চিত্র। রাজ্যে কোথায় কোন তথ্য আবিষ্কার হল, কোথায় কোন শিল্প হচ্ছে, সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে কি কি অনুসারী শিল্প হচ্ছে, আমরা কিছু করতে পারি কিনা, সেই শিল্পে-কাজ পাবার সুযোগ কতটুকু। বড় শিল্প ছাড়া সরকারের অন্যান্য কুটির শিল্পে ব্যক্তিগত ভাবে বা সমবায়গত ভাবে কিভাবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বিবরণ। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হতে যে সব পত্র/পত্রিকা প্রকাশিত হয় গ্রন্থাগার গুলিতে তার নিয়মিত সরবরাহ।

সর্বশিক্ষা অভিযানে সরকারিভাবে গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা নেই। এটা কি হওয়া উচিৎ? অথচ এলাকার বি.ডি.ও সাহেব এক একটা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উপর পাঁচ-সাতটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহের নির্দেশ দেন। তার জন্য কোন আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন না। ফলে পর্যাপ্ত বই না থাকায় সকলকে বই দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। পঞ্চায়েত সমিতিও এব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়াতে কুণ্ঠা বোধ করেন।

আগে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা বইমেলায় যেত বস্তা নিয়ে বই কিনতে। বইয়ের উত্তরোত্তর দাম বৃদ্ধির ফলে এখন আর বস্তার প্রয়োজন হয় না। হাতে হাতেই বই চলে আসে। মান্ধাতার যুগের বার্ষিক বারো হাজার পাঁচশত টাকা অনুদানে বই, পত্র/পত্রিকা, টি.এ, ডাগঞ্জ, কলম, বাঁধাই, আসবাবপত্র, সংরক্ষণ ও বিদ্যুতের খরচইত্যাদি মেটাতে গ্রন্থাগার কর্মীদের নাভিশ্বাস উঠছে। এর উপর বাড়তি পরিসেবা যথা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও মনিষীদের জন্ম-জয়ন্তী পালন করতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলিকে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। তাতে অনুষ্ঠান যা হয় তা সাধারণের গ্রন্থাগার জনসাধারণের কাছে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

বর্তমান বাজার অগ্নিমূল্য অবস্থায় এক একটা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বার্ষিক অনুদান দরকার নিম্নরূপ—

বই	—	১০০০০.০০ টাকা
খবরের কাগজ পত্র/পত্রিকা	—	৫০০০.০০ টাকা
বাঁধাই ও সংরক্ষন	—	৫০০০.০০ টাকা
আসবাবপত্র	—	৫০০০.০০ টাকা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	—	৫০০০.০০ টাকা
কনটিনজেন্সী (বিদ্যুৎ, টি.এ. স্টেশনারী, সভা খরচ, অডিট ইত্যাদি)	—	৫০০০.০০ টাকা
মোট		৩৫০০০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ হাজার)

আমাদেরও ইচ্ছা জাগে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটার ব্যবস্থা, ক্যেরিয়ার গাইডেন্স, পাঠ্য বই বিভাগ, শিশু বিভাগ ও ভালো ভালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে প্রতিযোগিতার বাজারে জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করা।

তার আগে গ্রন্থাগারগুলির খোল-নলচে বদলে আমূল পরিবর্তন ও পরিকাঠামোর উন্নতি, প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা দরকার।

তাই আগামী বাজেটের আগেই গ্রন্থাগার দপ্তর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সরকারের কাছে তুলে ধরুন সমাজে সাধারণের গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও প্রয়োজনীতার কথা।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকার শ্রাবণ, ১৪১৬ (বর্ষ ৫০ সংখ্যা ৪) সংখ্যায় অনবধানবশত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রার্থী।

সম্পাদক

বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	যা আছে	যা হবে
৫৯	৪	১৩১	গ্রন্থমিতি, বিজ্ঞানমিতি বা তথ্যমিতিগত সমীক্ষার সাহায্য তথ্য বিজ্ঞানের এরূপ বিচিত্র, ঘটমট হাওয়া যাচ্ছে।	গ্রন্থমিতি, বিজ্ঞানমিতি বা তথ্যমিতিগত সমীক্ষার সাহায্যে তথ্য বিজ্ঞানের এরূপ বিচিত্র, ঘটমট বিষয়ের সমাধানসূত্র নির্ণয় করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম লেটে লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [redacted] পূর্তি সংখ্যা [redacted] প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গল্পের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। বা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., বে বুক স্টোর, চে'ক্স, নয়া উদ্যোগ, প্রেসিডেন্সি, উষা, বোনা, ক্যাম্প, প্রভা, পাতিরাম।

[redacted]

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখন্ডে ১২০টি প্রথম উপন্যাসের আলোচনা। প্রথম খন্ডে ছাব্বার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখন্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখন্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষনধর্মী আলোচনা। প্রতিখন্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ালীউল্লাহ, আবু ইসহাক,শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আবদুলগফফার হাসান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর ও আছে স্মৃতিচারণের কালজয়ী প্রবন্ধ সমগ্র। দাম ১০০টাকা।

একটি মৃতপ্রায় গ্রন্থাগার

মলয় রায়

১৮৭২ সালে যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্ড এসেছিলেন ভারতীয় উপনিবেশ পরিদর্শনে। পরবর্তীকালে তিনিই হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড। তিনি পুনে পরিভ্রমণেও এসেছিলেন। পুনের বিশিষ্ট নাগরিকরা যুবরাজের পুনে আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে স্থির করেন তাঁর নামাঙ্কিত একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের। ১৮৭৫ সালে একটি ভাড়া বাড়িতে শুরু হল এলবার্ট এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের শুভযাত্রা। মূলত পুনে ক্যান্টনমেন্ট এবং শহরতলীর শিক্ষিত পাঠকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই গ্রন্থাগার তৈরির প্রয়াস শুরু হয়েছিল। কারণ ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি তার স্বল্প পরিসরে নতুন সদস্য নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তাছাড়া ক্যান্টনমেন্ট বা শহরতলী আবতল থেকে সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে পৌঁছানো ছিল খুবই সময় এবং খরচ সাপেক্ষ। সর্বোপরি স্থানীয় ভারতীয় পাঠকদের কাছে সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ব্যবহার সুখকর ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে এলবার্ট এডওয়ার্ড লাইব্রেরি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে যায় পাঠক মহলে।

পাঠক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই একটু বৃহৎ পরিসরের নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। ১৮৭৫ সালে তৎকালীন বোম্বাই সরকার পরিত্যক্ত ক্যান্টনমেন্ট জেলের একটা অংশ লাইব্রেরি কমিটিকে বিনামূল্যে দিয়ে দেন। শুরু হল চাঁদা তুলে স্থায়ী ভবন নির্মানের প্রক্রিয়া। অবশেষে ১৮৮১ সালের ১২ই অক্টোবর বম্বের তৎকালীন গভর্নর স্যার জেমস ফার্গুসন উদ্বোধন করলেন এলবার্ট এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের। তুমুল উৎসাহের সঙ্গে পরিসেবা শুরু হল দুই কামরার এই নতুন গ্রন্থাগার ভবন থেকে। কালে কালে বাড়তে থাকল পাঠকদের সংখ্যা। প্রচন্ড স্থানাভাবের কারণে যথাযথ পরিসেবা দেয়া খুবই মুশকিল হল। আর কোন রিডিং রুম না থাকায় পাঠকদের বসে পড়ার কোন সুযোগই রইল না। ন'বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ সালে আরবের এডেন শহরের বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী শ্রী কাওয়াসজী দিনশা বম্বেতে ছুটি কাটাতে এসে হঠাৎ চলে এলেন এই গ্রন্থাগার দেখতে। গ্রন্থাগারের স্থানাভাবের কথা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী দিনশা বুঝতে পারলেন এই স্বল্প পরিসর থেকে গ্রন্থাগার পরিসেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি গ্রন্থাগার কমিটির সভাপতি সর্দার দোরাবজী পদমজীকে কথা দিলেন একটা রিডিং হল নির্মাণের সমস্ত খরচা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের সমস্ত বই এবং আলমারিগুলো এই গ্রন্থাগারকে দান করে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত বম্বে ফিরে গিয়ে অল্প কয়েকদিনের জ্বরে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা পিতার ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে রিডিং হলটি তৈরি করেছেন। এই হলটির নাম হয় কাওয়াসজী দিনশা হল। পুরো প্রতিষ্ঠানের নাম হয়ে যায় এলবার্ট এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট এবং কাওয়াসজী দিনশা হল এন্ড লাইব্রেরি। এই গ্রন্থাগার বর্তমানে পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত এক ট্রাস্ট বোর্ডের অধীন। কিন্তু এই ট্রাস্ট বোর্ডের অনেক সদস্যের নাম আজও পর্যন্ত রেজিস্টার্ড হয়নি। মূলত পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট জনদের দানেই সমৃদ্ধ হয়েছিল এই গ্রন্থাগার। পরবর্তীকালে গোঁড়া ধর্মীয় রীতিনীতির ফলে পার্শী সম্প্রদায়ের জন সঙ্কোচনের কারণে এবং বিশিষ্ট জনদের প্রবাসী হওয়ার জন্য এই গ্রন্থাগার বর্তমানে দিশাহীন। যথাযথ পরিকল্পনা এবং অর্থাগমের অভাবে এর প্রাণশক্তি ক্রম ক্ষীয়মান।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে বই এর সংখ্যা অনধিক দশ হাজার। সংরক্ষণের অভাবে অনেক পুরানো বই নষ্ট হয়ে গেছে। যথাযথ পরিচালনার অভাবে হারিয়ে গেছে অনেক বই। চালু বইগুলোর অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। আলমারিগুলোর অবস্থা তথৈবচ। আসবাবপত্র মোটামুটি কাজ চালানো গোছের। দেয়াল রংচটা। বাইরে থেকে দেখলে পোড়ো বাড়ি মনে হতে পারে। এতদসত্ত্বেও এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা শতাধিক। একটা বড় অংশ অবশ্য আসেন খবরের কাগজ পড়তে। কিছু হিন্দি/মারাঠি/ইংরাজি পিরিয়ডিকালও রাখা হয় এই গ্রন্থাগারে। এই গ্রন্থাগার নিঃশুল্ক নয়। সদস্য চাঁদা মাসিক পঞ্চাশ টাকা আর ভর্তি ফি এককালীন এক হাজার টাকা। তবে দশ হাজার টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য হওয়ার সুযোগও আছে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা এক হাজারের মত। আজীবন সদস্য সংখ্যা ক্রম

হলেন। যথাযথ পরিষেবের অভাবে নতুন সদস্য হওয়াবে আকৃষ্ট করে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে ঢুকলে মনে হবে এখানে যেন ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে। অনেক কাল কাটালেও এখনও বাধাগত বই আলমারির। এখনি নিজস্ব রীতি অনুযায়ী কোন কোড অনুসরণ করা হয় না। ক্লাসিফিকেশনও নিজস্ব রীতি, কোন স্কিম অনুসারে নয়। তবে সব বিষয়ের বইই রাখা হয়। ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এমনকি কম্পিউটার সায়েন্স এবং তথ্য বিজ্ঞানের মত আধুনিকতম বিষয়েও কিছু বই আছে। তিন মাস অন্তর নতুন বই কেনা হয়। তবে টাকার অভাবে তার সংখ্যা হয় খুবই নগণ্য। মূলত ইংরেজি মাধ্যমের বই থাকলেও হিন্দি, মারাঠি এবং গুজরাটি ভাষারও কিছু বই আছে। একজন গ্রন্থাগারিক একজন সহ গ্রন্থাগারিক এবং দুজন সহায়ক নিয়ে চলে এই গ্রন্থাগার। বর্তমান গ্রন্থাগারিক ইমতাজ কারাবকার। তিনি এবং সহ গ্রন্থাগারিক দুজনই গ্রন্থাগারিকের চেয়ে পাঠকের ভূমিকায় বেশি রয়েছেন। এই তথ্য যাদের এরা আসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত কিনা।

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলোর অন্যতম এই গ্রন্থাগার আজ মৃত্যুমুখী। অর্থাভাব, পরিচালকদের সময়াভাব, পৃষ্ঠপোষকদের অবহেলা, সরকারি উদাসীনতা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের চেতনার অভাব এই গ্রন্থাগারকে তিল তিল করে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। এভাবে চললে ভারতের গ্রন্থাগার মানচিত্র থেকে অবিলম্বে লুপ্ত হয়ে যাবে এই অনন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার। সচেতন পুনেবাসীরা কি পারেন না এই গ্রন্থাগারকে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে? পুনের কর্পোরেশন বা মহারাষ্ট্র সরকার কারও কি পারিনা এই এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থাগারের অতীত মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার?

যুদ্ধাতে ধাদের ধানা, পড়াতে আদের ধানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

মূল্য মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ বঙ্কি, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

শোক সংবাদ

গত ৯ই জুলাই, ২০০৯ সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরিষদের সদস্য শ্রী মৃন্ময় দাস পরলোকগমন করিয়াছেন। পরিষদ তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

Gutenberg's
Specialist in Library equipment

Admission Register, Journal Register, Binding Register, Issue Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Call-no Card, Accession Card, Book Pocket, Date Label, Guide Card, Book Pocket Book Card, Due-Dated Slip, Reservation Slip, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Naphthalene Ball, Pest Control, Book Paper Blank.

5B, College Row, Kolkata-700 009, Ph : (R) 2412 2641, (M) : 9830172671 (O) : 6568 5779

সাধারণের (গ্রামীণ) গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা প্রসঙ্গে কিছু কথা

বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

আধুনিক সমাজ হচ্ছে তথ্য ভিত্তিক সমাজ। তথ্য ভিত্তিক সমাজ হচ্ছে এমন একটি সমাজ যেখানে শ্রমের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। তথ্য ছাড়া আজকের এই সভ্যতার উন্নতির কথা ভাবা অকল্পনীয়। যেখানে শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। বিশেষ করে আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় যেখানে প্রচার মাধ্যম পৌছানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার বা যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম, সেখানকার মানুষজনকে কিভাবে তথ্য সরবরাহ করা যাবে? একটি গ্রামীণ সাধারণের গ্রন্থাগার কি ধরনের তথ্য পরিসেবা দেবে সেটি নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের মানুষজনের উপর। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় গ্রন্থাগারিককে প্রথমে কয়েকজন ব্যক্তিকে বোঝাতে হবে যে গ্রন্থাগার কি? কি কারণে গ্রন্থাগারে আসবেন এবং তাঁরা কি কি তথ্য পরিসেবা এখান থেকে পেতে পারেন। এই বিষয়টা সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর তাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে যেমন পেশা ভিত্তিক তথ্য প্রদান কৃষি ও পশুপালন চাষবাস সম্পর্কিত তথ্য আবহাওয়া ব্যবসা বানিজ্য - কুটির শিল্প সংক্রান্ত ... নান তথ্য প্রদান।

পেশাগত লাভ ও সুবিধা আছে জানলে সর্বস্তরের মানুষই নিজ জীবনের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর জানার তাগিদে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের অন্যতম "পুস্তক সকলের জন্যে" বর্তমান প্রেক্ষাপটে "তথ্য সকলের জন্য"। এজন্য গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে তথ্য পরিসেবা পৌছে দিতে পারে। সাধারণের গ্রামীণ গ্রন্থাগার। সঠিক সময় সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার জনগণের। আমরা জানি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের পাঠ্য সামগ্রী ও তথ্য পরিসেবা পাওয়ার অধিকার যে প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত তা হল সাধারণের গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এতদিন আমরা জানি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রধানত পুস্তক পরিসেবা দিয়ে এসেছে। এখনও এটিই প্রধান পরিসেবা। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তথ্যের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাওয়ার ফলে তথ্য পরিসেবা বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তথ্যের সংজ্ঞা কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সময় ব্যয় না করে তথ্য বলতে আমরা যা জানি তা নিয়েই এগনোই ভালো। পাঠক/গ্রাহক গ্রন্থাগারে এসে যা জানতে চান এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগারকর্মী সঠিক ভাবে যে উত্তর দেন তাই সাধারণ ভাবে তথ্য ও তথ্য পরিসেবা। বর্তমানে তথ্যের অধিকার সর্বজনীন। বিভিন্ন বয়সের ও পেশার মানুষের তথ্য চাহিদা বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। তথ্য পরিসেবা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার-কর্মীর মনে রাখা প্রয়োজন যতটা সম্ভব আধুনিক এবং সর্বশেষ তথ্য মানুষের হাতে পৌছে দেওয়া। সাধারণের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের রূপে আসুক পরিবর্তন। পাঠ্য সামগ্রীতে এসেছে পরিবর্তন। পোড়া মাটির ফলক, প্যাপিরাস প্রভৃতি থেকে এসেছে কাগজের যুগ। বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যে ছাপার কাজে এসেছে গতি, সৌন্দর্য্য। তথ্য পরিবেশনাতেও আসুক কম্পিউটারের প্রয়োগ। সমন্বয় হোক বর্তমান অবস্থার সঙ্গে নবতম আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা। সাধারণের গ্রন্থাগার হয়ে উঠুক তথ্যের ভান্ডার। আমাদের জেলার অনেক গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধু আছেন নিঃস্বার্থ ভাবে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এই তথ্য পরিসেবার দুরূহ কাজ বা দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা এই পেশাকে শুধু অর্থ উপার্জন বা চাকুরি হিসাবে দেখেননা। পেশা ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ তাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। উন্নয়নের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষার হার বৃদ্ধির উপর। কারণ এটাই স্বাভাবিক যে শিক্ষিত সমাজ তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হবেন। তথ্য সংগ্রহ করবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন। জেলার গ্রাম উন্নয়নে তথ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলি সাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পঞ্চায়েত সংস্থার সংলগ্ন হলে তথ্য সম্প্রচার বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণের গ্রন্থাগার জনজীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। এজন্য দরকার যথাযথ কার্যকরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী কৌশলের সাহায্যে কিভাবে সঠিক তথ্য দ্রুত পরিসেবা দেওয়া যায়। সে বিষয়ে আরো প্রশিক্ষিত করতে হবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সব গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগারকর্মী বন্ধুর পরিসেবা প্রদানের মানসিকতা। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে প্রকৃত সমাজ কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে। যথার্থ পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমেই সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ গ্রন্থাগার সমাজ ভবন হিসাবে গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথ্য পরিসেবার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠবে। তথ্য পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এতদিন শুধু আর্থ-সামাজিক দিকটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অবহেলিত হয়েছে সংস্কৃতির দিকটি। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে তথ্য পরিসেবার সেতুবন্ধন না হলে কিছুতেই যথার্থ জেলার তথ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারেনা। আর সেই সেতু বন্ধনের কাজ করতে পারে সাধারণের গ্রন্থাগার 'শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান' এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য পরিসেবার সঙ্গম হিসাবে নিযুক্ত হলে তবেই যথার্থ সার্থক রূপ পেতে পারে এই তথ্য পরিসেবা।

গ্রন্থ সমালোচনা

আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের রূপরেখা

লেখক : শ্রী শান্তিভূষণ দেব
প্রকাশক : শ্রী শান্তিভূষণ দেব
পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান : শ্রী সন্দীপনী, গোস্বামী পাড়া রোড, বালী, হাওড়া
মূল্য : ১৫০.০০ টাকা
পৃষ্ঠা : ১৮৩ (+ ৪)

উপরিউক্ত বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ত্রুটিতে ভরা। গ্রন্থ সমালোচনা করার জন্য ছাড়া এরকম ত্রুটিপূর্ণ বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া যে কোন আগ্রহী পাঠকের পক্ষেও খুব কষ্টকর।

প্রথমেই বইটির প্রচ্ছদের কথায় আসা যাক। জীবনবিজ্ঞান বা শারীরবিদ্যার যে কোন বই-এর প্রচ্ছদে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ছবির তাৎপর্য থাকলেও আলোচ্য আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের এই বই-এর প্রচ্ছদে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ - শুরু মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক প্রভৃতির ছবি তাৎপর্যহীন বলে মনে হয়েছে।

বইটি থেকে লেখকের প্রকৃত পরিচয় সঠিকভাবে বোঝা গেল না; অর্থাৎ তিনি গ্রন্থাগারিক, না গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী, না গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বোঝা না গেলেও, তিনি গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, গ্রন্থাগার পরিচালনা, বর্গীকরণ, সূচিকরণ, অনুলয় ও তথ্য পরিসেবা, গ্রন্থবিদ্যা, গ্রন্থনির্বাচন, গ্রন্থ সংরক্ষণ, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে কম্প্যুটারের ব্যবহার বা প্রয়োগ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক, লেখক লেখিকাদের ছদ্মনাম, নোবেল পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার বিজয়ীদের নাম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে, এক কথায়, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার যে সাহস ও স্পর্ধা দেখিয়েছেন সেজন্য লেখককে সাধুবাদ জানাই। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের এ ধরনের বই-এর প্রয়োজন আছে। তবে সেটি অবশ্যই এই বইটার মত ত্রুটিপূর্ণ হবে না।

লেখকের রচিত এই বই-এর "আমার কথা" অংশ থেকে জানা গেল লেখক (ও প্রকাশক, সম্ভবত একই ব্যক্তি) West Bengal State Council of Vocational Education & Training-এর অধীনে Vocational Commerce পাঠ্যক্রমের দ্বাদশ শ্রেণীতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পড়ান। কিন্তু তিনি কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐ বিষয় পড়ান তা জানা গেল না। লেখক পরিচিতির সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামটা থাকলে ভাল হত।

বইটির শিরোনাম পৃষ্ঠায় লেখকের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রি "এম-লিব-সায়েন্স" হয়েছে অর্থাৎ ঐ ডিগ্রিতেও মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে। লেখকের নামের সঙ্গে মুদ্রিত "এফ-এম", কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, না মুদ্রণ প্রমাদ ঠিক বোঝা গেল না।

বইটির বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য বানান ভুল, ত্রুটিপূর্ণ বাক্যগঠন, তথ্যের ত্রুটি, ছাপার ভুল প্রভৃতি রয়েছে। বাংলা বানান ভুলের ক্ষেত্রে ণ, ন-এর ভুল; শ, স, ষ-এর ভুল; ই-কার, ই-কার-এর ভুল আছে। এছাড়া ইংরাজি শব্দের বানানেরও অজস্র ভুল আছে। বই-এর শেষে সংশোধনী একটা দেওয়া হয়েছে বটে। কিন্তু সেগুলিতে পৃষ্ঠার সঙ্গে পংক্তির উল্লেখ থাকলে ভাল হত। ঐ সংশোধনীতে লেখক সমগ্র বইতে যে ভুলগুলি সংশোধন করেছেন সেগুলি (তাড়াহুড়ো করার জন্য) সংখ্যার দিক থেকে খুবই সামান্য (মোট মাত্র ৬৪টি)। বইতে আরও অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের ভুল রয়েছে (প্রথম ১৫ পৃষ্ঠায় ভুলের সংখ্যা ৮৫ ছাড়িয়ে গেছে) যেগুলি সংশোধনীতে দেওয়া হয় নি। সমগ্র বইতে সংশোধনী ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির সংখ্যা যে কত দাঁড়াবে সহজেই অনুমাণ করা যায়। অসংখ্য ভুলে মধ্যে থেকে কয়েকটি নমুনা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

	পৃষ্ঠা	পংক্তি	হয়েছে	হবে
১)	১০	২৭-২৮	মেলভি ডিউই	মেলভিল ডিউই
২)	১৩	(ঙ) ১৪ ও ১৯	Book has his/her	Book its, (5) সূত্র সংশোধন প্রয়োজন
৩)	১৪	১	কাঙ্খিত	কাঙ্খিত
৪)	১৪	১৬	স্বধীনতার	স্বাধীনতার
৫)	১৫	৬	বির্পোটের	রিপোর্টের
৬)	১৫	৬	বির্পোটি	রিপোর্ট
৭)	১৫	১৬, ১৯	অন্ধ প্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ
৮)	১৬	১-৪	তথ্যগত ত্রুটি আছে। Press & Registration of Books Act ও Delivery of Books Act এর তথ্য একসঙ্গে মিশে গেছে।	তথ্য সংশোধন প্রয়োজন।
৯)	১৭	২২-২৩	তথ্যগত ত্রুটি আছে; LLA-র সভাপতি সংক্রান্ত তথ্য সঠিক নেই।	তথ্য সংশোধন প্রয়োজন।
১০)	১৭	২৭	তথ্যগত ত্রুটি আছে Press & Registration of Books Act এর তথ্য সঠিক নেই	তথ্য সংশোধন প্রয়োজন।
১১)	২৪	৮	INSDOC-এ ত্রুটি আছে;	"Indian" National..... সংশোধন প্রয়োজন।
১২)	২৪	২২-২৭	DESIDOC-এর তথ্যগত ত্রুটি আছে	তথ্য সংশোধন প্রয়োজন।
১৩)	২৭	১৩	তথ্যগত ত্রুটি আছে। বর্তমানে RRRLF ISBN দেবার কাজ করে না	তথ্য সংশোধন প্রয়োজন।
১৪)	৩৩	২১	শ্রী মীনা. ই. ব্রাউন তথ্যগত ত্রুটি আছে	তথ্য সংশোধন প্রয়োজন।

	পৃষ্ঠা	পংক্তি	হয়েছে	হবে
১৫)	৩৩	২৪	Date level	Date label
	৩৪	২৪	ঐ	ঐ
	৩৫	২৫	ঐ	ঐ
১৬)	৫৭	১৪	S.R.Rangonathan	Dr. S.R. Ranganathan
১৭)	৯১	১৫	Dr. S.R.Renganathen	Dr. S.R.Ranganathan
১৮)	১৩৩	৩, ৫, ৯, ১১	ফরওর্য়াড, কনটেনস্, ইলাসস্টেশানস্ ইররাটা	সংশোধন প্রয়োজন; ইংরাজি শব্দ Foreword, Contents, Illustrations, Errata প্রত্যেকটির বাংলা পরিভাষা হয়েছে।
১৯)	১৩৪	২৮	Biblogiophy	সংশোধন প্রয়োজন
	৭০	৪	Bidliography	Bibliography
	৭১	৩৩	Bidliography	হবে।
২০)	৫১B	১৪ (পাঠ সহায়িকা)	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দূরভাষ : ২২৪৫-২৩৫৬	পরিষদের নাম "পাঠ সহায়িকা" তে সংযোজন-এর সার্থকতা বোঝা গেল না। পরিষদের প্রকাশিত কোন গ্রন্থের নাম থাকতে পারে। সঠিক দূরভাষ দেওয়া প্রয়োজন-(২২৬৫-৬৮৬৬)

লেখক (ও প্রকাশক) 'আমার কথায়' লিখেছেন বইটি "বাংলা ইংরাজী মিলিয়ে অতি অল্প সময়ে, তাড়াহুড়ো করে প্রকাশ" করেছেন। তাড়াহুড়ো করে ভুলে ভরা অত্যন্ত নিম্নমানের এই বইটি প্রকাশ করে আগ্রহী পাঠকদের, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের (অর্থাৎ লেখকের মতে যাদের জন্য বইটি রচিত হয়েছে), যথেষ্ট ক্ষতিই করা হয়েছে। সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বইটির রচনা ও প্রকাশনায় এতই অবহেলা করা হয়েছে যে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হলেও বইটি সাধারণভাবে পাঠের অযোগ্য হয়েছে।

বইটির তথ্যগত ত্রুটি এবং বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারপ্রেমী আগ্রহী পাঠক, সংশ্লিষ্ট ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ভোকেশনাল কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার, বিশেষ করে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছে সবিনয়ে আবেদন জানাচ্ছি যে নানাধরনের ত্রুটিপূর্ণ এই অত্যন্ত নিম্নমানের প্রকাশনাটি যাতে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে না পড়ে সে ব্যাপারে সকলে সক্রিয় ভাবে সচেষ্ট থাকবেন। সেই সঙ্গে আশা করব বইটির লেখক, প্রকাশক অবিলম্বে বইটির বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি (সময় নিয়ে, তাড়াহুড়ো না করে এবং সঠিক তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে) সংশোধন করবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ ত্রুটিমুক্ত প্রকাশনা নতুনভাবে প্রকাশ করে নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করবেন।

সমালোচক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মালদা জেলা

২০তম মালদা জেলা বইমেলা কমিটি এবারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯। ঐদিন বৈকাল ৪টায় মালদা কলেজ গেটের সামনের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে দুটি ট্যাবলো সহ প্রায় ৩০০ জন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের মিছিল ইংরেজ বাজার শহর পরিক্রমা করে। গৌড় কলেজ, গৌড় বিদ্যালয়, মালদা সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনও ঐদিন ভাষা দিবস পালন করে। "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি" এই সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল মালদার আকাশ-বাতাস। মিছিলের শেষে জেলা গ্রন্থাগারে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন এই মেলার যুগ্মসম্পাদক সত্যরঞ্জন চৌধুরী, সহসম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ প্রায় ১৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জেলা গ্রন্থাগারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বইমেলার বর্তমান কার্যকরী সভাপতি তথা এ.ডি.এম (ডি) পূর্ণচন্দ্র শেঠ মহাশয়। ২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং গ্রন্থনা (বইমেলার নিজস্ব বুলেটিন) প্রকাশ করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিকাশ রায়। ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন গৌড়বঙ্গ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, এ.বি.টি.এ, বিজ্ঞানমঞ্চের সার্বিক সহযোগিতায় এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি জনমানসে ভাষা দিবসের রেখাপাত করে।

প্রতিবেদক—শশাঙ্ক দাশগুপ্ত

স্পনসর্ড লাইব্রেরির ভবন উদ্বোধন

মালদা জেলা

গত ১৯/২/২০০৯ বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় 'গয়েরা বাড়ী ইয়ং মেনস্ লাইব্রেরি এ্যান্ড ক্লাব' এর নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ওভেন্দু নারায়ণ পাল মহাশয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাজী আবদুর রাজ্জাক বিশ্বাস। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর জেলা সম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য্য, নেহেরু যুবকেন্দ্র মালদার শ্যামল কুমার রায়, মুক্তাদুর রহমান, সুকুমার মারটি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুল মালেক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গ্রন্থাগার কর্মী গোলাম রাব্বানি এবং সম্পাদক আজাদ আলির বক্তব্যে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছেন। ঐ লাইব্রেরিটি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন লাভ করে ১৯৫৮ সালে। সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন এলাকার লোকজনের উপস্থিতিতে ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পাঠক সমাজে ভীষণভাবে ছাপ ফেলে।

প্রতিবেদক—শশাঙ্ক দাশগুপ্ত

গ্রন্থাগার সংবাদ

ভদ্রকালী বিপিন বিহারী দে স্মৃতি পাঠাগার

৪ঠা জানুয়ারি ২০০৯ রবিবার ভদ্রকালী বিপিন বিহারী দে স্মৃতি পাঠাগারের বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রভাতফেরীর মাধ্যমে। স্থানীয় সাংসদ শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। ঐ দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি শ্রী চিন্তামনি মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল ও স্বামী নিঃসঙ্গলানন্দ কলেজের অধ্যাপক শ্রী শুভমানস ঘোষ। শ্রী সত্যব্রত ঘোষালের মনোজ্ঞ ভাষণে উপস্থিত শ্রোতারা মুগ্ধ হন। কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অজিত সিংহরায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাঠাগার সম্পাদকের হাতে বারটি স্বরচিত গ্রন্থ উপহার দেন।

প্রতিবেদক—অমিতা চট্টোপাধ্যায়

মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, মেমারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা শহিদ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯, শনিবার মেমারি পৌরসভা, মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ (মেমারি শাখা)-এর যৌথ উদ্যোগে মেমারি নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন 'একুশে উদ্যান' চত্বরে ভাবগম্ভীর পরিবেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। দুটি পর্বে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সকাল ৭টায় বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ ফুল ও মালাসহ ভাষা শহিদস্মারকে মাল্যদান করেন। প্রভাতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় নীলমাধব গুহ মহাশয়। পৌরসভার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কাউন্সিলার শ্রীমতী আর গাঙ্গুলী। 'আ-মরি বাংলা ভাষা'-শীর্ষক উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কিশোর গায়ক সৌমিক ও সৌভিক মণ্ডল। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক শিল্পী সংঘের সম্পাদক ডঃ প্রফুল্ল কুমার পান স্মৃতিচারণ করেন ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পট নিয়ে। 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' — তানিয়া বালার কণ্ঠে সংগীত, আবৃত্তি ও আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রভাতী অনুষ্ঠান শেষ হয়। এর পর বিকাল ৫টায় নতুন বাসস্ট্যান্ড চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাতৃভাষা ও দেশাত্মবোধক বিষয়ক আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সবশেষে পরিবেশিত হয় 'দিশারী সাংস্কৃতিক সংস্থা' কর্তৃক আবৃত্তি কোলাজ 'অমর একুশে' - যা সকলের নজর কাড়ে। এই আবৃত্তি কোলাজের গ্রন্থনা ও ভাষ্যপাঠ করেন শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী রূপনারায়ণ রায়। দুই পর্বের অনুষ্ঠানদুটির সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক ডঃ শ্যামল ভট্টাচার্য মহাশয়। দুটি পর্বে প্রায় চার শতাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। গ্রন্থাগারের পাঠক পাঠিকাবৃন্দ ও এলাকার বিভিন্ন সংস্থার মানুষ জনের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌর কর্মীবৃন্দ, কাউন্সিলার বৃন্দ ও পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান মাননীয় শ্রী অভিজিৎ কোঙার মহাশয়।

প্রতিবেদক—রূপনারায়ণ রায়

জয়পুর আদহাটা দেশবন্ধু রুর‍্যাল লাইব্রেরি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ গ্রন্থাগার ভবনে বিকাল ৪টার সময় বিপুল উৎসাহের সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ও গ্রন্থাগারের সৌজন্যে একটি "দেওয়াল পত্রিকা" প্রকাশের শুভ উদ্বোধন হয়।

দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি ও শহিদবেদিতে মাল্যদান, ১মিঃ নীরবতা পালন করে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন মাননীয় শেখ আব্দুল করী (প্রাক্তন উঃ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন গ্রন্থাগার সম্পাদক) স্থানীয় তরুন-তরুনীরা গান ও আবৃত্তিতে অংশ নেয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রশান্ত বিশ্বাস, শংকর সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান তপন ঘোষ সহ মোট ৯ জন বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক ইব্রাহিম মণ্ডল ও গ্রন্থাগারিক শোভন ধর গ্রন্থাগারকে আরও জনমুখী ও সময়োপোযোগী করে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা আশা করে বক্তব্য করেন।

সভাপতি শ্রী লক্ষণ বিশ্বাস সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে সমবেত সঙ্গীত

'মোদের গরব মোদের আশা

আ মরি বাংলা ভাষা....." দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়।

প্রতিবেদক—শোভন কুমার ধর

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার প্রতিবছরের মত এবারও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মর্যাদার সঙ্গে মাতৃভাষা দিবস পালন করলেন গত ২২শে ফেব্রুয়ারি' ০৯ রবিবার। এই উপলক্ষে কিশোর প্রগতি সংঘের দ্বিতল সভাগৃহে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় স্বাগত ভাষণে গ্রন্থাগার সম্পাদক সুকুমার নন্দী অমর ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি অমিয় নন্দী মাতৃভাষা দিবসের উদ্ভব এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অপর বক্তা গণেশ নন্দী মাতৃভাষা চর্চায় আমাদের আরও উদ্যোগী হতে বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ভারতী বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শ্যামলী সুর এক অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণায় ওপার বাংলায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উদ্‌যাপনের বিবরণ দেন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন মামুদের ব্যবস্থাপনায় ১২ দিনের জন্য তাঁর বাংলাদেশ ভ্রমণের এবং সেখানে মাতৃভাষা দিবস পালনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছবি তুলে ধরেন। ওদেশ থেকে প্রকাশিত ও সংগৃহীত কিছু পত্র-পত্রিকা, মূল্যবান আলোকচিত্র সভায় প্রদর্শিত হয়। প্রসঙ্গত তিনি জানান অধ্যাপক হুমায়ুন মামুদ বাংলাভাষার প্রতি এতই অনুরক্ত যে নিজের ছেলেমেয়ের বাঙালী নাম সৌম্য এবং লোপামুদ্রা রাখেন এবং তাঁর জামাই 'চক্রবর্তী' তনয়।

কুমারী কর্ণালী ব্যানার্জীর উদ্বোধন সংগীতের পর কবিতা পাঠে কেয়া গাঙ্গুলী আর অদিতি, রীণা সেনদের পরিচালনায় আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে অভিনন্দিতা সেন, অভিনব শীল, অম্বরীশ মজুমদার ও অভীক নাগ, শ্রী স্নেহাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৃত্য আলেখ্য 'প্রাণের ভাষা মাতৃভাষা' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে যথেষ্ট তৃপ্তি দেয়। আলোচনা সভাটির ব্যবস্থাপনায় আহ্বায়ক শ্রী অমিয় দত্তের প্রয়াস উল্লেখ্য।

প্রতিবেদক—অমিয় কুমার দত্ত

সুভাষ পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সুভাষ পাঠাগারের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পাঠাগারের সভাপতি শ্রী মধুসূদন দত্ত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন। অন্যান্য সকলে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সম্পাদক শ্রী হিমাংশু দেব। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ডঃ সুভাষ সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী সঙ্গীতে ছিলেন দীপিকা কুণ্ডু ও প্রসেনজিৎ সরকার।

একুশের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শ্রী মধুসূদন দত্ত ও শ্রী সুভাষ সেনগুপ্ত।

আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটিকে উদ্‌যাপিত করা হয়।

প্রতিবেদক—রাধারমন ব্রহ্ম

লাটাগুড়ি নেতাজী পাঠাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে বলেন লাটাগুড়ি নেতাজী পাঠাগারের (জলপাইগুড়ি) প্রবীন সদস্য শ্রী শ্যামল লাহিড়ী মহাশয়। তিনি উক্ত পাঠাগারের সভাপতি।

মাতৃভাষা দিবসে অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সভায় মূল আলোচক শ্রী শ্যামল লাহিড়ী বক্তব্য রাখেন।

এই দিনের তাৎপর্য এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদীক্ষা ও সহযোগী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেন গ্রন্থাগারিক শ্রী অসীমকুমার মৈত্র, পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী বিমল দাস, সদস্য শ্রী কালিকেশ গাঙ্গুলী, শ্রী সিদ্ধিমোহন সরকার, প্রনব চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

বাংলাগান পরিবেশন করেন পাঠাগারের সদস্য শ্রী সায়ন্তন পালচৌধুরী। শিশু বিভাগের কচিকাঁচা সদস্যরা আবৃত্তি, ছড়া, গান পরিবেশন করে।

বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত একটি কুইজ সহজ সরল শিশুদের উপযোগী করে পরিচালনা করেন শ্রী প্রনব চক্রবর্তী মহাশয়।

প্রায় ১০০ জন শিশু সদস্য সহ শতাধিক ব্যক্তি ঐ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক—অসীমকুমার মৈত্র

বিশ্ব বই দিবস
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত ২৩শে এপ্রিল, ২০০৯ (বৃহস্পতিবার) বেলা ১টায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে বিশ্ব বই দিবস মহা সমারোহে পালন করা হয়। উক্ত দিবসে আলোচনা সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'বই আমার জীবন সঙ্গী'। এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ কুমার দাস এবং সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষ, বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি রতনতনু ঘাটী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষকবৃন্দ এবং ছাত্র ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২০০ জন। এই আলোচনা সভার সাথে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে ছিল সভাগৃহ প্রাঙ্গণে দুই দিন ব্যাপী এক বই মেলা যা সর্বতোভাবে আলোচ্য বিষয়কে সাফল্যমণ্ডিত করে। বই মেলায় প্রায় তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রয় হয়।

প্রতিবেদক—তাপস সাহা

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, উত্তর দিনাজপুর

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ বেলা ৪ টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি এক কার্য নির্বাহক কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে আগামী দু'বছরের জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি :

সভাপতি	:	ভারতেন্দ্র চৌধুরী
সহঃ সভাপতি	:	জয়ন্ত শিকদার
সহঃ সভাপতি	:	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	:	বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী
সহঃ সম্পাদক	:	সৌর্যেন্দ্র কুমার ধর
সহঃ সম্পাদক	:	সুখলাল অধিকারী
কোষাধ্যক্ষ	:	ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল

অমিত সেনগুপ্ত, জীবন কুমার মুন্সী, প্রনব সরকার, সরোজ শেঠিয়ার, অতিশ চন্দ্র সিংহ, দিগেন্দ্র নাথ রায়, অনিতা চৌধুরী, প্রতুল কর্মকার, সুনীলেন্দু চক্রবর্তী, মাজিদুর রহমান।

প্রতিবেদক—বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন, মালদা জেলা

গত ২৬শে ২০০৯ মালদা জেলার বইমেলা কমিটির ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সহ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহযোগিতায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হল। ঐ দিন সকাল ৭টায় কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে বইমেলা কমিটি ও ইংরেজ বাজার মালদা পৌরসভা এক প্রভাতফেরির শেষে কবির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন ইংরেজ বাজার পৌরসভার কাউন্সিলার সুমনা আগরওয়ালা, বইমেলা কমিটির সহ যুগ্ম-সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মালদা জেলা সম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে তরুন রায় বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী দীনেন দে, মলয় সাহা, অরুণ পোদ্দার প্রমুখ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ঐ দিন বিকেল ৪টে থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত মালদা টাউন হলে মালদার বিভিন্ন ব্লকের বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে নজরুলের বিভিন্ন দিক, গান, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মালদা জেলার বইমেলা কমিটির সভাপতি তথা জেলা সমাহর্তা শ্রীধর কুমার ঘোষ আজকের দিনে কবি নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী পালনের প্রাসঙ্গিকতা ও উপকারিতা নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৮-২০ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠেয় ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্যসূচি।

১. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

২. বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

১. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

১১ — গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক আলোচনা

১২ — বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার শিক্ষণ, শিক্ষণের পরিকাঠামো, শিক্ষণ কাল, শিক্ষণ পদ্ধতি

১৩ — বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের শিক্ষাসূচি

১৪ — বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থা/মূল্যায়ন ব্যবস্থা — লিখিত, মৌখিক, প্রকল্প ইত্যাদি

১৫ — গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণে ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রয়োগে শিক্ষানবিসী ব্যবস্থার রূপরেখা

২. বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

২১ — সাধারণ গ্রন্থাগার

২২ — শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার — বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়

২৩ — বিশেষ ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার

২৪ — তথ্য ব্যবস্থা

GRANTHAGAR

Vol 59 No.5 Editor : Goutam Goswami Asso Editor . Joydeep Chanda August. 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Librarians' Day (Editorial) **p.147**

Since 1990 The Librarians' Day is generally celebrated on 12th August every year in West Bengal. This year Bengal Library Association, Indian Association for Special Libraries & Information Centres, West Bengal Public Library Employees' Association are jointly organising the Librarians' Day 2009 at State Central Library with the financial assistance from Raja Rammohan Roy Library Foundation. The topic selected for discussion was "The role of Library Association in Spreading the Library Profession". It is a well-known fact that to develop the library profession, the library associations must work along with the library professionals. Library education is closely associated with the development of the library profession. Hope that like every year all the participating library professionals will be immensely benefited from discussions.

Library Movement in Bengal and the History of Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyay.

p.148-153

In this part of the serialized article the author narrated about the various proposals which were resolved on the Library Day on 20th December 1969. Later he gave an introductory note on some of the eminent libraries of West Bengal, namely, the William Carrey Library and Archive, Rabindra Pathagar (a rural library of Medinipur), Jargram Makhanlal Pathagar (Burdwan), Taltala Public Library. The author also described about the various exhibitions held in 1970 and the meeting of the BLA with the Mayor of Calcutta on 12th August 1970.

Memorandum submitted by the Bengal Library Association to the Vice-Chancellor, University of Calcutta regarding Appointment of Non-trained Personnel in Library. **p.154**

Library Workers' News. **p.155**

1. The National Library Employees' Association organised a memorial meeting in respect of Dr. Rabindra Kumar Dasgupta, the first Director of the National Library, on 16th February 2009. Many eminent personnel took part in this memorial meeting. Reported by Rumpa Kar.

2. West Bengal Public Library Employees' Association, Jalpaiguri organised several library

awareness programmes in various blocks of the district with the help of Raja Rammohan Roy Library Foundation. The first workshop was held on 4th January 2009 at the District Association Hall. Reported by Ashim Kumar Moitra.

Library News. p.156

1.Pallishri Pathagar,Hirapur,Howrah observed the International Mother Language Day on 21st February 2009 at the library hall. Reported by Anindita Jana.

2. Udayan Sangha Library with the financial assistance from Galsi Gram Panchayat and Galsi no.2 Panchayat Samiti observed the International Mother Language Day on 21st February 2009. Reported by Kabita Kundu.

3. Pallimangal Kendra and Pallimangal Kendra Pathagar of Anukhal, district Burdwan observed the International Mother Language Day on 21st February 2009 through various programmes and sports. Reported by Adip Kumar Chattopadhyay.

Memorandum submitted by the Bengal Library Association to the Pay Committee for Non-teaching Employees of the State Aided Universities in West Bengal. p.157-172.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	:	৬" × ৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- **প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা**
- **বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।**

এজেন্সি : দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY
ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No SSRV KOL RMS WB RMS-083/2007-09
LicenceNo.:MM & POISSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPW/P-11/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd.No R.N.26744/57

CUTTACK UNIVERSITY

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 6 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda September, 2009

CONTENTS

Page

LIS Education System in West Bengal (*Editorial*) 179

Nirmalendu Mukhopadhyay

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association 180

Abhijit Pramanik

Role of Public Library in Rural Development 184

Shanti Kumar Roy

Electronic & Problem [illegible] 188

Errata 189

Malay Roy

An almost dying lit[illegible] 190

Binoykrishna Goswa[illegible]

Information Service of Public (Rural) Library – Some aspects 192

BOOK REVIEW 193

LIBRARY WORKERS' NEWS 196

LIBRARY NEWS 197

ASSOCIATION NEWS 200

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 5) 201

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Section, 3rd floor, Kolkata - 700073

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website http://www.blacal.org,** Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. **Phone : 9831101881. *Editor*: Goutam Goswami**

PET [illegible]

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৭ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ কার্ত্তিক, ১৪১৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা (সম্পাদকীয়)	২০৭
ভোলানাথ পাঁজা গ্রন্থাগার ও পুস্তক বিন্যাস	২০৮
রামপ্রসাদ মজুমদার গ্রন্থাগারে সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা ঃ কিছু প্রসঙ্গ	২১২
গৌতম মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গ ঃ ছোট গ্রন্থাগার ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা	২১৫
গ্রন্থাগার সংবাদ	২১৯
শোক সংবাদ	২২১
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাখার ১০ম জেলা সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি	২২২
চিঠিপত্র	২২৩
পরিষদ সংবাদ	২২৪
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	২২৫
বিজ্ঞপ্তি ঃ ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন	২২৮
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 6)	২২৯

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অনন্য আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃঃ মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ **বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ**

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সন্নিবিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৭ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ কার্ত্তিক, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেশ কিছু সমস্যা আছে যা এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা করা যায় নি। এই সমস্যাগুলি অচিরে সমাধান করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কর্মীদের পাঠকদের ভালো পরিসেবা দেওয়ার কথা বলা হয়, কিন্তু তাদের সমস্যার দিকটাও সকলের দেখা উচিৎ। এখনও অনেক জেলা আছে যেখানে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি সুরাহা করতে পারা যায়নি। যদি সম্পাদকীয় লেখার সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে তবে ভালো কথা। সমস্যাগুলি হল —

১। পে কমিশনের বর্ধিত বেতন প্রদান

২। মৃত কর্মীদের পোষ্যদের দ্রুত চাকরির ব্যবস্থা করা

৩। জে.এল.এ পদে দ্রুত নিয়োগের কাজ শেষ করা

৪। ভাতা মাসের ইনক্রিমেন্টের সমস্যার সমাধান করা

৫। গ্রন্থাগার কর্মীদের আইডেনটি কার্ডের ব্যবস্থা

৬। গ্রন্থাগারে খালিপদে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা

৭। সার্ভিস বুকের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা

৮। কাজের দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য ডি.এল.ও অফিসে ব্যবস্থা (কর্মী নিয়োগ ও কম্পিউটারের ব্যবস্থা) আধুনিকিকরণের।

এর মধ্যে আরেকটি সমস্যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় তা হল মাসের প্রথমে বেতন দান। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথা চালু হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই বেতন দান গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সম্পাদকের উপর বা গ্রন্থাগারের কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। তাঁরা চেক্‌এ সই করলে তবেই গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতন পান। অনেক সময় দেখা যায় সেই ব্যক্তিকে যিনি চেক্‌ এ সই করেন, তাঁকে গ্রন্থাগারে সঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। অথবা তাঁর বাড়ি গিয়ে চেক সই করিয়ে আনতে হয়। এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। সরণ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটাও সকলের মাথায় থাকা উচিৎ যে এমন একদিন যেন না আসে সেই সকল ব্যক্তি তাঁদের খুশিমতো চেক্‌ সই করবেন এবং কর্মীরা তাঁদের ইচ্ছামতো বেতন পাবেন। এই দিকটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা দরকার।

ছিটা আর একটি বিষয় যা নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা হল কর্মীদের প্রোমোশনের প্রশ্ন। যদিও একটা সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। তবুও সমস্যা দেখা দিলে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি, কর্মীসমিতি ও পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা যেতেই পারে। উপরিউক্ত সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার ও পুস্তক বিন্যাস

ভোলানাথ পাঁজা

যুগ পরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক পরিবর্তনও লক্ষণীয়। পুরাকালে মুনিঋষিগণ তাঁদের ধ্যান সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞানার্জন করেছেন এবং তা পুস্তক বা অন্যান্য লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানযুগে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করছে এবং তা প্রকাশিত হচ্ছে পুস্তক বা পত্রিকার মাধ্যমে। যতই দিন যাচ্ছে ততই বিভিন্ন বিষয়ের উপর নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন হচ্ছে এবং তা পাঠকের কাছে পরিবেশিত হচ্ছে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে। কি কি তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেগুলি কোন্ বিষয়ের তা নির্ধারণের জন্য গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ ব্যাপারটিকে যখন বলা হয় জ্ঞানের সংগঠন তখন কথাটি বেশ পরিব্যাপ্ত অর্থ প্রকাশ করে। বর্গীকরণ শুধু নির্দিষ্ট সংকেত বা প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের দেয় না, উপরন্তু গ্রন্থাগারের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও তাদের ভিতরকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরে।

গ্রন্থাগারে জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যমগুলি সংগ্রহ করে পাঠকের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয় যাতে বিভিন্ন পাঠক নিজ নিজ রুচি অনুসারে তার বিষয়ের পুস্তক সহজেই পেতে পারেন। একদিকে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী যেমন বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ করতে হয় অন্যদিকে তেমনি নজর রাখতে হয় কোন পুস্তক যেন অব্যবহৃত না হয়ে থাকে। পুস্তক ও পাঠক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার অন্যথা পুস্তক না থাকলে যেমন গ্রন্থাগার হয় না, তেমনি পুস্তক ঠিকমত সাজানো না হলে পাঠকের কাছে জ্ঞান বা তথ্য পরিবেশন করা যায় না। তখন গ্রন্থাগার রূপান্তরিত হয় যেন একটি 'প্রাণ হীন মানুষ'। সামগ্রিক ভাবে এই জ্ঞান ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদাদির পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রটি বিখ্যাত কবি *'টি এস এলিয়টের'* কয়েকটি পংক্তির মধ্যদিয়ে অপরূপভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—

কোথায় সে জীবন যা জীবনেই ঢাকা?
কোথায় সে প্রজ্ঞা যা জ্ঞানের গভীরে প্রোথিত?
কোথায় সে জ্ঞান যা তথ্য পুঞ্জের কুহেলি আবৃত?

তাই সেই বিশেষ তথ্য পুঞ্জকে যদি আমরা পাঠকের গোচরে আনতে ব্যর্থ হই তখনই পাঠকের কৌতুহলী মনে প্রশ্ন জাগবেই - কোথায় সে তথ্য পুঞ্জ যা গ্রন্থাগারে রয়েছে গ্রথিত? কিংবা তথ্য পথ হারিয়েছে গ্রন্থাগারের মধ্যে।

সম্পূর্ণ অগোছালো না রেখে যে কোন ধরনের পুস্তক বিন্যাসই শ্রেয়, ঠিক যেমন 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'। বইয়ের ভাষা, বইয়ের গঠন, বইয়ের মলাটের রঙ, লেখক, বিষয় ভিত্তিক-ইত্যাদি যেকোন ধরনের বিন্যাসই গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-বিন্যাসের কোন্ পদ্ধতিটি সবচেয়ে সুবিধা বা ফলপ্রদ হবে তা প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে। তারপর সেই পদ্ধতি অনুযায়ী পুস্তক/বই সাজাতে হবে। যদি পুস্তকটিকে তার আকার অনুযায়ী সাজানো হয় তাহলে দেখতে খুব ভালই লাগবে, কিন্তু পাঠকের মনের আশা/ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাবে না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসপ্রেমিক পাঠক তার চাহিদা পূরণের জন্য গোটা গ্রন্থাগার খুঁজবে কিন্তু প্রকৃত পুস্তক বিন্যাস যদি না থাকে তাহলে তার উপন্যাস পড়ার আগ্রহ অনেক কমে যাবে।

ভাষা অনুসারে সাজানো হলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না কারণ আগের মতোই অসুবিধা হবে। পুরাতন যুগে গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সজ্জিত হত ব্যাপকতর বিষয়ের মধ্যে কালানুক্রমিকতার নীতিকে সামনে রেখে। কিন্তু এ বিন্যাসও

পাঠকের মনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভরিয়ে দিতে পারে না। তাতে গ্রন্থাগারিককে রেখে যেন গাঢ় অন্ধকারে। এরও একমাত্র কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার পুস্তক, বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশনা। তার ফলে পাঠক রুচিবোধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না।

কালক্রমানুসারে সাজানো হলে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহের তারিখ বা পুস্তক প্রকাশনের তারিখ অনুসারে লেখক বা বিষয়ের সন্ধান মিলবে না। লেখকের নাম অনুসারে পুস্তক সাজানো হলে সুবিধা হবে এই যে একই লেখকের বই একসঙ্গে থাকবে। কিন্তু একই বিষয়ের বই একই সঙ্গে থাকবে না। যদি কোন ব্যক্তি *Shakespeare* এর নাটক খোঁজেন তাহলে তার সুবিধা হবে। কিন্তু নাটকের আরো অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন বা আছেন যাঁদের নাম অনেক পাঠক জানেন না, তাঁদের তথ্য পাঠক জানতে পারবেন না।

এখন দেখা গেল যে আকার, ভাষা, কালক্রম, লেখক ইত্যাদি বৈশিষ্ট অনুসারে গ্রন্থাগারে পুস্তক সাজানো হলে পাঠকের খুব বেশী সুবিধা হবে না। তাই এমন কোন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুস্তক সাজাতে হবে যাতে পাঠকের একটু বেশী সুবিধা হবে। পাঠক যা চায় তাই পেতে পারে।

একটি পুস্তক হল জ্ঞান বা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম। সেই তথ্য বা জ্ঞান হতে পারে কাল্পনিক বা বাস্তব। একই রকম জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লেখক তুলে ধরেন কিন্তু মূল বিষয় একই হয়। সুতরাং একটি পুস্তকের সঙ্গে অন্যান্য পুস্তকের সম্পর্ক থাকে। এমনভাবে পুস্তক সাজাতে হবে যাতে একই বিষয়বস্তুর পুস্তকগুলি একই সঙ্গে থাকে এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই ধরনের পুস্তককেও কাছাকাছি রাখতে হবে, যাতে করে পাঠক অনেকগুলি পুস্তক দেখতে পারে এবং তা বিচার বিশ্লেষণ করে একটি বই নিয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। এর ফলে সমস্ত পুস্তক কিন্তু পাঠককে নাড়াচাড়া করতে হয়।

একটি পুস্তকের সঙ্গে অন্যান্য পুস্তকের সম্পর্ক জানা না থাকলে অনেক পুস্তক গ্রন্থাগারে অব্যবহৃত থেকে যায়। তখন অর্থব্যয় বা বহু পরিশ্রম করে যে পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করে রাখা হয়েছে তা সবই বৃথা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি গ্রন্থাগারে ডিউই ডেসিমাল (*22nd ed.*) বর্গীকরণ (*DDC*) অনুসারে পুস্তক সাজানো আছে। একজন পাঠক '*Milk Processing*' সম্বন্ধে জানতে চায়। গ্রন্থাগারে পুস্তকটি '637.1' নম্বরে সাজানো আছে। কিন্তু কতকগুলি সাহায্যকারী পুস্তক আছে যা সাজানো নিম্নলিখিত সংখ্যা অনুযায়ী-

636 - Animal Husbandry
636.21 - Cattle for Specific Purposes (Production, Maintenance)
636.5 - Poultry Chickens
636.7 - Dogs
636.8 - Cats
636.9 - Others Mammals.

(2) Dyamics / Solid Dynamics - এর ক্ষেত্রে-

530 - Physics
531 - Classical Mechanics
531.11 - Dynamics
531.163 - Dynamics (Particle)
531.3 - Solid Dynamics
531.2 - Solid Statics
531.4 - Friction & Viscosity of Solids
531.5 - Mass & Gravity of Solids; Projectiles

পাঠক যদি তার বিষয়ের সঙ্গে এই সব বিষয়ের পুস্তকের সম্পর্ক জানতে না পারে তাহলে অনেক তথ্য খুঁজে নাও পেতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় পাঠক যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোন তথ্য জানতে চায় তা সরাসরি কোন পুস্তকে না থেকে অন্য কোন সাহায্যকারী পুস্তকে পাওয়া যায়। তাই পুস্তক সাজাবার সময় পুস্তকের বিষয়বস্তু অনুসারে সাজাতে হবে এবং একই বিষয়ের পুস্তক যেন একই সঙ্গে থাকে তার ব্যবস্থাও করতে হবে যাতে করে একটি পুস্তকের সঙ্গে সাহায্যকারী পুস্তকের সম্পর্ক বোঝা যায়।

পুস্তকের বিষয়ের নাম অনুসারে পুস্তক সাজানো হলে পুস্তক খুঁজে বের করা পাঠকের পক্ষে খুব সহজ কাজ হবে কারণ পাঠক জানেন তার বিষয়ের নাম - অনেকেই মনে এই ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু এই পদ্ধতির আবার কতকগুলি অসুবিধা আছে:-

ক) সমার্থক শব্দ যদি ব্যবহার হয় তাহলে একই বিষয়ের বিভিন্ন নাম হয়। যেমন কলা, রম্ভা।

খ) একই শব্দের অনেক সময় বিভিন্ন অর্থ হতে পারে - 'হরি' শব্দের অর্থ বিষ্ণু, শিব, যম ইত্যাদি।

গ) একই বিষয়ের বিভিন্ন নাম বিভিন্ন বানানের জন্য বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজালে তা বিভিন্ন জায়গায় স্থান পায়। যেমন বাংলায় গনিত বা অঙ্ক ইংরাজীতে *Mathematics*।

গ্রন্থাগারে যে সমস্ত বই থাকে তা কোন না কোন বিষয়ের উপর থাকে তাই গ্রন্থাগারে এমনভাবে বই সাজানো উচিত যাতে করে *Ranganathan* এর সূত্রগুলির মূল্যায়ন যথোচিত ভাবে পালন করা যায়। তার ফলে পাঠকেরও সুবিধা হবে।

গ্রন্থাগারে যদি পুস্তক ঠিক মতো সাজানো থাকে তাহলে পাঠক তার প্রয়োজনীয় বইটি ব্যবহার করতে পারবে এবং তখন রঙ্গনাথন কথিত প্রথম সূত্রটি 'বই ব্যবহারের জন্য' গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রযোজিত হবে। আবার যেই বইটি পাঠক দেখবে তার পাশে যদি ঐ একই বিষয় ভিত্তিক বইটি থাকে তাহলে সেই বইটিও তিনি দেখতে পাবেন এবং ব্যবহার করতে পারবে।

কোন গ্রন্থাগারে কখনো একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বই রাখা হয় না কারণ সমস্ত পাঠক কখনো একই বিষয়ের তথ্য খুঁজে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেমন রুচির প্রভেদ আছে তেমনি বই এর চাহিদার প্রভেদ আছে বিষয় ভিত্তিক। গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারটিতে চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে এবং পুস্তকগুলিকে পরপর সাজিয়ে রাখে যাতে সমস্ত বইগুলি পাঠক তার রুচি অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। তখন রঙ্গনাথনের দ্বিতীয় সূত্র 'প্রত্যেক পাঠকেরই থাকবে বই' এর প্রয়োগ প্রতিফলিত হবে। আবার গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী কিছু বই ক্রয় করেন যেই বইগুলি খুব বেশী ব্যবহার করতে চায় পাঠক। তাই বলে অন্য বইগুলি পাঠক ব্যবহার করতে চায় না তা মোটেই ঠিক নয়। অর্থাৎ পাঠক নতুন বই চায়। এক্ষেত্রে তৃতীয় সূত্রটি 'প্রত্যেক বইয়েরই থাকবে পাঠক' বলা প্রচলিত গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে।

রঙ্গনাথনের চতুর্থ সূত্রটি হল 'পাঠকের সময়ের অপচয় নিবারণ'। এই সূত্রটি পুস্তক বিন্যাস এর ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক যদি সঠিক ভাবে বিন্যস্ত থাকে তাহলে পাঠক তার প্রয়োজনীয় পুস্তকটি মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যায় এবং কোন সময় নষ্ট না করে তিনি তার কাজে ব্রতী হতে পারেন অর্থাৎ তার প্রয়োজনীয় কাজটি সময়ের মধ্যে সেরে ফেলতে পারেন। তখন ঐ পাঠকটির গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার প্রবনতা বেড়ে যায় এবং গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যাহা গ্রন্থাগারের একটি অর্থনৈতিক অলঙ্কার বাড়িয়ে দেয়।

রঙ্গনাথনের পঞ্চম সূত্রটি হল 'গ্রন্থাগার হল ক্রমবর্ধনশীল' অর্থাৎ গ্রন্থাগারের বই এর সংখ্যা সবসময় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে। এই সব তথ্য গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা হয় যাহা পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হয় বা পাঠক তাদের চাহিদার কথা গ্রন্থাগারিককে জানায় এবং তার চাহিদা মতো তথ্য গ্রন্থাগারিক তুলে দেন পাঠকের হাতে। গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারের জন্য নতুন নতুন প্রকাশিত বই ক্রয় করেন প্রতি বৎসরই, এবং তাকে সাজিয়ে রাখেন উপযুক্ত স্থানে এবং পাঠক তার সময় নষ্ট না করে সেই নতুন নতুন তথ্য যা পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে, তা সংগ্রহ করেন। এই নতুন নতুন পুস্তক গ্রন্থাগারের যেমন ক্রমবর্ধনশীলতার স্বাক্ষর রাখেন তেমনি পাঠকের সংখ্যার বৃদ্ধি করে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতি সাধন করে তোলে।

গ্রন্থাগারে মূল অলঙ্কার হল পুস্তক / বই। পুস্তক না থাকলে যেমন গ্রন্থাগার হয় না, তেমনি গ্রন্থাগারে পুস্তকের বর্গীকরণ না হলে গ্রন্থাগারিকতার ভিত্তি তৈরি হয় না। পুস্তক বিন্যাস বা বর্গীকরণ গ্রন্থাগারের একটি অপরিহার্য মূল কাজ। কোন গ্রন্থাগারে যদি সুসংবদ্ধ বর্গীকরণ থাকে তাহলে কতকগুলি উপকারিতা পাওয়া যায় :

ক) বর্গীকরণের ফলে বোঝা যায় কোন বিষয়ের পুস্তক নেই ফলে পুস্তক নির্বাচনে সুবিধা হয়।

খ) উপযুক্ত বর্গীকরণ পাঠকের পুস্তক সংগ্রহে সাহায্য করে এবং সময় নষ্ট হয় না।

গ) বর্গীকরণের সাহায্যে একটি নূতন পুস্তক সমগোত্রীয় পুস্তকের মধ্যে মঞ্চে *(Shelf)* যথাস্থানে রাখা খুব সহজ কাজ হয়। আবার পাঠক যখন পুস্তক ফেরৎ দেন তখন পুস্তকটিকে যথাস্থানে রাখাও সম্ভব হয়।

ঘ) পুস্তক লেনদেন নথিভুক্ত করার সময় বর্গীকরণ চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকের রুচি বা চাহিদার একটি পরিসংখ্যান তৈরী করা সহজ কাজ হয়।

ঙ) কোন মঞ্চের *(Shelf)* কোন স্থানে কোন বই আছে তা দেখবার জন্য বর্গীকরণ যথেষ্ট সাহায্য করে।

চ) গবেষণার কাজে, গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নে এবং পুস্তকের তালিকা প্রণয়নে বর্গীকরণের মূল্য অনেক বেশী।

ছ) *Shelf List* সাজানো থাকে বর্গীকরণের চিহ্ন অনুসারে, যার দ্বারা গ্রন্থাগারে সংগ্রহের কোন পুস্তক হারিয়ে গেছে কিনা তা জানা যায়।

জ) গ্রন্থাগারে সাময়িক প্রয়োজনীয় সংবাদপত্র, ফটো বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বর্গীকরণের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা যায় এবং তা সহজেই প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায়।

উপরিউক্ত সুবিধা থাকা স্বত্বেও কিছু কিছু অসুবিধা থেকে যায় পুস্তক বিন্যাসের পদ্ধতির মধ্যে। যেমন-

১। বর্গীকরণের ফলে অনেক সময় পুস্তকগুলি বিষয়ের প্রকৃতি, দৃষ্টিকোন এবং পুস্তকের আকার অনুযায়ী মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত হয়ে থাকে।

২। বর্গীকরণের সাহায্যে একই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত পুস্তক একই জায়গায় থাকে না যেমন খনিজ তৈল বা লোহা-এর সঙ্গে অনেক বিষয়ের সম্পর্ক আছে। ভূতত্ত্ব বা রসায়ন, অর্থনীতি, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক আছে। এই সমস্ত বিষয়কে বর্গীকরণের দ্বারা এক জায়গায় রাখা যায় না।

৩। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্ঞানের প্রসার ঘটছে এতই দ্রুত যে অনেক নূতন নূতন বিষয়ের শাখা প্রশাখার উদ্ভব হচ্ছে ফলে বর্গীকরণ পদ্ধতির দ্বারা গ্রন্থাগারে পুস্তক সাজানো খুব কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও এই অসুবিধাগুলি দূর করা যায়। কিন্তু তা কতটা প্রযোজ্য তা বিবেচনা করতে হবে গ্রন্থাগারের সাপেক্ষে।

উপরিউক্ত অসুবিধা থাকা স্বত্বেও গ্রন্থাগারে পুস্তক বিন্যাস প্রয়োজন আছে। একটি ভালো পুস্তক তালিকা এবং বিষয়সূচী এই সকল অসুবিধা দূর করে পুস্তককে ভালোভাবে বিন্যাস করতে সাহায্য করে। কোনো পদ্ধতি অনুসারে কাজ করার সময় কিছু অসুবিধা দেখা যেতে পারে। বর্গীকরণের ফলে কিছু অসুবিধা দূর হয়। অবশ্য ঠিকমত পুস্তক তালিকা যদি প্রতি গ্রন্থাগারে প্রণয়ন করা হয় তাহলে অনেক অসুবিধা দূর করে দেয় এবং সুন্দর ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে সাহায্য করে। তাই কিছু অসুবিধা থাকা সত্বেও সফল গ্রন্থাগারে পুস্তক বিন্যাস প্রথা প্রচলিত আছে এবং থাকবে যার দ্বারা পুস্তক বর্গীকরণের অনেক বেশী সুবিধা হয়। কারণ এই পুস্তক বিন্যাস বা বর্গীকরণ হল একটি গ্রন্থাগারকে সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার অলঙ্কার বা মূল হাতিয়ার।

এই শতাব্দীতে গ্রন্থাগার বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অসীম। প্রত্যেক ডকুমেন্টারের মৌজুদে একটি পুস্তকের মধ্যে যত রকম বিষয় থাকে তা সহজে বিভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধান করা যায় এবং যে বিষয়ের বই তা সহজেই পাঠক নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়।

তথ্য সূত্র ঃ-

১। প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্গীকরণ। পরিচালক রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১।

২। ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। বর্গীকরণ ঃ স্মৃতি স্বরূপ সত্তা। ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা, ২০০৮।

৩। আদিত্য ওহদেদার। গ্রন্থবর্গীকরণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ১৯৯৭।

গ্রন্থাগারে সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা : কিছু প্রসঙ্গ

রাম প্রসাদ মজুমদার

ভূমিকা

তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারের সাথে সাথে আজ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং গ্রন্থাগারেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। সমাজে বসবাস করলে যেমন বিভিন্ন ধরনের অপরাধ তৈরি হয় সেই রকম মানুষ যত বেশি তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করবে ততই প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট আইন ও পরিকাঠামোর অভাবে আজ সাইবার অপরাধ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি আন্তর্জাতিক বিষয় এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নিয়ম ও আইন হওয়ায় সুনির্দিষ্ট সমানভাবে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করা যাচ্ছে না। এর ফলে কিছু সুযোগ সন্ধানী সাইবার অপরাধীরা এর সুযোগ গ্রহণ করছে।

বর্তমানে তথ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি তার সমস্ত তথ্য ভাণ্ডারের ডেটাবেস, ই-বই, ই-পত্রিকা সমস্তটাই ওয়েবে প্রকাশিত করে রেখেছে। এই ই-প্রযুক্তির যুগে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সদা সজাগ থাকতে হবে এই সমস্ত ই-তথ্য গুলিকে সংরক্ষিত করে রাখবার জন্য।

সাইবার অপরাধ

Taber T. (1980) এর মতে এটি হল "any intentional act associated in any way with computers, where a victim suffered or could have suffered a loss, and a perpetrator made, or could have made a gain".

সাইবার অপরাধ হল একটি আইনি বিষয়। এটি সিভিল বা ক্রিমিন্যালের অপরাধের মতো নয়। এটি সাধারণ অপরাধ থেকে আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ — ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি (Intellectual Property) চুরি, গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়া, ডেটা চুরি ও পরিবর্তন করা, কম্পিউটারে ভাইরাসের প্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারের ডেটা চুরি করা, অনুমতি ও শর্ত ছাড়া ই-তথ্য (যেমন - ই-বই, ই-পত্রিকা) ডাউনলোড করা সাইবার অপরাধেরই একটি অংশ। সাইবার অপরাধ কমপক্ষে তিনটি আইনি ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। যথা—

১। যে দেশে সাইবার ব্যবহারকারী বসবাস করে সেই দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর।

২। যে দেশে সার্ভারটি আছে সেই দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর।

৩। যে দেশ থেকে সাইবার অপরাধটি করা হল সেই দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর।

সাইবার অপরাধের প্রকার ভেদ

তথ্য প্রযুক্তির প্রকৃতি, ভাইরাসের প্রকৃতি এবং অপরাধের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সাইবার অপরাধকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—

- Unauthorized access
- Data diddling
- Internet time theft
- Virus / worm attack
- Distributed denial of service attack
- Email Spoofing
- Intellectual Property Crime
- Email bombing
- Salami attack
- Logic bomb
- Trojan attack
- Denial of Service attack
- Cyber pornography
- Cyber stalking

সাইবার অপরাধী কারা?

যে সমস্ত কম্পিউটার শিক্ষিত চালাক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্য কোন কম্পিউটারের অনুমতি ছাড়াই সেই সমস্ত কম্পিউটারের

তথ্য সহজেই ব্যবহার করে থাকে এবং ই-তথ্য ডেটাবেসকে বিকৃত করে থাকে তাদেরকে সাইবার অপরাধী রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এরা সাধারণত কম্পিউটার হ্যাকার্স, কম্পিউটার ক্রিমিন্যাল নামে পরিচিত।

সাইবার অপরাধীদের চরিত্র

Deitel, H.M. এবং Deitel, B (1985) এঁদের মতে—

"Computer Criminals are generally under 30 years of age, outwardly loyal to their companies, have no previous criminal records, are intelligeut, are intrigued by the challenge, fear detection worse than punishment and do not feel that anyone is being hurt by their action."

সাইবার অপরাধীদের কাজকর্মের কোন চাক্ষুষ প্রমাণ থাকে না। এরা খুব সহজেই এদের সমস্ত কাজকর্মের চিহ্ন মুছে ফেলে। তাই এদেরকে সহজে চিহ্নিত করা খুব কঠিন। এরা বুদ্ধিমান, চালাক এবং কম্পিউটারের বিষয়ে অধিক শিক্ষিত হয়।

গ্রন্থাগারে সাইবার অপরাধের প্রকৃতি

নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারে সাইবার অপরাধ ঘটতে পারে।

১। অনধিকার প্রবেশ

কোন সাইবার অপরাধী User-ID এবং Pass word জোগাড় করে অথবা বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাহায্যে সার্ভারে প্রবেশ করে তথ্যের পরিবর্তন এবং তথ্য চুরি করতে পারে। এমন কি User-ID এবং Pass word ও পরিবর্তন করতে পারে।

২। ডেটা পরিবর্তন করা

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের ডেটা সংরক্ষিত করা হয়। যেমন - বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই বিক্রেতার তথ্য, বিল ও চেকের তথ্য, হিসাব সংক্রান্ত তথ্য, পাঠকের তথ্য, বই আদান-প্রদানের তথ্য ইত্যাদি। কোন সাইবার অপরাধী এই তথ্যগুলি যদি ব্যবহার করতে পারে তবে সে সহজেই ডেটা পরিবর্তন করতে পারে এবং গ্রন্থাগারে কাজের ব্যাঘাতও ঘটাতে পারে।

৩। গ্রন্থাগারে নথিভুক্ত নয় এমন পাঠক

গ্রন্থাগারে নথিভুক্ত নয় এমন পাঠকগণ অন্য কারোর (নথিভুক্ত পাঠক বা কর্মচারীর) সাহায্যে ই-তথ্য ব্যবহার করতে পারে। এটিও সাইবার অপরাধের মধ্যে পরে।

৪। সার্ভারে ভাইরাস প্রবেশ ঘটানো

সার্ভারে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস প্রবেশ ঘটিয়ে সমস্ত সিস্টেমটাকে সঠিক পথে চলতে বাধা প্রদান করা।

৫। কম্পিউটার অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা অপরাধ

কম্পিউটার অশিক্ষিত পাঠক ও কর্মচারীর অজান্তে অনেক সময় এই সাইবার অপরাধ হয়ে থাকে। যেমন tapes, Hard-disk এবং CD-ROM থেকে ডেটা মুছে ফেলা।

ইন্টারনেট থেকে প্রলোভন যুক্ত বিজ্ঞাপনগুলিতে ক্লিক করে সিস্টেমে ভাইরাসের প্রবেশ ঘটানো এবং অশ্লীল website গুলি ব্যবহার করা।

৬। শর্ত না মেনে ডাউনলোড করা

এছাড়াও প্রকাশকদের অনুমতি ও শর্ত নিয়ম না মেনে ই-তথ্য (ই-বই, ই-পত্রিকা) ডাউনলোড করা সাইবার অপরাধের মধ্যে পরে।

গ্রন্থাগারে সাইবার নিরাপত্তার কয়েকটি সহজ পদ্ধতি

গ্রন্থাগারে সাইবার অপরাধ থেকে নিরাপদে থাকতে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা উচিত। যেমন—

১। সমস্ত পাঠক ও কর্মচারীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

২। কম্পিউটার গুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য উপযুক্ত অ্যান্টি ভাইরাস ইনস্টল করা এবং সেগুলিকে আপডেট করা দরকার।

৩। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সফ্‌টওয়্যার গুলি দেখাশোনা করা উচিত। যাতে কোন প্রোগ্রাম পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটা দেখা।

৪। নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রন্থাগারে তথ্য ভান্ডারের ব্যাকআপ নেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৫। মাঝে মধ্যে User-ID এবং Pass word পরিবর্তন করে কর্মচারীদের জানানো প্রয়োজন।

৬। ইন্টারনেটের নিরাপত্তার জন্য ফায়ার ওয়াল সংযোজন করতে হবে।

৭। ই-তথ্য (ই-বই, ই-পত্রিকা) ডাউনলোড বা আপলোড

করার আগে প্রকাশকদের শর্ত নিয়ম পড়ার প্রয়োজন।

৮। ইন্টারনেট ব্যবহার করার আগে পুরানো ইতিহাস ও কুকি মুছে ফেলা উচিত।

৯। সঠিক জায়গা থেকে ই-তথ্য ডাউনলোড করা উচিত।

১০। চটকদার বিজ্ঞাপন ও পর্নোগ্রাফিক ই-মেল বা ওয়েবসাইটে ক্লিক না করাই উচিত।

১১। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডরের (ISP) কাছে সুরক্ষিত রাখার সফটওয়্যার নিয়ে ইনস্টল করা দরকার। এগুলি ফিল্টার ও মনিটর করতে পারে।

১২। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কম্পিউটার গুলিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করাই ভালো।

সাইবার অপরাধ দমন পুলিশ কেন্দ্র

বর্তমানে সাইবার অপরাধ ভারতবর্ষে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এই কারণে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI) একটি আলাদা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছে এই সাইবার অপরাধের উপর নজরদারি করার জন্য। বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যেও এই পুলিশ কেন্দ্র গঠিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি সাইবার অপরাধ দমন পুলিশ কেন্দ্রের স্থান ও তাদের URL দেওয়া হল। এদের কাছে সাইবার অপরাধের অভিযোগ করা যেতে পারে।—

	শহর/রাজ্য	URL
1.	Bangalore, Karnataka	www.cyberpolicebangalore.nic.in
2.	Chennai, Tamilnadu	www.chennaicitypolice.org/cyber.htm
3.	Cuttack, Orissa	http://orissapolice.nic.in/news/cyber.htm
4.	Delhi, CBI Cyber Crime Cell	http://cbi.nic.in
5.	Hyderabad, Andhrapradesh	www.cidap.gov.in/cybercrimes.aspx
6.	Kolkata, West Bengal	http://cidwestbengal.gov.in.
7.	Mumbai, Maharastra	http://www.cybercellmumbai.com

উপসংহার

গ্রন্থাগার লাভজনক সংস্থা না হলেও গ্রন্থাগারে যে অমূল্য সম্পদ মুদ্রিত ও ইলেকট্রনিক আকারে আছে তাকে সুসংরক্ষিত করার দায় ও দায়িত্ব গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সাইবার অপরাধীদের হাত থেকে এই সমস্ত সম্পদকে রক্ষা করা গ্রন্থাগারিকদের সামনে এক বড় পরীক্ষা। গ্রন্থাগারিকদের কম্পিউটার জ্ঞানের সাথে সাথে সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়েও জ্ঞান থাকতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের শুধু তথ্য আধিকারিক (Information Officer) হলেই হবে না তাদেরকে তথ্য নিরাপত্তা আধিকারিক (Information Security Officer) ও হতে হবে।

রেফারেন্স ঃ

1. http://www.crime-research.org
2. http://www.international/gc.ca/crime/
3. http://library.igcar.gov.in/readit2007/conpro/s4-ls4-5.pdf
4. http://en.wikipedia.org/wiki/hacking
5. http://en.wikipedia.org/wiki/cybercrime

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০-তে নিয়মিত হচ্ছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস তুলিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গল্পের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে মূল্যবান। যা ইতিমধ্যেই বিদগ্ধজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ এন.বি.এ., বে বুক সেলার্স, কে'জ, বাক উদ্যোগ, প্রেসিডেন্সি, উষা, খোসলা, জার্নাল, বুকল্যান্ড, পরিচয়াদি।

বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি প্রবন্ধী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী ২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল-আলমান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উপন্যাসের ভাষা-মনন, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক নিবন্ধ সমৃদ্ধ, দাম ১০০টাকা।

অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে বই সংগ্রহ করুন।

প্রসঙ্গ ঃ ছোট গ্রন্থাগার ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা

গৌতম মুখোপাধ্যায়

সূচনা

'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' (১৯২৮) প্রবন্ধে লাইব্রেরিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত বলেছেন। গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদকে আগামী প্রজন্মের ব্যবহারের উপযোগী করে রাখতে সংরক্ষণ প্রয়োজন। অমূল্য বলেই তো তাকে সংরক্ষণ করতে হয়। না হলে যে ব্যবহারিক মূল্য থাকে না। কখন যে কার কোন্ গ্রন্থটি নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তা কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। পাঠক বাড়াতে হলে শুধু সংগ্রহ নয় সংরক্ষণও করা দরকার। পুরানো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠককে আকর্ষণ করে, অভিভূত ও রোমাঞ্চিত করে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে কাছে পাওয়া, স্পর্শ করার আনন্দে পাঠকমূল অনাস্বাদিত অননুভূত সুখানুভব করে। তাই গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিক যদি সংগ্রহের পাশাপাশি সংরক্ষণ বাতিকগ্রস্ত হয় তবে মন্দ কি! আজ বোধ হয় সময় এসেছে সেটা হওয়ারই। কত বিচিত্র গ্রন্থ ও অগ্রন্থ সম্পদই না গ্রন্থাগারের সংগ্রহে থাকে! দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও তার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই গ্রন্থাগারে সংগৃহিত গ্রন্থ ও পুঁথির যথাযথ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের একটি নান্দনিক দিকও রয়েছে।

এই প্রবন্ধে ছোট গ্রন্থাগারগুলোর সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল। ছোট গ্রন্থাগার বলতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার, প্রাইমারি ইউনিট লাইব্রেরি, স্কুল গ্রন্থাগার, ক্লাব ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থাকা গ্রন্থাগার যাদের আর্থিক অনুদান খুবই কম ও অনিয়মিত।

সংরক্ষণের ধারণা

গ্রন্থ ও অগ্রন্থ বস্তু নির্মাণে ব্যবহৃত উপাদানের প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে সেগুলি ক্ষয় ও বিনষ্টের প্রকৃত কারণ জেনে সেগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় আনার যে কোন পদক্ষেপ বা ব্যাপকে বা কার্যকে সংরক্ষণ বলা যেতে পারে। সংরক্ষণের ধারণাকে সাধারণভাবে ৫টি মূল ধাপে ভাগ করা যেতে পারে।

১) পরীক্ষা-নিরীক্ষা

২) নিরোধক/নিবারক ব্যবস্থা

৩) আরোগ্যকারী বা সংশোধক ব্যবস্থা

৪) পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা

৫) পুনরুৎপাদী ব্যবস্থা

ছোট গ্রন্থাগার সংরক্ষণে কিছু সমস্যা

আকারে ছোট, স্বল্প সংগ্রহের গ্রন্থাগারগুলোর আর্থিক অনুদান অতি সামান্য। এই সামান্য অনুদানের অর্থে ব্যয় বহুল সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রশ্নাতীত। বড় গ্রন্থাগারগুলো নিরোধক ও সংশোধক বা সংস্কারক কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ধূমঘর (Fumigation Chamber) স্থাপনের ব্যবস্থা করে। বাঁধাই ও ল্যামিনেশন বেশ ব্যয় বহুল। ছোট লাইব্রেরিতে এগুলি চালু করার কথা ভাবাই অবান্তর। স্থানাভাব আরও একটি বড় সমস্যা। তাছাড়া সংরক্ষণ সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকের সঠিক ধারণার অভাবও থাকে। তারা সস্তায় সংরক্ষণ-উপাদান প্রাপ্তি ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। সংরক্ষণ ব্যবস্থা মানেই ব্যয় বহুল ব্যবস্থা এমন ধারণা প্রায় সকলেরই থাকে।

ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযুক্ত কিছু সংরক্ষণ পদক্ষেপ

ব্যয়বহুল সংশোধক ব্যবস্থাকে এড়াতে দরকার নিয়মিত সঠিক নিবারক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গ্রন্থের পৃষ্ঠাকে ক্ষতিকর কীটের হাত থেকে ও পৃষ্ঠার প্রকৃতিগত ক্ষয় আটকাতে উপযুক্ত নিবারক পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবী। নিবারক ব্যবস্থা যত জোরালো হবে ততই গ্রন্থের ক্ষয় কমবে। অল্প খরচে কয়েকটি সহজ সংরক্ষণ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে তার আগে ক্ষয়ের কারণগুলো সম্পর্কে যতটা সম্ভব নিশ্চিত হতে হবে। নিম্নে নিবারক পন্থাগুলো খুবই সহজ ও সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হল ঃ

১) অ্যাসিড চলাচল রুধ ও ধূলিকণা মুক্ত করা

— অ্যাসিড মুক্ত পেপার, ফোল্ডার, বক্স এবং টিস্যু (tissue) ব্যবহার করা।

— নিয়মিত ধুলো মোছা ও পরিষ্কার করা।

— প্রত্যহ অন্তত ১ ঘন্টা করে আলমারি খুলে রাখা।

— অব্যবহৃত বইগুলো মাঝে মধ্যে ঝুলো ঝেড়ে রাখা।

— জুতো বাইরে খুলে পাঠকক্ষে প্রবেশ করা।

২) গ্রন্থাগারকক্ষের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন

— অপ্রয়োজনীয় আলো থেকে আটকানো।

— সম্ভব হলে একজস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা করা।

— পেডেস্টাল বা সিলিং ফ্যান রাখা।

— অতি বেগুনী রশ্মি আটকাতে 'UV-Guard' লাইট লাগানো।

— জানলার কাচে টিটানিয়াম অক্সাইড লাগালে খানিকটা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ হয়।

৩) পাঠকক্ষের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

— সিলিকা জেল (Silica gel) আর্দ্রতা শোষণ করে।

— ঘরের আর্দ্রতা ৪৫%-৫৫% হওয়া দরকার।

— হিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

— ঘস্‌ঘস্ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ায়। তাই ব্যবহার না করাই ভালো।

৪) আলোর নিয়ন্ত্রণ

— সরাসরি সূর্যালোক থেকে স্ট্যাক (stack) কে বাঁচানো।

— স্বাভাবিক আলোর ব্যবস্থা রাখা।

— আলট্রা ভায়োলেট লাইট শিল্ডস, জানালার পর্দা ও অন্যান্য আচ্ছাদন ব্যবহার করা।

— অপ্রয়োজনে আলো না জ্বালানো।

— আলোর তীব্রতা কমানো উচিত।

৫) পতঙ্গ ও ইঁদুরের নিয়ন্ত্রণ

— ফাঙ্গাস (Fungus), মোল্ড (Mould) ও লার্ভা (Larva) থেকে বইকে আটকাতে শুষ্ক বইয়ে ২ থেকে ৫% থাইমল (Thymol) দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

— মিথানল ও থাইমলের সংমিশ্রনে তৈরি গাম (Gum) স্প্রে, 'লিপ অয়েল' স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

— ইঁদুরের ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

— পতঙ্গ নাশক বড়ির ব্যবহার (জিঙ্ক ফসফেট)।

— লাল কাপড়ের আচ্ছাদন অনেকটা রক্ষা করে।

— প্রত্যহ ঝুলো ঝাড়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পতঙ্গের হাত থেকে বাঁচার মোক্ষম পথ।

— ঝাড়াই ও পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেওয়া।

— সিলভার ফিস্ (Silver fish) আটকাতে ব্লটিং পেপারে ১:১ অনুপাতে বোরিক অ্যাসিড ও ময়দা প্রয়োগ করতে হবে।

৬) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

— ধূমপান বন্ধ রাখা

— সিলিকা জেল (Silica gel) ব্যবহার করা

— বায়ু পরিস্রাবণ ব্যবস্থা (Air filtration system) সম্ভবপর হলে করা।

— ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বায়ু পরিশোধক ও প্রেসিপিটেটর ব্যবহার না করাই ভালো।

৭) জল ও আগুন থেকে বাঁচানো

— ইলেকট্রিক ওয়ারিং পরীক্ষা করা।

— জলের পাইপ থেকে জল চুয়ানো বন্ধ করা।

৮) নিরাপত্তার বন্দোবস্ত

— সতর্ক নজর রাখা।

— বইয়ের অযত্ন ব্যবহার আটকানো।

— কেবিনেট ও লক-ডোর ব্যবহার।

— যতটা সম্ভব পাতা-ছেঁড়া ও চুরি আটকানো।

৯) সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ

— সংগ্রহ অগ্রাধিকার স্থাপন

— যোগাযোগসূত্র ও দায়িত্ব গ্রহণ

— অপরিহার্য সংগ্রহ চিহ্নিতকরণ

১০) ভুল সংরক্ষণ পদক্ষেপ না নেওয়া

— নিশ্চিত না জেনে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া

— ভুল পদক্ষেপ ক্ষতি করতে পারে

সংশোধক বা সংস্কারক ব্যবস্থা (Curative measures)

সংস্কারক ব্যবস্থা হল একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া যার কাজ হল রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগ করে নথিপত্রের ক্ষয় রোধ করা। যদিও আজকাল অ-রাসায়নিক পদ্ধতিও বেশ ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

জৈব প্রতিনিধি (Biological Agents)

ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে বায়ুমন্ডলে অতিরিক্ত উত্তাপ, আর্দ্রতা এবং ধূলিকণার কারণে জৈব প্রতিনিধির বৃদ্ধি ঘটে। এই জৈব প্রতিনিধিরা নথিপত্রের বা গ্রন্থের মারাত্মক ক্ষতি করে। যারা এই জীবঘটিত ক্ষয়ে (Biodeterioration) দায়ী তারা হল :-

— ক্ষুদ্রাকার জৈব প্রতিনিধি (Microbiological agent) যথা - ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া

— বৃহদাকার জৈব প্রতিনিধি (Macrobiological agent) যথা - কীট-পতঙ্গ, ইঁদুরাদি

ফাঙ্গাস

—প্যারাসাইট

—স্যাপ্রোফাইট

গ্রন্থাদির ওপর ফাঙ্গাসের ক্রিয়া

— গ্রন্থাদির অবস্থার পরিবর্তন

— ক্ষয় ও দুর্বল করে

— মলিন দাগ ধরে

ফাঙ্গাস নিয়ন্ত্রণ

— গ্রন্থাদি শুষ্ককরণ

— পরিষ্কার করা

— থাইমল ব্রথ স্প্রে

— থাইমল চেম্বারের সাহায্যে ধূপন (Fumigation)

(ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে)

— ২৪ ঘন্টা শুকাতে দেওয়া।

কীট-পতঙ্গ ও ইঁদুরাদি

— বহির্ভাগ (উপরিভাগ) খাদক (সিলভারফিস, বুকলাইস, গ্রন্থকীট, ইঁদুর, আরশোলা, উই)

— অন্তঃর্ভাগ খাদক (গ্রন্থকীট, সিলভারফিস)

কীট-পতঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ

— পাকস্থলী বিষ (Stomach poison)

— সংস্পর্শজনিত বিষ (Contact poison)

— শ্বাসক্রিয়া রোধকারী বিষ (Respiratory poison)

— পতঙ্গ নাশক বড়ি (Insect repellent)

পাকস্থলী বিষ (Stomach poison) :

— মারকিউরিক ক্লোরাইড

— আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড

— আর্সেনিক অক্সাইড

— বেরিয়াম কার্বনেট

সংস্পর্শজনিত বিষ (Contact poison) :

— পিথ্ কীটনাশক স্প্রে

— ছুটির পর বা কোন ছুটির দিন স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়

শ্বাসরোধকারী বিষ (Respiratory poison) :

— প্যারা ডাইক্লোরো বেঞ্জিন

— ইথিলিন অক্সাইড (২৪ ঘন্টা)

— ইথিলিন অক্সাইড ও কার্বনডাই অক্সাইড (১:৯) (৬ ঘন্টা)

— মিথাইল ব্রোমাইড (২৪ ঘন্টা)

কীটনাশক (Insect repellent) :

— ন্যাপথেলিন বল/কেক

— নিমপাতা

— কর্পূর
— রেড চিলি বা শুকনো লঙ্কা
— তামাক পাতা

উইপোকা নিয়ন্ত্রণ

— পিপ
— তৈলাক্ত রাসায়নিক উপাদান

ইঁদুরাদি নিয়ন্ত্রণ

— ফাঁদ
— জিঙ্কে ফস্‌ফাইট ও খাবার (৩%-৫%)
— সোডিয়াম আর্সেনেট ও খাবার (১০%-১৫%)

পুনরুদ্ধার ও পুনরুৎপাদী ব্যবস্থা (Restorative and Reproductive measures) ঃ

উপরোক্ত দুটি প্রক্রিয়াই খুবই ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। ছোট গ্রন্থাগারে এই ধরনের প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সাধন প্রায় সম্ভব নয় বললেই চলে। বইগুলোকে অধিকতর মজবুত বা টেকসই (Reinforce) করতে বাঁধাই ও ল্যামিনেশন করা হয়। অল্প খরচে হাফ-লেদার বাঁধাই, কাপড়ের বাঁধাই কিংবা কার্ড-বোর্ড বাঁধাই করা যেতে পারে। টিসু (Tissue) ল্যামিনেশন তুলনামূলক ভাবে কম ব্যয় সাপেক্ষ।

অনেক গ্রন্থাগার পুনরুৎপাদী ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে পুরানো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কয়েকটি ফটোকপি করে রাখে। সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার না থাকায় রিট্রোকনভার্সন (Retroconversion) বা ইমেজ স্ক্যানিং (Scanning) প্রক্রিয়ার কথা ভাবাই যায় না। অনেক অসুবিধার সত্ত্বেও যদি ছোট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের সংগ্রহে থাকা অমূল্য নথিপত্রগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তাহলে অনেক কম খরচে সংরক্ষণ সম্ভব হয়। আসলে নিজেদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নিজেদেরই যত্নবান ও দায়িত্ববান হওয়াই উচিত।

উপসংহার

উপরোক্ত সবরকম সংরক্ষণ পদ্ধতি হয়তো ছোট গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কার্যকর করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেগুলো সম্ভব সেগুলো কার্যকর করলে কিছুটা সুফল আশা করা যেতে পারে। বোধ হয় সর্বপ্রথমে যেটা দরকার তা হল নিজের গ্রন্থাগারের প্রতি আন্তরিকতা ও ব্যবহারকারীদের উৎকর্ষ সেবা দানের মনোভাব। তাহলে আশ্চর্যজনকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের গ্রন্থাগারের মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করবে। তখন গ্রন্থাগারিকদের পক্ষেও সামগ্রিক সংরক্ষণ কার্য পরিচালনা অনেকটা সহজতর হবে। তবে প্রথম উদ্যোগ গ্রন্থাগারিকদেরই নিতে হবে না হলে বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পুঁথি অকালেই নষ্ট হবে। 'মানবস্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে'—একে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম গ্রন্থাগারিককে অকপটে স্বীকার করতে হবে। সঞ্চয় বহুলতার দ্বারা সাধারণের মনকে অভিভূত করা যায়। কিন্তু গ্রন্থাগারের সার্থকতা নেই। গ্রন্থাগারের সার্থকতা এর নিত্য ও বিচিত্র ব্যবহারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
শ্রীমতী মালবিকা ঘোষ, সহকারী গ্রন্থাগারিক ও তথ্য আধিকারিক, সংরক্ষণ বিভাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।

হাসাতে যাদের ধান্দা, পড়াতে তাদের ধান্দা
কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র
প্রতি সংখ্যায় সব্যসাচী মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।
পত্রপাঠ
সবচেয়ে সস্তা মাসিক দাম: মাত্র ৮ টাকা
98300 52182
92315 59717
১০ জে. জর্জ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯
বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কোচবিহার জাগ্রত মিলন সংঘ ও পাঠাগার, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি'০৯ তারিখে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন কর্মসূচি হয় কোচবিহার জেলার ধরপলের জাগ্রত মিলন সংঘে ও পাঠাগারে। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির স্থায়ী সভাপতি কমল কুমার দে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন পরিচালন সমিতির এল.এল.এ. সদস্য হীরালাল দে এবং গ্রন্থাগারিক তপন রায়। প্রতি বছরের মতো এবারও 'একুশে' নামে প্রাচীর পত্রিকা ২০০৯ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়। প্রাচীর পত্রিকার শীর্ষক ও চিত্র অলংকৃত করেন গ্রন্থাগারের অন্যতম সদস্য শিল্পী মধুসূদন দাস।

প্রতিবেদক—জয়ন্ত সাহা

জিতেন্দ্রলাল সাব-ডিভিশন লাইব্রেরি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

জিতেন্দ্রলাল মহকুমা গ্রন্থাগার ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষ্যে দুপুর ১২টা থেকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন শ্রী আশীষ ব্যানার্জী, বিধায়ক, রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র, শ্রী গৌরচন্দ্র ঘোষ, সভাপতি, শ্রী নির্মল কুমার ব্যানার্জী, সম্পাদক, শ্রী বিভাস রায়চৌধুরী, সদস্য, শ্রীমতী মৌসুমী মুখার্জী, সদস্যা, জিতেন্দ্রলাল মহকুমা গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি, শ্রী মানস দাস, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক, রামপুরহাট, শ্রী অমিত চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, টুরকু হাঁসদা-লেপসা হেমব্রম; ডঃ বীরেশ্বর সিংহ, শ্রী কাঞ্চন সরকার, সম্পাদক, নয়া প্রজন্ম, শ্রী মানবেন্দ্র অধিকারী, সহ-সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলা শাখা, বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে আগত কর্মীরা এবং গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে আগত মাননীয় ব্যক্তিবর্গ।

কবিতা আবৃত্তি, গান ও নাটিক এবং আলোচনাচক্র দিয়ে এই মহান দিবসকে স্মরণ করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। ১ম হয় সুকৃতি মুখার্জী, ২য় শ্রীদাম ঘোষ এবং ৩য় মধুমিতা মণ্ডল।

প্রতিবেদক—গৌতম ব্যানার্জী

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তাকাগার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ২১-০২-২০০৯ তারিখ গ্রন্থাগারের রমেশ স্মৃতি মঞ্চে ভাষা শহিদদের স্মরণে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও অমর শহিদদের আত্মবলিদানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বিশেষ অতিথি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তথা মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক মাননীয় আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) মহাশয়। 'আকাশের নীচে' এবং 'পীয়া' পত্রিকার ২১শে সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশেষ অতিথি মহাশয়।

প্রতিবেদক—তপন কুমার চক্রবর্তী

ফ্রেন্ডস্ ক্লাব লাইব্রেরি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০০৯

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে ফ্রেন্ডস্ ক্লাব লাইব্রেরি (জগাছা, হাওড়া) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিকাল ৪টার সময় অনুষ্ঠিত হয় বানান ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার সময় অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এই তিনটি প্রতিযোগিতাতে প্রায় তিন শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং এদের সকলকে লাইব্রেরির পক্ষ থেকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সন্ধ্যা ৬টার সময় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে আলোচনা সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রী দেবব্রত মান্না (সহঅধিকর্তা, রাজ্যগ্রন্থাগার পরিসেবা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), মাননীয় শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক (গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার), মাননীয় শ্রী অমিত কুমার পাল (গ্রন্থাগারিক, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার), মাননীয় শ্রী সমীর সাহা (সদস্য, মেয়র পরিষদ, হাওড়া পুরনিগম). লাইব্রেরির পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী দ্যোত কুমার ঘোষ ও সম্পাদক শ্রী জ্যোতির্ময় মুখার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী আবৃত্তি করেন তরুণ সংঘ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক মাননীয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আলোচনা সভায় সকল বক্তাই বর্তমান সময়ের নিরিখে মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা সভার শেষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভায় আগত বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সমগ্র অনুষ্ঠানগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ও সভার সভাপতিত্বে ছিলেন লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক মাননীয় শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত গুনীজনদের অভিনন্দন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক—শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এবং বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসন ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় গত ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ মহকুমা গ্রন্থাগারের সভাগৃহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। রামানন্দ কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের তাৎপর্য সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। অন্য বক্তা খেমকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুপ্রিয়প্রসন্ন মিশ্র মহাশয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে ইউনেস্কোর বক্তব্য সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমহাদেব লোহার, উপশাসক, বিষ্ণুপুর মহকুমা সরকারি কাজে বাংলা ভাষাকে কিভাবে আরও ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে সকলকে ভাবনাচিন্তা করে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান। আলোচনা পর্যায়ের সঞ্চালক ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীরাজর্ষি মৈত্র। শ্রীমতী নিলীমা সিংহদেবের পরিচালনায় গীতি আলেখ্য, গান ও আবৃত্তি সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যবৃন্দ সমেত অনেক গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক—সজীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার
''নারীর ক্ষমতায়ণ সম্পর্কিত আলোচনা সভা''

গত ২৮শে জানুয়ারি, ২০০৯ বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক শ্রী দীপঙ্কর মণ্ডল মহাশয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা আদালতের বিচারক শ্রীমতী কুসুমিকা দে মিত্র ও শ্রীমতী নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষিকা ও বিষ্ণুপুর পৌর কাউন্সিলর শ্রীমতী বেলা দাস ও শিক্ষক শ্রী হরিপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়। শ্রীমতী বেলা দাস নারীকে শুধুমাত্র কন্যা, জায়া, জননী করে না রেখে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কথা বলেন। শ্রী মিত্র নারী ক্ষমতার কিছু অপব্যবহার এর কথা উল্লেখ করে সকলকেই সমান হিসাবে গণ্য করার আবেদন জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহকুমা তথা আধিকারিক শ্রী রাজর্ষি মৈত্র। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রী সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে মহকুমা আদালতে সি.জে.এম. শ্রী বি. দাস, আইনী সহায়তার বিচারক শ্রীসাহু সহ অনেক আইনজীবি ও গ্রন্থাগারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক—সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ)
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ০৯, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' গ্রন্থাগারে পালিত হল। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কালনা বিধানসভার বিধায়ক শ্রীমতী অঞ্জলি মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার পরিচালন কমিটির সভাপতি শ্রী নিমাই চাঁদ দে মহাশয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষব্রতী শ্রী রামদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিমারকোস রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহ-সম্পাদক স্বামী মুক্তানন্দ মহাশয়, শিক্ষক শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী বনজ রায় মহাশয়, পাঠাগার কমিটির সম্পাদক শ্রী রামচন্দ্র নন্দী মহাশয়। বসে আঁকো, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে পাঠাগারের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে মহান শিক্ষব্রতী ও সমাজসেবী শ্রী রামপদ চট্টোপাধ্যায় আবারও দশ হাজার টাকার এক চেক্ গ্রন্থাগারিকের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রী সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সহযোগিতা করেন শ্রীমতী মঞ্জু দত্ত, শ্রী মানস নন্দী ও শ্রী অমিত নন্দী মহাশয়।

প্রতিবেদক—শ্রী সনৎ ব্যানার্জী

শোক সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহ সম্পাদক ও অফিস কর্মী ননীগোপাল বসাকের জীবনাবসান হয়েছে বিগত ৪ঠা অক্টোবর, ২০০৯। তিনি কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স ও স্ট্যাটিস্টিক্সের অধীন কমার্শিয়াল লাইব্রেরির কর্মী ছিলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর তার জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর ৮০ বছর বয়স হয়েছিল। তিনি স্ত্রী, কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা
২৪ পরগণা জেলা পরিষদ ভবন (একতলা)

১০ম জেলা সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৫ই নভেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার ১০ম সম্মেলন হাবড়া কামারথুবা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে বেলা ১১টায় নিম্নে বর্ণিত সূচি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। জেলার সমস্ত সদস্যদের ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্য বিষয় সমূহ

১. বিগত সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
২. সম্মেলনের প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
৩. ২০০৯-১১ সালের জন্য জেলা কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন
৪. বিবিধ (সভাপতির অনুমতিক্রমে)

আবদুল মজিদ
জেলা সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
উত্তর-২৪ পরগণা জেলা শাখা

সম্মেলনের কর্মসূচি

১. রেজিস্ট্রেশন — সকাল ৯টা (রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রত্যেক সদস্যকে ১০০.০০ টাকা প্রতিনিধি ফি দিতে হবে)
২. সম্মেলন শুরু — বেলা ১১টা
৩. মধ্যাহ্ন ভোজন — বেলা ২টা

বিঃদ্রঃ পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত ধারাগুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

(ক) যে ব্যক্তির নাম সদস্যতালিকা ভুক্তিকরণের তারিখ থেকে ১২ মাস পূর্ণ হয়েছে এবং যাঁর চাঁদা ২০০৯-২০১০ অবধি দেওয়া আছে তিনি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

(খ) জেলা কমিটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে তাঁর বৈধ সদস্যপদ থাকা চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে নিয়মানুগভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। মনোনয়নপত্র কেন্দ্রীয় কমিটির অনুরূপ এবং জেলা কমিটির অফিসে পাওয়া যাবে। (মনোনয়নপত্র জেলা কমিটির অফিস থেকে ২রা নভেম্বর, ০৯ পাওয়া যাবে) মনোনয়নপত্রে একজন প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষর থাকতে হবে। মনোনয়নপত্র যথাবিহিত পূরণ করে জেলা কমিটির অফিসে আগামী ১১ই নভেম্বর, ০৯ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের মধ্যে জমা দিতে হবে। নিয়মানুযায়ী প্রস্তাবক ও সমর্থকের বৈধ সদস্যপদ থাকা চাই। অন্যথায় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় ১৩ই নভেম্বর, ০৯ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট। মনোনয়নপত্র স্কুটিনি হবে ১২ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়।

(গ) বৈধ সদস্যদের তালিকা জেলা কমিটির কার্যালয়ে ও পরিষদ ভবনে দেখা যাবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতিপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

(ঙ) যে যে পদে নির্বাচন হবে তা হল

(ক) জেলা সভাপতি (খ) জেলা সহ-সভাপতি - ২ (গ) জেলা সম্পাদক (ঘ) জেলা সহ সম্পাদক (ঙ) জেলা কোষাধ্যক্ষ (চ) জেলা কমিটির সদস্য-৫। সম্মেলন থেকে অডিটর নিয়োগ করতে হবে।

সম্মেলনে পৌঁছানোর নির্দেশিকা ঃ

ধরাসাত থেকে MM3 বাসে কামারথুবা নামতে হবে। হাবড়া ষ্টেশন থেকে ভ্যানে করে কামারথুবা এবং বনগাঁ-দক্ষিনেশ্বরগামী ও বসিরহাট থেকে DN-12/1 বাসে নগরউখড়া মোড়ে নেমে ভ্যানে করে কামারথুবা যেতে হবে।

চিঠিপত্র

মাননীয় 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক
সমীপেষু,

মহাশয়,

বর্তমান পত্রলেখক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি নিয়মিত পাঠ করার বিশেষ কারণ দুটি—এক. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগারবিদ্যা চর্চার বিষয় বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারা এবং দুই, ওই চর্চার মানের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা। আমার অভিজ্ঞতায়, বলতে বাধা নেই, ভালো মন্দ দুইই লক্ষ করে থাকি। আমি এ-রকম অবাস্তব চিন্তার অংশীদার নই যে আমাদের চারপাশের সমাজে ও জীবনে সবই নিরবচ্ছিন্ন ভালো বা মন্দ দিয়ে ভরা থাকবে। তবে ভালোর মাত্রাটা যদি বাড়ে এবং মন্দর দিকটা যদি কমে তবে মনে মনে একটু স্বস্তি পাই। যাহোক, আপাতত আমার চিঠির উদ্দেশ্য 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার শ্রাবণ ১৪১৬ সংখ্যায় গৌতম মুখোপাধ্যায়-এর লেখা 'তথ্য ও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান : গ্রন্থাগারিকের হাতিয়ার' প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা—

১) বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রবন্ধ খুব কমই লেখা হয়। যত বেশি লেখা হয় ততই ভালো।

২) প্রবন্ধকার 'জীবন পঞ্জীর উপাত্তসার (Biodata elements)' অংশে লিখেছেন—"এর মধ্যে সাধারণত ... (যে) বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হবে ..." তার মধ্যে অন্যতম 'বিষয়' হিসেবে রয়েছে "পিতার পেশা"। এখানে আমার প্রশ্ন 'মাতার পেশা' কেন থাকবে না?

৩) প্রবন্ধে 'উদ্ধৃতিদান পরিলেখ (Citation Profile)' অংশে লেখা হয়েছে—"উদ্ধৃতিদান বিশ্লেষণ সমীক্ষা (cito analytical study) চালিয়ে গবেষণাপত্রের মান নির্ণয় করা যায়।" এভাবে পরিমাণগত (quantitative) মান যে নির্ণয় করা যায় এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন গুণগত (qualitative) মানও কি নির্ণয় করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে গুণগত মানের মাপকাঠি এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কতখানি নির্ভরযোগ্য?

আশাকরি প্রবন্ধকার আমার প্রশ্নের উত্তর যদি সম্ভব হয় তবে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করবেন।

বিনীত
(অরুণ ঘোষ)

৩রা আগস্ট, ২০০৯

Gutenbergs
Specialist in Library equipment
Accession Register, Journal Register, Binding Register, Issue Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Call-No Card, Accession Card, Book Taking Card, Guide Card, Book Pocket Book Card, Date Label Slip, Readership Slip, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Set, Periodical Display Board, Shelf Rack, Shelf Almirah, Book Cart, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Repairing Set, Pest Control, News Paper Stand,
58, College Row, Kolkata-700 009, Ph : (R) 2412 2641, (M) : 9830172671 (O) : 6588 5779

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর
গ্রন্থাগার দিবস ২০০৮ উদ্‌যাপন

২০শে ডিসেম্বর ০৮, গ্রন্থাগার দিবস এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪ঠা জানুয়ারি, ২০০৯ রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পীযূষ কান্তি জানা মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার কমিটি সভাপতি দেবদাস ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী সহ ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা কমিটির সম্পাদক মিলন কুমার সরকার তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে গ্রন্থাগার দিবস এর গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক মাননীয় বিকাশ রায় বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করেন এবং গ্রন্থাগার দিবস এর গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

মাননীয় শ্রী অশোক রায় সদস্য, রাজ্য কার্যনির্বাহক কমিটি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগার দিবস এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান সমস্যা ও সমাধানের কথা তুলে ধরেন।

মাননীয় শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী-রাজ্য সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকেই সমিতি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করে এসেছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার কথা বলতে গিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা তুলে ধরেন।

মাননীয় শ্রী মধুসূদন রায় - শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ বলেন - গ্রন্থাগারকে মানুষের কাছে যেতে হবে।

এরপর গত ১৫-২২শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে যে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

সভাপতি ডঃ পীযূষ কান্তি জানা মহাশয় সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থপগারিকদের গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়নের আহ্বান জানান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সবার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক—মিলন কুমার সরকার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ও সদস্যাদের প্রতি

পরিষদের সাধারণ সদস্য-সদস্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা সময়মতো পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ না করিলে গ্রন্থাগার পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না। সদস্য/সদস্যাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্ম সচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব ২০০৯

গত ২৫শে জুলাই ২০০৯ (শনিবার) বিকেল ৪টা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় 'ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব ২০০৯'। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়েছে এবং অবশ্যই এই অনুষ্ঠানটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগীতা ছাড়া কখনোই এত সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র সংযোগ উপসমিতির সভাপতি শ্রী পুলক কর এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী মলয় রায়।

অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে অনুষ্ঠানটির সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধন সূচিত হয়েছিল। তারপর সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তারপর সভাপতি ও অতিথির মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদানের পর প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানসূচি সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত, নৃত্য ও শ্রুতিনাটকে সংমিশ্রিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যা খুবই উপভোগ্য ছিল এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা-রা তাদের পুরানো স্মৃতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতার আমেরিকান গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর ডঃ সুশান্ত ব্যানার্জী আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরেন এবং এই আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত থেকে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের উপঅধিকর্তা শ্রীমতী স্বপ্না রায় তাঁর যে সু-মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন তা অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রা এনে দেয়।

প্রতিবেদক—সঞ্জয় গুহ

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

কোচবিহার জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি পালন

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি'০৯ তারিখে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্নলিখিত দাবি দাওয়া আদায়ের দাবিতে সমস্ত জেলা কমিটি, মহকুমা কমিটি ও ব্লক কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়। দাবিগুলো হল :

১। পে-কমিশনের বর্ধিত বেতন সরকারি কর্মচারীদের মতো এপ্রিল মাসের মধ্যে বিল করে মে মাসে কর্মীদের বেতনের সাথে দিতে হবে।

২। মৃত কর্মীদের পোষ্যদের দ্রুত চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। জে.এল.এ. পদে দ্রুত নিয়োগের কাজ শেষ করতে হবে।

৪। ভাঙ্গা মাসের ইনক্রিমেন্টের সমস্যা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সমাধান করতে হবে।

৫। গ্রন্থাগার কর্মীদের আইডেনটিটি কার্ডের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

৬। কর্মীহীন গ্রন্থাগারে দ্রুত কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। সার্ভিস বুকের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে কর্মীদের হাতে ডুপ্লিকেট (নকল) সার্ভিস বুক প্রদান করতে হবে।

৮। কর্মীদের বদলির বিষয়ে কর্মী সমিতির সাথে আলোচনা করতে হবে এবং ট্রান্সফার সাব-কমিটির বদলে পূর্ণাঙ্গ এল.এল.এর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৯। কাজের আধুনিকীকরণের জন্য দ্রুত ডি.এল.ও. অফিসে কমপিউটার কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডেপুটেশন কর্মসূচি প্রদানের পূর্বে সকল সদস্যদের সামনে ডেপুটেশন কর্মসূচির বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আশুতোষ পাল, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা কমিটির সভাপতি তপন রায়, সম্পাদক চন্দন গুহ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা কোষাধ্যক্ষ দেবাশিষ গুহ নজুমদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মহাশয় উক্ত দাবিগুলো অতি দ্রুত সুষ্ঠভাবে সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পরে ডেপুটেশন কর্মসূচির কাজ সমাপ্ত করা হয়।

প্রতিবেদক—জয়ন্ত সাহা

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগে বয়স্ক শিক্ষা এবং সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ে সেমিনার

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এবং ইউ জি সি-র অর্থানুকূল্যে ২৭শে মার্চ, ২০০৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারাল্ড বাওয়ার ক্যাম্পাসে একটি এক-দিবসীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'বয়স্ক শিক্ষা এবং সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা'।

বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীতের দ্বারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বিভাগীয় প্রধান শ্রী সলিল চন্দ্র খান। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সনৎ কুমার ঘোষ, ডীন, অধ্যক্ষ কলা অনুষদ। তিনি বয়স্ক শিক্ষা এবং সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেন। মুখ্য অতিথি শ্রী কিশোর কৃষ্ণ ব্যানার্জী, নির্দেশক, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, নিরক্ষরতার সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে সদ্য-সাক্ষরদের জন্য রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল কারণ অধিকাংশ গ্রন্থই লেখা হয় শিক্ষিত পাঠকের জন্য। বিভাগীয় অধ্যাপক পিনাকী নাথ মুখোপাধ্যায় মূল ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস মহাশয়। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বিভিন্ন কারণে যথাসময়ে শিক্ষার সুযোগ পান নি কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের লব্ধ জ্ঞান সমাজের অমূল্য সম্পদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয় বিভাগীয় প্রভাষক শ্রী সুদীপ রঞ্জন হাটুয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে।

প্রথম টেকনিক্যাল সেশনে বক্তব্য রাখেন কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা যাঁরা বয়স্ক শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার পরিসেবার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অধ্যাপক উৎপল কুমার নন্দী, স্টেট রিসোর্স সেন্টার ফর অ্যাডাল্ট এডুকেশন, পশ্চিমবঙ্গ, জানান তাঁদের এই সংস্থা রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষার জন্য কীভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে জড়িত সমস্যাগুলিও ব্যাখ্যা করেন। শ্রী দেবব্রত মান্না, সহ-অধিকর্তা, ডাইরেক্টরেট অফ লাইব্রেরি সার্ভিসেস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তাঁর বক্তব্যে রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্যবান পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করেন। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করেন যে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নিয়ম-কানুনগুলির বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অধ্যাপক পিনাকী নাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম টেকনিক্যাল সেশনের সংযোজকের দায়িত্বে ছিলেন।

দ্বিতীয় টেকনিক্যাল সেশনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা, প্রাক্তন চীফ লাইব্রেরীয়ান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি তাঁর জীবনের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন। ডঃ জগৎপতি সরকার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা তাঁর বক্তব্যে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে কতগুলি সম্ভাব্য উপায়ের কথা আলোচনা করেন।

মুখ্য বক্তাদের বক্তব্যের পরে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের সি এল আই এস সি এবং এম এল আই এস সি-র কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী তাদের প্রশ্ন তুলে ধরেন। অধিকাংশ প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয়। দ্বিতীয় টেকনিক্যাল সেশনের সংযোজনায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত মহাশয়।

বিভাগীয় প্রধান শ্রী সলিল চন্দ্র খান মহাশয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এই এক-দিবসীয় সেমিনার সমাপ্ত হয়।

প্রতিবেদক—শ্রী সলিলচন্দ্র খান

গ্রন্থাগার পরিসেবা সচেতনতা শিক্ষা শিবির
২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯, স্থান ঃ কালিয়াগঞ্জ নজমু নাট্য নিকেতন

গত২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ কালিয়াগঞ্জ নজমু নাট্য নিকেতন, উত্তর দিনাজপুর জেলা, গ্রন্থাগার পরিসেবা সচেতনতা শিক্ষা শিবির রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ও উত্তর দিনাজপুর স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা, বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি ভারতেন্দ্র চৌধুরী, এল.এল.এ চেয়ারম্যান অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষকান্তি দত্ত মহাশয়। সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির জেলা সভাপতি জয়ন্ত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রানগোপাল করাতি এল.এল.এ সদস্য সৌর্যেন্দ্র কুমার হর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আলোচনার উদ্বোধক ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রানগোপাল করাতি। ৫৮টি মধ্যে সব পঞ্চায়েতেই এখন গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায়নি। এই শিক্ষা শিবিরে জেলার ৫৪টি গ্রন্থাগারের কর্মী সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির সম্পাদক, এল.এল.এ কর্তৃক মনোনীত সদস্য, পঞ্চায়েত মনোনীত সদস্য মোট-২১৬ জন উপস্থিত হন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সভাপতি এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ সাহা সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালন বিধি প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি গ্রন্থাগার পরিসেবা ও প্রশাসনের সর্বশেষ সংশোধন সহ মোট ২২টি ধারার সবিশেষ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি-এর সাধারণ রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কিভাবে তথ্য পরিসেবা দেওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিকের দায় দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত উত্তর দেন রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। রায়গঞ্জ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সম্পাদক তার লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্য পেশ করেন এল.এল.এ মনোনীত সদস্য নৃপেন্দ্র নাথ সরেন। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ সাহা এবং শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রত্যেক শিক্ষণরত আগত প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দেন। সভার সভাপতি গ্রন্থাগার পরিসেবা এবং প্রতিটি মানুষের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দিগেন্দ্র নাথ রায়।

প্রতিবেদক—বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

চৌ পুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আলোচনা সভা, কবিতা, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু করা হয়-"ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন - পাঠাগারের সংস্কৃতি বিভাগের সদস্য তথা শিক্ষক, বিশু দত্ত, গ্রন্থাগারিক, বিষ্ণুপদ ঘোষ, কমিটি সদস্য গৌতম মৌলিক, জীবন রায় এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি সুরেশ সিংহ মহাশয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা পরিবেশন করে। সঙ্গীত পরিচালনায় সোনালী দত্তের প্রশংসা করেন উপস্থিত সকলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল পাঠাগারের সদস্য ও সদস্যাগণ, শিশু-কিশোরগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, পঞ্চায়েত সদস্যা মিনতী রায় সহ গ্রামের সুধীগণরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশু দত্ত এবং সহযোগীতা করেন পাঠাগারের সম্পাদক নিখিলেশ রায় মহাশয় ও অন্যান্যরা।

প্রতিবেদক—বিষ্ণুপদ ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

৫১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৮-২০ ডিসেম্বর
ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, কদমতলা, হাওড়া

এবার ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত গ্রন্থাগার সংগঠক, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমীক ব্যক্তিদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এবার আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে—

১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

এই দুটি বিষয়ের উপর নিবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। নিবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে। সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য নিবন্ধগুলি ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে পরিষদ ভবনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিবন্ধ বাংলায় ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন রেখে লিখে পাঠাতে হবে। নিবন্ধগুলি সম্পাদনার অধিকার সম্পাদকের। কপিরাইট পরিষদের। অন্যত্র প্রকাশিত নিবন্ধ গ্রহণ করা হবে না।

নিবন্ধের সূত্রগুলি নীচে দেওয়া হল —

১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে)

১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক আলোচনা

১২ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, শিক্ষণের পরিকাঠামো, শিক্ষণের মাধ্যম, শিক্ষণ কাল ইত্যাদি

১৩ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম

১৪ বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থা/মূল্যায়ন ব্যবস্থা - লিখিত, মৌখিক, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদি

১৫ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োগে শিক্ষানবিসী ব্যবস্থার রূপরেখা

১৬ নিরন্তর, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রিফ্রেশার কোর্স সম্পর্কিত বিষয়

২ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

২১ সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত ও স্বেচ্ছাসেবী পরিচালিত গ্রন্থাগার)

২২ শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার - বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২৩ বিশেষ ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার

২৪ তথ্য ব্যবস্থা

কৃষ্ণপদ মজুমদার
কর্মসচিব

GRANTHAGAR

Vol. 59 No.6 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda September, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Library and Information Science (LIS) Education System in West Bengal (Editorial) p.179

The LIS education system in West Bengal is going through a difficult situation. Apart from the Government recognised institution, some private organisations are also offering certificate courses in LIS. Questions raises regarding the standard of study and teaching in these private organisations' running courses. Naturally the future of the passed-out students is uncertain.

Again UGC recognised integrated M.Lib.I.Sc for two years may also start in West Bengal which faces the basic question of feasibility in the present situation, because it will clash with the existing systems in many respects. The 51st Bengal Library Conference will discuss this issues and hopefully a possible solution will come out from the discussion.

Library Movement In Bengal and the History of Bengal Library Association-by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.180-183

In this part of the serialized article the author described about the memorandum submitted to the Governor in absentia regarding implementation of Pay Commission's order, Increase of library budget allocation, implementation of UGC's pay scale in colleges and universities etc. The article also discussed about the Delhi tour of representatives of BLA and IASLIC on 17th August 1970,improvement of the Jadavpur University Library, the 26th Bengal Library Conference of 1969,the meeting of the college and university librarians on 27th September 1969,the inauguration of Rabindrasadan Library on 8th May 1970,the All Bengal Library Employees Convention on 8th August 1970, etc.

Role of Public Library In Rural Development - by Abhijit Pramanik. p.184-187

The author discusses about the importance of public library with special reference to rural situation where different kinds of services may be provided for the rural people for their overall development. Services like book issue and return and use of reading room, reference service, referral service, special services for differently abled and aged people, promotion of national integration, children's and young adult's section, organisation of educational and entertainment programme, mobile library, spreading of literacy, etc. are discussed in details.

Electronic Medium and Problem of Rural Library and its solution- by Shanti Kumar Roy. p.188-189

In this era of electronic medium, people are gradually being addicted to the overpowering world of television and neglecting the importance of library. The Government of West Bengal may use the rural libraries to project their various developmental programmes where people will come to know about those plans and policies. These libraries can also take active part in Sarvasiksha Abhiyan. The author suggests use of computer career guidance books, text books, children's section,etc in the rural library with a possible increased budget allocation.

An Almost Dying Library-by Malay Roy. p.190-191

In this article the author describes about an age old library in Pune-the Albert Edward

Institute Library which started functioning in 1875, which is now working in a poor condition. The author urges for the revival of old glory of the library in a proper way.

Information Service of Public (Rural) Library: Some aspects- by Binoykrishna Goswami. p.192

The author suggests some of the ways of providing information service to the rural people depending on the actual need of the locality. The librarian has to act efficiently with proper training and attract the rural people towards the library which will work as a link between the outer world and rural culture.

Book Review- by Dr.Shyamal Roychoudhry. p.193-195

The author reviewed the book entitled "Adhunik Granthagar O Tathyabijnaner Ruprekha" by Shantibhushan Deb.

Library Workers' News. p.196

1.The International Mother Language Day was celebrated by the 20th Maida District Booktair Committee on 21st February *2009*.

2.The inauguration of a new building of Gayera Sari Young Men's Library and Club (Maida District) was held on 19th February 2009 with the financial help of the Government of West Bengal.

Library News. p. 197-199

1.Platinum jubilee celebration of Bhadrakali Bipin Behari Dey Memorial Library was inaugurated on 4th January 2009. Reported by Amita Chattopadhyay.

2. Memari Municipality,Memari Milan Sangha Town Library, Agnibeena Cultural Institution, and the West Bengal Democratic Writers and Artists Forum of Memari jointly organised a programme to mark the International Mother Language Day on 21st February 2009. Reported by Rupnarayan Roy.

3. The International Mother Language Day was celebrated by the Joypur Aadhata Deshbandhu Rural Library on 21st February 2009 with inauguration of a wall magazine.

4.Like every year, the Chinsura Kishor Pragati Sangha Town Library celebrated the International Mother Language Day on 22nd February 2009 through a discussion programme. Reported by Amiya Kumar Dutta.

5. The International Mother Language Day was celebrated by the Subhash Pathagar, Jalpaiguri on 21st February 2009. Reported by Haradhan Brahma.

6. Lataguri Netaji Pathagar organised a programme to mark the International Mother Language Day on 21st February 2009. Reported by Ashim Kumar Moitra. ;

7. The Department of Library and Information Science of Kalyani University, the Central Library and the Open and Distant Learning Centre jointly organised a programme "The World Book Day" on 2nd April 2009 at the Vidyasagar auditorium of the University. Reported by Tapas Saha.

Association News. p. 200

1. The Bengal Library Association, Uttar Dinajpur constituted a working committee for the next two years through a meeting on 1st September 2009. Reported by Binoykrishna Goswami.

2. The Booktair Committee of Maida district, the Bengal Library Association and WBPLEA jointly organised the 119th birthday celebration of noted poet Kazi Nazrul Islam on 26th May 2009.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী** মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

ii) **রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।**

iii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

iv) **রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।**

৫. **প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।**

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল ঘটনা সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** লিখে হবে। পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো এবং দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে, বিশেষজ্ঞের দ্বারা সংবাদ সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করা সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. **গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

UBLISHED ON 25TH OF EVERY
NGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R.N. 2674/57

GRANTHAGAR

l. 59 : No. 7 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda October, 2009

CONTENTS

Page

oblems of Public Library Employees in West Bengal (*Editorial*) 207

olanath Panja

Library & Classification of books 208

mprasad Majumder

Cyber crime in Library and its protection : a review 212

utam Mukhopadhyay

Small Library & its documents' [illegible]tion system 215

RARY NEWS 219

ITUARY 221

TICE : 10TH NORTH 24PGS. BLA DIST. CONFERENCE 222

TTERS TO EDITOR 223

SOCIATION NEWS 224

RARY WORKERS' NEWS 226

TICE : 51ST BENGAL LIBRARY CONFERENCE 228

GLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 6) 229

Section
RECEIVED FOR ONWARD [illegible]
University Librarian

nted & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. neme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, bsite :http://www.blacal.org, Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, one : 9831161961. *Editor* : Goutam Goswami

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (সম্পাদকীয়)	২৩৫
ভূদেব বাগ বাণীমন্দির গ্রামীণ গ্রন্থাগার — একটি সমীক্ষা	২৩৭
অভিজিৎ প্রামানিক মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি ঃ হাওড়া শহরের ১২৩ বছরের এক ঐতিহ্যবাহী সাধারণ গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক পটভূমিকা	২৪০
পার্থপ্রতিম রায় রবীন্দ্র দূর দৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চার	২৪৩
৫০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিবেদন	২৪৭
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	২৪৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৫০
চিঠিপত্র	২৫১
পরিষদ সংবাদ	২৫২
৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সফল করুন — প্রতিবেদন	২৫৪
সরকারি আদেশ নামা	২৫৬
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 7)	২৫৭

03/02/10

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম মানের গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ **বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ**

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সমন্বিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

এবারের ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ। আলোচ্য বিষয়ের সূত্রসমূহ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য নিবন্ধ পরিষদে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে যাতে নিবন্ধগুলি মুদ্রণ করা যায়। এছাড়াও পৃথকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষকদের ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের নিবন্ধ জমা দেওয়ার জন্য পত্রের মারফৎ অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা আশা করব বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তারা নিবন্ধ দেবেন ও উপস্থাপনা করবেন।

ইদানীংকালে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনাচক্র সংগঠিত হলেও রাজ্য স্তরে বিষয়টি সার্বিকভাবে আলোচনার জন্যই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয় শিক্ষণ ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে এবং ভবিষ্যতে করবে। সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

রাজ্যে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের বয়স বিগত শতকের ত্রিশের দশক থেকে। গ্রন্থাগারগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালনা করা ও পরিসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি একটি ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ নামে একটি কোর্স চালু করে। আবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সার্টিফিকেট কোর্স চালু করে ১৯৩৭ সাল থেকে, পাশাপাশি পরিষদ বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে শিবির প্রশিক্ষণও শুরু করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৫-৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কোর্সটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে ডিপ্লোমা কোর্সটির নাম ব্যাচেলর ইন লাইব্রেরি সায়েন্সে পরিবর্তিত হয়। ১৯৯৮ সালে এর নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে ব্যাচেলর ইন লাইব্রেরি এ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স করা হয়। পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স চালু করে। ১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার অফ লাইব্রেরি সায়েন্স কোর্স চালু করে। পরবর্তীকালে আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এম লিব এসসি চালু করে। ১৯৯৭-৯৮ সালের পর থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে ইনফরমেশন সায়েন্স যুক্ত হয়। এরও অনেক পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডক্টরেট স্তরের গবেষণার সূত্রপাত হয়। ২।৩ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম ফিল কোর্স চালু করে এবং অন্যান্য ২।১ বিশ্ববিদ্যালয়ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এরই পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কোর্স পরিচালনা করছেন। স্নাতক স্তরের নীচে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম জেলা গ্রন্থাগার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক, কালিম্পং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাণীপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই স্তরের কোর্স পরিচালনা করছেন। এর মধ্যে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কোর্স বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার কালিম্পং ও বাণীপুরের কোর্স চালাচ্ছেন।

অতি সাম্প্রতিক কালে যে বিষয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করছে তা হল স্নাতকোত্তর স্তরে কোর্সগুলির পঠনকাল নিয়ে। রাজ্যের কলেজ গুলির গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য নির্বাচনের দায়িত্ব কলেজ সার্ভিস কমিশনের। কলেজ সার্ভিস কমিশন এবছর গ্রন্থাগারিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ইন্টারভিউ এর সময় দুই বছরের এম লিব আই এস সি এবং এক বছরের এম লিব আই এস সির পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। দুবছরের এম লিব আই এস সি বেশি নম্বর দিচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশনের নির্ধারিত যোগ্যতার ক্ষেত্রে এরকম কোন পার্থক্যের কথা বলা নেই। রাজ্যে দুই বছরের এম লিব আই এস সি একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের বি লিব এস সি এবং দু বছরের এম লিব আই এস সি পড়ানো হয়। দুটিই আংশিক সময়ের কোর্স। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রত্যেকটিই এক বছরের পূর্ণ সময়ের কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সারা ভারতে যে সমস্ত স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কোর্স অনুমোদন করেছেন তার সবগুলিই এক বছরের। পরীক্ষার্থীরা স্বাভাবিক কারণেই কলেজ সার্ভিস কমিশনের এই সিদ্ধান্ত বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করছেন। মঞ্জুরি কমিশন দেশের মধ্যে দুবছরের ইনটিগ্রেটেড কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছেন যা এখনও সারা দেশে চালু হয় নি। স্বাভাবিক কারণেই এই বিতর্কের সমাধান রাজ্য স্তরে আলোচনার ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক। এরই পাশাপাশি একটি বক্তব্য উঠে আসছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরের কলেজে তিন বছরের অনার্স স্তরে চালু করার কথা। বিষয়টি গ্রন্থাগার বৃত্তির পক্ষে কতটা উপকারী আর কতটা ক্ষতিকারক তার বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে ছাত্র নির্বাচনের মাপকাঠি সমান নয়। পাঠক্রমের মধ্যে তাত্ত্বিক বিষয় ও ব্যবহারিক বিষয়ের অনুপাত যেমন আলোচনায় আসা উচিৎ আবার কতটা গ্রন্থাগারিকতা কেন্দ্রিক কতটা তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্রিক থাকবে এ বিষয়টিও পর্যালোচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের পদ্ধতির সঙ্গে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের মধ্যে কোন মিল নেই। আবার একটি কোর্সে কত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে এবং ভর্তির মাপকাঠি কি হবে তাও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কোর্সগুলির পরিকাঠামোগত অবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, ছাত্র-কম্পিউটার অনুপাত; বাংলা-ইংরেজি রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা; বর্গীকরণের, সূচিকরণের বই, পুস্তক সংরক্ষণের ল্যাবরেটরি প্রভৃতি বিষয় প্রভৃতি নিয়ে মান নির্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

আরো একটি বিতর্কমূলক বিষয় যা আলোচনা হওয়া উচিৎ তা হল পঠন-পাঠনের মাধ্যম। শহরাঞ্চলে ইংরাজি মাধ্যমের শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজিতে পঠন পাঠনে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু গ্রামাঞ্চল বা মফঃস্বল থেকে যে সব ছাত্রছাত্রীরা আসছেন তাদের ইংরাজিতে দক্ষতা কম থাকার ফলে বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয়, পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তাদের মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয় ফলে পরবর্তীকালে ভাল ফল করা ছাত্ররা নেট/সেট প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হতে পারে না। এই রাজ্যেই কলেজে সাড়ে তিনশত কলেজ গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদ থাকলেও নেট/সেট পাশ করা গ্রন্থাগারিক দুষ্প্রাপ্য। সার্টিফিকেট, স্নাতক স্তরে, এমনকি ডক্টরেট স্তরেও মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা দেওয়া চলে শুধু স্নাতকোত্তর স্তরে চলে না, কোথায় বাধা কেউ জানে না।

একটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এটা না থাকলে শিক্ষার প্রয়োগধর্মীতা থাকে না। আমাদের এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠক্রম যা বিন্যাস করা হয়েছে তার প্রায় সবটাই বিদেশী অনুকরণে। প্রথমে ইংল্যান্ড পরে আমেরিকার মডেল অনুসরণ করে পাঠক্রমগুলি রচিত। এইসব দেশগুলি শিল্প বিপ্লব সমাধা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দাবি করছে যে তারা তথ্য সমাজে পৌঁছে গেছে। আমাদের দেশের অবস্থান কোথায়? এই পাঠক্রমের বিষয়গুলির কত অংশ আমাদের দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব তা পাঠক্রম রচনাকালে বিবেচনার প্রয়োজন। পাঠক্রম কতটা মানবিক কতটা যান্ত্রিকতাভিত্তিক বা কতটা যোগ্যতা সৃষ্টিকারি (competency) এটাও বিতর্কমূলক বলে বিবেচনার যোগ্য।

এই সমস্ত জটিলতা থাকার ফলে গ্রন্থাগারগুলি থেকে ইপ্সিত পরিসেবা পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রন্থাগারগুলি বই লেন-দেন ছাড়া আর কিছু করতে পারছে না, ছাত্র-ছাত্রীদেরও মূল বিষয়ের জ্ঞানের অভাব দেখা যাচ্ছে, অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির যেমন অভাব আবার উদ্ভাবনী শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু এই রাজ্যে নয় সর্বভারতীয় স্তরেও একই অবস্থা। আরো বহু বিষয় আছে যেগুলি সম্মেলনে আলোচিত হতে পারে। আমরা প্রত্যেক বৃত্তিকুশলী ব্যক্তিকে খোলা মনে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে এবং নিবন্ধ পেশ করতে অনুরোধ করছি।

বাণী মন্দির গ্রামীণ গ্রন্থাগার— একটি সমীক্ষা

ভূদেব বাগ

১৯০৯ সালে Unesco Public Library Manifesto প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন তৈরি হয়, যার উদ্দেশ্য হলো আপামর জনসাধারণের জন্য রাজ্যে সুসংহত সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার বহু পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাবে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠে। আমাদের রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১। সরকারি গ্রন্থাগার ২। সরকার পোষিত গ্রন্থাগার এবং ৩। গ্রন্থাগার স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- জেলা গ্রন্থাগার, মহাকুমা গ্রন্থাগার এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

বাণী মন্দির গ্রন্থাগারটি হলো একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটি হাওড়া জেলার অর্ন্তগত শ্যামপুর থানার বারগ্রাম অঞ্চলের সজনাগাছি গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রন্থাগারটি স্বাধীনতা লাভের অল্পদিন পরেই গড়ে উঠে। এই সজনাগাছি গ্রামটি অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এলাকাটিতে তখন খুব স্বল্প লোকের বাস ছিল এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল বলা যায়। কারণ বৎসরের প্রায় ৮মাস অবধি রাস্তা কাদায় পরিপূর্ণ থাকত ও অধিকাংশ রাস্তা পুকুরের সহিত একাকার হয়ে যেত। আরো উল্লেখ্য এই গ্রামের সহিত যোগাযোগের জন্য কোনো বড় বা ভালো রাস্তা ছিলো না যার মাধ্যমে কোনো হাট বাজার বা স্কুল কলেজের যাতায়াতের সুবিধা হবে এবং এই এলাকার ৪-৫ কিমি এর মধ্যে কোনো মাধ্যমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন গুটিকয়েক বাড়ির সন্তান শিক্ষার ছোঁয়া পেলেও অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সন্তান শিক্ষার আলো পাইনি। তখন শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী এই এলাকার মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তখন তিনি অনুভব করেন যে যদি এই এলাকার মধ্যে লেখাপড়ার স্থান করা যায় এবং কিছু কিছু বই রেখে মানুষকে পড়ানো যায় তাহলে এই এলাকার মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে তখন শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রাকটিশ করেন এবং বুঝতে পারেন যে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্য দিয়ে শিক্ষার কাজ আরও তরান্বিত করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে শ্রী অধিকারী মহাশয় ১৯৫৪ সালেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে Diuk Libraryতে Traning নিয়েছেন এবং ১৯৫৫ সালের ১১ই নভেম্বর সজনাগাছি গ্রামের প্রিয়নাথ সাউ-এর বৈঠকখানায় মাত্র ৩ (তিন)টি বই নিয়ে গ্রন্থাগারের সূচনা করেন। উক্ত সময়ে এই গ্রন্থাগারের কয়েকজন হিতাকাঙ্খীগণের মধ্যে আলোচনা করে গ্রন্থাগারের নামকরণ করেন বাণীমন্দির। যেটি পূর্বে নাইট স্কুল নামে পরিচিত ছিল।

তৎকালীন গণেশপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নন্দলাল ধারা মহাশয় এই লাইব্রেরির জন্য কিছু মূল্যবান বই দান করেন এবং তিনি বিভিন্ন ভাবে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। তাঁর বাড়ি সুদূর মেদিনীপুর জেলার নাটশাল গ্রামে হইলেও বিভিন্ন সময়ে এই লাইব্রেরির কাজে উপস্থিত থেকেছেন। এরপর বিভিন্ন গ্রামের কিছু হিতাকাঙ্খী এবং সদয় মানুষের নিকট সাহায্য চেয়ে অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় ২৫০-৩০০ বই সংগ্রহ করা হয়। তৎকালীন শ্যামপুর ২নং ব্লকের সমাজশিক্ষা আধিকারিক মাননীয় শ্রী পরেশ চন্দ্র ব্যানার্জীর সহিত যোগাযোগ করেন এবং তাঁর পরামর্শ মতো নীলকুড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রী মদন মোহন মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক, হাওড়া এ যোগাযোগ করেন। উক্ত অফিস মারফৎ ১৯৫৮ সালে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মাননীয়া শ্রীমতী অঞ্জলি চাটার্জীকে তখনকার ঐ মফঃস্বলের গ্রামে আসতে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল, কারণ তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো ছিল না। তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে কুলগাছি স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে আসার পর মহিষডাঙ্গা পর্যন্ত ট্রলি, তারপর নদী পথে নৌকায় করে দেওয়ানতলা এসে পাল্কি করে সজনাগাছি গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই রকম একটি মফঃস্বল গ্রামে মানুষের উদ্দীপনা দেখে খুবই পুলকিত হয়েছিলেন এবং বাণীমন্দির গ্রন্থাগারের জন্য বাৎসরিক ১৫০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ দিন মাননীয়া শ্রীমতী অঞ্জলি চাটার্জী শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী মহাশয়ের বাড়িতে রাত্রিবাস করেন। এরপর সমাজ শিক্ষা আধিকারিক বছরে প্রায় ৪-৫ বার বাণীমন্দির গ্রন্থাগার পরিদর্শন

করতেন। উক্ত অফিস পরামর্শ দেন যে বাণীমন্দির গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাগারের নামে নিজস্ব জায়গা কিনতে হবে। সেই পরামর্শ মতো শ্রী অধিকারী মহাশয় বিভিন্ন হিতাকাঙ্খীগণের সহযোগীতায় ৫০০ টাকায় বর্তমানে যেখানে গ্রন্থাগার বিরাজ করছে সেই জায়গাটি কেনেন। দাগ নং ১২৯, খতিয়ান নং ৬৩ মৌজা সাজনাগাছি। জায়গাটি পূর্বেকার নাইট স্কুলের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত। এরপর শ্রী অধিকারী মহাশয় চিন্তা করতে লাগলেন, জায়গাতো কেনা হলো, কিন্তু গ্রন্থাগার ভবন কিভাবে তৈরি হবে। ১৯৭০ সালে হাওড়ার জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীমতী সি.এস.বোলার জায়গা পরিদর্শন করার পর ২০০০ (দুই হাজার) টাকা গ্রন্থাগার তৈরি করার জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করেন। শ্রী অধিকারী মহাশয় নিজের ১৫ (পনের) হাজার ইঁট দিয়ে গ্রন্থাগার তৈরি করেন।

গ্রন্থাগারটি প্রথমে কিশোরী স্মৃতি সাহিত্য মন্দির নামে সজনাগাছি গ্রামে মাইতি পড়ার এক ব্যক্তির বৈঠকখানায় শুরু হয়েছিল। পরে বিভিন্ন কারণে বর্তমান গ্রন্থাগারের সম্মুক্ষে খালের অপরদিকে ডঃ মনীন্দ্র নাথ অধিকারী মহাশয়ের জায়গায় নাইট স্কুল নামে একটি পড়ার জায়গার ব্যবস্থা করেন। নাইট স্কুলটি তৈরি হয়েছিল বাঁশ কাঠ দিয়ে।

তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষার প্রসার তত ব্যাপক হয়নি। তারই মধ্যে শ্রী অধিকারী মহাশয় নাইট স্কুল শুরু করেছেন শুনে প্রচুর লোক দেখতে আসতো এবং যে সব বয়স্ক লোকজন গ্রন্থাগারে আসতো তাদের ঘুরো দিতে হতো। তা পেয়ে তারা খুশি হয়ে বেশ কিছুক্ষন গ্রন্থাগারে সময় দিতো। এইভাবে জনসমাগমের মধ্য দিয়ে নাইট স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। ১৯৫২ সালে D.I. (District Inspector) মাননীয় সুবোধ রায় নাইট স্কুলের পরিদর্শন করতে আসেন। পরিদর্শন করার পর তিনি একটি প্রশংসাপত্র দেন। শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী মহাশয় অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কিছু সদস্য সংগ্রহ করেন।

প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ঃ

১। রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী ২। জগদীশ চন্দ্র সাউ ৩। ঈশ্বর কমল কৃষ্ণ সাউ।

সহযোগী হিসাবে ছিলেন ১। পশুপতি জানা ২। মদনমোহন মন্ডল ৩। সচ্চিদানন্দ বেরা

উদ্দেশ্য ঃ ১। শিক্ষার প্রসার ঘটানো ২। সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক গড়ে তোলা ৩। পাঠভ্যাস ও গ্রন্থাগারমুখী করা ৪। শিশুদের বোধশক্তির উন্মেষ ঘটানো ৫। সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

গ্রন্থাগার ভবন ঃ বাণীমন্দির গ্রন্থাগারটির নিজস্ব জায়গার পরিমাণ ৯ শতক (৩৯২৪ বর্গফুট)। ৬৮৬ বর্গফুট বিশিষ্ট গ্রন্থাগারটির এক কামরা ঘর (২৭×১৮) বর্গফুট এবং (৮×২৫) বর্গফুট বিশিষ্ট একটি বারান্দা আছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি দ্বিতল হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী ঃ গ্রন্থাগারে দুটি পদ—একটিতে একজন গ্রন্থাগারিক (শ্রী দীপক সামন্ত) আছেন এবং অপরটিতে একজন সাইকেল পিওন ছিলেন। বর্তমানে সাইকেল পিওন অবসর নিয়েছেন। গ্রন্থাগারিককে দুটি সাধারণ গ্রন্থাগার দেখাশুনা করতে হয়। সপ্তাহের চার দিন (সোমবার, বুধবার, শুক্রবার এবং শনিবার) সজনাগাছির বাণীমন্দির গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন এবং দুই দিন (মঙ্গলবারএবং বৃহস্পতিবার) খাড়ুবেড়িয়ার সাধারণ গ্রন্থাগারে কাজ করেন।

বলাবাহুল্য ১৯৭০ সালে বাণীমন্দির গ্রন্থাগারটি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ঈশ্বর কমল কৃষ্ণ সাউ ছিলেন অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক।

গ্রন্থাগার সংগ্রহ ঃ গ্রন্থাগারটি ৩ (তিন) খানা বই নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। বই তিনটি ছিল - ১। অভিযান ২। অজানার পথে এবং ৩। অসাধু সিদ্ধার্থ। প্রথম বইটির মূল্য ছিল ৭৫ পয়সা। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ৫৮১৯ টি বই। এর মধ্যে উপন্যাস ১২৮৪টি, কিশোর উপন্যাস ৫৪৮টি, নাটক ৬৮টি, কিশোর সাহিত্য ৫১টি, শিশু বিভাগে ৩৩৬টি, ভ্রমন ৯০টি, ইতিহাস১২৩টি, বিজ্ঞান ৯০টি, সাধারণ জীবনী ১৭০টি, কিশোর জীবনী ৯৬টি, কাব্যগ্রন্থ ১৩৫টি, সামাজবিজ্ঞান ৪৫টি, ললিতকলা ৫৯টি, শিল্পকলা ৬৩টি, কুইজ ৩১টি, সাহিত্য ২৭৭টি, ইংরাজী ৭০টি, ধর্ম ১০৬টি, রেফারেন্স ৩২০টি, কম্পিউটার ২০টি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ৩৫টি, পাঠ্যপুস্তক (পঞ্চম-দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত) ২১৪টি এবং বিবিধ ১৫২১টি। তাছাড়া ৫টি পত্রিকা (দেশ, সানন্দা, আনন্দমেলা, সুস্থ পেশাপ্রবেশ), বাঁধাই পত্রিকার সংখ্যা ২০১টি।

কার্যকরী সমিতি ঃ সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১১জন ১। শ্রী সুবল চন্দ্র দাস, সভাপতি ২। শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী, সম্পাদক এবং ৩। শ্রী দীপক কুমার সামন্ত, গ্রন্থাগারিক, অন্যান্য সদস্যগন - শ্রী অমলেন্দু মাইতি, অমর মাইতি, পশুপতি জানা,

অজিত কুমার সাউ, রবীন্দ্রনাথ রায়, মহিম চন্দ্র ডগর, অনুপম মাইতি, পূর্ণেন্দু রায়।

গ্রন্থাগার সদস্য ঃ মোট সদস্য সংখ্যা ৪৫৭ জন, এর মধ্যে-সাধারণ সদস্য ৩৮৪ জন, শিশু সদস্য ৮৭জন এবং মহিলা সদস্য ২২জন। পাঠকদের মধ্যে ৮০% কৃষিজীবি, কিছু চাকুরীজীবি, ছাত্রছাত্রী এবং শিশু আছে। পাঠকদের বেশি পছন্দ রহস্য-রোমাঞ্চ পুস্তক এবং উপন্যাস। আর পত্রিকার মধ্যে দেশ ও সানন্দা বেশি ব্যবহৃত হয়। সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ১৮ টাকা। অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত কিশোরদের বার্ষিক চাঁদা ১৪টাকা এবং শিশুদের কোনো চাঁদা দিতে হয় না।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের দিন ও সময় ঃ গ্রন্থাগারটি খোলা থাকে সোমবার, বুধবার, শুক্রবার এবং শনিবার। কারণ জেলা গ্রন্থাগারিকের আদেশানুসারে গ্রন্থাগারিককে অন্য একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হয় মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার। পাঠকরা গ্রন্থাগারটি সকাল ১১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ব্যবহার করেন।

গ্রন্থাগার লেনদেন ঃ পুস্তক, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র পাঠককে সরবরাহ করা হয়। পুস্তক ও পত্রিকা সদস্যরা ১৫ দিনের জন্য বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় ইস্যু রেজিস্টারে সই করে নিয়ে যায় এবং ফেরত দিবার সময় রেজিস্টারে গ্রন্থাগারিক সই করেন। তাছাড়া গ্রন্থাগারে বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে। বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বই ১৫ দিন পরে ফেরত দিলে প্রত্যহ ২৫ পয়সা হিসাবে জরিমানা দিতে হয়। প্রত্যহ ১২ থেকে ১৫ জন সদস্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। যার মধ্যে ৩ থেকে ৫ জন মহিলা সদস্য। সদস্যরা নিজেদের পছন্দমতো বই নিতে পারে।

গ্রন্থাগার আসবাবপত্র ঃ গ্রন্থাগারটিতে ৯টি আলমারি, ১২টি চেয়ার, ২টি বড় বেঞ্চ, ২টি টুল, ৬টি টেবিল আছে।

গ্রন্থাগারের আয় ঃ গ্রন্থাগারটিতে বছরে ১৩৫০০ টাকা অনুদান, অল্প পরিমাণ সদস্য চাঁদা সংগ্রহ হয়। তাছাড়া রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন থেকে ৪৫০০০ টাকা পেয়েছেন বই ও আসবাবপত্র কেনার জন্য।

টেকনিক্যাল কাজ ঃ গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি AACR2 অনুযায়ী সূচীকরণ করা হয় এবং DDC ১৮তম সংস্করণ অনুযায়ী বর্গীকরণ করা হয়। ক্যাটালগ কার্ডগুলিকে বর্ণানুক্রমে স্টিলের ক্যাটালগ ক্যাবিনেটে রাখা হয় এবং বইগুলিকে বিষয় অনুযায়ী আলমারিতে এবং শেলফে রাখা হয়। বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জীর ব্যবস্থা আছে।

অন্যান্য সুযোগ ও সুবিধা ঃ গ্রন্থাগারে জল, শৌচাগার, আলো, পাখা ইত্যাদির সুব্যবস্থা আছে। ফটোকপির জন্য পুস্তক বাহিরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে কম্পুটারের ব্যবস্থা বর্তমানে না থাকলেও খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে বলে গ্রন্থাগারিক জানিয়েছেন। গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে অষ্টনাগ পূজা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্বরূপ গান-বাজনা, নাটক, যাত্রা ইত্যাদি হয়।

গ্রন্থাগার সমস্যা ঃ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এই গ্রন্থাগারেও বেশ কিছু সমস্যা আছে, যেমন - ১। কর্মীর অভাব ২। আর্থিক সংকট। কর্মীর সমস্যা খুবই প্রকট, কর্মীর অভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ায় ব্যবহারকারীরা প্রতিদিন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন না। তাছাড়া গ্রন্থাগারিকের শারীরিক অসুস্থতারজন্য বা অন্য কোনো কারণে না এলে গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। আর্থিক সংকটের জন্য গ্রন্থাগারের নিজস্ব ৯ শতক জায়গার দেওয়াল দেওয়া সম্ভব হয় নি। গ্রন্থাগার আধুনিকরনের ইচ্ছা থাকলেও এখনো হয় নি। জায়গা থাকলে তা সুষ্ঠভাবে ব্যবহৃত হয় নি অর্থের অভাবে। সম্ভব হয় নি ৩টি বা ৪টি কক্ষে রূপান্তরিত করা। সম্ভব হয় নি মেঝে প্লাস্টার করা।

উপসংহার ঃ বর্তমানে গ্রন্থাগারের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি হয়েছে এবং এই উন্নতির প্রধান কারিগর হলেন শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিকারী এবং গ্রন্থাগার শ্রীবৃদ্ধিতে যার অবদান অঙ্গাঙীভাবে জড়িত তিনি হলেন গ্রন্থাগারিক শ্রী দীপক সামন্ত।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার কম্পুটারাইজড তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরকারি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে গ্রন্থাগারটির পরিসেবা উন্নত হবে এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ও এলাকার বাসিন্দাদের তথ্য সমৃদ্ধ করতে গ্রন্থাগারটি এক অন্যান্য নজির সৃষ্টি করবে, যদিও বাণীমন্দির গ্রন্থাগারটি উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে সুনাম অর্জন করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। রাজকুমার প্রামানিক। গ্রন্থাগার : বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১১, ১৪১৪ ২। শশাঙ্ক দাশগুপ্ত। গ্রন্থাগার : বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪, ১৪০৮।

মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি ঃ হাওড়া শহরের ১২৩ বছরের এক ঐতিহ্যবাহী সাধারণ গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

শ্রী অভিজিৎ প্রামানিক

মহিয়াড়ী কলিকাতা থেকে নয় মাইল দূরে হাওড়া জেলায় অবস্থিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কথায় বলে "আন্দুল-মৌরী"— মহিয়াড়ীকে গ্রাম না বলে ছোট খাটো শহর বলা চলে। শহরের সমস্ত সুবিধা এখানে পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট, বাগান, বিরাট আয়তনের অট্টালিকা শ্রেণী, মন্দির দেউল, সিনেমা, দুদুটো হাসপাতাল আর ছেলেমেয়েদের জন্য এতগুলো স্কুলের একত্র সমাবেশ কোন গ্রামে খুব একটা চোখে পড়ে না। গায়েগায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে আন্দুল আর মহিয়াড়ী দুটো গ্রাম— গৌরবজ্জ্বল দুই যমজ বোন যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে, চোখ ফেললে চোখ ফেরানো যায় না এমন সুন্দর। অতীতের সঙ্গে বর্তমান কাল যেন নিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে, হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

মহিয়াড়ী গ্রামের কিছু উৎসাহী তরুণের চেষ্টায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৩টি বই সম্বল করে এই পাঠাগারের সূচনা। এখন এই পুঁথির এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ এখানে রয়েছে। তুলট কাগজ, ভূর্জপত্র ও তালপাতায় হাতে লেখা প্রায় ৩৭০ টি প্রাচীন পুঁথির অমূল্য সংগ্রহের মধ্যে আছে স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি। এই পাঠাগারের সবচেয়ে প্রচীন পুঁথি 'জাতিমালা'— লেখা হয়েছিল ৭৫০ বছর আগে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯২১ সালের ১লা মে "মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি" তে এসেছিলেন। লাইব্রেরির মূল্যবান গ্রন্থ-সম্পদ দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি দেখে ইংরেজীতে তিনি যে মন্তব্য লিখেছিলেন তার কিয়দংশের বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হল। " এ লাইব্রেরির সুনির্বাচিত বিচিত্র গ্রন্থসংগ্রহ দেখে আমি এক সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করেছি। নানা বিষয়ের প্রচলিত প্রয়োজনীয় ইংরেজী ও বাংলা বই এর সমস্তই এখানে আছে। এ ছাড়া ১২৩৫ বঙ্গাব্দে লেখা কবি কঙ্কণ চণ্ডীর দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পাণ্ডুলিপি এখানে দেখতে পেলাম। বঙ্গদর্শন, আর্য্য দর্শন প্রভৃতি পুরাতন মূল্যবান সাময়িক পত্রিকার সম্পূর্ণ সংগ্রহ লাইব্রেরিতে স্তরে স্তরে সজ্জিত থেকে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে লাইব্রেরির। সুপ্রাচীন (ক্লাসিকস্) জীবনী সাহিত্যের সমস্তই এখানে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এই দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থখণ্ড সমূহ মহিয়াড়ীর কুণ্ডু চৌধুরী বাবুদের দান আর লাইব্রেরিও তাঁদের বহির্বাটীর একখানা ঘরেই অবস্থিত। এ লাইব্রেরি তাদের নানা ধরনের জনহিতকর কার্য্যকলাপের অন্যতম উদাহরণ মাত্র। ..... এ মন্তব্য শেষ করবার আগে আরেকটি কথা অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি যে, "ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের" দলিলপত্র (প্রোসিডিংস অব দি ইন্ডিয়ান এসোশিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স) ও প্রফেসর সি ভি রমন, প্রফেসর পি নিয়োগী প্রভৃতির মূল্যবান প্রবন্ধ সম্ভারে সবগুলি "বুলেটিন"ই (বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের) এ লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।" আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের এ মন্তব্য থেকে রক্ষিত হয়েছে।" আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের এ মন্তব্যে থেকে মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরির সমৃদ্ধতর অবস্থান সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যায় আর বুঝতে পারা যায় কি চমৎকার দুর্মূল্য গ্রন্থরাজি রয়েছে এ লাইব্রেরিতে।

১৮৮৬ সালের জুলাই মাস। মহিয়াড়ীতে স্কুল হাসপাতাল সবই আছে। মহিয়াড়ী বঙ্গ বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা অনুদা প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী মারা গেছেন সেই সময় একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব আছে, আগে সেটি হলেই মহিয়াড়ী সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীর মনে গ্রন্থাগারের অভাববোধ ক্রমেই তীব্র হতে লাগলো। লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্যোগী হলেন বিপিন বিহারী কুণ্ডু, নিহির লাল চক্রবর্তী, ফেলারাম কুণ্ডু, উদয়নারায়ণ কুণ্ডু, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ রায় প্রভৃতি গ্রামের যুবকেরা। অবশ্য মহিয়াড়ীর কুণ্ডুচৌধুরী বাবুরা এই প্রচেষ্টায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। এক আবেদন পত্র প্রচার করলেন উপরোক্ত উদ্যোক্তারা, জনসাধারণের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া গেল এ আবেদনের। জনসাধারণের কাছ থেকে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বমোট এককালীন দান পাওয়া গেল পনের টাকা, দু-আনা, চার আনা, টাকা দু টাকার মাসিক দানের

অঙ্ক উঠলো পঁচিশ টাকায়, কৃষ্ণ চৌধুরী বাবুদের পারিবারিক মাসিক দান পাঁচ টাকা আজো লাইব্রেরি পাচ্ছে, আর আবেদনের ফলে পুস্তক · ন পাওয়া গেছে মনুসংহিতা, প্রতাপ সংহার, বিবিধ প্রসঙ্গে (রাজনারায়ন বসু) পাঁচু ঠাকুর, অদৃশ্য দর্শনকাব্য, একাধিক সহস্র কাব্য, একাধিক সহস্র দিবস, স্পিচেস্ অব লর্ড রিপন ও স্পিচেস্ অব কৃষ্ণদাস পাল এই আটখানা। তারপর ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে এক সাধারণ সভা ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি মহিয়াড়ী বাজারে কৃষ্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের দালানের একখানি ঘরে পতিষ্ঠিত হল। লাইব্রেরিতে সেদিনই দিয়ে দেওয়া হল কৃষ্ণ চৌধুরী বাবুদের পারিবারিক পাঁচশো মূল্যবান গ্রন্থ আর জনসাধারণ যাতে লাইব্রেরিতে বসে পুস্তক ও পত্র পত্রিকা পাঠের সুযোগ পায়, সেজন্যে ব্যবস্থা করা হল পাঠাগারের। গুরুদাস কৃষ্ণ চৌধুরীকে সভাপতি আর হরগোপাল কৃষ্ণ চৌধুরীকে সম্পাদককরে লাইব্রেরির প্রথম কর্ম পরিষদ গঠিত হল। প্রথমে ৭০ জন সভ্য নিয়ে লাইব্রেরি আরম্ভ করা হয়। তারপর দেখতে দেখতে লাইব্রেরির সভ্য সংখ্যা, পুস্তক সংখ্যা ও কার্যকলাপ দ্রুত বেড়ে চলে।

১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত মহিয়াড়ী বাজারে বঙ্গ বিদ্যালয়ের বাড়িতেই লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল। সে সময়ে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ার দরুন লাইব্রেরিকে সরিয়ে আনা হয় কৃষ্ণ চৌধুরী বাবুদের মূল বাড়ির বাহিরের দোতলায় দুখানা সুপ্রশস্ত ঘরে। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই লাইব্রেরির কার্যকলাপ চলতে থাকে। তারপর লাইব্রেরিকে স্থানান্তরিত করা হয় কৃষ্ণ চৌধুরী বাবুদেরই বাহির্বাটির একখানা সম্পূর্ণ পৃথক ঘরে। সেখানেই আজ পর্য্যন্ত লাইব্রেরির কার্যকলাপ চলছে। ইতিমধ্যে গুরুদাস কৃষ্ণ চৌধুরীরর পুত্রগণ ভারতচন্দ্র কৃষ্ণ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র কৃষ্ণ চৌধুরী পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে হল ও ব্যালকনিযুক্ত বিরাট স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন (১৯৩৪)। সেই বাড়িতেই লাইব্রেরির যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারনে লাইব্রেরির সেখানে স্থানান্তর আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

সেই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এই লাইব্রেরিতে এসেছিলেন যেমন প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৯১৭), রামদয়াল মজুমদার (১২২৩ বঙ্গাব্দ), 'নায়ক' সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২১), দুর্গাচরন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), বিনয়কুমার সরকার (১৯৩৮), সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (১৯৩৩), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪), ডাঃ কালিদাস নাগ (১৯৩৬), ডি আর ভাণ্ডারকর (১৯৩৭), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৩৪৮ বাং), অশোকনাথ শাস্ত্রী (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক কথায় যিনিই এ লাইব্রেরিতে গেছেন লাইব্রেরির গ্রন্থসম্পদ দেখে তিনিই বিমুগ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিম শততম বার্ষিকী উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে উদযাপিত হয়েছে এ লাইব্রেরিতে। এ ছাড়াও লাইব্রেরির পক্ষ থেকে সাহিত্যসভার আয়োজন ও করা হয়ে থাকে। নেতাজী জন্মোৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিজয়া সম্মিলনী প্রভৃতি সাম্বৎসারিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকলেও বই লেনদেনই হচ্ছে এ লাইব্রেরির কার্যকলাপের প্রধান বিষয়। ১৯৫২ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত মহিয়াড়ী ইউনিয়ন বোর্ড ও হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থ সাহায্যে আর জনসাধারণের দান ও চাঁদায় লাইব্রেরির ব্যয় নির্বাহ হতো। দুইশত টাকা নগদ বা সেই মূল্যের বইপত্র লাইব্রেরিতে দিলে লাইব্রেরির আজীবন সদস্য হওয়া যায়। তখনকার সময়ে সাধারণ সদস্যদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে চাঁদার হার যথাক্রমে এক টাকা, বারো আনা ও ছয় আনা ঠিক হয়েছিল।

মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য হাতে লেখা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২৫০ খানার মতো। পুঁথিগুলি ৩০০ থেকে ৩৫০ বৎসরের পুরাতন তালপাত্রায় ও তুলট কাগজে লেখা। এর ভেতর রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্বম, বিরাট পর্ব, শ্রীমদ্ভাগতম্, রঘুনন্দন কৃত প্রায়চিত্ত, ব্রহ্মবৈবর্ত, পুরান, আহ্নিকতত্ত্ব ও আচারতত্ত্ব (রঘুনন্দন), মহাভারত (১২৩৫ বঙ্গাব্দ) কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১১৮৩ বঙ্গাব্দ), তন্ত্রসার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। লাইব্রেরিরর হাতে লেখা পুঁথির সংগ্রহ সত্যি ভালো দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বই ও পত্র পত্রিকা এ লাইব্রেরিতে রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য রেফারেন্স বই-এর ভেতর বিশ্বকোষ, সমর্থকোষ, শব্দকল্পদ্রুমঃ, মহাভারতম্ (শ্রীরামপুর, ১৯১৩ শকাব্দ) টেগ ও মলি সম্পাদিত স্পেক্টেটর, স্পিচেস এন্ড মিনিটস বাঈ কৃষ্ণদাস পাল, স্পিচেস বাই বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৮৬-৯০), ডব্লু কেরির ডিক্সনারি অব দি বেঙ্গলি লেঙ্গুয়েজ (শ্রীরামপুর, ১৮২৫) প্রভৃতি এখানে আছে। এছাড়া প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার। প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকার এমন সুন্দর সংগ্রহ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। পুরাতন পত্র পত্রিকার ভেতর আর্য্যদর্শন (১২৮১ থেকে), জন্মভূমি (১২৯৭ থেকে), ভারতী (১২৪৮ থেকে), ভারতী ও বালক (১২৯৩ থেকে), বালক

(১২৯২), ভ্রমর (১২৮১ থেকে), প্রচার (১২৯১ থেকে), তমলুক পত্রিকা (১২৮০ থেকে), অনুসন্ধান (১২৯৪ থেকে), কল্পনা (১২৮৭ থেকে) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এ লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য অভিধানের সংখ্যাও অনেক। তার ভেতর বাচপত্র (১৮৭৩), শব্দকোষ মহানিধি, সচিত্র প্রকৃতিবাদ, অভিধান(১৮৮০) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিয়াড়ী লাইব্রেরির মূল্যায়ন গ্রন্থ সংগ্রহ দেখে সত্যি মুগ্ধ হতে হয়। আরোও বিস্মিত হওয়ার মত ঘটনা এই যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই সকল পুঁথি ও পুস্তক সংরক্ষিত রয়েছে।

বর্তমানে লাইব্রেরির মোট পুস্তক সংখ্যা ২৮,০০০ প্রায়। মোট নিয়মিত পত্রিকা ১৬ থেকে ২০ টি। নিউজ পেপারের সংখ্যা ৬ (প্রত্যহ)। গ্রন্থাগারের সময় বেলা ১ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত। বর্তমান সভা সংখ্যা প্রায় ১৬০০। বর্তমান গ্রন্থাগারিক ছাড়াও জুনিয়র লাইব্রেরি অ্যাটেন্ডান্ট (JLA) দুজন রয়েছে। বর্তমান যে গ্রন্থাগার কমিটি রয়েছে তার দ্বারা লাইব্রেরি পরিচালিত হয়। বাৎসরিক অনুদান আসে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কার্যালয়ের মাধ্যমে। মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি বর্তমানে হাওড়া পাঠাগার সংঘের সভ্য তালিকাভুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত এক জনগণের গ্রন্থাগার।

তবে এটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ সঞ্চারের ব্যবস্থা হলে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছে দিতে তা সহায়ক হবেই। যে নিষ্ঠাবান কর্মীদের দ্বারা এই সুন্দর গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হচ্ছে তাঁদের আমাদের সকলেরই সাধুবাদ দেওয়া দরকার। দরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে গ্রন্থাগারটি এই ঐতিহ্যময় পল্লী এলাকার যে গৌরব বৃদ্ধি করেছে তার আরো সমৃদ্ধ করার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গ্রন্থাগারটি দেখে পুলকিত। অতীতের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথি ও গ্রন্থের মাধ্যমে যে ক্ষণিক সান্নিধ্য পাওয়া গেল তাতে নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করছি।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার

২। হাওড়া জেলা তথ্য আধিকারিক

৩। গ্রন্থাগারিক, মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি

৪। গ্রন্থাগারকর্মী, মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি

৫। গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি, মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরি

৬। তথ্য আধিকারিক, সমাজকল্যাণ বিভাগ, হাওড়া

৭। স্থানিক ইতিহাস সংগ্রহ/কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য/ আন্দুল/হাওড়া/১৯৫২

৮। আনন্দবাজার পত্রিকা/ ২০ শে অক্টোবর,১৯৯৮/ পৃষ্ঠা ৬

৯। বসুমতি পত্রিকা/৩রা ফেব্রুয়ারি,১৯৫৩/পৃষ্ঠা ৩-৫

হাসতে ধাদের ধানা, পড়াতে তাদের ধানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

মফস্বলে পাওয়া যাচ্ছে

দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ বেঃ, ফার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

রবীন্দ্র দূরদৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চার

পার্থ প্রতিম রায়

সূচনা

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় নবজাগরণ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেই সময় দেশে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মার অস্থিরতায়' এই সংক্রান্ত জাতীয় বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়কে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সেখানে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান, যার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাংস্কৃতিক পরম্পরার মধ্যে ঐক্যের সুর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন "... in my institution I tried to make provisions for three aspects of freedom-freedom of mind, freedom of heart and freedom of will. I have deep-rooted conviction that through freedom man attains his fullness of growth" (১) কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তায় জ্ঞান সৃষ্টি, সঞ্চার ও ব্যবহার সমাজ থেকে বিচ্যুত নয়। সমাজ বিকাশে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষার এই সামাজিক দায়িত্ব পালনে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রাম উন্নয়নের জন্য সামাজিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র দূরদৃষ্টিতে জ্ঞান

রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে "যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে - শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই। মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।" (২) কিন্তু তিনি জ্ঞান প্রসঙ্গে সচেতন করে লিখেছেন "We may become powerful by knowledge, but we attain fullness by sympathy. The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence." (৩) জ্ঞান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "... এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। .... জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের যে পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারনেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।"(৪) "চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না।"(৫) রবীন্দ্রনাথ মনে করেন অতীতের শুষ্ক জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়, সেই জ্ঞান ব্যপক ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন। কারণ "বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, ইস্কাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না।" (৬) মানব কল্যাণে ব্যবহৃত সমস্ত রকমের প্রশিক্ষণ জ্ঞানের অর্ন্তভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ পরিস্কার বলেছেন" বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারে।" (৭) পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে কার্যকরি জ্ঞানের বিকাশের জন্য একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ দরকার। এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর অর্থে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ চর্চার জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান চর্চার উপর সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্ত ধরনের কলা, নৃত্য, গান, খেলা-ধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা ও সঞ্চারের উপর জোড় দেওয়া হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন "কলেজের বাইরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার

মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার মধ্যে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলছেন "জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।" (৮) রবীন্দ্রনাথ অধিবিদ্যামূলক জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি, কিন্তু স্বতঃ প্রমানা নহে এমন জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্র মতে জ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চারের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তির পূর্ণতা বিকাশে সহায়তা করা যা সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে।

জ্ঞান সঞ্চার

সর্বজনীন জ্ঞান পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের সব সময়ের প্রচেষ্টার ফল। প্রত্যেক মানুষের এই জ্ঞান অর্জন করার অধিকার জন্মগত এবং মানব সমাজের কর্তব্য এই জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। জ্ঞান সঞ্চয় করা যথেষ্ট নয়, সমাজ বিকাশের স্বার্থে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত ও ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যা অর্জন ছিল তপস্যা। কারণ "ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চরিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়। (৯) কারণ "the aspiration of a man for an ever expanding fullness has two aspects that are inter-related : one is individual fullness, and the other is social fullness; there is no gap between the two." (১০) এই পূর্ণ বিকাশের জন্য ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও শক্তির একত্রীকরণ প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ববোধ শক্তিশালী হবে ও সেইসঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।

জ্ঞান উৎপাদন ও সঞ্চারের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যা সংগ্রহ করবে এবং সেই বিদ্যা বন্টন করার মাধ্যমেই তার নিজের ভিত সুদৃঢ় হবে। জ্ঞান সহজ যথাযথভাবে সঞ্চার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে মনের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন "my mind is not separate from yours. Had it been so, no communication between mind and mind is possible." (১১) রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন শিক্ষাকে "... আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। ...শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।" (১২) জ্ঞান সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি শ্রীনিকেতন পল্লী-পুর্নগঠন কেন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে বিবৃত হয়েছে "to carry the knowledge and experience gained in the class-room and farm the to villages." (১৩)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন 'সত্যের একতা' ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে শিশু ও মানবের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চূড়ান্ত বিকাশ ঘটবে। কবির ভাষায় "education is not merely imparting of information; man has not been born to carry a load of information; the purpose at the root of life has to be realized. The aim of education is to realize fully through knowledge and action the entire purpose of human life. (১৪) এই উদ্দেশ্য পূরনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন জ্ঞান ভাণ্ডারে দেশীয় জ্ঞান সংযোগের কথা বলেছেন। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জ্ঞানের গুরুত্ব বোঝা এবং সেইসঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতি ও বিদ্যার সঙ্গে তার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণাটি বিশ্বভারতী কথাটির অর্থ থেকেই বোঝা যায়। শব্দটি সংস্কৃত ধারণা যত্র

বিশ্ব ভবতোকেনীডম্ থেকে এসেছে যার অর্থ যেখানে বিশ্ব জ্ঞান একত্র হয়, যেখানে বিশ্ব এক হয়ে ভারত হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যতদূর সম্ভব জ্ঞান আহরণ করা উচিত সরাসরি প্রকৃতি ও জীবন থেকে। স্বাধীনভাবে প্রত্যক্ষ উৎস থেকে জ্ঞান সংগ্রহের মাধ্যমে মেধা শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি, গবেষণা ও বিচার শক্তি সহজ, প্রাকৃতিক এবং আরামদায়ক হয়। এই কারণে রবীন্দ্র প্রবর্তিত পাঠক্রম হল কর্মভিত্তিক পাঠক্রম। এর মাধ্যমে ছাত্রদের তথ্য বা জ্ঞানের উপর দখল জন্মাবার সঙ্গে উৎপাদন ও সৃজনশীল কর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে। একটি প্রাণবন্ত জ্ঞান উৎস হিসাবে সমাজে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্চতর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জনহিতকর উদ্দেশ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসাবে আহ্বান করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন দেহ, মন ও আত্মার বিকাশের জন্য, জ্ঞান অন্বেষণ ও উপলব্ধিতে, আনন্দ ও সৃজনীশক্তি বৃদ্ধিতে শিক্ষকরা ছাত্রদের বন্ধুসম পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবেন।

রবীন্দ্রনাথ বিদগ্ধ শিক্ষাবিদদের অনুরোধ করেন সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যগ্রন্থ রচনার জন্য। তার ফলে দুটি ধারাবাহিক প্রকাশনা - বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ (বিশ্বজনীন জ্ঞান সংগ্রহ) ও লোকশিক্ষা বিকাশের জন্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়। জনশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ১৯৩৬ সালে শ্রীনিকেতনে লোক-শিক্ষা সংসদ গঠন করা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে লোক-শিক্ষা সংসদের কার্যাবলী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গ্রন্থাগার

জ্ঞানের সংরক্ষণ, পুষ্টিসাধন ও বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। হাজার হাজার বছর ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যান ও বিদ্যানুরাগি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জ্ঞান সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। সুতরাং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ১৮০৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ একটি 'ট্রাস্টডীডের' মাধ্যমে শান্তিনিকেতন গৃহ ও সংলগ্ন এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং জাতি - ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে আশ্রমকে উৎসর্গ করেন। শিক্ষা বিকাশের উদ্দেশ্যে তাঁতে বলা হয়েছে "এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।" (১৫) ১২শে অক্টোবর ১৮৮৮ শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন গৃহের একটি কক্ষে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন "তিনটি ঘরের একটিতে রক্ষিত হল পিতৃদেবের পুস্তক সংগ্রহ। আগে ব্যবস্থা হল পুঁথি পুস্তকের তারপর ভাবনা হল ছাত্রদের আবাস গৃহ কোথায় হয়।" (১৬) ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে আশ্রম গ্রন্থাগার মূলত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) ১৯১০ সালের জুলাই মাসে আশ্রম গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নেবার পর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হতে থাকে ও বিকাশ ঘটতে থাকে।

জ্ঞান উৎপাদন, পরিপুষ্টিসাধন ও সঞ্চারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য রচনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে লিখেছেন "কলেজে বা শিক্ষকের কাছে পড়িয়া যথার্থ শিক্ষা হয় না, নিজের প্রকৃত শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার স্থান লাইব্রেরি, লাইব্রেরিতে যথেচ্ছ ঘুরিয়া যথেচ্ছ পড়িয়া তিনি প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন।" (১৭) নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বাতিক হতে মুক্ত হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন "গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায় তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। ... অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্থ। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে।" কারণ "লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।" গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারকে

যথার্থভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি বলেছেন "লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া চাই।" এ প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় স্মরণ করিয়েছেন "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।"(১৮) গ্রন্থাগারিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ জ্ঞান ও পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেন। তার জন্য গ্রন্থাগারিকের 'গ্রন্থবোধ' থাকা চাই। জ্ঞান সঞ্চারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক সক্রিয়ভাবে যেন ভাক দিতে পারে। কেননা 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞানের আলোক জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারের জন্য তিনি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার চলন্তিকা স্থাপন করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন "শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুল কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত-পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা।" (১৯)

রবীন্দ্রনাথ-শান্তিনিকেতনে একটা সৃষ্টির, মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর অবাধ দ্রুতপাঠের উপর জোর দেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন "একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণ শক্তি, ধারনা শক্তি, চিন্তা শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।" কারণ "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না।" (২০) এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থাগার। কারণ মানুষের জ্ঞান ও ভাব বইয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার জ্ঞান সংগ্রহ বিন্যাস ও সঞ্চারের মাধ্যমে প্রকৃত বিদ্যা বিকাশের চিত্ত যেথা ভয়শূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতি ও পাণ্ডিত্যের একত্রীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন "সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাব মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ স্বার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।" (২১) এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন পরীক্ষামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের সঙ্গে শিক্ষার মেল বন্ধনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিলেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক ধারনা, ভাব, আদর্শ ও মনোভাবের বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। সত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ এবং ভাবের একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। উৎসবের মাধ্যমে মানুষের একতা প্রকাশ পায়। একতার মাধ্যমে যে ঐক্যের শক্তি সেটা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয় - এটা আনন্দ, জীবন, ভালোবাসা। এটা আংশিক নয় কিন্তু একত্রীভূত সমগ্র। কারণ এটা শুধুমাত্র বুদ্ধিসত্তার পূর্ণাঙ্গরূপ দেয় না, এটা আমাদের অনুভূতি, আবেগকেও সম্পূর্ণ করে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নানা বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান যথা বসন্ত উৎসব, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপন, শিল্পোৎসব, পৌষ ও মাঘ উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করেন। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

(ক্রমশ)

শোক সংবাদ

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার ও মহাকরণ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরির প্রাক্তন কর্মী শান্তি কুমার রায় গত ওরা অক্টোবর, ২০০৯ বর্তমান বোলপুরের বাড়ীতে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ষাট ও সত্তরের দশকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি তাঁর শেষ চাকুরিস্থল কীর্নাহার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

৫০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

স্থান: প্রবীর রায়চৌধুরী নগর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

তারিখ : ৭-৯ নভেম্বর ২০০৮

গত ৭-৯ ই নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে (প্রবীর রায়চৌধুরী নগরে) ৫০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :— ৭ই নভেম্বর,২০০৮ তারিখে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন শ্রী দিব্যেন্দু হোতা। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সভার শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বাগত ভাষণ দেন অর্ভথনা এবং কার্যকরী সমিতির পক্ষে স্বপন বোস। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে কিছু ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হোন এবং তারজন্য স্বপন বোস মহাশয় তার তীব্র নিন্দা করেন। অর্ভথনা ও কার্যকরী সমিতির সভাপতি তা সমর্থন করেন। তিনি উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস সম্পর্কে বলে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

মঞ্চে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন;—

শ্রী দিব্যেন্দু হোতা - প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - পৌর প্রধান, বিষ্ণুপুর পৌরসভা

ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় - সাংসদ

শ্রী পার্থ দে - শিক্ষামন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী কিশোরকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় - অধিকর্তা, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন ও জাতীয় গ্রন্থাগার

শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক - গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

শ্রী অশোক রায় - জেলা সভাধিপতি

শ্রী স্বপন ঘোষ - বিধায়ক, বিষ্ণুপুর বিধানসভা

শ্রী অরুণাভ ভৌমিক - জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, বীরভূম

শ্রী অশোক রায় - কার্যকরী কমিটির সদস্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শ্রী উত্তম রায় - অর্ভথনা সমিতির পক্ষে

ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার- সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অধ্যাপক শক্তিরঞ্জন বসু - কার্যকরী সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় - ডিন, কলা অনুষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী অমিয় পাত্র - সচিব, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ পর্ষদ

শ্রী তরুণ রায় - পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি

শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী - সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি

শ্রী গৌতম দে

পার্থ দে :— অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে সকলকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা যাচ্ছে। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি কুরুচিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করছেন, মানুষকে তার প্রতিকার করতে হবে। আমার হাত দিয়ে গ্রন্থাগার আইন পেশ হয়েছিল। সেটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। গ্রন্থ প্রকাশ, রচনা, গবেষণা থেমে নেই। গ্রন্থাগারে প্রতিদিন কত মানুষ গবেষণা করে, তথ্য প্রদান করে। পাঠককে উন্নত করা যায় তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। চারিদিকে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত হোক। রাজ্যে যে হিংসার দাবানল জ্বলছে তা আপনাদের মোকাবিলা করতে হবে। পে-কমিশনের উল্লেখ করে তিনি বলেন সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তিনি পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ডা কৃষ্ণপদ মজুমদার :— ৫০তম সম্মেলনে মন্ত্রী পার্থ দে কে পেয়ে আমরা গর্বিত এবং তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্মেলনে দেয় প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বলেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল দিক নির্দেশ করা। মান নির্ধারণ করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মান নির্ধারিত না হলে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা থেকে উঠে আসবে গ্রন্থাগারের পরিসেবা কি ধরনের হওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট রাস্তা এ সম্মেলন থেকে উঠে আসবে।

দিব্যেন্দু হোতা :— এই সম্মেলনের উদ্বোধনের দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। তিনি এই সম্মেলনে এসে অভিভূত। এই সম্মেলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অনেক মনীষীর নাম জড়িত। প্রবীর রায়চৌধুরীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বিষ্ণুপুরকে সম্মেলনের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। বিষ্ণুপুরের প্রবাহমান সংস্কৃতির উল্লেখ করে তিনি গর্ববোধ করেন এবং বলেন এর থেকে ভরসা করা যায়। সংগঠকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বর্তমানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে

উঠেছে। একটি গ্রন্থাগার দপ্তর হয়েছে। বহু কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তবুও গ্রন্থাগার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য একদিন সাধিত হবেই । সর্বশিক্ষা আন্দোলন, সাক্ষরতা আন্দোলন গ্রন্থাগারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। UNESCO এর মূল কথা সারাজীবনের শিক্ষা। তথ্যের বিস্ফোরণ, জ্ঞানের বিস্ফোরণ এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই ঘটবে। তথ্যভাণ্ডারকে জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের উপর সচেতন দৃষ্টি রাখা দরকার। উচ্চবর্গের আগ্রাসন সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তথ্যের আকরগুলিকে যদি একটি দল নিয়ন্ত্রণ করে তাতে সমূহ বিপদ দেখা দেবে। গ্রন্থাগারকে এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ের মতো গ্রন্থাগারগুলোকে সেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সবশেষে তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

কিশোরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন) ঃ— তিনি বলেন আমাকে সম্মেলনের প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নত করতে হবে। গ্রন্থগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিসেবার মধ্যে একটা ভাটার টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। Personalised Service-এ প্রযুক্তি আগ্রাসনের হাত বাড়িয়েছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে প্রফেসন এবং ব্যবহারকারীরা। মান নিরূপণ করার কোন মাপকাঠি (Indicator) নেই । কেরলের গ্রন্থাগারগুলিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনন্য। গ্রন্থাগার আন্দোলন, সাক্ষরতা আন্দোলন এবং সর্বশিক্ষা আন্দোলনের পরিপূরক হতে হবে। "Right to library"—সুপারিশ আসবে।

ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ— তিনি সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। বিষ্ণুপুর বঙ্গসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। এই জায়গায় উপস্থিত হতে পেরে গর্ববোধ করছি। গ্রন্থাগার হচ্ছে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক থাকা উচিৎ। প্রতিটি স্থানের একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি আছে। তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এটি তাৎপর্যময় যে গ্রন্থাগারের মান নির্ণয় কেন করা উচিৎ? আমরা কি গ্রন্থাগার পরিসেবা ঠিকমত দিতে পারছি না? এতদিন পরেও গ্রন্থাগারের মান উন্নয়নের আলোচনা করতে হয় সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। তবে মাঝে মাঝে অগ্রগতি থমকে যাবার জন্য এই ধরনের আলোচনার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সঙ্গে পাঠকদের যোগাযোগ করাতে হবে। ভ্যালুএডেড সার্ভিস দেওয়া, উদ্বৃত্ত শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। দিক নির্দেশ করে দেওয়া গ্রন্থাগারিকের কাজ। বিষয়টি সামাজিক দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই আলোচনা আমাদের পথ নির্দেশ করবে।

রাধামাধব সরকার (সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি) ঃ— সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার আগে মন্ত্রী পার্থ দের উপর যে হামলা হয়, তার তীব্র নিন্দা করেন। আজ থেকে ১১ বছর আগে এই দিনটিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। গ্রন্থগার আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। শিক্ষকরা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন না গ্রন্থাগারে থাকার জন্য। আমাদের পরিসেবার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের নিজস্ব উদ্যোগ নিতে হবে এটা দূর করার জন্য।

অশোক রায় (জেলা সভাধিপতি) ঃ— ৫০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানান। প্রত্যেকটা সম্মেলন প্রত্যেকের কাছে একটা মাইলস্টোন। পূর্ণতা থাকলে খণ্ড জিনিস একত্র করা যায়। চতুর্দিকে মিডিয়া সন্ত্রাস চলছে। সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে। বই আমাদের হাতিয়ার। যার মধ্যে দিয়ে আমরা সংবেদনশীল হতে পারি। একজন মানুষ অপর মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। চারকোনা বাক্সের জন্য আমাদের চিন্তাভাবনার ব্যাঘাত ঘটছে। বই পড়া অভ্যাস কমে আসছে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। শিশুর মনের সাথে মিল করে শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিৎ। এলাকার মানুষকে কাজে লাগিয়ে, সমিতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের আন্দোলন করতে হবে।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) ঃ— জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটছে। প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে দিগন্ত খুলে গেছে। বই, পাঠক ও গ্রন্থাগারকে মিলন করা একটা চ্যালেঞ্জ। গ্রন্থগার পরিসেবার উন্নয়ন করা দরকার। ইন্টারনেটে তথ্য বিকৃত করে পরিবেশিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে। পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনমুখী হতে হবে। আসল পাণ্ডুলিপির (Original manuscript) ডিজিটাইসড করতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে। গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ (Abstract) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। তাতে কলকাতায় বসে বিশ্বের সমস্ত তথ্য জানতে পারা যায়। কিন্তু এই তথ্যের ফিল্টার করা দরকার। গ্রন্থগারের মাধ্যমে ক্রসচেকিং করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। কোথাও অর্থ নেই, কোথাও গ্রন্থাগার নেই ইত্যাদি। কোয়ালিটি এবং ম্যানপাওয়ারের উপর জোর দিতে হবে। পরিশেষে তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

উত্তম রায় ঃ— উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিশ্বের বাজারে যে মন্দা চলছে তার প্রতিক্রিয়া সকলের উপর পড়ছে। গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর নিন্দা করেন। এই সম্মেলন গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন পথের দিক নির্দেশ করবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রতিবেদক —পাপড়ী সেনগুপ্ত, বীথি বসু, বাসরী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ চন্দ, গৌতম গোস্বামী।

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
হাওড়া জেলা কমিটি

গত ৮/৩/০৯ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা গ্রন্থাগারের সেমিনার হলে এক সাংগঠনিক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত কনভেনশনে "দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কর্মচারী আন্দোলন ও আমাদের সংগঠন" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলার ১২ই জুলাই কমিটিবিরুদ্ধ-আহ্বায়ক শ্রী বিমল লাহিড়ী, সমিতির রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রী রাধামাধব সরকার ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। মুখবন্ধে বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী অমিত পাল। শ্রী বিমল লাহিড়ী তাঁর বক্তব্যে আসন্ন পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে কর্মীদের ভূমিকা, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কর্মীদের সুযোগ সুবিধা এবং কর্মীদের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। শ্রী রাধা মাধব সরকার সংগঠনের বিষয়ে সমিতির মহকুমা কমিটির আরো দায়িত্ব নিয়ে কমিটি গঠন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংগঠনের অতীত দিনের প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান দিনে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী সংগঠন এবং পঞ্চম বেতন কমিশনের উপর বক্তব্য রাখেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির জেলা সভাপতি শ্রী তপতি সাপুই। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি শ্রী অশোক বসু, জেলা সম্পাদক শ্রী অমিত রায়, বি. এল. এ-র জেলা সম্পাদক শ্রী কমল কান্তি দাস সহ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

প্রতিবেদক—শ্রী কমল কান্তি দাস

জাতীয় জ্ঞান কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে
কলেজ লাইব্রেরির সুযোগ সংক্রান্ত জাতীয় সেমিনার

গত ৬ই এবং ৭ই মার্চ ২০০৯ তারিখে শিলিগুড়ি বি. এড কলেজের তত্ত্বাবধানে ইউ. জি. সি. স্পনসর্ড এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা কমিটির সহযোগিতায় জাতীয় জ্ঞান কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক রঘুনাথ ঘোষ, ডিন, পিজি স্টাডিস কলা, বাণিজ্য এবং আইন। প্রধান অতিথি হিসাবে অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ডিন, পিজি স্টাডিস- বিজ্ঞান, এবং ডঃ পার্থ সারথি দাস, প্রিন্সিপাল, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী কল্পনা দাশগুপ্ত চেয়ারপার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বেলুড় রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি'০৯ বেলুড় রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন কবি সরল দে, বালির উপ পৌরপ্রধান অরুনাভ লাহিড়ী, পরিষদের হাওড়া-র সম্পাদক কমল কান্তি দাস, সমাজসেবী চিররঞ্জন দত্ত, নিবাস চন্দ্র দত্ত, শিক্ষক স্বপন চ্যাটার্জী প্রমুখ। কমল কান্তি দাস গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা চর্চার উপর গুরুত্ব দেন। কবি সরল দে ভাষা শহিদের স্মৃতিকে সদা সর্বদা স্মরনে রাখার পরামর্শ দেন।

প্রতিবেদক— প্রান্তর বন্দ্যোপাধ্যায়

পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের ৬০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন

গত ১৫.০২.০৯ তারিখ রবিবার রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তায় পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার এর ৬০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালিত হয়। একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মোট ২৪০ জনের মতো প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ব্লক শহর কোতুলপুর হতে মোট ১৪জন বিচারক এসে অনুষ্ঠানটি পরিচালন করেন। এছাড়া কোতুলপুর এবং জয়পুর ব্লকের প্রায় প্রতিটি পাঠাগার থেকেই গ্রন্থাগারিক এবং সহকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান মহাশয়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং পাঠাগারের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় শ্রী মদন গোপাল দাস মহাশয় পাঠাগারকে একটি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বই দান করেন।

প্রতিবেদক— তপন কুমার রায়

ওল্ড মালদা শহর গ্রন্থাগার
"বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস"— আলোচনাসভা

ওল্ড মালদা বাণী ভবন টাউন লাইব্রেরি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ১৫ই মার্চ,২০০৯ রবিবার দুপুর ২ টায় লাইব্রেরির রিডিং রুমে" বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস" উদ্‌যাপন করা হয়। আলোচনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মিনতি দত্ত মিশ্র, তপয়া ভৌমিক, অজয় কুণ্ডু, পার্থ রায় চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক সুবীর কুমার সাহা, সম্পাদক সুশোভন বসাক, বিশ্বজিৎ বোস প্রমুখ।

প্রতিবেদক—শশাঙ্ক দাশগুপ্ত ও সুবীর সাহা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., দে বুক স্টোর, বে'জ, নয়া উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, ভোলা, জ্যাম্পল, প্রজা, পাতিরাম।

প্রকাশের প্রতীক্ষায় বই

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি ক্রপদী উপন্যাসের আলোচনা। প্রতি খণ্ড হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৬০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, ওড়ুপীতায়ন, আবু ইসহাক,শহীদুল্লাহ, আলা আহকুক, আকতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিসেতুর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ
পাঠাগারের রজত জয়ন্তী

নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে শুরু হল সল্টলেক, করুণাময়ী আবাসনের বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদের বর্ষব্যাপী রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন কর্মসূচি। পতাকা উত্তোলন করলেন পৌরপ্রধান ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার, প্রদীপ জ্বালালেন প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দার। ডঃ মজুমদার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের ভূয়সী প্রশংসা করে এই আশা প্রকাশ করলেন যে শীঘ্রই নতুন আবাসনে স্থানান্তরের পরে এই পাঠাগার আরও বিস্তার লাভ করবে, উন্নত হবে এর পরিসেবা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৌরপ্রধানের সক্রিয় সহযোগিতায় করুণাময়ী সমাজগৃহের দ্বিতলে পাঠাগারের জন্য এক প্রশস্ত আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। ডঃ রমেন পোদ্দার ও বিশেষ অতিথিদ্বয় যথাক্রমে শ্রীভবেশ মৈত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা তাঁদের ভাষণে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা, মানুষের জীবনে বইয়ের ভূমিকা এবং অন্য কোনো মাধ্যম যে বইয়ের আবেদন ও ভূমিকা খর্ব করতে সক্ষম হবে না, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জানালেন।

পাঠাগারের সভাপতি শ্রী সুনীল কুমার মজুমদার এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুনীলবরণ চক্রবর্তী তাঁদের ভাষণে রজত জয়ন্তীর কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন সুনীলবরণ চক্রবর্তী ও দেবাশিস সেনগুপ্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করুণাময়ী আবাসন ও তৎসংলগ্ন বহু বিশিষ্ট অধিবাসী।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

সম্পাদক,
'গ্রন্থাগার' পত্রিকা, কলকাতা
মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আশ্বিন ১৪১৬ সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধে এমন কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি ঐ ধরনের আর একটি প্রচেষ্টার কথা আপনার ও গ্রন্থাগার পত্রিকার পাঠকদের দৃষ্টিগোচরে আনতে চাই।

শোনা যায়, রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে সাধারণ স্নাতক কোর্সে অনার্স-এর বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এমনকি ঐ অনার্স কোর্সের খসড়া পাঠক্রম তৈরি করার কাজও শেষ হয়েছে। এই প্রচেষ্টা কার্যকর হলে শুধু যে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ-এর ক্ষেত্রে আর একটি নতুন স্তরের সৃষ্টি হবে তাই নয়, এর ফলে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা, যা এখনই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি, তা আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই ধরনের স্নাতক কোর্সের ইউজিসি স্বীকৃত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা অথবা ঐ বিষয়ে মডেল পাঠক্রম তৈরির জন্য ইউজিসি দ্বারা গঠিত কমিটি (Curriculum Development Committee)-র সুপারিশ কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া কলেজ স্তরে এই বিষয় পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোরও অভাব আছে। এই অবস্থায় ঐ কোর্স চালু করলে ছাত্রদের উপযুক্ত ভাবে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া দেশের কোন স্থানেই গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অনার্স চাকরিতে প্রবেশের যোগ্যতা হিসাবে স্বীকৃত নয়। ফলে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে অনার্স ডিগ্রিধারীদের চাকরি পেতেও অসুবিধা দেখা দেবে।

একথা মনে রাখা দরকার যে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান একটি বৃত্তিমূলক বিষয় এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিষয়ের মত এটিকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পৃথক ভাবে বিবেচনা করা উচিত। তাই এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন এই ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এরকম প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

ভবদীয়
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

পরিষদ সংবাদ

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরুলিয়া জেলা

গত ২৩ শে জানুয়ারি ২০০৯ পুরুলিয়া জেলার নেতাজী লাইব্রেরি তে নেতাজী জন্মদিবস ও গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কাশীপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সত্যনারায়ণ বাউরী, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কাশীপুর বিধান সভার প্রাক্তন বিধায়ক সুরেন্দ্রনাথ মাজি মহাশয়। সভাপতিত্ব করেন তালাজুড়ি শ্রীমতী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনয় কুমার দাস মহাশয় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক গোরা চাঁদ ওঝা মহাশয়। দেওয়াল পত্রিকা সোপান এর তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় এই দিন। প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। সফল প্রতিযোগীদের হাতে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পুরস্কার তুলে দেন।

প্রতিবেদক—মৃণাল কান্তি মণ্ডল

গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ক কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগের উদ্যোগে ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় গত ২২শে মার্চ ২০০৯ রায়গঞ্জ কর্ণপোড়া রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ক একটি কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য সহসভাপতি অনুপ কুমার সরকার ও পরিষদের কার্যকরী সদস্য অশোক কুমার রায় গ্রন্থাগার পরিসেবার মানোন্নয়ন ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে অত্যন্ত গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভাপতি অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা পীযূষকান্তি দত্ত, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রণবগোপাল করাতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি ভারতেন্দ্র চৌধুরী, পরিষদের জেলা সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি জয়ন্ত শিকদার, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রন্থাগার কৃত্যক সদস্য সৌর্যেন্দ্র কুমার ধর ও বিশেষ অতিথি দেবাশিস সরকার। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন দেবেশকান্তি চক্রবর্তী মহাশয়।

প্রতিবেদক—বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, একটি প্রতিবেদন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সরকার পোষিত গ্রন্থাগার বা অতি পুরানো ও অত্যন্ত চালু অপোষিত গ্রন্থাগারগুলিরও ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে। এই অবস্থায় পরিষদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। প্রযুক্তি যত উন্নতিই করুক বইএর প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকবে। এই বিশ্বাস থেকেই পরিষদ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সর্বস্তরের মানুষ যাতে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারই প্রচেষ্টায় এই প্রকল্প।

'গ্রন্থাগারে এসে — আরও পড়ো"

এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার ৬টি গ্রন্থাগারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলি হ'ল ১) শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি (অপোষিত) ২) ক্রেডস ক্লাব লাইব্রেরি, দঃ ২৪ পরগণা ৩) বড়িশা সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি ৪) বেহালা টাউন লাইব্রেরি ৫) বিবেকানন্দ পাঠাগার ৬) গ্রন্থশ্রী — কলকাতা।

এই প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, শ্রীমতী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বীথি বসু ও শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত।

সর্বস্তরের পাঠককে আকর্ষণ করবার জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ, গল্প বলা, সাহিত্য বিষয়ক, বিজ্ঞান বিষয়ক, চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা, নারী বা পুরুষদের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে আলোচনা, বৃত্তি বিষয়ক পরামর্শ, Slide Show, দৃষ্টিহীন বা ক্ষীনদৃষ্টিদের জন্য Audio Cassette এর ব্যবস্থা করা। এছাড়া প্রয়োজন ও পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

প্রারম্ভিক আলোচনার পর আগামী ২২।১০।২০০৯ থেকে প্রকল্পটির কাজ শুরু হচ্ছে।

পরিষদ আশা করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিই এই প্রকল্প রূপায়নে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসবেন ও পরিষদের এই সদিচ্ছাকে সফল করে তুলবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সফল করুন

এবার ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে হাওড়া কদমতলার ধাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরিতে ১৮-২০শে ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে। ইতোপূর্বে ১৯৭৯ সালে ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ঐ গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে (১) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যবস্থা (২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

আপনি একজন গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমী হিসাবে জানেন যে আজকের যুগে প্রত্যেক দেশেরই গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা। গ্রন্থাগার পরিচালনার বিদ্যা আজ শুধু বিজ্ঞানের স্তরেই উন্নীত হয় নি, ৮০র দশকে কম্পিউটার ও টেলিকম্যুনিকেশন বিপ্লবের পর গ্রন্থাগার পরিসেবার মধ্যেও বিপুল পরিবর্তন এসেছে। একদিকে প্রচলিত গ্রন্থাগার পরিসেবা, আরেকদিকে বৈদ্যুতিন তথ্য সম্পদ ভিত্তিক পরিসেবা এবং ডিজিটাল লাইব্রেরির পরিসেবাগুলি দিতে গেলে নতুন ধরনের পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। একদিকে সর্বনিম্নস্তরে পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স অপর দিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ডক্টরেট ডিগ্রি। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

উপরিউক্ত অবস্থা বিবেচনা করে পরিষদ মনে করে রাজ্যস্তরে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজ্যস্তরে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এজন্য এবিষয়ে ইচ্ছুক সমস্ত ব্যক্তির কাছে নিবন্ধ রচনা এবং সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আপনার নিবন্ধটি ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে পরিষদ ভবনে পৌঁছানো প্রয়োজন যাতে মুদ্রিত আকারে প্রতিনিধিদের দেওয়া যায়।

নিবন্ধের সূত্রগুলি নীচে দেওয়া হল—

১) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ।

১১ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্বিক আলোচনা

১২ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, শিক্ষণের পরিকাঠামো, শিক্ষণের মাধ্যম, শিক্ষণ কাল ইত্যাদি।

১৩ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম

১৪ বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা/মূল্যায়ন ব্যবস্থা — লিখিত, মৌখিক, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদি।

১৫ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োগে শিক্ষানবিশী ব্যবস্থার রূপরেখা।

১৬ নিরন্তর, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রিফ্রেশার কোর্স সম্পর্কিত বিষয়।

২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

২১ সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত ও স্বেচ্ছাসেবী পরিচালিত গ্রন্থাগার)।

২২ শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

২৩ বিশেষ ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার

২৪ তথ্য ব্যবস্থা

৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :—

ক) সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সংগঠক ও গ্রন্থানুরাগীবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পরিষদের সদস্যদের মাথা পিছু ২০.০০ (কুড়ি টাকা); যাঁরা সদস্য নন তাঁদের ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) দিয়ে পরিষদে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দুই জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন।

খ) আহারাদি, জলখাবার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য জন প্রতি ২০০.০০ টাকা (দুইশত টাকা) করে অভ্যর্থনা সমিতিকে দেয়। প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি।

গ) প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারি ও চাদর আনতে হবে।

ঘ) যাঁরা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে চান তাঁদের সম্মেলন শুরুর দুইদিন আগে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে।

ঙ) সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগের স্থান : পরিষদ কার্যালয়, পি ১৩৪, সিআইটি স্কিম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬। সম্মেলনের অভর্থনা সমিতির ঠিকানা : শ্রী তন্ময় ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, ৪২/৩ লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া ৭১১১০১। দূরভাষ : ২৮৪৯ ৫৬১০।

চ) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবেন; কিন্তু অন্যান্য অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ছ) সমাপ্তি অধিবেশনের পরে সম্মেলনে যোগদানের সংশোপত্র (সার্টিফিকেট) দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি

৫১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৮-২০ ডিসেম্বর
ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, কদমতলা, হাওড়া

এবার ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত গ্রন্থাগার সংগঠক, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমীক ব্যক্তিদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এবার আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে—

১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

এই দুটি বিষয়ের উপর নিবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। নিবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে। সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য নিবন্ধগুলি ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে পরিষদ ভবনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিবন্ধ বাংলায় ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন রেখে লিখে পাঠাতে হবে। নিবন্ধগুলি সম্পাদনার অধিকার সম্পাদকের। কপিরাইট পরিষদের। অন্যত্র প্রকাশিত নিবন্ধ গ্রহণ করা হবে না।

নিবন্ধের সূত্রগুলি নীচে দেওয়া হল —

১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে)

১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক আলোচনা

১২ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, শিক্ষণের পরিকাঠামো, শিক্ষণের মাধ্যম, শিক্ষণ কাল ইত্যাদি

১৩ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম

১৪ বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থা/মূল্যায়ন ব্যবস্থা - লিখিত, মৌখিক, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদি

১৫ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োগে শিক্ষানবিশী ব্যবস্থার রূপরেখা

১৬ নিরন্তর, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রিফ্রেশার কোর্স সম্পর্কিত বিষয়

২ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

২১ সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত ও স্বেচ্ছাসেবী পরিচালিত গ্রন্থাগার)

২২ শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার - বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২৩ বিশেষ ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার

২৪ তথ্য ব্যবস্থা

কৃষ্ণপদ মজুমদার
কর্মসচিব

Govt. of West Bengal
Directorate of Library Services
Bikash Bhawan, 9th Floor, Salt Lake
Kolkata - 700091

Memo No. : 1440(35) /LS
OM/Lib.-10/1995

Date : 30.10.09

From : The Director of Library Services, West Bengal.

To : 1. The District Library Officer, ...
.....
.....
.....

2. The Librarian,.....
.....
.....
.....

Sub. : Deputation of Library personnel in the Govt. and Govt. Sponsored Libraries to attend the 51st Bengal Library Conference, scheduled to be held from 18th-20th December, 2009, at Bantra Public Library, Howrah, West Bengal.

With reference to above subject, the undersigned is to inform you that 51st Bengal Library Conference will be held at the above-mentioned venue from 18th - 20th December, 2009. The discussion and deliberation in the Conference will be of much help for the betterment of library services. He / She is, therefore, requested to allow one member of the staff from each of the Primary Unit / Rural / Area Library and two members of the staff of the Sub-Divisional / Town / District Library in the concerned district, as the case may be, for enabling them to attend the said Conference. One employee from the Govt. Library may also hereby permitted to attend the Conference.

The period of absence of such participating employees including the period spent of journeys may be treated as on duty. No TA / DA will be admissible for attending such Conference and the participants may be instructed to furnish a certificate from the Bengal Library Association about their attendance in the said conference.

Sd/- Amalesh Pathak,
Director of Library Services,
West Bengal.

Memo No. : 1440(35) /1(1)/LS

Date : 30.10.09

Copy forwarded for information and necessary action to the General Secretary, Bengal Library Association, P-134, C.I.T. Scheme-52, Kolkata-700014.

Director of Library Services,
West Bengal

ss/30.10.09

GRANTHAGAR

Vol. 59 No.7 Editor : Goutam Goswami Asso Editor : Joydeep Chanda October, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Problems of Public Library Employees in West Bengal (Editorial) p.207

Public library employees of West Bengal are facing problems which are yet to be solved. These problems are namely- payment of increased salary as per Pay Commissions' recommendations, faster appointment on compensatory grounds, speedy selection of JLA, identity cards for the library employee, recruitment of personnel, preparation of service book, etc. Among the above mentioned points, payment of salary at the beginning of the month and the transfer of the library employee are very important. All these problems are to be dealt properly without much delay, before expecting better library service from them.

Library and classification of Books-by Bholanath Panja. p.208-211

In this article the author describs about the functions and advantages of book classification which will help the reader to find out a particular book and at the same time to browse the collocation of subjects through different titles. He also discusses the "Five Laws of Library Science' by Dr.S.R.Ranganathan and their relevance in today's modern world.

Cyber Crime in library and its Protection : A Review-by Ramprasad Majumder.

p.212-214

The author discusses about the probable cyber crimes within the jurisdiction of a particular library and the possible ways for cyber security. He also mentioned about different types of cyber crimes, characteristics of cyber criminals, various channels of cyber crimes within the library system, and how to tackle these modern days ICT based crimes.

Small Library and Its Documents' Preservation System-by Goutam Mukhopadhyay. p. 215-218

The author describes about various types of preservation of documents with special reference to small libraries which include rural library , primary unit library, school library, club and private library, etc. Different type~ of preservation, like control of temperature and humidity, use of acid free paper, regular dusting, judicious use of lights, etc were discussed in details. The author also suggests some curative measures for the small libraries.

Library News. p.219-221

1. The International Mother Language Day (21st February 2009) was celebrated by the Cochbehar Jagrata Milan Sangha 0 Pathagar . Reported by Jayanta Saha.

2. The International Mother Language Day was organised by the Jitendralal Subdivision Library and the Department of the Information and Culture on 21st February 2009. A cultural programme and a debate competition was organised on this occasion. Reported by Goutam Banerjee.

3. Purbasthali Krishnanath Library organised the

International Mother Language Day on 21 st February 2009 through a memorial meeting. Reported by Tapan Kumar Chakraborty.

4. The Friends Club Library of Jagacha, Howrah organised the International Mother Language Day on 21 st February 2009 through different cultural programmes and discussion. Reported by Shibprasad Chakraborty.

5. The International Mother language Day (21st February 2009) was celebrated by the Bishnupur Sub-Division library with the support of Bishnupur District Magistrate and the Department of the Information and Culture. Reported by Sattnath Bandyopadhyay.

6. A discussion meet on the subject 'Empowerment of Women' was organised by the Bishnupur Sub-Division library with the support of the Department of the Information and Culture on 28th January 2009. Reported by Satinath Bandyopadhyay.

7. The International Mother Language Day (21st February 2009) was observed by Baidyapur lakshmikanta Smriti Rural library on 21 st February 2009. Reported by Sanat Banerjee.

Obituary. **p. 221**

Sri Nanigopal Basak, ex-secretary and office staff of BLA, passed away on 4th October 2009. He was an employee of the Commercial library. He was 80 years old and survived by his wife, daughter and two sons. The Association conveyed due condolence to the bereaved family.

Notice: 10th North 24 parganas BLA District Conference. **p.222**

Letter to the Editor. **p. 223**

Sri Arun Ghosh wrote a letter to the Editor and discussed about an article of Goutam Mukhopadhyay.

Association News. **p.224-225**

1. The Bengal library Association, Paschim Medinipur and the WBPIEA, Paschim Medinipur jointly organised the library Day on 4th January 2009 in respect of 20th December 2008. Reported by Milan Kumar Sarkar.

2. The student's reunion of BLA was held on 25th July 2009 by the joint efforts of the present and past students and with the support of the teachers of the BLA. Reported by Sanjay Guha.

Library Workers' News. **p.225-228**

1. A deputation was organised by the WBPLEA, Cochbehar on 24th February 2009 in front of the District library Directorate to highlight various long outstanding demands.

2. A one-day seminar on adult education and library services was organised by the Department of library and Information Science, Rabindra Bharati University with the financial support of the UGC on 27th March 2009. Reported by Salilchandra Khan.

3. The Local Library Author of Uttar Dinajpur with the financial help of Raja Rammohan Roy library Foundation organised a training workshop on library services awareness on 28th February 2009. Reported by Binaykrishna Goswami.

4. The International Mother Language Day (21st February 2009) was celebrated by Chou Pukuriya Pragati library through various programmes. Reported by Bishnupada Ghosh.

Notice: 51st Bengal library Conference. **p.229**

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন ঃ**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে ক্রমানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM KOL RMS WB RNP-083/2007-09
Licence No.-WB/ & PO/SSRM-KOL RMS/RNP-083/UPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd.No. R.N.267457

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 8 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda November, 2009

CONTENTS

	Page
Library Science Education (*Editorial*)	235
Bhudeb Bag	
Banimandir Rural Library – a survey	237
Abhijit Pramanik	
Mahiary Public Library : 123 yrs of historical importance	240
Parthapratim Roy	
Tagore's vision of knowledge and its Com .ion	243
Proceedings of 50th Bengal Library Conference	247
LIBRARY WORKERS' NEWS	249
LIBRARY NEWS	250
LETTERS TO EDITOR	251
ASSOCIATION NEWS	252
51ST BENGAL LIBRARY CONFERENCE	253
NOTIC 51ST BE AL RARY CONFERENCE	254
GOVT. O	256
ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 7)	257

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org. Website :http://www.blacal.org, Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 9831161961. *Editor*: Goutam Goswami

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৯ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ পৌষ, ১৪১৬

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার দিবস (সম্পাদকীয়) ২৬৩

পার্থ প্রতিম রায়
রবীন্দ্র দূরদৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চার ২৬৪

সর্বানী সরকার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন ২৬৮

লক্ষণ সরকার
তথ্য প্রযুক্তির পরিবেশে ক্যাটালগিং এর কিছু নতুন দিক ২৭২

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ ২৭৮

গ্রন্থাগার সংবাদ ২৮০

ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 8) ২৮৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ **বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ**

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সন্নিবিষ্ট।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক : জয়দীপ চন্দ পৌষ, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন। আজ থেকে তিরাশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ-এর যাত্রা শুরু হয়। নানা বাধা বিঘ্ন, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পরিষদ এতগুলি বছর পার হয়ে এসেছে।

গ্রন্থাগার দিবস শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম তারিখ নয়, এই দিনটি হলো অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের দিন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পূর্বসূরীরা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের জন্য সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলেন। যাঁরা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাছে এই দিনটি নতুন করে শপথ গ্রহণ করার দিন যাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁদের প্রয়োজনানুগ জ্ঞান ও তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। এই দিন জনসাধারণকে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার আহ্বান জানানোর দিন।

এবারের গ্রন্থাগার দিবস পালিত হচ্ছে ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের শেষ দিনে। ১৮-২০ ডিসেম্বর বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, ঐ মঞ্চেই পালিত হবে গ্রন্থাগার দিবস। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে "গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ"। গ্রন্থাগার দিবসের আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের রূপান্তর"।

মানব সভ্যতার সব চাইতে পুরানো তথ্যগত নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে স্পেনের গুহার দেওয়ালে নিয়েণ্ডারথাল মানুষের আঁকা কয়েকটি ছবি। ছবির বিষয়, বর্ণবৈচিত্র্য, গতিশীলতা যার অভিব্যক্তি এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। এইটিই মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম নথি বা রেকর্ড হিসাবে পরিগণিত। তারপর থেকে জ্ঞান প্রবাহের মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার হয়েছে যেমন পাথরের টালি, পোড়া মাটির টালি, গুহার দেওয়াল, তামা, পশুচর্ম, প্যাপিরাস ও কাগজ। আজ কাগজের কাঁচা মাল অপ্রতুল হওয়ায় প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুর ব্যবহার বাড়ছে। তাও অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত সঞ্চালনের সহায়ক না হওয়ায় বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যবহার হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির মধ্যে এসেছে এক বৈপ্লবিক কর্মধারা। বই, পত্র-পত্রিকা যেমন আসছে আবার বৈদ্যুতিন ভাণ্ডারের ধারণ ক্ষমতাও বাড়ছে। আগে ২৪০০ ফুটের বৈদ্যুতিন ফিতেতে যে পরিমাণ তথ্য রাখা হ'ত এখন একটা হার্ড ডিস্ক বা আইপড-এ তার লক্ষগুণ বেশি তথ্য সংগ্রহ ও সঞ্চালন করা যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবে সমাজের বহিঃস্থ স্মৃতি যে গ্রন্থাগার তারও রূপান্তর ঘটছে। আগেকার গ্রন্থাগার ছিল ভাণ্ডার ভিত্তিক, একমাত্র বিত্তবানদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। সামাজিক জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের মধ্যে সব ধরনের তথ্য ধারক বস্তুর সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের কাজ চলছে। আর চেষ্টা চলছে কত কম স্থানে, কম খরচে কত বেশি তথ্য ধরে রাখা যায় আর কত দ্রুত সেই তথ্য সর্বত্র সঞ্চালন করা যায়। আজকের দিনের স্লোগান 'বই সকলের জন্য', 'Access to Knowledge'। এই রকম পরিপ্রেক্ষিতে এবারের গ্রন্থাগার দিবসের এই আলোচ্য বিষয় স্থির করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য গ্রন্থাগার দিবসে এক কেন্দ্রীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। পরিষদ মনে করে রাজ্যের প্রতিটি গ্রন্থাগারে ঐ দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী জনসংযোগের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করা হোক আর জানানো হোক গ্রন্থাগার সকলের জন্য, বই পড়ুন, বই পড়ান, গ্রন্থাগারে আসুন।

রবীন্দ্র দূরদৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চার

পার্থ প্রতিম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বসন্ত উৎসব পালন করা হয় প্রকৃতি এবং তার রঙ্গিন পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেবার মাধ্যম হিসাবে। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ ও গানের মাধ্যমে বিভিন্ন ঋতু যথা বসন্ত, শরৎ বন্দনা করে থাকে। এটা আশা করা হয় যে আশ্রম সমাজ মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার অনুভূতি পাবে। এই ধারণার মূল ভিত্তি তপোবনের শিক্ষার আধুনিকীকরণ। হলকর্ষণ ও শিল্পোৎসবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কৃষি, শিল্প পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাজ-কর্মকে সম্মান জানাতে চেয়েছেন। এই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে শিক্ষিত মানুষদের কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহী করে তোলা যায়। কৃষিকার্যকে মর্যাদাপ্রদান করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রথম হলকর্ষণ উৎসবে হাল চালনা করেন। কৃষিকার্যকে একটি সম্মানজনক বৃত্তি হিসাবে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানব সভ্যতায় কৃষিই প্রথম পক্ষে করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। ...কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে নিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজে বহুলোকের মধ্যে জীবিকার মিলন।" (২২) বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমাজে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস করেন। কারণ বৃক্ষরোপণ ভূমিক্ষয় রোধ করে, বায়ুসকলকে বিশুদ্ধ করে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। রবীন্দ্রনাথ ১৭ই ভাদ্র ১৩৪৫ শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বলেন "ধরনীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই পরিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।" (২৩)

স্থানীয়, আঞ্চলিক এমন কি জাতীয় স্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের একত্রীকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান- পৌষ ও মাঘ উৎসবের আয়োজন করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন "according to us poverty problem is not so important. It is the problem of unhappiness that is the great problem."(২৪) রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন "সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাব প্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে।" (২৬) এই কারণে মানুষের মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চার তথা লোকশিক্ষার বিকাশের জন্য মেলায় চলচ্চিত্র ও অন্যান্য প্রদর্শনী, লোক সংগীত, লোকনৃত্য, যাত্রা, দার্শনিক ও সাহিত্যিক বক্তৃতা মালার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন ভিত্তিক জীবন-কেন্দ্রিক জ্ঞান উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার জন্য নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যাতে প্রতিষ্ঠান সমাজের কাছাকাছি আসতে পারে এবং সাধারণের সঙ্গে সমাজের উপরের স্তরের মানুষের দূরত্ব দূর হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজ উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন" আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।" (২৭)

পল্লি-পুনর্গঠন

পল্লিজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "শিলাইদা পতিসরে এই-সব পল্লিতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লিজীবন প্রত্যক্ষ করি। ক্রমে এই পল্লির দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্খায় আমার মন ছটফট্ করে উঠেছিল। ...তারপর থেকে চেষ্টা করতুম- কী

করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা বাস্তব আকার নেয় ১৯২১ সালে শ্রীনিকেতন (লক্ষ্মীর আবাস) পল্লি-পুনর্গঠন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পল্লি-পুনর্গঠনের কাজ শুরু করার জন্য প্রথমেই নানা আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণে জানা যায় যে অজ্ঞতা, রোগ এবং নিরক্ষরতা মানুষের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারের প্রধান অন্তরায়। শ্রীনিকেতন পল্লি-পুনর্গঠন কর্মসূচি একটি প্রকল্প। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন "আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে। ...এই ক-খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে। সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা, কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। ... আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ।" (২৮)

পল্লি উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা যথা স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীনিকেতন পল্লি উন্নয়নপরিকল্পনায় উন্নয়নের এই সমস্ত উপাদানগুলিকে একসঙ্গে উন্নত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। শ্রীনিকেতনের প্রথম অধিকর্তা এলমহার্স্ট এ প্রসঙ্গে লিখেছেন "from the outset, we had two main objectives, to survey the economic, social and scientific needs of the cultivator in his home, village and fields, and secondly to carry out our laboratory experiments in health, education, craft, cultivation and animal husbandry."(২৯) রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান এবং শান্তিকে সমগুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন পল্লি উন্নয়ন সম্ভব হবে যদি আমরা সক্ষম হই "bring to the village health and knowledge, wealth and peace in which to live, wealth of time in which to work and to rest and enjoy." (৩০) ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন "গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো; এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্‌ভাবিত করো।" (৩১) রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শিক্ষার বিকাশ ও জ্ঞান সঞ্চার পল্লি উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করতে পারে। শ্রী অনিল চক্রবর্তীকে ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৪ এক পত্রে কবি লিখেছেন 'পল্লিসংস্কার ও পল্লিসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ'।

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পল্লির বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় জ্ঞানের অভাব, সমবায় মনোভাবের অভাব এবং সাবলম্বন। এই প্রেক্ষিতে বাস্তব জ্ঞান আহরণ এবং সঞ্চারের জন্য শ্রীনিকেতন প্রকল্পে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে যথা তাঁত, শিল্প, কৃষি, বনসৃজন ইত্যাদিতে অধ্যয়ন, নিরীক্ষণ, গবেষণা করা হয়। শ্রীনিকেতনের অন্যতম অধিকর্তা সুধীর সেন লিখেছেন " ...I therefore launched a study, among other things, of the economics of the handloom industry to determine under what conditions it could be rehabilitated and made not only viable, but also sufficiently profitable. (৩২) এইভাবে সংগৃহীত তথ্য সাধারণের মধ্যে নানা লোকশিক্ষা ও লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চার করা হয়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যগত নানা গ্রামীণ বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান যথা যাত্রা, কীর্তন, কথকথা ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন ঘটান নানা উৎসব মুখর ঋতুবন্দন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

উপসংহার

জ্ঞান সঞ্চারে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি তার শিক্ষা দর্শনের আবশ্যিক উপাদান। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য "to give man unity of truth" "the full realization of all the ideals in life through work and wisdom."(৩৩) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা বা জ্ঞানদর্শন শুধুমাত্র জ্ঞানের বিকাশ সাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজবিকাশের স্বার্থে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রসারিত। জ্ঞান সঞ্চারের জন্য তিনি প্রথাগত ও অপ্রথাগত সঞ্চার পদ্ধতির

সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বের জ্ঞান সংগ্রহ করবে, দেশীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করবে এবং বিভিন্ন পথে জাতীয় জীবনে সঞ্চার করবে। জ্ঞান, ব্যক্তি তথা সমাজ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র জ্ঞানে বিকাশের মাধ্যমেই ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব। সুতরাং শিক্ষাকে জ্ঞান উৎপাদন এবং সঞ্চারের ক্ষেত্রে বাস্তব এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব। সুতরাং শিক্ষাকে জ্ঞান উৎপাদন এবং সঞ্চারের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন, প্রয়োজন এবং জনসাধারণের আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক অদ্বিতীয় মাধ্যম হিসাবে বিকশিত করতে হবে। গ্রন্থাগার জ্ঞানের সংগ্রহ কেন্দ্র এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অংশ হিসাবে জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে সেইসব ব্যক্তিদের সাহায্য করতে পারে যাঁরা আবিষ্কার, সৃষ্টি বা প্রকাশ করতে চান। কারণ গ্রন্থাগারে" ... কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়।" (৩৪)

তথ্যসূত্র

১) Tagore (Rabindranath). Schoolmaster. Modern Review. Vol.36;1924.p.313.

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্ত্রীশিক্ষা। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২।পৃ. ১৩৮

৩) Tagore(Rabindranath).Personality. London:Macmillan, 1942.p116.

৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার বাহন। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২।পৃ. ১৪২

৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার হেরফর। দেখুন শিক্ষা কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২।পৃ.১০১১

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২।পৃ. ২৩৫

৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্ত্রীশিক্ষা। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২। পৃ. ১৩৯

৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২। পৃ.২০-২২

৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,১৪১২। পৃ.২০২

১০) Tagore (Rabindranath). Rashiyar cithi. Calcutta:Visva Bharati Granthan Vibhaga, 1342 (B.S.).p.112.

১১) Tagore (Rabindranath). Realisation. London:Macmillan,1917.p.53.

১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২। পৃ.২৩৬

১৩) Tagore (Rabindranath). Visva Bharati Bulletin. 11; 1928.p.1.

১৪) Tagore (Rabindranath). Visva Bharati.1358 (B.S.);7th Poush;p.122.

১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। শান্তিনিকেতনঃ বিশ্বভারতী, ১৩৫৮

১৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন আদিপর্ব। বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

১৭) প্রমথনাথ বিশী । রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। কলকাতাঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৮। পৃ.১-৪

১৮) রামকৃষ্ণ সাহা। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। কলকাতাঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৮। পৃ.১৯৮৮।পৃ.১-৪

১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার বিকিরণ। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২। পৃ. ২১৪।

২০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার হেরফের। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২। পৃ. ৭-৮

২১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা সংস্কৃতি। দেখুন শিক্ষা। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২। পৃ. ২২৬

২২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হলকর্ষণ। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২। পৃ. ১০৫-১০৬।

২৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অরন্যদেবতা। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২। পৃ. ৮৮

২৪) Elmhirst (LK). The robbery of the soil. Modern Review. Oct.1922.

২৫) Elmhirst (LK). Diary. Dated 4 Dec 1921.

২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লিসেবা। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২। পৃ. ৬৫।

২৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিভাষণ। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২। পৃ. ৯২।

২৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২। পৃ. ৯৬, ১০৪

২৯) Elmhirst (LK). Poet and plowman. Calcutta: Visva Bharati Granthan Vibhaga, 1975.p.48

৩০) Tagore (Rabindranath). City and village. Calcutta: Visva Bharati Granthan Vibhaga, 1973.p.116

৩১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতির অভিভাষণ। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২। পৃ. ১১।

৩২) Sen (Sudhir). Rabindranath on rural reconstruction. Calcutta: Visva Bharati Granthan Vibhaga,1991.p.21.

৩৩) Tagore (Rabindranath). Personality. London: Macmillan,1959.p.26.

৩৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। দেখুন পল্লিপ্রকৃতি। কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪২১। পৃ. ২১।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত চতুরঙ্গ পূর্তি সংখ্যা 2একুশি প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। বা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ এন.বি.এ., দে বুক স্টোর, দে'জ, নবা উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, ঘোষ, অ্যাম্পা, প্রভা, পাতিরাম।

সমালোক প্রকাশিত বই

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি কলকাতা উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৪০০টাকা।

বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখণ্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আবু ইসহাক,শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা ভাবনা, আর আছে স্মৃতিসেতুর বাংলাদেশ প্রবন্ধ বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন

সর্বানী সরকার

ভারতবর্ষে অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রন্থাগার পরিসেবা উন্নয়নের জন্য সঠিক মানের গ্রন্থাগারিক তৈরির করার ক্ষেত্রে পরিষদে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একটি সার্টিফিকেট কোর্স ১৯৩৭ সাল থেকে প্রচলিত আছে। শুধুমাত্র পঠনপাঠনের মাধ্যমে আদর্শ গ্রন্থাগারিক গড়ে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য নয়; পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতা সীমাবদ্ধতা না রেখে পাঠ্যপুস্তকে যা পঠিত হয়েছে তার বাস্তবিক প্রয়োগ যাতে হয় সেই উদ্যোগের প্রতিফলন হল সাম্প্রতিক জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন।

জাতীয় গ্রন্থাগার একটি দেশের মুদ্রিত যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। জাতীয় গ্রন্থাগার শুধুমাত্র দেশীয় তথ্য সংগ্রহ করে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী তথ্যের সাথে যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ পরিচিত হতে পারে সেই ব্যবস্থাও করে থাকে। এই কারণে ৮ই মে ২০০৯ সাল, শুক্রবার ঠিক সকাল ১০.৩০টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন ও সাপ্তাহান্তিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন শুরু হয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা সেদিন যে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করেছিল তা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঠিক কিরকম ছিল তার পরিচয়ও পেয়েছিল। এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জানার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তার প্রতিফলন সেদিন ৯০ জন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এছাড়া দুজন শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুজন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলার আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও সংগঠন কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে একটু পরিচয় না করলে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। ভারতে জাতীয় গ্রন্থাগার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পরিচিত হলেও এর ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গেছিল স্বাধীনতার অনেক পূর্বেই। ১৮৩৫ সালে আগস্ট মাসের একটি সভার মাধ্যমে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সূচনা হয়। ভারত সরকারি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থা দেখে গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন এই দুটি গ্রন্থাগারের সংযুক্তিকরণ করে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট ১৯০২' আইনের দ্বারা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন, তা পরবর্তীকালে ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে নাম পরিবর্তিত হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরি তথা জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগঠন ও প্রশাসন অত্যন্ত সুসংগঠিত, এই গ্রন্থাগারে ৫টি বৃহৎ ভবন আছে। এগুলি হল ১) মূলভবন, ২) অ্যানেক্স ভবন, ৩) নিউ অ্যানেক্স ভবন, ৪) ভাষা ভবন ও ৫) এসপ্লানেড রিডিংরুম।

জাতীয় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের বিভাগ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভাগ হল পরিগ্রহণ, প্রসেসিং, ক্যাটালগিং ইত্যাদি সমন্বয়ে সংগঠিত বিভাগ। এই বিভাগে ২১টি উপবিভাগ আছে। যেমন পরিগ্রহণ, ইংরাজি পত্রিকা বিভাগ, ম্যাপ ও মুদ্রণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, আওতোষ সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রসেসিং, মুদ্রিত সূচি বা printed catalogue, রিডিং রুম, লেন্ডিং সেকশন, গ্রন্থপঞ্জি বিভাগ, মূল স্ট্যাক (পত্রিকা গঠনের ঘর), অ্যানেক্স স্ট্যাক ও রিডিং রুম, শিশু গ্রন্থাগার, স্টক ভ্যারিফিকেশন কম্পিউটার সেন্টার।

সংরক্ষণ বিভাগে বিভিন্ন রকমের ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন রেপ্রোগ্রাফী বিভাগ, প্রিসার্ভেশন বা সংরক্ষণ বিভাগ, ল্যাবরেটারী বিভাগে, এখানে মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিষ, ফোটোকপি, ব্লেরক্স কপি, ল্যামিনেশন, মাউন্টেনিং এনকেসিং ইত্যাদি হতে দেখা যায়। এগুলি ছাড়াও প্রশাসনিক কার্যাবলী দেখার জন্য প্রশাসনিক বিভাগও জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে।

আমাদের অবশ্য একদিনে সব বিভাগে সম্পূর্ণভাবে না ঘোরা হলেও যেসব বিভাগগুলি পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে তা আমাদের স্মৃতিতে চিরদিন থেকে যাবে। কোন বিশেষ কারণে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মূলভবন পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

তবে মূলভবনের সমস্ত বিভাগ ভাষাভবনে স্থানান্তরিত হওয়ায় মূলভবন না দেখার আপসোস কিছুটা কমে গেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন শুরু হয় অ্যানেক্স ভবনের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহশালার দুর্লভ সংগ্রহ দেখার মাধ্যমে। বিভিন্ন পাঠক বিশেষ অনুমতি পেলেই এই সংগ্রহশালা দেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই সংগ্রহশালার গ্রন্থসামগ্রী এতই উৎকর্ষ মানের যে সেগুলি আমাদেরকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতের সংস্পর্শে এনে দিয়েছিল, বর্তমানে আমি গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও আমি ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে বলতে পারি, এতদিন ইতিহাসের পাতায় যা দেখেছি, যা পড়েছি তা চাক্ষুস চোখে দেখার ফলে একটা কথা অনুভব করতে পেরেছি আমার ইতিহাস পড়াটা কিছুটা সার্থক হয়েছে।

ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী যেগুলি ইতিহাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে, সেইসব গ্রন্থগুলি ও তথ্যগুলিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার। অতীতের বহু পুঁথি, তালপাতার ওপর লেখা বিভিন্নরকমের গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে এই গ্রন্থাগারে, যেমন দেবনাগরী হরফে লেখা তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস'। আবার নেপালের কোন দুষ্প্রাপ্য গাছের ছালের ওপর দালাইলামার লেখা টিবেটিয়ান জাইলোগ্রাফ আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অন্যদিকে ১৭৯৯ সালে ভেলামের ওপর (বাছুরের শরীরের চামড়া) এডমন্ড গ্রাই-এর লেখা 'প্যানথোগ্রাফি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আবার ৯০০ বছরের পুরানো ও পুরাতন তামিল ভাষায় লেখা তালপাতার পুঁথি 'কামবা রামায়ন' আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থে আমরা শুধুমাত্র জ্ঞানের পরিচয় পাইনা, তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প নৈপুন্যতার প্রকাশও আমরা পেয়েছি।

এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থশালার পুঁথি, তালপাতার পুঁথির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের সংস্পর্শে এসেছিলাম ঠিক তেমনভাবেই মুঘল আমলের সংস্পর্শে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারলাম। মুঘল সম্রাট বিদেশী হলেও কিভাবে ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে উঠেছেন, তাদের শৌর্য বীর্যের পরিচয় পাই তাদের সময়ে রচিত তাদের সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ও তার আইন সম্পর্কিত লেখা আবুল ফজলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থও এই সংগ্রহশালায় দেখা যায়। আবার সম্রাট শাহজাহানের জীবনবিবরণী ও রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কিত হাকিম কোয়াসিম ফিরদৌসীর লেখা 'শাহনামা' এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ফিরদৌসীর লেখা 'খবরনামা' মুঘল আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে। এছাড়াও মুঘল আমলে রচিত ফিরদৌসীর হিন্দুদের জন্য লেখা 'একাদশী মাহাত্ম্য' এই সংগ্রহশালায় লক্ষ্য করা যায়।

ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ এই সংগ্রহশালায় আছে। ভারতবর্ষের প্রথম পত্রিকা 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সমস্ত প্রকাশন। এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পত্রিকা মাত্র দুবছর ধরে চলার পর কোন বিশেষ কারণে ইংরেজ সরকার-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসের সম্বন্ধে লেখা "ডিবেটস্ অফ হাউস ও লর্ডস' আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, শ্রীরামপুরে প্রকাশিত প্রথম 'বাংলা ব্যাকরণ বা গ্রামার' এই সংগ্রহশালায় লক্ষ্য করা যায়।

এই গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সংগ্রহ আছে তা নয়, ধর্মসংক্রান্ত সংগ্রহও এই গ্রন্থাগারে আছে। অতি প্রাচীন, দুষ্প্রাপ্য কোরান শরিফ অথবা পবিত্র কোরান গ্রন্থটিও আছে।

এইসব পুরাতন সংগ্রহ আমাদের ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ। এইসব সম্পদের মাধ্যমে যাতে শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্ম নয় আগামী প্রজন্মও আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হতে পারে তার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এইসব সংগ্রহ যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারে এবং বাইরের পরিবেশের আর্দ্রতা, গুরুতা, তাপ, পোকামাকড়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে তার জন্য বায়ুনিরোধক যন্ত্রের (Air condition) ব্যবহার করা হয়েছে। মোটামুটি 20°C তাপমাত্রা বজায় থাকে এই সংগ্রহশালায়। এর ফলে পোকামাকড় আক্রমণের আশঙ্কা কমে গেছে।

রঙ্গনাথন তাঁর পঞ্চনীতির প্রথম নীতিতে বলেছিলেন, "বই ব্যবহারের জন্য।" অথচ এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সকলের ব্যবহারযোগ্য নয়। কারণ এইসব গ্রন্থ সামান্য স্পর্শে ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু গবেষকদের বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যসংগ্রহের জন্য এইসব গ্রন্থের ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রঙ্গনাথন-এর পঞ্চনীতি সার্থক করার জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশের ব্যবহার। মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশের বিশেষত্ব হল পুরাতন দুর্লভ

গ্রন্থ, পুঁথি, খবরের কাগজ একটি যন্ত্রের সাহায্যে ফোটোকপি করে মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশে ধরে রাখা। এর ফলে কোন গবেষক যদি কোন নির্দিষ্ট খবরের কাগজের পাতার খবর, ছবি অথবা বিজ্ঞাপন দেখতে বা মুদ্রিত কপি পেতে চান তাহলে ঐ মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশের মাধ্যমে পেতে পারেন। মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশগুলি গ্রন্থের বা খবরের কাগজের নাম অনুসারে একটি ক্যাবিনেটে সজ্জিত থাকে। প্রয়োজনমতো সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়। রেপ্রোগ্রাফি বিভাগে মাইক্রোফিল্মের ও মাইক্রোফিশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

এরপর আমরা আশুতোষ সংগ্রহ পরিদর্শন করতে যাই। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ সম্বন্ধে জেনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাচার্য (Vice Chancellor) ছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বের সবধরনের গ্রন্থসংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। শুধু তাই নয়, একই গ্রন্থের প্রত্যেকটি সংস্করণ বা কপি সংগ্রহ করতেন। ১৯৪৯ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চার ছেলে আশুতোষ সংগ্রহ ও তাঁদের নিজস্ব সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদান করেন। বর্তমানে তাঁর সংগ্রহের ৮৭৫০০টি গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এই গ্রন্থ সংগ্রহে শুধুমাত্র আইনের গ্রন্থ ছিলনা, ইতিহাস, সাহিত্য, নাটক, অঙ্ক থেকে শুরু করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থও দেখা যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে বলতে পারি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ পরিদর্শন ছিল আমাদের কাছে অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণের বিষয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'Faust' নামক একটি নাট্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো, অর্ধমিটার বড় এবং নাট্যগ্রন্থের চরিত্রগুলি রূপো দিয়ে গ্রন্থের উপরিভাগে সজ্জিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি ছাড়াও অঙ্কশাস্ত্রের ওপরে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ১৫৭০ সালে প্রকাশিত "ইউক্লিড জিওম্যাট্রির" প্রথম ইংরেজি অনুবাদ যার নাম "দ্য এলিমেন্টস অফ জিওম্যাট্রি অফ দ্য মোস্ট অ্যানসিয়েন্ট ফিলোসফার ইউক্লিড অফ মেগারা"। এছাড়াও এই সংগ্রহের মধ্যে আরেকটি গ্রন্থ ছিল তুলোট কাগজের ওপর সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'বিবাদভঙ্গার্ণব' - হিন্দু আইন সংক্রান্ত পুঁথি। এই সংগ্রহে আবার কিছু হাতে তৈরি করা কাগজের অথবা আঠা না লাগানো বাঁধানো গ্রন্থের সমন্বয়ও লক্ষ্য করা যায়। আবার কিছু ছবি এই সংগ্রহে রাখা হয়েছে, সেইসব ছবি দেখে পুরানো কলকাতা ঠিক কেমন ছিল তা বোঝা যায়। তিনি শুধুমাত্র কলকাতার ছবি সংগ্রহ করেননি, তার সঙ্গে সঙ্গে স্যার চার্লস ডয়লারের 'ভিউস অফ ক্যালকাটা এন্ড ইট্স এনভাইরন' নামে একটি উল্লেখযোগ্য ছবিমূলক গ্রন্থও এই সংগ্রহে রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক, সামাজিক জগতের সংগ্রহ ছাড়াও সাহিত্য মূলক গ্রন্থও ছিল তাঁর সংগ্রহে যেমন আরবিক উপন্যাস, 'প্যারাডাইস লস্ট'র মতো বিখ্যাত গ্রন্থ সমাহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর সংগ্রহে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের সবথেকে বৃহৎ গ্রন্থ ১৮৫২ সালে জন বয়ডেলের লেখা "দ্য আমেরিকান এডিশন অফ বয়ডেলস ইলাস অফ দ্য ড্রামাটিক ওয়ার্কস অফ সেক্সপীয়র" দেখা যায়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ শুধুমাত্র বাংলার নয়, ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আশ্চর্যের বিষয় হয়ে আছে। তাঁর মতো একজন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার-সুবাদে প্রচুর কাজের ও ব্যস্ততার মাঝে ছিলেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থের প্রতি তাঁর ভালবাসা কতখানি ছিল তা তাঁর সংগ্রহ দেখলেই বোঝা যায়। তাঁর এই সংগ্রহ ছিল বলেই আমরা বিশ্বের তথা ভারতের বিস্ময়কর গ্রন্থসামগ্রীর সন্ধান পেতে পেরেছি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ দেখার পর আমরা নিউ অ্যানেক্স ভবনের দিকে রওনা দিলাম। ওখানে বাঁধাই বিভাগে পুরাতন, ছেঁড়া গ্রন্থগুলি কিভাবে বাঁধাই করা হয় এবং এই পুরাতন গ্রন্থগুলি আবার নতুনের মতো করে তোলা হয় তার ছোট্ট ঝলক দেখতে পাই। বাঁধাই মূলত দুভাবে হয়ে থাকে, সেলাইয়ের মাধ্যমে ও আঠার মাধ্যমে। বাঁধাই করার সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তার বিস্তারিত বিবরণ ওখানকার কর্মীবৃন্দ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের স্পষ্ট ও সুসংগঠিত ভাবে তুলে ধরেছিলেন। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

নিউ অ্যানেক্স ভবনের পর ল্যাবরেটারীতে আমরা সকলে এসে পৌঁছাই। এখানে গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য উন্নত ধরনের প্রযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। পোকামাকড়কে সমূলে বিনাশ করার জন্য একটি উন্নতধরনের যন্ত্র 'ফ্রিজড্রাই' ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রে ২১°সেঃ তাপমাত্রা রাখা হয় এবং এই তাপমাত্রায় কোন গ্রন্থ এই যন্ত্রে রেখে দিলে পোকামাকড় বেঁচে থাকতে পারেনা। ফলে গ্রন্থ পোকামাকড় মুক্ত হয়।

পুরানো গ্রন্থ, ছেঁড়া অথবা বাঁধাই খোলা, ভঙ্গুর এই জাতীয় গ্রন্থগুলি, যাদের ভবিষ্যৎ মূল্য আছে তাদের রক্ষার্থে ল্যামিনেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। মূলত হ্যান্ড ল্যামিনেশন করা হয়। প্রথমে গ্রন্থের পাতার ওপর সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফয়েল দেওয়া হয়। তার ওপরে টিসু পেপার রাখা হয়। এর পরে অ্যাসিটোন তুলো দিয়ে ভিজিয়ে ফয়েলকে গলিয়ে দেওয়া হয়। তবে টিসু পেপার ঠিক থাকে। এই টিসু পেপার দুই পাতাতেই ল্যামিনেট করা হয়। অন্যদিকে কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ নামক আঠার মাধ্যমে কোনো গ্রন্থের পাতার ওপর ল্যামিনেড করা হয়।

এছাড়া গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ধূপন (fumigation) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ভ্যাকুয়াম ধূপন পদ্ধতি এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ওয়াশিংয়ের মতো স্টীলের চেম্বারে বইগুলিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং ভ্যাকুয়াম বা হাওয়া বের করে নেওয়া হয়। যার ফলে পোকামাকড় বেঁচে থাকতে পারেনা। এছাড়া থাইমল এবং প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন ধূপন পদ্ধতিও এই জাতীয় গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হয়।

এরপর ভাবা ভবনে আমরা গিয়ে "সার্কুলেশন বিভাগে" যাই। এখানে পাঠক তার পছন্দমতো গ্রন্থ একটি স্লিপে লিখে রেখে যায়। তারপর গ্রন্থাগার কর্মী সেইসব লিস্ট (List) অনুযায়ী গ্রন্থগুলি স্ট্যাক (Stack) থেকে নিয়ে আসে। এরপর সেইসব গ্রন্থগুলি পাঠকদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়া হয়। এরপর রিডিং রুম দেখতে যাওয়া হয়। রিডিং রুমে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, পিরিওডিক্যাল দেখতে পাওয়া যায়। এখানে পাঠক নিজের পছন্দমতো গ্রন্থ পঠনের সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। পাঠককে গবেষকদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা আছে যাতে তারা নিজের মনে নিজেদের গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠভাবে পড়াশুনা করতে পারে।

এরপর প্রসেসিং বিভাগে যাওয়া হয়। এখানে বিভিন্ন গ্রন্থগুলির সূচিকরণ AACR 2R-এর মাধ্যমে হয় এবং বর্গীকরণ 'ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন'-এর ২২তম সংস্করণের মাধ্যমে হয়। এখানে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট আছে। এই ক্যাবিনেটে ক্যাটালগ কার্ডগুলি বিষয় অনুযায়ী এবং লেখকের পদবীর আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত করা আছে। এছাড়া রেমিংটন কোম্পানীর তৈরী 'কার্ডভেয়র' (Kardveyor) নামক সেলফ লিস্টের ক্যাবিনেট জাতীয় গ্রন্থাগারে দেখা যায়। এখানে শেলফের নম্বর অনুযায়ী লিস্টগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত আছে।

এরপর পরিগ্রহণ বিভাগে যাওয়া হয়। পরিগ্রহণ বিভাগে গ্রন্থ দুইভাবে আসে। গ্রন্থ ক্রয়ের মাধ্যমে ও ডি বি অ্যাক্ট (DB Act) অনুযায়ী প্রকাশকের কাছ থেকে। এখানকার কাজ হল বিভিন্ন গ্রন্থ নির্বাচন, গ্রন্থের মান মূল্যায়ন করা, গ্রন্থ ক্রয় করা এবং শেষে গ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্য পরিগ্রহণ খাতায় লিপিবদ্ধ করা।

পরিশেষে আমরা ইংরাজি পত্রিকা, ম্যাগাজিন (serial) বিভাগে যাই। এখানে পত্রিকাপঞ্জি 'Ulrich's International Directory' সাম্প্রতিকতম সংস্করণ লক্ষ্য করি। এরপর যে সব জায়গা থেকে পাঠকের চাহিদা মতো গ্রন্থ আসে সেই স্ট্যাক রুমে যাই। এখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বইও প্রচুর পরিমাণে আছে।

বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পর বলতে পারি জাতীয় গ্রন্থাগার শুধুমাত্র কলকাতার নয়, পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের পাঠস্পৃহা মেটানোর কাজ করে। ভারতে আগত বহু বিদেশী ব্যক্তিরাও তাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য এই গ্রন্থাগারে আসে। এদেশের সংস্কৃতির প্রতীক এই জাতীয় গ্রন্থাগার বর্তমানে বহু জটিলতার মধ্য দিয়ে গেলেও এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, তাদের সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগার পরিসেবা অত্যন্ত উন্নতমানের। এর ফলে বহু মানুষের সমাগম এই গ্রন্থাগারে লক্ষ্য করার মতো। আমাদের সৌভাগ্য যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এই গ্রন্থাগার পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছি। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। সর্বোপরি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির নিদর্শনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। আশাকরি আমাদের মতো ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এইরকম জাতীয় গ্রন্থাগার দেখার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবে না।

তথ্য প্রযুক্তির পরিবেশে ক্যাটালগিং-এর কিছু নতুন দিক

লক্ষ্মণ সরকার

১) ভূমিকা ঃ

বর্তমানে গ্রন্থাগার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য উপাদানও (non-book materials) গ্রন্থাগারে থাকে, যেমন পত্রিকা, মানচিত্র, পুস্তিকা, রেকর্ড, টেপ, সিডি, ডিভিডি প্রভৃতি। ক্যাটালগ বা সূচি হল একটি গ্রন্থাগারের সমগ্র উপাদান সংগ্রহের একটি সামগ্রিক তথ্য নির্দেশিকা। ক্যাটালগ শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে একটি গ্রীক শব্দ কাটালোগোস (katalogos) থেকে। Kata বা 'কাটা' অর্থ 'দ্বারা' বা 'অনুসারে' এবং 'লোগোস' শব্দের অর্থ 'শব্দ' বা 'কারণ' বা 'বিন্যাস'। সুতরাং ক্যাটালগ বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত তথ্যের সমাহার।

ক্যাটালগের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হলে বলা যায় ক্যাটালগ হল বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত গ্রন্থাগার উপাদানগুলির বা নথির একটি উদ্দেশ্যমূলক তালিকা। উপাদান বা নথি বলতে বোঝায় তথ্য সমৃদ্ধ একটি মাধ্যম। এই উপাদানগুলোকে সাধারণভাবে দু-ভাগে ভাগ করা যায় - মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত। মুদ্রিত বলতে বই, পত্রিকা প্রভৃতি বোঝায় এবং অমুদ্রিত বলতে বোঝায় টেপ, সিডি, ডিভিডি প্রভৃতি। এ.এ.সি.আর. books বা documents শব্দ দুটি ব্যবহার না করে গ্রন্থ ও বিভিন্ন অগ্রন্থ সামগ্রীকে একসাথে বলেছে 'Item' (বস্তু)। এ.এ.সি.আর.২ আর. (১৯৮৮) কোডের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ এবং অগ্রন্থ সামগ্রীর বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত নিয়মাবলিও দেওয়া হয়েছে।

ক্যাটালগিং হচ্ছে পদ্ধতিগত ভাবে ক্যাটালগ প্রস্তুত করা, যার ফলে প্রত্যেক গ্রন্থের একক পরিচিতি পাওয়া যাবে, গ্রন্থাগারে গ্রন্থটির নির্দিষ্ট স্থান জানা যাবে এবং স্বরূপ জানা যাবে। এমন ভাবে ক্যাটালগিং করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি গ্রন্থের সঙ্গে সেই গ্রন্থের লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের সম্পর্ক, সেই গ্রন্থের অন্যান্য সংস্করণের সম্পর্ক, সেই বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে দেখান যায়।

২) গ্রন্থাগার সূচি বা লাইব্রেরি ক্যাটালগের প্রয়োজনীয়তা ঃ

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকার নথি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত ব্যবহারকারীর হাতে যথাসময়ে তাঁর প্রয়োজনীয় নথিটি তুলে দেওয়া। কিন্তু এই নথিগুলো যদি সঠিকভাবে সাজানো না থাকে তবে সময়ের অপচয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাই গ্রন্থাগারের প্রতিটি উপাদানের এমন একটি পদ্ধতিতে ক্যাটালগ প্রস্তুত করা দরকার যাতে ব্যবহারকারীর চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভব হয়। তবেই আমরা বলতে পারব যে গ্রন্থাগার সংগ্রহের দর্পণ হচ্ছে ক্যাটালগ।

লাইব্রেরি ক্যাটালগের উদ্দেশ্য প্রথম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন চার্লস অ্যামি কাটার (Charles Ammi Cutter) ১৮৭৬ সালে। সেই উদ্দেশ্যগুলি হল :-

ক) কোনো গ্রন্থের গ্রন্থকার অথবা আখ্যা অথবা বিষয় যদি জানা থাকে তবে একজন ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি খুঁজে পাবে;

খ) গ্রন্থাগারে একজন লেখকের কি কি বই আছে, কোনো বিশেষ বিষয়ের উপরে লেখা কতগুলো এবং কি কি বই আছে প্রভৃতি প্রদর্শন করা;

গ) একটি বইকে তার সংস্করণ এবং বৈশিষ্ট অনুসারে ব্যবহারকারীকে পছন্দ করতে সাহায্য করা।

বিংশ শতাব্দীতে এসেও এই উদ্দেশ্যগুলিকে মেনে নেওয়া হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে লুবেৎস্কি (Lubelsky) এবং প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ক্যাটালগিং প্রিন্সিপলস (International Conference on Cataloguing Principles বা ICCP)- এ কাটারের উদ্দেশ্যগুলিকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। সবশেষে ১৯৯৮ সালে ফাংশানাল রিকয়্যারমেন্টস ফর বিবলিওগ্রাফিক রেকর্ডস (Functional Requirements for Bibliographic Records বা FRBR) -এর সাথে লাইব্রেরি ক্যাটালগের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে ব্যবহারকারীর চারটি কার্যকে (Functions) চিহ্নিত করা হয়েছে : খোঁজা (find), চিহ্নিতকরণ (identify), নির্বাচন (selection) এবং পাওয়া (obtain)।

উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে সহযোগী গ্রন্থকারদের (collaborator), যেমন, সংকলক, সম্পাদক, অনুবাদক এবং চিত্রকরদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এমনকি সন্নিবেশ (collation) এবং প্রকাশনার কথাও উল্লেখ করা হয়নি। কটার হয়তো ভেবেছিলেন যে, কোনো ব্যক্তিই প্রকাশক, প্রকাশ স্থান, প্রকাশকাল প্রভৃতি দিয়ে গ্রন্থ খুঁজতে আসবে না।

৩) ক্যাটালগের ব্যবহার ঃ

গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যম হিসেবেই পাঠক ক্যাটালগ ব্যবহার করেন। ক্যাটালগের ব্যবহার বহুমুখী। পাঠক তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো ভাবে ক্যাটালগ ব্যবহার করতে পারেন। বস্তুতঃ সমস্তের মধ্যে পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী বহুমুখী ব্যবহার করে পাঠক যদি নির্দিষ্ট তথ্য বা গ্রন্থের সন্ধান লাভ করতে পারেন তবেই ক্যাটালগের ব্যবহার সার্থক হবে। এখানে বহুমুখী ব্যবহার বলতে বোঝায় পাঠকের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার, যেমন, গ্রন্থকারের নাম অনুযায়ী, বিষয় অনুযায়ী, গ্রন্থমালা বা সিরিজ অনুযায়ী অথবা অন্য কোন ভাবে।

১৯৭৯ সালে ডি.আর.টি.সি.র রিফ্রেসার সেমিনারের জন্য অধ্যাপক গনেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত কার্যকরি নথিতে (Working document) ব্যবহারকারীর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে - (ক) জানা গ্রন্থ (Known document) এবং (খ) অজানা গ্রন্থ (Unknown document)।

ক) জানা গ্রন্থ (Known document) ঃ

পাঠকের যদি কোনো গ্রন্থের গ্রন্থকার, সহযোগী গ্রন্থকার, আখ্যা, গ্রন্থমালা প্রভৃতির যে কোন একটি জানা থাকে, তবে সেই গ্রন্থটিকে বলব জানা গ্রন্থ। আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য যে, জানা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। গ্রন্থসূচিতে পাঠক সাধারণত খোঁজ করে জানা গ্রন্থটির গ্রন্থকার, সহযোগী গ্রন্থকার, আখ্যা, ও গ্রন্থমালা দিয়ে। একই গ্রন্থ কিছু পাঠকের কাছে জানা হলেও আবার কিছু পাঠকের কাছে সেটাই অজানা। ইংরেজিতে এই ধরনের সূচিকে বলা হয় ACTS Catalogue।

A = Author (গ্রন্থকার)

C = Collaborator (সহযোগী গ্রন্থকার)

T = Title (আখ্যা)

S = Series (গ্রন্থমালা)

খ) অজানা গ্রন্থ (Unknown document) ঃ

যে সব গ্রন্থের সম্পর্কে পাঠক বিষয় ছাড়া আর কিছুই জানে না সেগুলোকে বলা হয় অজানা গ্রন্থ। এক্ষেত্রে পাঠক শুধুমাত্র বিষয় দিয়েই গ্রন্থের খোঁজ করে। বাস্তবে এই ধরনের অজানা গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। তাহলে দেখা যাচ্ছে পাঠক গ্রন্থাগারে গ্রন্থ খুঁজতে আসতে পারে এই পাঁচটি ধারণা নিয়েই এক্ষেত্রে ক্যাটালগের এন্ট্রি বা সংলেখগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে উক্ত পাঁচ প্রকারে। ফলে একটি গ্রন্থের একাধিক সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সংলেখ সাজানোর পদ্ধতি হবে বর্ণানুক্রমিক কারণ পাঠকের মনে নামের বর্ণমালা আছে।

ক্যাটালগিং-এর ক্ষেত্রে 'জানা গ্রন্থ' এবং 'অজানা গ্রন্থ' ধারণা দুটির গুরুত্ব হল নিম্নরূপ ঃ

১। পাঠকের তথ্য প্রয়োজনীয়তার সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি জানা গ্রন্থ এবং অজানা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে।

২। একটি গ্রন্থের বিষয়-তথ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার নির্ভর করে পাঠকের গ্রন্থটিকে জানা বা অজানার উপর।

৩। জানা গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা সন্ধানসূত্র হিসাবে সাধারণত গ্রন্থকার, সহকারী গ্রন্থকার, শিরোনাম এবং গ্রন্থমালার নাম ব্যবহার করে থাকে।

৪। অজানা গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা সন্ধানসূত্র হিসাবে সাধারণত বিষয়কেই ব্যবহার করে থাকে।

৫। ক্যাটালগিং-এর ক্ষেত্রে একটি গ্রন্থ একই সঙ্গে জানা এবং অজানা উভয় ভূমিকাই পালন করে।

৪) কিছু অসঙ্গতি ঃ

এ.এ.সি.আর.২আর. ১৯৮৮ অনুযায়ী সহযোগী গ্রন্থকার, সন্নিবেশ, ইমপ্রিন্ট বা মুদ্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়মাবলি (rules) প্রয়োগ করা যায়। এই নিয়ম অনুযায়ী সহযোগী গ্রন্থকার এবং গ্রন্থমালা দিয়ে অতিরিক্ত সংলেখ প্রস্তুত করার সুযোগ রয়েছে (Rule 21.30L1)। কিন্তু সন্নিবেশ এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই। তিনের বেশি গ্রন্থকার বা সহযোগী গ্রন্থকার দ্বারা সৃষ্ট গ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রথম গ্রন্থকার বা প্রথম সহযোগী গ্রন্থকারকে দিয়েই অতিরিক্ত সংলেখ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে (Rule 21.6C2)। সম্ভবত এটা করা হয়েছে অর্থ,

সময়, স্থান, কার্ডের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি থেকে রেহাই পাবার জন্য। আজ পর্যন্ত এটি লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান। সাউন্ড রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে কম্পোজার দিয়ে এবং আখ্যা দিয়ে অনুসন্ধান সূত্র রয়েছে কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফার, স্ক্রিপ্ট লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা প্রভৃতিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ এদের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। এদের যে কোনো কাউকে দিয়ে ব্যবহারকারী খুঁজতেই পারে।

রঙ্গনাথনের ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ কোড (Classified Catalogue Code বা CCC) অনুযায়ী মুদ্রণের ব্যবহার নেই এবং সন্নিবেশের চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটি উপাদান - পৃষ্ঠা সংখ্যা, চিত্র এবং পরিমাপের ব্যবহার নেই। তিনজন বা তার বেশি গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রন্থকারকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সহযোগী গ্রন্থকারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। সম্ভবত অর্থ, সময়, স্থান, কার্ডের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচানো এবং সরল ক্যাটালগিং-এর জন্যই এসব করা হয়েছে।

৫) কম্পিউটার প্রয়োগ ঃ

উন্নত দেশগুলোতে গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছিল ১৯৪০-এর দশকে। ভারতে গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে কম্পিউটারের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ১৯৬৫ সালে নিউ দিল্লীর INSDOC (Indian National Scientific Documentation Centre)-এ এখন যেটা NISCAIR (National Institute of Science Communication and Information Resources) নামে পরিচিত। ক্যাটালগের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহারের ফলে যেমন কায়িক পরিশ্রম অনেক কমে গেল, তেমনি একই কাজের জন্য সময়ও অনেক কম লাগল। ভারতে অনেকগুলো লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল SOUL, LIBSYS প্রভৃতি। এর পূর্বে CDS/ISIS নামে যে সফটওয়্যারটি প্রচলিত ছিল সেটি গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগের সমস্যার সমাধান করতে পারত না এবং এর ধারণ ক্ষমতাও অনেক কম। তাই এটি বর্তমানে খুবই কম ব্যবহৃত হয়।

রঙ্গনাথন তাঁর বিখ্যাত প্রাসঙ্গিকতার নীতি (Canon of Context)-তে বলেছেন যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিকভাবেই নিয়মের (rules) সংশোধন করা উচিত। এখানে নিয়ম বলতে ক্যাটালগিং-এর নিয়মের কথা বলা হয়েছে। প্রথাগতভাবে কোনো একটি প্রকাশনার জন্য একটি মুখ্য সংলেখ (Main entry) এবং কয়েকটি অতিরিক্ত সংলেখ (Added entry) প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র একটি বইয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড করি। অন্য কোনো সংলেখ আলাদা করে করার দরকার পড়ে না। ঐ বইটির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সংলেখ আমরা কম্পিউটার OPAC-এর মাধ্যমে দেখতে পাব। এটাই হল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা। এর ফলে অনেকটা সময় আমাদের বেঁচে যাবে। এই সময়ের মধ্যেই আমরা গ্রন্থের সমস্ত গ্রন্থকার এবং সহযোগী গ্রন্থকারদের কাউকে বঞ্চিত না করেও রেকর্ড করতে পারব।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেন আমরা সমস্ত গ্রন্থকার বা সহযোগী গ্রন্থকারের নাম রেকর্ড করবো? এর কারণগুলো এখানে উল্লেখ করা হল।

ক) গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তবিভাগীয় (Interdisciplinary) প্রকৃতির জন্য একটি বই লিখতে গিয়ে একাধিক লেখকের প্রয়োজন হয়।

খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে কোনো একটি গ্রন্থের একটি বা একাধিক অধ্যায় লিখে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব। ফলে বর্তমানে একাধিক লেখকের বা সহযোগী লেখকের গ্রন্থের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

গ) একাধিক গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে পাঠকরা শুধুমাত্র যে প্রথম গ্রন্থকারকেই বা মুখ্য গ্রন্থকারকেই জানবে এবং মনে রাখবে এমনটা নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় না। সে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি যে কোনো একটি মনে রাখতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথাগত পদ্ধতিতে সে গ্রন্থকার দিয়ে গ্রন্থ খুঁজে পাবে না। পাঠকের সুবিধার্থে প্রতিটি গ্রন্থকারকে রেকর্ড করা উচিত।

ঘ) গ্রন্থকার বা ব্যক্তি গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করতে গিয়ে প্রথাগত ক্যাটালগ মূল্যহীন হয়ে পড়বে। কারণ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সি.সি.সি.-তে দুই জনের বেশি এবং এ.এ.সি.আর.২-তে তিন জনের বেশী গ্রন্থকার বা সহযোগী গ্রন্থকার হলে শুধুমাত্র প্রথম গ্রন্থকার বা মুখ্য গ্রন্থকারকে গ্রহণ করা হয় তবে সুবিধা হবে।

ঙ) একাধিক গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির অবদান যে সব থেকে বেশী এমন কোনো কথা নেই। তিনি হয়তো অন্য কোনভাবে বিখ্যাত তাই তাকে প্রথমে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়,

তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি অবস্থানে যারা রয়েছে তাদের কোনো একজনের অবদান হয়তো সব থেকে বেশী রয়েছে। কিন্তু সে সুবিচার পাচ্ছে না। সুতরাং প্রতিটি গ্রন্থকারের নাম যদি গ্রহণ করা হয় তবে প্রত্যেকেই সমান মর্যাদা পাবে।

চ) একাধিক গ্রন্থকার বা সহযোগী গ্রন্থকার দ্বারা সৃষ্ট গ্রন্থের ক্ষেত্রে যদি সমস্ত গ্রন্থকার বা সহযোগী গ্রন্থকারের নাম গ্রহণ করা হয় তবে গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করতে সুবিধা হয়। ফলে Current Awareness Service (CAS) দিতে সুবিধা হয়।

ছ) একাধিক গ্রন্থকার বা সহযোগী গ্রন্থকার দ্বারা সৃষ্ট গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রন্থকারের নাম গ্রহণ করার ফলে দেখা যাবে যে এই ব্যবস্থা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম চারটি সূত্রকে অনেকটাই সার্থক করে তুলতে পারে।

জ) গ্রন্থ নির্বাচন করার সময় পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, ঐ গ্রন্থটি ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারে আছে কিনা। থাকলে কতগুলো আছে সেটাও জানা যায়।

৬) আরও অনুসন্ধানসূত্র প্রয়োজন ঃ

এ পর্যন্ত যতগুলো অনুসন্ধানসূত্র আলোচনা করা হল এছাড়াও আরো কিছু অনুসন্ধানসূত্র প্রয়োজন তাতে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে পরিসেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

৬.১) প্রকাশস্থান ঃ

কেউ যদি আঞ্চলিক গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করতে চায় অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলে কতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাকে প্রতিটি সংলেখ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যেটা খুবই সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য কাজ। আবার যদি বিদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধি আমাদের দেশের কোনো গ্রন্থাগারে গিয়ে জানতে চায় তার দেশের কতগুলো বই ঐ গ্রন্থাগারে আছে। সেক্ষেত্রেও একই সমস্যার সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি প্রকাশস্থান দিয়ে কোনো অনুসন্ধানসূত্র থাকত তবে এই সমস্যা মুহূর্তেই সমাধান হয়ে যেত। ম্যানুয়াল পদ্ধতির তুলনায় কম্পিউটারাইজড কাটালগের ক্ষেত্রে এটা সহজেই করা যায়।

৬.২) প্রকাশক ঃ

কোন প্রকাশনা সংস্থা যদি কখনো কোনো গ্রন্থাগারের কাছে জানতে চায় যে তাদের দ্বারা প্রকাশিত কতগুলো গ্রন্থ ঐ গ্রন্থাগার ক্রয় করেছে, তার উপর নির্ভর করে কিছু সুবিধা ঐ গ্রন্থাগারকে দিতে চায়। সেক্ষেত্রে এই তথ্য দেবার জন্য ঐ গ্রন্থাগারের প্রতিটি ক্যাটালগ খুঁজতে হবে। গ্রন্থের তুলনায় পত্রিকার ক্ষেত্রেই প্রকাশকের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ একই প্রকাশক অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করে। তাই যদি প্রকাশকের নাম দিয়ে ক্যাটালগে কোনো সন্ধানসূত্র থাকে তবে এই সব ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হবে। কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগের মাধ্যমে নিমেষের মধ্যেই এই তথ্য দেওয়া সম্ভব।

৬.৩) প্রকাশকাল ঃ

যে কোনো প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশকালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত গবেষণাক্ষেত্রে প্রকাশকালের গুরুত্ব অপরিসীম। কেউ যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করাতে চায় তবে তাকে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্যাটালগের প্রতিটি কার্ড খুঁজতে হবে। তাছাড়া ডকুমেন্টেশন লিস্ট, ডিসারটেশন (Dissertation), কালক্রমী গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রতিটি কার্ড খুঁজতে হবে, যেটা খুবই সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য কাজ। পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রকাশকালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো পত্রিকার ইতিহাস কোনো ব্যবহারকারী যদি জানতে চায় তবে কতগুলো ইউনিয়ন ক্যাটালগ, ইউনিয়ন লিষ্ট, ডাইরেক্টরি তাকে খুঁজতে হবে তার ঠিক নেই। যেটা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু যদি প্রকাশকালকে ক্যাটালগে অনুসন্ধানসূত্র করা যায় তবে এসব কাজ সহজেই হয়ে যাবে। এছাড়া প্রকাশকালের আরেকটি সুবিধা আছে যে একটি গ্রন্থাগারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সংগ্রহ কতটা সাম্প্রতিক (up-to-date) সেটা জানা যায়। প্রকাশকাল অনুসন্ধানসূত্র হিসাবে না থাকলে এই কাজটি করতে গেলে প্রতিটি সংলেখই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগের ক্ষেত্রে এটা সহজেই করা যায়।

৬.৪) চিত্র ঃ

বর্তমানে আমরা ক্যাটালগের দৈহিক কর্না অঞ্চলে (Physical description area) চিত্রের (Illustration) উল্লেখ করি। গ্রন্থে যদি কোনো চিত্র থাকে তবেই আমরা 'চিত্র' কথাটা উল্লেখ করি। এই চিত্র বলতে আমরা অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি - প্লেট, ফ্রন্টিসপিস (frontispiece), ফটোগ্রাফ, পোর্ট্রেইট, মানচিত্র, প্লান, ফেসিমিলি (facsaimili), টেবিল, চার্ট, গ্রাফ

প্রভৃতি। যদি কোনো বইতে কোনো পোর্টেইট থাকে তবে শুধু পোর্টেইট উল্লেখ করি কিন্তু কার পোর্টেইট সেটা উল্লেখ করি না। যদি কেউ কিছু বিশেষ ব্যক্তির পোর্টেইট সংগ্রহ করতে চায় তবে তাকে হন্যে হয়ে চারিদিকে ঘুরতে হবে। কিন্তু যদি ক্যাটালগে চিত্রের বর্ণনা দিয়ে একটা অনুসন্ধানসূত্র থাকে তবে সে সহজেই তার প্রয়োজনীয় পোর্টেইট ঐ গ্রন্থাগারে থাকলে তার সন্ধান পেয়ে যাবে। এটা ম্যানুয়াল ক্যাটালগে করা অনেক জটিল ব্যাপার। কিন্তু কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগে এটা সহজেই করা যায়। এই ব্যাপারটি মানচিত্র বা ফেসিমিলি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও করা যায়।

৬.৫) ভাষা (Language) :

অনেক গ্রন্থাগারেই একাধিক ভাষার বই রাখা হয়। সেক্ষেত্রে ভাষা দিয়ে একটি অনুসন্ধানসূত্র থাকা উচিত। কারণ কোন ব্যবহারকারী যদি জানতে চায় গ্রন্থাগারে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কতগুলো বই আছে, তবে তাকে সহজেই এই তথ্য দেওয়া যাবে। এটা ম্যানুয়াল ক্যাটালগের তুলনায় কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগে করা সহজ।

৬.৬) সঙ্গত পদার্থ (Accompanying Materials) :

সঙ্গত পদার্থকে (Accompanying Materials) আমরা ক্যাটালগে দৈহিক বর্ণনার শেষে উল্লেখ করি। কিন্তু এটার জন্য কোনো অনুসন্ধানসূত্র প্রচলিত নেই। যদি কোনো ব্যবহারকারী কোনো বিশেষ বিষয়ের মানচিত্র খোঁজ করে যেটা Atlas-এ নেই অথবা কোনো বিশেষ বিষয়ের সিডির খোঁজ করে তবে এটা জানার জন্য ঐ বিষয়ের প্রতিটি ক্যাটালগ কার্ড খুঁজতে হবে। এটা খুবই সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য কাজ। ম্যানুয়াল ক্যাটালগে হয়তো এটা সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগে এর সমাধান সম্ভব।

৭) উপসংহার :

ক্যাটালগিং-এর জন্য যে কোডই ব্যবহার করা হোক না কেন প্রতিটি কোডেরই কিছু অসংগতি বা সীমাবদ্ধতা আছে। এ.এ.সি.আর.২আর. (১৯৮৮)-এর পরে ১৯৯৮ ও ২০০৫-এর সংস্করণগুলিতে কিছু কিছু নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে, তাতে ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু অনুসন্ধানসূত্রগুলোর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। রঙ্গনাথনের ক্লাসিকায়েড ক্যাটালগ কোডে মুদ্রণ বা ইমপ্রিন্ট এবং সমিবেশ বা কোলেশন পুরোপুরি বাদই দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যে কোনো গ্রন্থকে বা নথিকে এই বিষয়গুলি দিয়ে খুঁজে পাওয়া পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। কখনো কখনো গ্রন্থকে খুঁজে পেতে প্রকাশকের নাম, প্রকাশকাল বা প্রকাশস্থানের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এটা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো লেখকের সমস্ত রচনাকে একত্র পাওয়া বর্তমান ক্যাটালগ অনুযায়ী সম্ভব নয়। কারণ ঐ লেখক অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে থাকতে পারে। কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগে এই জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হচ্ছে। কিছু কিছু সফটওয়্যারে বর্তমানে প্রকাশকের নামকে অনুসন্ধানসূত্র হিসাবে রাখছে। যেমন - LIBSYS, SOUL, KOHA প্রভৃতি। LIBSYS, SOUL-এদের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এগুলো সবই Closed Source Software ফলে সংশোধন বা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র CDS/ISIS (Freeware)-এর মাধ্যমে ডাটাবেস তৈরি করা যায়, পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু এর দক্ষতা সীমিত তাই ব্যবহারও সীমিত। তাই সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞদের এইসব সমস্যার প্রতি নজর রেখে পরবর্তী সময়ে সমাধান করা উচিত। কোহা (KOHA) হল বিশ্বের প্রথম Open Source Software যেটি সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় এবং এর সুবিধাও অনেক বেশি। এই সফটওয়্যারের সন্ধানসূত্র কার্ড ক্যাটালগের তুলনায় বেশি এবং সাধারণ। আর ক্যাটালগারদের এই সমস্যাগুলিকে গ্রহণ করে কোডের পরিমার্জন করা প্রয়োজন যাতে প্রতিটি গ্রন্থ বা নথি প্রতিটি ব্যবহারকারী সহজেই পেতে পারে।

সহায়ক :

১। পীযূষ কান্তি মহাপাত্র এবং ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিচয়। কলকাতা : ওয়ার্ল্ড প্রেস; ১৯৮৬।

২। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। সূচিকরণ : কিছু নতুন ভাবনা। কলকাতা : প্রভা প্রকাশনী; ২০০৭।

৩। BHATTACHARYYA (G). Standardisation of bibliographic descrippiion : principles and practice. (Course material of The DRTC Refresher Seminar, 20-24 August, 1979, Bangalore) Bangalore : DRTC. 1979, E1-E4.

৪। DHIMAN (Anil Kumar). Cataloguing of non-book materials. New Delhi : Ess Ess Publications, 2004.

৫। GORMAN (Michael) and WINKLER (Paul W). Ed. Anglo American Cataloguing Rules. 2nd rev. ed. New Delhi : Oxford and IBH Publishing. 1989

৬। HUSAIN (Shabahat) and ANSARI (Mehtab Alam). Library automation software packages in India : a study of the cataloguing modules of Alice for Windows, Libsys and Virtua. *In* Annals of Library and Information Studies, 54,3; 2007: 146-151.

৭। RANGANATHAN (S R). Classified catalogue code with additional rules for dictionary catalogue code. 5th ed. Bombay : Asia Publishing House, 1964.

৮। SEN (B K). Cataloguing needs new dimensions. *In* Annals of Library and Information Studies, 51, 4; 2004: 133-136.

৯। SINGH (S N) and PRASAD (H N). Cataloguing manual : AACR-II. Delhi : B.R.Publishing. 1985.

১০। SONKER (Sharad Kumar) and JAYAKANTH (Francis). KOHA - an open source integrated library automation system. In SRELS Journal of Information Management, 40,2; 2003; 135-146.

১১। Library catalog.htm (Wikipedia)

১২। http://www.allegroc.de/formate/gz-ie.htm

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, পুরুলিয়া

আয়লা বিধ্বস্ত ও দুর্গত মানুষজনদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি পুরুলিয়া জেলা শাখা। ১২ই জুন ২০০৯ তারিখে 'মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে' (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ৫০০০/- টাকার (পাঁচ হাজার) (Draft No. 422580 dated 11.6.09, Bank of Baroda) জেলা সমহর্তার হাতে তুলে দেন গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক সঠাশ মাহাত, সমিতির কোষাধ্যক্ষ প্রবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, কো-অপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদক পার্থসারথি ব্যানার্জী।

আয়লা বিধ্বস্ত, দুর্গত ও মৃত পরিবার পরিজনদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

প্রতিবেদক—শ্রী কমল কান্তি দাস

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, কোচবিহার

গত ২৮-৬-০৯ রবিবার বেলা ১১টায় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির তুফানগঞ্জ মহকুমার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা স্থানীয় রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ মহকুমা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে শোকপ্রস্তাব পাঠ ও ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সাধারণ সভার উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ দেবাশিষ গুহ মজুমদার। তিনি বলেন, এই সাধারণ সভায় প্রত্যেক কর্মী বন্ধুদের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এই সভার মঞ্চ থেকেই বিগত দিনের কাজের খতিয়ান যেমন উপলব্ধি করা যায় তেমনি আগামী দিনে সমিতির কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিটি সদস্য অবগত হয়ে ভবিষ্যত আন্দোলন ও সংগ্রামে সামিল হতে পারেন। এরপরে মহকুমা সম্পাদক দুলাল দাস সভায় বসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর ১০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের পক্ষে ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনীভূষণ দাস। সাধারণ সভাকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বি এল এর জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ। তাঁর বক্তব্যে পূর্বের সাংগঠনিক দুর্বলতা উল্লেখ করে বর্তমানে সংগঠনের শক্তিশালী অবস্থার ব্যাখ্যা করে, ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করার আহ্বান জানান। সভায় খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়ব্যয়ের হিসাব, দাবি ও প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার শেষ লগ্নে মহকুমার অবসর প্রাপ্ত কর্মীবন্ধু বিজয় সরকারকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে সভাপতি মন্ডলীর পক্ষ থেকে রাজেন্দ্র মোহন সাহা উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক—জয়ন্ত সাহা

যুগান্তর থাকের ধারা, পত্রপাঠ তাদের ধারা

কাউকে হাসানোর, কাউকে কাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, আদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ মে, পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, কোচবিহার
রক্তদান শিবির

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে কোচবিহার জেলায় গত ২রা আগস্ট' ০৯ তারিখে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জীতেন নন্দীর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নারায়ণ দে। জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম সদস্য অনিল প্রামাণিক মহাশয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক আশুতোষ পাল। তিনি বলেন আমাদের সংগঠনের পক্ষে জেলায় এইরকম রক্তদান কর্মসূচি করতে গিয়ে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখিন হতে হয়েছে, তবুও আজ আমরা সমস্ত কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করতে পেরেছি। এছাড়াও রক্তদান কর্মসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য দুলাল দাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি তপন রায় ও জেলা কমিটির সদস্য দেবাশিষ গুহ মজুমদার। অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে প্রয়াত জীতেন নন্দীর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গী তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রাণু দে ও এ.বি.এন. শীল কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ইন্দ্রেন চন্দ এবং জীতেন নন্দীর কন্যা শ্রীমতী ভাস্বতী নন্দী। রক্তদান কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে ২১ জন কর্মী রক্তদান করেন।

প্রতিবেদক—জয়ন্ত সাহা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে গত ২৪ জুন ২০০৯ গ্রন্থাগার অধিকর্তার নিকট বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে এক ডেপুটেশান দেওয়া হয়। ডেপুটেশানে ১২টি দাবি সনদ নিয়ে অধিকর্তার সাথে দীর্ঘক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা হয়। (১) গ্রন্থাগার পরিসেবার স্বার্থে বাকি শূন্যপদে ও বর্তমান ১২০৫টি শূন্যপদে নিয়োগ ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। (২) দেরিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের রি-ফিক্সেশনজনিত অর্ডার প্রকাশ হলেও কিছু জটিলতা হওয়ার ফলে কার্যকরী করতে অসুবিধা হচ্ছে—এ বিষয়ে সকল আধিকারিককে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। (৩) কর্মরত অবস্থায় মৃত গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আত্মীয়দের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সহ পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকদের উদ্যোগী হতে হবে। (৫) রোপা '২০০৯' গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য এপ্রিল ০৯ কার্যকরী হয়েছে - (ক) Career Advancement Scheme. (খ) Promotion (গ) Option Form ত্রুটি অবিলম্বে সরকারি অর্ডার প্রকাশ করতে হবে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন — শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অশোক কুমার দাস, অনুশ্রী রায়, তাপস কুমার সরকার, প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত, তরুন বসু।

প্রতিবেদক—অশোককুমার দাস

গ্রন্থাগার সংবাদ

অভিযান সংঘ গ্রন্থাগার, মালদহ
রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৪১৬, শনিবার অভিযান সংঘ গ্রন্থাগার ভবনে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৮তম জন্মদিন পালন করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক-অধ্যাপক শ্রী সুব্রত সাহা, বিশিষ্ট কবি দেবযানী চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থাগারিক সুরতোষ খাঁ, রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। কবি দেবযানী চক্রবর্ত্তী "শিশুমনে রবীন্দ্রনাথ" আলোচনায় সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকারা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে সান্ধ্য অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তোলে। প্রায় শতাধিক উৎসাহী মানুষজনের উপস্থিতিতে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান গ্রন্থাগার ভবনকে কলোলিত করে তোলে।

প্রগতিশীল পাঠাগার, হাওড়া
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ পাঠাগারের উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী বাগাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্য বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের পরিচালন কমিটির সদস্য শ্রী তপন কুমার সামন্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রী সুধীর চট্টোপাধ্যায়, পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী শাশ্বত পাড়ুই। আলোচনা সভা শেষে স্থানীয় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার সন্নিকটস্থ বাগাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে' এক পোস্টার প্রদর্শনী হয়

প্রতিবেদক— শাশ্বত পাড়ুই

দীপশিখা লাইব্রেরি (গ্রামীণ), হাওড়া
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

দীপশিখা লাইব্রেরি (কাষ্ট সাড়ো, হাওড়া) গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দিনটিকে সারা দুনিয়ার সাথে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালন করে। এই উপলক্ষে শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সন্ধ্যার সভাপতি শ্রী সতীশ চক্রবর্তী ও প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং পাঠক শ্রীগৌরব গোস্বামী দেশ বিদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন গ্রন্থাগারিক।

প্রতিবেদক—দেবব্রত ভাণ্ডারী

রাজীবপুর অগ্রণী পাঠাগার, হাওড়া
৬০ তম বর্ষ উদ্‌যাপন

রাজীবপুর অগ্রণী পাঠাগারের ৬০তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭/২/০৯ মঙ্গলবার পাঠাগারের পক্ষে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী সুকুমার রায় মহাশয়। প্রয়াতদের স্মৃতিবেদিতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শ্রী শিবানন্দ পাল, শ্রী অসিত রায় এবং আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি দীপা জানা প্রমুখ, এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় "গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি সহসভাপতি শ্রী অশোক দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক। প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেন পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী শ্যামল সাহু, শ্রীমতী দীপা জানা।

আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী অশোক দাস। প্রধান অতিথি গ্রন্থাগারে সৃষ্টি লগ্ন থেকে আজকের গ্রন্থাগার কিভাবে গ্রামীণ উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারে তার ব্যাখ্যা করেন।

মুখ্য দুই আলোচক পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং শিবানন্দ পাল বিষয়টির তাৎপর্য এবং আজকের দিনে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করেন। সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রী অমিত কুমার পাল।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক শ্রী ত্রিদীপ সুন্দর দাস, শ্রী পার্থ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী নাগিনা আবাসুন প্রমুখ। প্রায় ৫২ জন প্রতিনিধির মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মী, পঞ্চায়েতের মাননীয় সদস্য, সদস্যা এবং পাঠক পাঠিকারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক— আশিস সরকার

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার
বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ২০০৯, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার আয়োজিত অষ্টবিংশতি বর্ষ 'দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি প্রতিযোগিতা,' চতুর্থ বর্ষ 'জগদীশ কংসবণিক স্মৃতি প্রতিযোগিতা' এবং দ্বিতীয় বর্ষ 'সুনীতি সেন স্মৃতি প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতাগুলিতে শ্রী প্রদীপ গোস্বামী, শ্রী অমিত বিশ্বাস, শ্রী বাসব কুরি, শ্রী বিপ্লব দেবনাথ ও শ্রী অশোক সিংহমহাপাত্র প্রমুখ বিচারক ও পরিচালক রূপে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান সফল করেন।

পাঠাগারের পক্ষ থেকে নবদ্বীপের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট পাঁচ জন দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে যথাক্রমে 'নির্মলা মিত্র স্মৃতি পুরস্কার', 'গিরিবালা সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং 'মীরা কংসবনিক স্মৃতি পুরস্কার' (আর্থিক) প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পাঠাগারের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীসৌরেন্দ্রনারায়ণ সাহা এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী শিবশঙ্কর সাধুখাঁ।

প্রতিবেদক—যগেন্দ্র বিশ্বাস

সৃজনী টাউন লাইব্রেরি, মালদহ
রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের অন্তর্গত আইহো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান সৃজনী টাউন লাইব্রেরির উদ্যোগে গত ১১শে জুন, শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সম্পাদক মাননীয় শ্রী রবীন্দ্র নাথ দাস। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু। রবীন্দ্র-নজরুল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভাপতি, প্রধান অতিথি সহ উপস্থিত সকল সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ। গ্রন্থাগারের বর্তমান সম্পাদক মাননীয় শংকর পালের আবৃত্তি উপস্থিত সকল শ্রোতাদের প্রশংসা লাভ করে। এদিন রবীন্দ্র - নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি, গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সভাপতি আশিস মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সম্পাদক শংকর পাল, গ্রন্থাগারিক আশিস বাগ, কার্যকরী সমিতির সদস্য স্বপন অধিকারী ও আজীবন সদস্য সুনন ভট্টাচার্য্য।

প্রতিবেদক — আশিস বাগ

মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, বর্ধমান
কবি প্রণাম

মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার ও মেমারি পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ (মেমারি শাখা) ও কয়েকটা সামাজিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় গত ২৪শে মে ২০০৯ বেলা ৪-৩০ মিনিটে মেমারি 'কৃষ্টি'-র 'অরণি' প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৮তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেমারির বিধায়িকা শ্রীমতি সন্ধ্যা ভট্টাচার্য এবং মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ বারিদবরণ ঘোষ। সভাপতির রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের মুখবন্ধ হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডঃ প্রফুল্ল কুমার পাল। রবীন্দ্রনাথের উপর কৌতুক নক্সা পরিবেশন করেন কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার যা সকলকে মোহিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ 'তোতাকাহিনী' পাঠ করেন গ্রন্থাগারিক রূপনারায়ণ রায়। প্রায় চারশতাধিক দর্শক ও শ্রোতার উপস্থিতিতে সবেমিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক ডঃ শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদক — রূপনারায়ণ রায়

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, বর্ধমান
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০০৯

গত ২৪ মে' ২০০৯ রবিবার প্রতি বৎসরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হল দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগারের উদ্যোগে একদিনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শুরু হয় প্রভাত-ফেরির মাধ্যমে। প্রভাত ফেরিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গ্রামবাসী, পাঠাগার সদস্য-সদস্যাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এরপর পাঠাগার প্রাঙ্গণে শিশুদের 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' হয়। দুটি বিভাগে প্রায় ৮০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগীনী অংশগ্রহণ করে। বেলা ২টা হইতে কালনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় এক চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐ শিবিরে বহু ব্যক্তি চক্ষু পরীক্ষা করান। বেলা ৪টা হইতে এলাকার অভাবী মেধাবী দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ও ২৫ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপন কুমার সেন

উদয়ন সংঘ গ্রন্থাগার, বর্ধমান
বিশ্বপুস্তক দিবস পালন

গ্রন্থাগারের "বিশ্বপুস্তক দিবস" পালন করা হয়। গ্রন্থাগারিক "বিশ্বপুস্তক দিবসে'র তাৎপর্য আলোচনা করেন। ২০০১ সালে বিশ্বের সর্বত্র "আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ" হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৫৬৪ সালের ২৩শে এপ্রিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উইলিয়াম সেক্সপীয়র ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩শে এপ্রিল দিনটি বিশ্বের সর্বত্র "বিশ্বপুস্তক দিবস" হিসাবে পালিত হয়। গ্রন্থাগার পরিসেবার মাধ্যমে বই সবার কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ২৩শে এপ্রিল তারিখটি "বিশ্বপুস্তক দিবস" হিসাবে পালিত হচ্ছে। বিশ্বপুস্তক দিবসে আমাদের আশা আগামী গ্রন্থগুলো চিন্তনে, মননে, পরিস্রুত মনীষার আরও সমৃদ্ধ হোক। এই দিনটিতে গ্রন্থাগারে কেরিয়ার কাউন্সিলিং করা হয় গ্রন্থাগারের ও এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। পুস্তক প্রদর্শনী করা হয় গ্রন্থাগারে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারের কর্মী নাসিরুদ্দিন মণ্ডল।

প্রতিবেদক — কবিতা কুন্ডু

Gutenberg's
Specialist in Library equipment
Admission Register, Journal Register, Binding Register, Issue Register, Book Label, Borrowers Card, Catalogue Card, Sub-Set Card, Accession Card, Book Taking Card, Binding Card, Book Pocket Card, Date-Guard Slip, Requisition Slip, Periodical Bill, Book Cart, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Pamphlet Cabinet, Preservative Chemicals, Registration Bar, Post Cabinet, News Paper Stand.
58, College Row, Kolkata-700 009, Ph : (R) 2412 2641, (M) : 9830172671 (O) : 6568 5779

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হাওড়া
কবি প্রণাম

পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে গত ৭ জুন ২০০৯ পাঠাগার প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপঙ্কর পাত্র, পম্পা দে, মহুয়া দাস, শুভশ্রী পাল, বীমা সাধুখাঁ, সোমা সাধুখাঁ এবং তবলা সংগতে অসিত বাগ, স্প্যানিশ বাজান শ্যামল পাল। অনুষ্ঠান সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে গোবিন্দচন্দ্র সাপুই (পাঠাগারের সভাপতি ও প্রাক্তন শিক্ষক রঘুদেব বাগচী সাধারণের বিদ্যালয়) এবং বিশ্বদীপ কয়াল (শিক্ষক, রঘুদেব বাগচী সাধারণের বিদ্যালয়)। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, নাচ, গান ও গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রধান অতিথি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লীর গঠনে কিভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন, তার সাহিত্য সৃষ্টির বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিমল কুমার সরদার। দর্শক সমাগমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — অশোক কুমার দাস

সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান
সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

সত্যময় পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনা গত ১৪ই এপ্রিল সত্যময় সাধারণ পাঠাগারের ভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনা হল। এদিন সকালে প্রভাতফেরি সহ-গ্রন্থাগার চত্বরে পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ সদস্যবৃন্দ। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অসুস্থতা সত্বেও উদ্‌যাপন কমিটির ডাকে ছুটে আসেন এবং উৎসবের সূচনা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অসিত মুখোপাধ্যায়, পৌরপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, সিদ্ধেশ্বর আচার্য, গোবিন্দচন্দ্র রায়, পরিচালন কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন কর, গ্রন্থাগারিক অমিতাভ চক্রবর্তী সহ বইপ্রেমী কালনার বিশিষ্ট মানুষজন। সকালের প্রভাতফেরিতে প্রায় দুশোজন মানুষ অংশগ্রহন করেন। ঢোল, সানাই সমেত বর্ণময় প্রভাতফেরির পর শুরু হয় ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। দুটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। আগামী ২৪শে মে পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। ঐদিন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রতিবেদক — শ্রী ষষ্ঠী চরণ কুণ্ডু

সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

২৪শে মে, ২০০৯ রবিবার বিকেল ৫টায় কালনা সত্যময় সাধারণ পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং কবি পক্ষে রবীন্দ্রস্মরণের আয়োজন করা হয়। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের এটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান। গত ১৪ই এপ্রিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছোটদের যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এ দিন সেই সব সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্য্য, পৌরপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী সহ সাহিত্যপ্রেমী মানুষজন। এদিন বিশেষ রবীন্দ্র বিষয়ক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দীপক গোস্বামী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক ও যুগ্মসম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ও অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন সম্পাদক নিরঞ্জন কর।

প্রতিবেদক — শ্রী ষষ্ঠী চরণ কুণ্ডু

GRANTHAGAR

Vol 59 No.8 Editor Goutam Goswami Asso Editor Joydeep Chanda November, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Library Science Education (Editorial)

p.235-236

The main theme of the 51st Bengal Library Conference is training and education of library and information science. Looking back, the then Imperial Library started a diploma course in librarianship to provide better library facilities. Certificate course in Bengal Library Association was started in 1937. Depending on the duration of the course, the College Service Commission of West Bengal created differents marking system for MLIBISC student while selecting candidates though there is no such regulations from the UGC order. The BLA Conference will discuss all these pertinent problems and hopes to find a solution for future.

Banimandir Rural Library: A review-by Bhudeb Bag. p.237-239

The author described about a rural library named Banimandir of Howrah District which was founded by Dr. Rajendra Prasad Adhikari in the year 1955. The library started its journey with three nos. of books only, but today it is running as a full-fledged public library and serving the locality. The author also discussed about the problems and possible solutions of the library.

Mahiary Public Library: 123 Years of Historical Importance-by Abhijit Pramanik. p.240-242

The author described in details the origin and development of Mahiary Public Library of Howrah District, which started functioning in the year 1886 with the enthusiasm of local youths and thirteen nos. of books only. A large collection of ancient manuscripts is preserved in this library and the oldest manuscript is about 750 years old. Many eminent personalities visited this public library and praised its rich and rare collection.

Tagore's Vision of Knowledge and Its Communication-by Parthapratim Roy.

p.243-246

In this serialised article, the author discussed the importance of library in light of Tagore's vision of knowledge and the foundation of a library in Santiniketan in the year 1888 which started functioning with Maharshi Debendranath Tagore's private collection of books. The noted biographer of Rabindranath Tagore, Sri. Prabhat Kumar Mukhopadhyaya took charge of this library in 1910 and initiated its proper service.

Obituary. p. 246

Santi Kumar Roy, former employee of Bibhum District Library and Writers' Building Secretariat passed away on 3 October 2009. He was an active member of Sponsored Library Employee Association and also associated with library movement. The Association conveyed due condolence to the bereaved family.

Proceedings of the 50th Bengal Library Conference. p.247-248

The proceedings of the inaugural session of 50th Bengal Library Conference was presented in this article. It narrates the speeches of the eminent guests present in the inagural function i.e. 7th November, 2008.

Library Workers' News. **p.249**

1. A convention of the WBPLEA, Howrah District was organised on 8th March 2009 to discuss about the current situation of the country and the role of employees' movement and organisation. Reported by Kamal Kanti Das.

2. A two-day(6-7th March 2009) seminar was organised by the Siliguri B.Ed College with the support of UGC and the Bengal Library Association, Darjeeling District to discuss on the report of National Knowledge Commission.

Library News. **p. 250-251**

1.The International Mother Language Day (21st February 2009) was celebrated by Belur Ramkrishna Library through a discussion programme. Reported by Prantar Bandyopadhyay

2. Panua Ramkrishna Public Library celebrated its 60 years of completion with the financial support of Raja Rammohan Library Foundation. The Library organised a competitive cultural programme with 240 participants. Reported by Tapan Kumar Roy.

3. The Old Malda Town Library in association with office of the Consumers' Protections organised the Consumers' Rights Day on 15th March 2009. Reported by Sasanka Dasgupta and Subir Saha.

4. Brindaban Smriti Pathagar and Krishti Sansad of the Karunamoyee Housing, Salt Lake initiated their silver jubilee celebration on the Bengal New Year's day.

Letters to the Editor. **p. 251**

Sri Amitabha Chattopadhyay wrote a letter to the Editor and discussed about the possible pros and cons of proposed three years degree course in Library and Information science

Association News. **P.252**

1. The Netaji Library of Purulia organised a competitive cultural programme to mark Netaji's birthday and Library Day on 23rd January 2009. Reported by Mrinal Kanti Mondal

2.The West Bengal Library Service Directorate in association with the Raja Rammohan Roy Library Foundation organised a workshop on library services on 22nd March 2009 at Raigunj Karnajora Rastriya District Library. Reported by Binaykrishna Goswami.

3. The Bengal Library Association expressed its concern over the detoriation of the use of library and initiated a project with the help of Raja Rammohan Roy Library Foundation. The objective of this project is to attract the people towards the library by various programmes and invites proactive contribution by the public libraries of West Bengal.

51st Bengal Libray Conference **p.253**

GovtOrder. **p.256**

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। **বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে পৃথানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

ii) **রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।**

iii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

iv) **রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।**

৫. **প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়।** প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।**

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে।** পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষকের চেয়ে সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. **গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই।** বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY
ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No SSRM-KOL RMS/WB-RNP-283/2007-09
Licence No.: MM & PQ/SSRM-KOL RMS/WB/RNP-083/PWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd No. R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 9 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda December, 2009

CONTENTS

Page

Library Day (*Editorial*) 263

Partha Pratim Roy

Tagore's vision of knowledge and its communication 264

Sarbani Sarkar

National Library visit organised by Bengal Library Association 268

Lakshman Sarkar

New dimension of cataloging in the environment of Information Science 272

LIBRARY WORKERS' NEWS 278

LIBRARY NEWS 280

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 8) 285

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor*: **Goutam Goswami**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ মাঘ, ১৪১৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা (সম্পাদকীয়)	২৯১
মলয় রায় মিজোরাম গ্রন্থাগার	২৯২
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 'শতবর্ষে' দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরি এ্যান্ড ইয়ং মেনস্ ইনস্টিউট	২৯৪
পিয়ালী দাস হাইব্রিড লাইব্রেরি ঃ গ্রন্থাগারের এক নবরূপ	২৯৬
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৯৯
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	৩০২
পরিষদ সংবাদ	৩০৩
সরকারি আদেশনামা	৩০৪
৫০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ঃ প্রতিবেদন	৩০৯
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.59, No. 9)	৩১৩

03/02/10

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম আকর গ্রন্থ। এতে ও বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ **বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ**

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সন্নিবিষ্ট।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ মাঘ, ১৪১৬

সম্পাদকীয়

৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। অনেকেই অবগত আছেন যে গত ১৮-২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি সহযোগিতায় এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং পরিষদের তত্ত্বধানে ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, কদমতলায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল (১) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ এবং (২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। সম্মেলনে দুটি বিষয়ের উপর মোট ৪৮টি প্রবন্ধ এসেছিল এবং বেশিরভাগ প্রবন্ধই সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলনে মোট ৫৯৩ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এবারের সম্মেলন খুব প্রাণবন্ত হয়েছিল। কারণ আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা সর্বাত্মক হয়েছিল এবং বহু প্রতিনিধি তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। এক অর্থে সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছিল।

যে প্রসঙ্গে এই সম্পাদকীয়ের অবতারনা তা হল সম্মেলন সম্পর্কে কয়েকটি কথা না উল্লেখ করলেই নয়। তার কারণ ভবিষ্যতে যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। প্রথম কথা হল এই সম্মেলন হচ্ছে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন", অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা, গ্রন্থাগার পরিচালনা, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ইত্যাদি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সম্মেলন। সুতরাং এই সম্মেলনে যে কেউ তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়ের উপর যে আলোচনা হয় তার উপর প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটির কাছে তা সুপারিশ করা হয় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কখনই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন নয়। যদিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যক্তিবর্গ সম্মেলন পরিচালনা বা সম্মেলনে বিভিন্ন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকে। এটা করতে হয় যেহেতু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্মেলনের তত্ত্বধানে থাকে।

সুতরাং সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধাবলী বা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত এর জন্য কখনই পরিষদ দায়িত্ব নিতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে পরিষদও কখনই কারোর উপর কিছু আরোপ করতে পারে না কোন নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করার জন্য। পরিষদ যা করতে পারে তা হল সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা নিতে। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারটি জানা থাকলে আলোচনা আরও ফলপ্রসু হবে এবং কোন ভুল বোঝাবুঝির জায়গা থাকবে না।

মিজোরামের গ্রন্থাগার

মলয় রায়

ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যগুলোর অন্যতম হল মিজোরাম। ১৯৫৪ সালে সংসদে পাশ করা এক আইনের মাধ্যমে মিজোরামকে প্রথমে আসামের মধ্যে একটি স্বশাসিত জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের পাশ করা আইনের বলে মিজোরামকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালে মিজোরাম পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় এবং চল্লিশ সদস্যের বিধানসভা গঠিত হয়। বর্তমানে এই রাজ্যকে আটটি প্রশাসনিক জেলায় ভাগ করা হয়েছে যদিও লোকসংখ্যা মাত্র নয় লক্ষের কাছাকাছি। মহকুমার সংখ্যা ডেইশ, উন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা ছাব্বিশ। জনবসতি পূর্ণ গ্রামের সংখ্যা সাতশর উপর। নয় লক্ষ্য জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক থাকেন শহরাঞ্চলে। তার বেশির ভাগই থাকেন রাজধানী আইজল এবং শহরতলীতে। লুংলেই এবং চম্পাই এই দুই শহরের জনসংখ্যাও একলক্ষের বেশি। বাকি জেলা শহরের জনসংখ্যা খুবই কম। শিক্ষিতের হার প্রায় নব্বই শতাংশ। মিজোরামের রাজধানী আইজলে রয়েছে মিজোরাম রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বা স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। মিজোরাম রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। এর বাইরে পাঁচটি জেলায় রয়েছে পাঁচটি জেলা গ্রন্থাগার। এর মধ্যে একটি আইজল শহরে বাকি চারটি হল লুংলেই, চম্পাই, কলাশিব এবং নবনির্মিত সাইহাতে। কোন মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার নেই। তবে সেই অর্থে আর কোনও শহরও মিজোরামে নেই। সাতশ জনবসতি পূর্ণ গ্রামের জন্য রয়েছে সরকার এবং এন.জি.ও দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মিজোরাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও রয়েছে একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়া জেলা গ্রন্থাগারগুলোও কলা এবং সংস্কৃতি দফতরের অধীন। স্বতন্ত্র কোন দফতর বা ডাইরেক্টোরেট নেই। সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় কলা এবং সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছেন একজন গ্রন্থাগারিক, যার স্কেল বা মর্যাদা কলেজ লেকচারারের সমতুল। এর বাইরে রয়েছেন একজন সহ গ্রন্থাগারিক; দুজন গ্রন্থাগার সহকারী, তিনজন করনিক এবং চারজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যার মধ্যে একজন নাইট গার্ড। আইজলের ব্যস্ত অঞ্চল দাতলার রাস্তার দুধারের দুটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই গ্রন্থাগার। প্রধান বা মূল বাড়িটির চারতলা আর উল্টোদিকের বাড়িটি তিনতলা। সব মিলিয়ে মোট আয়তন প্রায় আট হাজার বর্গফুট। ভাড়া মাসিক পনের হাজার টাকা মাত্র। তবে আরও বড় পরিসরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ দুটোই অনুমোদিত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকের নূন্যতম যোগ্যতা - গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাস্টার্স ডিগ্রি। সহ গ্রন্থাগারিকের বি.লিব. সায়েন্স। তবে গ্রন্থাগার সহকারীরা বৃত্তিকুশলী নন। আশার কথা মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বি.লিব এবং এম.লিব কোর্স চালু করেছেন। এই গ্রন্থাগারে মোট বই এর সংখ্যা বাট হাজারের উপর। সব বিষয়ের উপরই বই আছে। ভাষা মূলত ইংরেজি, তারপর হিন্দী এবং মিজো। বর্গীকরণ করা হয়েছে ডিউই ডেসিমাল পদ্ধতি অনুসারে। সূচিকরনের ক্ষেত্রে এ.এ.সি.আর-২ অনুসরণ করা হয়। সূচি হাতে লেখা কার্ড পদ্ধতিতে করা হয়েছে। সদস্যরা বই বাড়ি নিতে পারেন তবে দেওয়া হয় খাতায় লিখে। সদস্য সংখ্যা মাত্র হাজার খানেক।

মূল ভবনের ১ তলায় রয়েছে গ্রন্থাগারিকের ঘর, প্রশাসনিক দফতর এবং মিজোরাম লাইব্রেরি এসোসিয়েশানের জন্য বরাদ্দ খানিকটা অংশ। দোতলায় রয়েছে বই দেওয়ার কাউন্টার এবং প্রসেসিং সেন্টার এবং বই রাখার খোলা আলমারি। স্বল্প পরিসরের জন্য অনেক বইই এদিক সেদিক মেঝেতে এবং আলমারির মাথায় চড়িয়ে রয়েছে। তিন তলায় রয়েছে রেফারেন্স সেকশান এবং সংলগ্ন রিডিং রুম। চতুর্থ তলে রয়েছে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশান বিতরন কেন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সুবিধাভোগী রাজ্য হিসাবে ফাউন্ডেশান এই রাজ্যের জন্য অনুপাতে বেশী বই এবং অর্থ

বরাদ্দ করেন। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িটির প্রথম তলে রয়েছে শিশু বিভাগ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলে রয়েছে রিডিং রুম এবং সাময়িক এবং দৈনিক পত্রের জায়গা। মোট একুশটি সাময়িক পত্র এবং ১৩টি খবরের কাগজ রাখা হয়। তবে এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের দৈনিক গড়পড়তা পাঠকের সংখ্যা মাত্র পঁচিশ থেকে চল্লিশ। শহরের অন্যপ্রান্তে অবস্থিত আইজল জেলা গ্রন্থাগারে রয়েছেন একজন গ্রন্থাগারিক, একজন গ্রন্থাগার সহকারী এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। অন্য জেলা গ্রন্থাগারগুলোর কর্মীসংখ্যাও একইরকম। আইজল এবং লুংলেই এই দুই গ্রন্থাগারে বই এর সংখ্যা পনের হাজারের উপর। বাকি তিন জেলা গ্রন্থাগারে বই এর সংখ্যা দশ হাজারের মত। সাময়িক এবং দৈনিক পত্রের মিলিত সংখ্যা গড়পড়তা দশ। দুর্ভাগ্যজনক দিক হল লুংলেই এবং চম্পাই ছাড়া অন্য জেলা গ্রন্থাগার গুলোর দৈনিক ব্যবহারকারী সংখ্যা দশ থেকে পনের। লুংলেই এবং চম্পাইতে এই সংখ্যা কুড়ি থেকে পঁচিশ। তার মধ্যে অনেকেই আসেন খবরের কাগজের জন্য। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের থাকেন শুধু একজন গ্রন্থাগারিক, তিনি বৃত্তিকুশলী নন। এই গ্রন্থাগারগুলোর জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেন। তবে এরা এন.জি.ও থেকেও সহায়তা পান। সাধারণভাবে প্রতিটি গ্রন্থাগারে বই এর সংখ্যা দুহাজারের উপর। তুলনামূলকভাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি। কোন আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময়ের ব্যবস্থা নেই। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কোন নিয়ন্ত্রণও নেই অন্য গ্রন্থাগার গুলোর উপর। তবে যে তিনটি জেলার এখনও জেলা গ্রন্থাগার নেই সেখানে জেলা গ্রন্থাগার তৈরির পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম হওয়ার মূল কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা এবং অবশ্যই ইন্টারনেটের বিপুল ব্যবহার। সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে মিজোরামের কোন অবদান ছিল না। খ্রীষ্টান মিশনারিরা ধর্মপ্রচারের জন্য মিশনারি কেন্দ্রিক শিক্ষা নিয়েই মাথা ঘামাত বেশি। সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ছিলই না। আশার কথা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠা হল মিজোরাম গ্রন্থাগার এসোসিয়েশান (MLA)। তবে কোন গ্রন্থাগার নয়, গ্রন্থাগারিকরাই এর সদস্য। ১৯৯০-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়েছিল। বর্তমানে বন্ধ আছে ছাত্র না পাওয়ার জন্য। ২০০৩ সালে মিজোরাম গ্রন্থাগার আইন চালু হয়। কিন্তু সেটা শুধু কথার কথাই হয়ে আছে, কোন ডাইরেক্টোরেট তৈরি হয়নি।

'শতবর্ষে' দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরি এ্যান্ড ইয়ং মেনস্ ইনস্টিটিউট

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বয়েজ ওন্ লাইব্রেরি বিগত ১০০ বছর ধরে কলকাতা শহরের জ্ঞান পিপাসু মানসে শিক্ষা সংস্কৃতি ও তথ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ১৯০৯ সালের ১লা মে 'দি বয়েজ ওন্ স্কুল এ্যান্ড কিন্ডারগার্টেনের তিন বালক ছাত্র জীবন কৃষ্ণ দে, প্রদ্যোৎ কুমার রুদ্র ও কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ ২০টি পাঠ্য বই ও একটি প্রাচীন আলমারিকে সম্বল ও আধার করে 'দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরি'র পদযাত্রার সূচনা করেন। ছোট্ট পাঠাগারটিকে মাথা গুজবার স্থান দিয়েছিলেন ড. গিরিশচন্দ্র বসু, স্বগৃহে, অর্থাৎ ১২ রাম নারায়ন ভট্টাচার্য লেনে। সূচনার সময় সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জন। কোন নিয়মকানুনের বালাই ছিল না। ছিল না সভ্যের শ্রেণীবিভাগ বা ছাপানো রসিদ পত্র। মৌখিক নিয়মে পাঠাগার চলত। ধীরে ধীরে নিয়মাধীনে পাঠাগার পরিচালিত হতে শুরু করে। ১৯১১ সালে প্রণীত হয় পাঠাগারের সংবিধান। গঠিত হয় পুস্তক উপসমিতি (১৯১৩)। বাংলা নাটক অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে পাঠাগারে কেবল বাংলা নাটকের বইয়ের সংখ্যা ২৩০০। ১৯১৫ সালে পাঠাগার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ঐ বছর পাঠাগারের সভ্যরা আচার্য মন্মথ মোহন বসুর পরিচালনায় বিজয়রত্ন মজুমদারের স্ত্রী চরিত্র বর্জিত 'সংশোধন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। ১০০ বছরের ইতিহাসে এই পাঠাগার মোট ৭১টি নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলার অপেশাদারী নাট্য চর্চার প্রসঙ্গে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করেছে। ১৯১৭ সালে পাঠাগার রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। পাঠাগারের নাম পরিবর্ধিত হয়ে 'দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরি এ্যান্ড ইয়ং মেনস ইনষ্টিটিউট' হয়।

স্থায়ী আবাস না থাকায়, বারবার বাসা বদল করতে হয় পাঠাগারকে। কখনো মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কখনো আবার রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন, কখনো কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয় পাঠাগার। ১৯৩৮ সালে স্থাপিত হয় কিশোর বিভাগ। ১৯৪৫ সালে গঠিত হয় গৃহ নির্মাণ তহবিল। ১৯৪৯-এ সূচিত হয় বিশেষ বাংলা সাহিত্য বিভাগ। ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধিত হয়। গঠিত হয় অছি পরিষদ। ১৯৫৮ সালে সূচনা হয় সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার। আলোচ্য বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতার সুবর্ণজয়ন্তী। ১৯৬১ সালের ৫ই অক্টোবর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে ৩৬,৫০৩ টাকায় পাঠাগার ৪ কাঠা ৯ ছটাক ২২ বর্গফুট জমি নিজস্ব গৃহ নির্মানের জন্য ক্রয় করতে সমর্থ হয়। ১৯৬২ সালের ৬ই মে পাঠাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বর নবনির্মিত ৫ তলা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ড. ত্রিগুণা সেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৯ সালে স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে চালু হয় নিঃশুল্ক পাঠ্যপুস্তক বিভাগ। ১৯৭২ সালে বিভাগটির যথাযথ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিয়ে গঠিত হয় উপদেষ্টামন্ডলী। বর্তমানে এই বিভাগের পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ১৯৬৯ সালের ১লা মে নতুন ভবনে পুস্তক বিভাগ স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের ১৬৭ (এ) পৌর ধারা অনুযায়ী পাঠাগার ভবনকে 'জনসাধারণের শিক্ষাকেন্দ্র' হিসাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ১৯৮১ সালে কলকাতা পৌর সংস্থা পাঠাগারের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ পাঠাগারের সামনের রাজপথটিকে পাঠাগারের নামে নামকরণ করেন। শুধু তাই নয়, ২০০৯ সালে পাঠাগারের জনহিতকর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা পুরসভা এই পাঠাগারের পুরকর আগামী ৫ বছরের জন্য মুকুব করেছেন। বিগত ১০০ বছরে যথাযথ মর্যাদায় এই পাঠাগার পালন করেছে রজতজয়ন্তী (১৯৩৪), সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৫৯), হীরকজয়ন্তী (১৯৬৯) ও প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী (১৯৮৪)। সঠিক ভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকারের ও কেন্দ্রীয়

সরকারের রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক অনুদান এই পাঠাগারকে পথ চলার রসদ জুগিয়েছে। বর্তমানে ITC কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে পাঠাগারে Library Software নির্মিত হচ্ছে। পাঠাগারের উল্লেখযোগ্য সম্পদ তার প্রাচীন পত্রপত্রিকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবাসী, মানসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, যুগান্তর, নারায়ণ, শনিবারের চিঠি ইত্যাদি। বেশ কিছু সংখ্যক পত্রপত্রিকার ডিজিটাল সংরক্ষণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের আনুকূল্যে কিছু জীর্ণ পত্রপত্রিকার বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। শতবর্ষের সন্ধিক্ষণে (২০০৮-০৯) এই প্রতিষ্ঠানের মোট পুস্তক সংখ্যা : ৪৩,৯০৩। এরমধ্যে সাধারণ বিভাগের বাংলা বইয়ের সংখ্যা ২১,৯৭৫ বাংলা গ্রন্থাবলী : ৪৩৫, ইংরাজি (সাধারণ বিভাগ) ৮৯৩৫ কিশোরদের বই : ৫৮২৬। বাকিটা অন্যান্য বইপত্র ও পত্রপত্রিকা। বিপুল পুস্তকরাশি সম্বলিত পুস্তক তালিকা ডিউই ডেসিমাল পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

শতবর্ষের অনুষ্ঠান :

১লা মে ২০০৮ থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০০৯ অবধি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় শতবর্ষ উৎসব। ১লা মে ২০০৮ সকালে ট্যাবলো ও বাদ্য সহযোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় শতবর্ষ উৎসব। ঐদিন সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার সম্মুখস্থ রাজপথে নির্মিত মঞ্চে শতবর্ষ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তদানীন্তন সাংসদ মহঃ সেলিম। সভায় গ্রন্থাগারের আজীবন সদস্য ও বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী কৌশিক-অন্তরা ও ইন্দ্রানী সেন। ২১শে জুলাই ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় 'স্বদেশ ও স্বজন' শীর্ষক রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উৎসব। ২৪ ও ৩১শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সারা বাংলা আবৃত্তি ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ১০ এবং ১১ই জানুয়ারি ২০০৯ গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয় বর্ণময় শিশু উৎসব। ২৯ ও ৩০শে এপ্রিল ২০০৯, গিরিশমঞ্চে বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষ জয়ন্তীর পরিসমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন : বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, এশিয়াটিক সোসাইটির সচিব ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ, ভাষাতত্ত্ববিদ সুভদ্র সেন, স্বামী জিতাত্মানন্দ, সাহিত্যিক কিন্নর রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ, মহানাগরিক বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ক্রীড়াবিদ চুনী গোস্বামী, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৫ই আগষ্ট ২০০৯ পাঠাগার মঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে "শতবর্ষ স্মারক পত্রিকার" আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. করুণাসিন্ধু দাস।

কেবল শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে আমরা থেমে নেই। গ্রন্থাগার আন্দোলনের জয়যাত্রা, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন ও বঙ্গদেশের মননশীল পড়াশুনার কর্মযজ্ঞে অংশীদার হব আমরা। আগামী প্রজন্ম ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের যথার্থ ভাবমূর্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত মানসকে সংরক্ষণ করবে যথাযথ ভাবে। তিন কিশোর প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সেবার আদর্শ, গ্রন্থাগার আন্দোলনে রচিত হয়ে খুঁজে নেবে তার মানবিক দায়বদ্ধ অভিমুখ। শতবর্ষ অতিক্রমী এই পাঠাগারের এটিই একমাত্র আশা, একমাত্র স্বপ্ন এবং স্থির বিশ্বাস।

হাইব্রিড লাইব্রেরি ঃ গ্রন্থাগারের এক নবরূপ

পিয়ালী দাস

ভূমিকা ঃ

'গ্রন্থাগার' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জ্ঞানভাণ্ডার হিসাবে পরিগণিত হয়। গ্রন্থাগার ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, কর্মচারী প্রত্যেককে তার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির যোগান দেয়। 'কোঠারি কমিশন' বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাত্র, গবেষক, এই সকলকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসে এই লক্ষ্যে যে, এর ফলে সকলের আনন্দ, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, আবিষ্কার ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সহায়ক হবে।"

পরিবর্তনই প্রকৃতির নিয়ম। সমাজে যখন কোনো পরিবর্তন আসে গ্রন্থাগার সেই সমাজের অংশ হিসাবে তা অনুভব করে। গ্রন্থাগার কখনই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না কারণ তা সমাজেরই অঙ্গ এবং সকল ব্যক্তিগত চাহিদার যোগানদার। প্রাচীনকাল থেকে যখন তালপাতা, মাটির ইট, চর্মপত্র ইত্যাদি মাধ্যমে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হত তখন থেকেই গ্রন্থাগারে সেইসব তথ্যাদি সংরক্ষিত হত। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর গ্রন্থাগারে মুদ্রিত উপকরণ যেমন বই, পত্রিকা ইত্যাদির সংগ্রহ শুরু হয়। তারও পরে সেইসকল তথ্য দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস ইত্যাদি মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। কিন্তু কম্পিউটারের প্রয়োগ সমাজে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এবং ডিজিটাল মাধ্যমেও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। গ্রন্থাগারেও এই সকল মাধ্যমগুলিতে তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। ফলস্বরূপ বৈদ্যুতিন মাধ্যম ক্রমাগত প্রথাগত মুদ্রণ মাধ্যমের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। এই সকল নতুন তথ্য সংরক্ষনের মাধ্যমগুলি কম্পিউটার নির্ভর এবং খুব অল্প জায়গায় এগুলি সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তাই বর্তমানে অনেক গ্রন্থাগারেই এই মাধ্যমে স্থানি সংরক্ষনের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই কাগজে মুদ্রিত/ছাপা লেখা পড়তেই বেশি পছন্দ করে। সুতরাং মুদ্রিত নথি ছাড়া গ্রন্থাগার (!) আমরা এখনও ভাবতে পারছি না। এই পরিবর্তনশীল সময়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা জটিল হয়ে উঠেছে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সড়গড় হয়ে ওঠা ব্যবহারকারী যারা বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানে বেশি আগ্রহী, অপরদিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সড়গড় হয়ে না ওঠা ব্যবহারকারী, যারা মূলত ছাপানো নথিপত্র পড়তেই বেশি আগ্রহী। সুতরাং গ্রন্থাগারকে তার সম্পদ সংগ্রহ ও পরিসেবা দানের ক্ষেত্রে এক সুষম অবস্থান গ্রহণ করতে হবে যাতে করে উভয় ধরনের ব্যবহারকারীই সন্তুষ্ট হতে পারেন। বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত উভয় মাধ্যমেই সম্পদ সংগ্রহ ও পরিসেবা দানে সক্ষম এমন গ্রন্থাগারকে বলা হচ্ছে 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' বা 'মিশ্র গ্রন্থাগার'। মনে করা হয়, 1999 সালে D-lib Magazine-এর একটি প্রবন্ধে ক্রিস রসিট্রিজ প্রথম এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন।

হাইব্রিড লাইব্রেরি কী ? ঃ

হাইব্রিড লাইব্রেরি হল এমন এক ধরনের লাইব্রেরি যেখানে 'মুদ্রিত' ও 'বৈদ্যুতিন' তথ্য উৎস পাশাপাশি থাকে এবং স্থানীয়ভাবে ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে,-এই দুইভাবেই এই লাইব্রেরির পরিসেবা গ্রহণ করা যায় (হাটন, ২০০১)। সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে হাইব্রিড লাইব্রেরি এক নতুন ধরনের ধারণা। 'হাইব্রিড' কথার অর্থ হল 'মিশ্র উৎস' বা সংকর (cross breed) পদ্ধতিতে সৃষ্ট। হাইব্রিড বা 'মিশ্র গ্রন্থাগার' বলতে বোঝায় যে গ্রন্থাগারে প্রচলিত মুদ্রিত মাধ্যমের তথ্য উৎস যথা গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি এবং ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সৃষ্ট তথ্যাদি যথা বৈদ্যুতিন গ্রন্থ (e-book), বৈদ্যুতিন পত্রিকা (e-journal) উভয় ধরনের তথ্যাদিই পাওয়া যায়। কিন্তু 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' বলতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের সহাবস্থানকেই বোঝায়।

প্রচলিত গ্রন্থাগার এবং ডিজিটাল লাইব্রেরির অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই হাইব্রিড লাইব্রেরির উদ্ভব হয়েছে। এই ধরনের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনার (Management) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন জায়গায় (স্থানীয় ও দূরবর্তী) অবস্থিতি এবং বিভিন্ন ফরম্যাটের তথ্য সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের (end-user) উৎসাহিত করা। কোনো চালু গ্রন্থাগারে এই ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি আমদানি করতে হবে। এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে করে মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন উভয় পরিসেবাই একই সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্য থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা বলতেই পারি একটি 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' শুধুমাত্র 'প্রথাগত গ্রন্থাগার' নয় যেখানে মুদ্রিত নথিপত্রই থাকে, আবার ভার্চুয়াল (Virtual) লাইব্রেরিও নয় যেখানে শুধুমাত্রই বৈদ্যুতিন তথ্য থাকে। বরং বলা যায় এই গ্রন্থাগার ওই দুয়ের সমাহার। এখানে সবধরনের তথ্য উৎস—মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন, স্থানীয় ও দূরবর্তী একইসঙ্গে গ্রথিত থাকে।

'হাইব্রিড লাইব্রেরির' আত্মপ্রকাশ ৯০-এর দশকে। এই সময়েই সাধারণ মানুষের ব্যবহারের স্বার্থে গ্রন্থাগারগুলোর পক্ষে বৈদ্যুতিন তথ্যসম্পদ সংগ্রহ করা সহজ হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে সি.ডি.রম (CD-ROM) অথবা বিষয় ভিত্তিক ডেটাবেস অনুসন্ধান করেই বৈদ্যুতিন তথ্য পাওয়া যেত। এখন ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসারের জন্য অনলাইনে সরাসরি দূরবর্তী ডেটাবেস সন্ধান করা সহজ হয়ে গেছে।

'হাইব্রিড লাইব্রেরি' ধারণাটি বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের সহাবস্থান-কে বোঝায়। সাধারণত এক এক ধরনের (Format) তথ্য উৎসের জন্য আলাদা আলাদা গ্রন্থাগারে যেতে হয়। কিন্তু 'হাইব্রিড লাইব্রেরিতে' একই জায়গায় নানা ধরনের ফর্মাটের তথ্য সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমত ফর্মাটে তথ্য গ্রহণ করতে পারবেন।

হাইব্রিড লাইব্রেরির উদ্দেশ্য :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে তার ফলে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক এবং টেকনিক্যাল কাজকর্মেই প্রভাব পড়েছে তা নয়, এর ফলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, পরিসেবা ও কাজকর্মও ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

- স্থানীয় এবং দূরবর্তী স্থান থেকে একই সঙ্গে ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারের সম্পদ/তথ্যাদি অনুসন্ধান করতে পারবেন ও ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম্যাটে তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন;
- কোনো চালু গ্রন্থাগারে (working library) একাধিক সূত্র থেকে আসা অনেক রকমের প্রযুক্তির সমাহার,
- বৈদ্যুতিন এবং মুদ্রিত উভয় মাধ্যমেই একটি সুসংহত পরিসেবা দানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- আরো বেশি করে কাজ করার উদ্দেশ্যে একই ধরনের অথবা সম্পর্কযুক্ত একাধিক প্রযুক্তির ব্যবহার;
- তথ্যের ব্যবহারকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। যাতে করে শুধু সহজে লভ্যতা যেন বড় হয়ে না ওঠে, ব্যবহারকারীর চাহিদার সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যের যেন সামঞ্জস্য থাকে;

প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো :

- তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন;
- ব্যবহারকারীর অনলাইন ক্যাটালগ (OPAC) অনুসন্ধান করার জ্ঞান প্রয়োজন;
- গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা প্রদানকারী কর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনে ব্যবহারকারীরা আরো বেশি সহায়তা চাইবেন;
- কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত উভয় মাধ্যমের গ্রন্থাগারেই কাজের প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন;
- তথ্যাদি প্রিন্ট করার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কৌশল :

হাইব্রিড লাইব্রেরি এমন একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যেখানে স্পর্শযোগ্য (Tangible) ও স্পর্শাতীত (intangible) পরিসেবা দেওয়ার জন্য পেশাদার ও বৃত্তিকুশলীরা সচেষ্ট থাকে। সেই অর্থে 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' বলতে একটি 'পরিমণ্ডল'

বোঝায়। তবে বিষয়টি এমন নয় যে 'অ্যানালগ' ও 'ডিজিটাল', স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যেকোন ধরনের যেকোন স্থানের শুধুমাত্র তথ্য দেবার একটা দরজা। এখানে তথ্য, পরিসেবা ও পরিবেশক সবাইকে নিয়ে গঠিত এক 'পরিমণ্ডল'। এই ধরনের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন। সংক্ষেপে 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' গড়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগার কর্মী, কম্পিউটার কর্মী, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার উন্নয়নে জড়িত সকলকেই সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আরও যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হল পরিসেবা প্রদানকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ। যাতে করে তারা ব্যবহারকারীদের সহায়তা করতে পারেন ও যথাযথ নির্দেশ দিতে পারেন। এছাড়াও দল হিসাবে কাজ করার চেষ্টা ও পরিবর্তনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। সবশেষে, উপরোক্ত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সুকৌশলে বোঝাতে হবে, কেননা শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' হতে চলেছে কেন্দ্রীয় উপাদান।

'হাইব্রিড লাইব্রেরি' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগত ও ব্যক্তিগত এমনকি অর্থনৈতিক যেসব সম্ভাব্য বাধা থাকতে পারে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সাংগঠনিক, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি একগুচ্ছ বিষয় জড়িত। সহায়তা প্রদানকারী কর্মীদের কাজ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। কারণ ঐসব কাজগুলো (Roles) প্রয়োজনমত বদলাতে হয়। এছাড়াও যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে নতুন 'হাইব্রিড লাইব্রেরি' পরিমণ্ডলে পরিবর্তিত হলে পরিকাঠামো এবং পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তনকেও সঠিকভাবে পরিচালনা করা দরকার। যদিও একথা খুব সহজেই বলা যায় যে সাংগঠনিক পরিবেশ / পরিমণ্ডল যদি সহায়ক থাকে তাহলে যে কোন পরিবর্তনই খুব সহজ হয়ে ওঠে।

উপসংহার :

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে গ্রন্থাগারের ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখন আর গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র মুদ্রিত নথি থাকবে না, ডিজিটাল/বৈদ্যুতিন নথিও থাকবে। বর্তমানে এক চরম গতিশীল ও দ্রুত পরিবর্তনীয় প্রযুক্তিগত পরিবেশে গ্রন্থাগার কাজ করে চলেছে। প্রযুক্তির এই অগ্রগতিই গ্রন্থাগারকে বাধ্য করছে তথ্য ডিজিটাইজ্ করতে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রযুক্তিই ঠিক করে দেবে আগামী দিনের গ্রন্থাগারের রূপ কেমন হবে। তথাপি গ্রন্থাগারের মৌলিক উপাদান কিন্তু একই থাকবে। আগামীতে প্রকৃতির কেন কিছু বড় বড় পরিবর্তন অনিবার্য এবং তথ্য সম্পদের ফর্ম্যাট (আধার) ও তথ্যের চাহিদারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থাগার কর্মীদের আরো বেশি করে গ্রন্থাগার সম্পদের দ্বার ব্যবহারকারীদের কাছে খুলে দিতে হবে যাতে তাদের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সদাসর্বদা পরিচিত হওয়া যায়। যে ধরনের প্রযুক্তিই আমাদের সামনে আসুক তা যেন ব্যবহারকারীর উপকারে লাগে। যে নামই ডাকি না কেন যে পরিসেবা দেওয়া হবে তা পাওয়া যাবে 'গ্রন্থাগার' থেকেই। আবার ঐটাও রূঢ় বাস্তব যে মুদ্রিত পাঠ্যমাধ্যম সমাজে দাপিয়ে বেড়াবে।

তথ্যসূত্র:

১। Hutton, Antina. The Hybrid Library. htt://hylife. unn.oc.ukdtoolkit/ thehybridlibrary. html

২। Pinfield, Stephen ... [et al.]. Realizing the Hybrid Library, D-lib Magazine, October 1998.

৩। Rusbridge, Chris. Towards the hybrid library, D-Lib Magazine, July-August, 1998.

৪। Venkatarama, P. Change management in new generation libraries, ILA Bulletin. V. 43, No. 2; 2007, p. 5-11.

গ্রন্থাগার সংবাদ

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া
পরিবেশ নিয়ে আলোচনাচক্র

১৪ই জুন '০৯ বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার ও ইউ এ্যান্ড আই ফাউন্ডেশন, হুগলি যৌথভাবে কিশোর প্রগতি সংঘ দ্বিতল সভাগৃহে।

'পৃথিবীর উষ্ণায়ন, আবহাওয়া পরিবর্তন ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ মুখার্জী, আকাশবাণী কলকাতার ট্রান্সমিশন এক্সিকিউটিভ শ্রীমানসপ্রতিম দাস এবং শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জী, চিফ ল-অফিসার, পরিবেশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বক্তারা তাঁদের সারগর্ভ ভাষণে পৃথিবীর বিশেষ করে ভারতের জনসংখ্যার বিপুলহার বৃদ্ধি এবং 'আয়লা' জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি করে দেন এবং পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সরকারি তথা বেসরকারি উদ্যোগের ওপর জোর দেন। শ্রী গৌরীকান্ত মুখার্জী এবং শ্রী দেবব্রত মুখার্জী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

চুঁচুড়ার শ্রী কিশোর দত্তকে ইউ এ্যান্ড আই ফাউন্ডেশন তরফে 'সবুজ সাথী' সম্মান প্রদান করা হয়। শহর গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্পাদক সুকুমার নন্দী স্বাগত ভাষণ দেন এবং ফাউন্ডেশনের পক্ষে সম্পাদক অনুব্রত মুখার্জী বক্তব্য রাখেন।

সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন রাজল রায়। শেষে উপস্থিত দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মূল আলোচকরা। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়। এইদিন একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদক—অমিয়কুমার দত্ত

বামুনপাড়া পল্লিউন্নয়ন সমিতি ও রবীন্দ্র পাঠাগার (দুর্গাপুর-১২), দুর্গাপুর
রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

গত ১৪ই মে, ২০০৯ বামুনাড়া পল্লিউন্নয়ন সমিতি ও রবীন্দ্রপাঠাগার (দুর্গাপুর-১২) এর উদ্যোগে পাঠাগার প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। পাঠাগারের শিশু সদস্যরা নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল "শ্যামা" নৃত্যনাট্য। "নূপুর" গোষ্ঠীর কলাকুশলীরা তাদের অপূর্ব নৃত্য শৈলীর মাধ্যমে "শ্যামা" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন। প্রচুর দর্শক সমাগম হয় এবং প্রত্যেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রীমতি কমলিকা কোনার। এই ভাবেই বামুনাড়া পল্লি উন্নয়ন সমিতি ও রবীন্দ্র পাঠাগার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে তাঁর জন্মদিনে তাঁরই গান ও কবিতা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করে।

প্রতিবেদক—কনিকা দাস

সিন্দরী জনতা লাইব্রেরি, পুরুলিয়া
নবনির্মিত পাঠকক্ষ ভবন উদ্বোধন

গত ১০ই জুলাই, ২০০৯ সিন্দরী জনতা লাইব্রেরিতে নবনির্মিত পাঠকক্ষের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মনীন্দ্র গোপ মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের অর্থানুকূল্যে এই ভবন নির্মিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির (জেলা) সম্পাদক সতীশ মাহাত, সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক সুনীল কুমার মাহাত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার কর্মী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রন্থাগারের সদস্য এবং পাঠক বৃন্দ।

প্রতিবেদক—মৃণাল কান্তি মণ্ডল

সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান
ভারত - বাংলাদেশ যৌথ স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শন

২৮ জুন রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় সত্যময় সাধারণ পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে সত্যময় সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে এবং কালনা সিনে সোসাইটির সহযোগিতায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে কালনা সিনে সোসাইটির সম্পাদক সিদ্ধেশ্বর আচার্য তিনজন পরিচালকের যারা এদিনের প্রদর্শিত তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্রগুলির দায়িত্বে ছিলেন তাদের পরিচিতি দেন এবং কালনা পৌরসভার পৌরপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে সভাপতি ঘোষণার পর এই তিনজন পরিচালকের সাথে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলাদেশের পরিচালক বিশ্ব রায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তাঁর হাতে স্মারক ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। অন্য পরিচালকদ্বয়ের মধ্যে কালনা সিনে সোসাইটির সঞ্জীব বাগচী এবং নবদ্বীপ চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের ঋষিকেশ মণ্ডলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। শেষে সঞ্জীব বাগচীর পরিচালনায় এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন উপলব্ধি নিয়ে তৈরি স্বল্পদৈর্ঘ্যের (৩৮ মিনিট) ছবি উত্তরণ দেখানো হয়। তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আগে বক্তব্য রাখেন সত্যময় সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক অমিতাভ চক্রবর্তী এবং সভাপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আলোক ব্যানার্জী, অধ্যাপক ভোলানাথ চক্রবর্তী এবং পাঠাগারের সম্পাদক নিরঞ্জন কর।

প্রতিবেদক—ষষ্ঠী চরণ কুণ্ডু

হাসতে থাকুন দাদা, পড়তে থাকুন দাদা
কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র
প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।
বুক পোস্টে পাঠাতে খরচ মাত্র ৮ টাকা
পত্রপাঠ
ফোন 9830052182 9231559717
১০ বে, কার্ণ রোড কলকাতা-৭০০ ০১৯
বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

আদর্শ সংঘ গ্রন্থাগার, হাওড়া
রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালন

গত ১১ই জুলাই, ২০০৯ শনিবার গ্রন্থাগারের দ্বিতল কক্ষে সন্ধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী নিমাই ভৌমিক মহাশয়। প্রধান ও বিশেষ অতিথিগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ মহাশয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রী অরুণ কর ও আশানুর খান। দর্শক সমাগমের মধ্য দিয়ে বর্ষা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রতিবেদক—মৃণাল কান্তি মণ্ডল

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ, কলকাতা

এ বছর বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছে। কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এপ্রিল ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১০ এই এক বছর ব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি গঠন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরটি পালন করা হবে।

এজন্য বিধাননগর পৌরসভার পৌরপ্রধান ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার কে সভাপতি করে একটি উৎসব কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৬৬ জনের এই কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সুনীল বরণ চক্রবর্তী এবং শ্রী দেবাশিস সেনগুপ্ত। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুরঞ্জন দাস, প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও সাহিত্যিক ডঃ অমিয় কুমার হাটি, রাজ্য সরকারের বিভাগীয় সচিব শ্রী রাজীব সিনহা, প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ শ্রী পি কে ব্যানার্জী সহ ২৪ জনের একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। প্রচারের উদ্দেশ্যে গত ৯ই এপ্রিল, ০৯ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততার মধ্যেও আজকাল, গণশক্তি, টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার এবং স্থানীয় সাময়িকী সহ দশটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১লা বৈশাখ, ১৪১৬ সাল সকালে 'বইয়ের জন্য হাটো' শীর্ষক একটি প্রভাতফেরিতে শিশু কিশোর সহ শতাধিক আবাসিক অংশ নেন। এই পদযাত্রাকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার ছাড়াও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ডঃ রমেন পোদ্দার, প্রাক্তন উপাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী ভবেশ মৈত্র মহাশয়। অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার এবং পঁচিশটি আলোর একটি বাতি স্তম্ভ জ্বালিয়ে কর্মসূচির সূচনা ঘোষণা করেন ডঃ পোদ্দার। চারজনই উপস্থিত সদস্য আবাসিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

উৎসব কমিটি গত ৭ই জুন, ২০০৯ রবীন্দ্রভাবনা শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান করে পাঠাগার হিসাবে যেটি আগামী দিনে ব্যবহৃত হবে সেই হলঘরে। (এই ঘরটি মোট ছয় লক্ষ টাকার বিনিময়ে পৌরসভা ১ বছরের 'লিজে' পাঠাগারকে দিয়েছেন) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উৎসব কমিটির সভাপতি ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার। তিনি আজকের দিনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে সহজবোধ্য ভাষায় রবীন্দ্র চর্চা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুনীল বরণ চক্রবর্তী। তিনি সমবেত শ্রোতামণ্ডলীকে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হবার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বছর ব্যাপী যেসব অনুষ্ঠান এই কর্মসূচিটিতে ঘিরে হবে তাতে এই ভাবেই উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানান।

সভায় নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিশু, কিশোর এবং মহিলারা।

প্রতিবেদক—সুনীল বরণ চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পুরুলিয়া
বার্ষিক সাধারণ সভা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া মহকুমা কমিটি (পশ্চিম) র ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২৮ শে জুন ২০০৯ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে। শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভার উদ্বোধন করেন রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক সতীশ মাহাত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাত, গোপাল আচারি, পার্থসারথী ব্যানার্জী, প্রাবেশ গাঙ্গোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা কমিটির সভাপতি ভীম মহাষ্টী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক ডমন দেবরা। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ৫ জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনা করেন। ৩৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক—মৃনাল কান্তি মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, দুর্গাপুর মহকুমা
১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪শে মে, ২০০৯ (রবিবার) বৈদ্যনাথপুর পল্লিমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগারে (পান্তবেশ্বর) পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, দুর্গাপুর মহকুমার ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান, বৈদ্যনাথপুর, বৈদ্যনাথপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি ও এলাকার আরো কয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দুর্গাপুর মহকুমার মোট কর্মী সংখ্যা ৫২। এর মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪৪ জন। কর্মীবন্ধুরা তাঁদের বিভিন্ন গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সভাটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। জেলা কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিভাসিন্ধু রায়। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন শ্রী অশোক গোস্বামী। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় সভাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক—কনিকা দাস

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। ঈরেন চক্র সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। জগতের গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., দে বুক স্টোর, দে'জ, নবা উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, ঈষা, বোলা, আশা, প্রজা-পাণ্ডিরাম।

প্রকাশের অপেক্ষায় ৫৫

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-ঈরেন চক্র সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি ক্লাসী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় বৃহৎ) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- ঈরেন চক্র সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখণ্ডে কালজয়ী ২৫টি ছোটগল্প ও তার বিস্তারিতধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-ঈরেন চক্র। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আবু ইসহাক, শামসুর রাহমান, আলা মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে সৃষ্টিসেতুর কালোত্তীর্ণ প্রবন্ধ সমূহ। দাম ১০০টাকা।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে জুন ২০০৯ পুরুলিয়া জেলা মহকুমা কমিটি (পূর্ব) ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির রাজা কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী। এরপর শুরু হয় সাধারণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা কমিটির সভাপতি সুনীল কুমার মিশ্র। প্রতিবেদন পাঠ করেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষ। প্রতিবেদনের উপর ৫ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ৪৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক সতীশ মাহাত, পরিষদের জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাত। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক—মৃনাল কান্তি মণ্ডল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১২ই জুলাই ২০০৯ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথ মহকুমা কমিটির ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রঘুনাথপুর মহকুমা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে। এই সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সমবায় সমিতির সম্পাদক পার্থসারথী ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক সতীশ মাহাত। অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য গোপাল আচারি। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা কমিটির সভাপতি গোবাচাঁদ ওঝা। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক হরেকৃষ্ণ গোপ। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৭ জন প্রতিনিধি। মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য, আলাপ, আলোচনা, গঠনমূলক সমালোচনায় সভাস্থল সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। সভাপতি উপস্থিত সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক—মৃনাল কান্তি মণ্ডল

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- **প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা**
- **বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।**

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

Government of West Bengal
Higher Education Department
C.S. branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata- 91

Dated, the 12th Oct, 2009.

No. 622-Edn(CS)/
1P- 20/98

MEMORANDUM.

Sub : Revision of pension / family pension, of post 01.01.2006 pensioners / Family pensioners in respect of Teaching staff including Graduate Laboratory Instructors/ Instructresses, Librarians/ Assistant Librarians, Physical Instructors / Instructresses and equivalent category of employees of State aided non- Government Colleges including erstwhile Sponsored Colleges.

The undersigned is directed to state that the question of modification of rules granting pensionary benefits to the Teaching staff including Graduate Laboratory Instructors/ Instructresses, Librarians/ Assistant Librarians, Physical Instructors/Instructresses and equivalent category of employees of State aided non- Government Colleges including erstwhile Sponsored Colleges has been under consideration of the Government

After careful consideration of the matter, the Governor has been pleased to decided that the pensionary benefits in respect of Teaching staff including Graduate Laboratory Instructors/ Instructresses, Librarians/ Assistant Librarians, Physical Instructors/Instructresses and equivalent category of employees of State aided non-Government Colleges who retire on and from 01.01.2006 shall be determined as follows :-

A) Pension

(i) An employee retiring in accordance with the provisions of respective Death-cum-Retirement Benefit Rules/scheme and before completion of minimum qualifying service of 10 years shall not be entitled to pension, but he/she shall continue to be entitled to gratuity.

(ii) Linkage of full pension with 33 years of qualifying services shall be dispensed with. Once an employee has rendered a minimum qualifying service of 20 (twenty) years, pension shall be paid @ 50% of the last basic pay drawn. For the employees who at the time of retirement have rendered qualifying service for 10 (ten) years or more but less than 20 (twenty) years, proportionate reduction shall be made while calculating the amount of pension.

The provision, however, shall be applicable to the employees retiring on or after the date of issue of this memorandum and should not be made applicable in respect of those employees who have retired on or after the 1st day of January, 2006, but before issue of this memorandum.

(iii) The existing maximum amount of monthly pension of Rs. 11,200/- (Rupees eleven thousand two hundred) only per month as laid down in Memo. No. 1452- Edn(Cs) dated 7.12.1999 shall be raised to Rs. 35,000/- (Rupees thirty five thousand) only per month.

(iv) The existing minimum amount of monthly pension / family pension of Rs. 1300/- (Rupees one

thousand three hundred) only as laid down in Memo. No. 1452- Edn(Cs) dated 7 12 1999 shall be raised to Rs. 3300/- (Rupees three thousand three hundred) only per month.

(v) Additional Pension

The quantum of Pension available to the old pensioners shall be inceased as indicated in the following table with effect from 01.04.2008

Age of Pensioners	Additional Quantum of Pension
From 80 years to less than 85 years	20% of the basic pension
From 85 years to less than 90 years	30% of the basic pension
From 90 years to less than 95 years	40% of the basic pension
From 95 years to less than 100 years	50% of the basic pension
100 years or more	100% of the basic pension

The Pension Sanctioning Authority shall ensure that the date of birth and the age of pensioner is invariably indicated in the Single Comprehensive Form to facilitate the Accountant General (A&E), West Bengal to record the same in the Pension Payment Order (P.P.O) to be issued in favour of the pensioners for payment of additional pension by the Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. The amount of additional pension will be shown distinctly in the P.P.O

B) Family Pension

(i) Family pension shall be calculated @ 30% of the basic pay drawn last actually or notionally. The maximum ceiling of family pension of Rs. 6,720/- (Rupees six thousand seven hundred twenty) only per month shall be raised to Rs. 21,000/- (Rupees twenty one thousand) only per month at normal rate. However, the existing provision for calculation of family pension at enhanced rate for a specific period will continue.

(ii) Additional Family Pension

In addition to the Family Pension calculated in para (i) above, the quantum of family Pension available to the old Family Pensioners shall be increased as indicated in the following table with effect from 01/04/2008 :

Age of Pensioners	Additional Quantum of Pension
From 80 years to less than 85 years	20% of the basic pension
From 85 years to less than 90 years	30% of the basic pension
From 90 years to less than 95 years	40% of the basic pension
From 95 years to less than 100 years	50% of the basic pension
100 years or more	100% of the basic pension

C) Gratuity

The maximum amount of Death/Retiring Gratuity of Rs. 2.5 lakh (Rupees two lakh fifty thousand) only as laid down in Memo. No. 1452- Edn(Cs) dated 7.12.1999 shall be raised to Rs. 6.0 lakh (Rupees six lakh) only.

D) Regulation of the cases of pensioners/family pensioners during the period from 01.01.2006 to 31.03.2008.

(i) Those who have already retired after 01.01.2006 are entitled to have their pensionary benefits revised on the basis of this order, but those who retired during the period from 01.01.2006 to 31.03.2008 shall not get any arrear representing the difference between revised pension and the pension on the basis of the pre revised pay for the period up to 31.03.2008.

(ii) The Accountant General (A&E), West Bengal will issue authority for payment of revised pensionary benefits with effect from 01.04.2008 onwards on the basis of certificate of national emoluments as stated above without insisting on issuing of pay certificate.

(iii) In the cases of the employees who are already in receipt of pension, the Pension Sanctioning Authority in their cases, will send previous pension papers along with Service Book, certificate of notional emoluments, revised calculation sheets showing the calculation of revised pensionary benefits and application, if submitted, for further Commutation of Pension. The Accountant General (A&E), West Bengal will authorize payment of pensionary benefits at revised rate accordingly to the Pension Disbursing Officer concerned.

(iv) The amount of gratuity, if any, paid earlier in respect of employees of this category according to the rules prevailing at the material time will be adjusted against the reviesed gratuity calculated on the basis of notional emoluments now authorized by the Accountant General (A&E), West Bengal on the basis of this order.

E) Commutation of Pension

(i) A Government employee shall continue to be entitled to commute for a lump sum payment upto 40% of this pension.

(ii) The existing table of commutation value for pension annexed to the WBS (Commutation of Pension) Rules, 1983 shall be substituted by a new Table at Annexure I.

(iii) The revised table of commutation value for pension will be used for all commutations of pension which become absolute after the date of issue of this memorandum.

(iv) In the case of those pensioners, in whose case commutation of pension become absolute on or after the 1st day of January, 2006, but before the issue of this memorandum, the prerevised table of commutation value for pension will be used for Payment of Commutation of Pension based on pre-revised pay / pension. Such pensioners shall have an option to commute the amount of pension that has become additionally commutable on account of retrospective revision of pay / pension on implementation of the recommendations of the Fifth Pay Commission. On exercising such option by the pensioner, the revised table of commutation value of pension will be used for the commutation of the additional amount of pension that has become commutable on account of retrospective revision of pay / pension.

(v) In all cases where the date of retirement / commutation of pension is on or after the date of issue

of this memorandum, the revised table of commutation for pension will be used for commutation of pension will be used for commutation.

This order issues with the concurrence of Finance Dept. vide their U.O.No 601-F(Pen) dated 09.10.2009.

Sd/-M. Chakravarty
Joint Secretary
Dated . 12.10 2009

No.622/1(11)-Edn(CS)

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1) Accountant General (A&E), West Bengal.
2) Finance Department of this Govt.
3) Director of Public Instructions

   He is requested to take necessary action

4) Kolkata Pay & Accounts Officer (1), 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-12
5) Kolkata Pay & Accounts Office (2), P-1, Hyde Lane, Kolkata-700073.
6) Director of Treasuries, New India Assurance Building, 4, Lyons Range (2nd & 3rd floor), Kolkata-700001.

   He is requested to take necessary steps for circulation of this order among the Treasuries/Sub Treasuries.

7) Joint Director of Public Instructions
8) Computer Cell of this Department
9) P.S to the M.I.C. H.E Dept.
10) P.A. to Principal Secretary, Higher Education Department, Govt. of West Bengal.
11) Guard File.

CS Br/Revision of pension post 1.1.06

Joint Secretary

Government of West Bengal
Higher Education Department
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata- 91

Dated, Kolkata the 13th Oct, 2009

No. 622-Edn(CS)/
5P- 61/98

From : Shri M. Chakravarty, W.B.C.S (Exe.).
Joint Secretary to the Govt of W.B

To : The Director of Public Instruction, W.B.
Bikash Bhawan,
Salt Lake, Kolkata-91.

Sub : Career Advancement Scheme for Librarians/Asstt. Librarians and Physical Instructors/Instructresses in Non-Govt. Colleges.

Ref. : His Not sheet dated 22.09.09.

In cancellation of this Deptt.'s G.O. No.499-Edn.(CS). dated 18.8.09 and in partial modification of this Deptt.'s G.O. No.677-Edn.(CS). dated 29.10.08 the undersigned is to state that in order to keep parity for the fixational benefit of pay at Rs. 14,940/- in the scale of pay Rs. 12,000 - 18,300/ - for Librarians/Asstt. Librarians/Physical Instructors/Instructresses, it may be allowed with effect from 01.01.1996 as previously done in case of Readers/Selection Grade Lecturers in terms of the G.O.No.118-Edn.(CS), dated 04.02.1999 (Clause 4 Annexure-1).

Sd/- M. Chakravarty
Joint Secretary

Memo No. 1179(75) – C
OM/52-C/2009

Dated, Kolkata the 23rd Oct, 2009.

Copy forwarded to the Principal/Teacher-in-Charge, ...

.....College/Mahavidyalaya, ...

..... for information and necessary action to send proposal for pay fixation.

for Director of Public Instruction,
West Bengal

৫০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
স্থান - যদুভট্ট মঞ্চ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
তাং ঃ ৭-৯ই নভেম্বর, ২০০৮
প্রতিবেদন (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭ই নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার পর সম্মেলনের মূল অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। ঐদিন দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিষয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা —

কেকা পান্ডি (উত্তর ২৪ পরগণা)

- বেতন কাঠামো পরিবর্তন
- গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা দেওয়া উচিত
- SLC, LLA ও পরিচালন সমিতির মধ্যে কোন সমন্বয় নেই
- গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যা দুই ভাগে বিভক্ত —

  ক) গ্রন্থাগারের সমস্যা খ) গ্রন্থাগারিকের সমস্যা

আশিষ হাজরা (বাঁকুড়া)

- ২৯ বছর হলো গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯) পাশ হলেও ন্যূনতম প্রয়োজন গুলোও গ্রন্থাগারগুলি এখনও পর্যন্ত পায়নি।
- বহু গ্রন্থাগারে (বিশেষ করে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া) আলোর ব্যবস্থা নেই।
- সৌরব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা।
- সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- গ্রন্থাগার কর্মী সমস্যা রয়েছে।
- বহু গ্রন্থাগারে কাজের চাপ বেশি হওয়াতে আরও কর্মী প্রয়োজন।
- বহু গ্রন্থাগারে শৌচাগার নেই।

সঞ্চালক রামকৃষ্ণ সাহা বলেন

- কিভাবে এ বিষয়ে M.C কে উদ্যোগি করা যায় তার সুপারিশ করলে SLC তে আলোচনা হতে পারে।
- Awareness Programme আরও করতে হবে।

শক্তিশংকর সিংহ মহাপাত্র (বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক)

- বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা নেই
- বিদ্যালয়ে পরিসেবা দেওয়ার কোনো বিশেষ সুযোগ বা ব্যবস্থা নেই। বই দেওয়া ছাড়া আর কোনও সুযোগ নেই।
- পরিসেবার পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।
- Reading Room নেই।
- আর্থিক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু বোঝেন না বা গ্রন্থাগারিক ও বোঝাতে পারেন না।
- বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনেক পদ খালি আছে।
- Pay Commission এ ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকেরা বঞ্চিত হয়েছেন।

জগদীশ মাহাতো (বিদ্যালয় গ্রন্থাগার)

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা কি?

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

- একই পৌরসভায় ২টি গ্রন্থাগার কিভাবে থাকে?
- অনেক গ্রন্থাগার নিজস্ব জমি থাকা সত্ত্বেও কোন অনুদান পায় নি।
- বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার বা ইউনিট গ্রন্থাগার কর্মীরা সম্মেলনে আসার জন্য কোনো ছুটি পান না। পরিষদ কে নজর দিতে অনুরোধ করেন।

কেশবলাল চক্রবর্তী (নদীয়া)

- কৃত্তিবাস গ্রন্থাগারের কর্মী সমস্যা
- অপৌরিত গ্রন্থাগার গুলোর কোনো Staff Status নেই
- রাজা রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের কোনো বই অনেক গ্রন্থাগার পায় না।
- কর্মীদের বেতনও ঠিকমতো পাওয়া যায় না।
- এই সব গ্রন্থাগারগুলির উপর নজর দেওয়া দরকার।

প্রদীপ নিয়োগী (পরিচালক মন্ডলী)

- পূর্ণ গ্রন্থাগার মন্ত্রী চাই
- পরিষদ কে এবিটিএ র মতো সোচ্চার হতে হবে।
- বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা দিতে হবে।
- তিনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগহীনতার সমালোচনা করেন।
- বিদ্যালয়ে পরিসেবা দেবার সুযোগ থাকা দরকার।
- সরকারি অনুদান বাড়ানো উচিত।
- বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে একজন হিসাবরক্ষক (accountant) থাকা দরকার।
- গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তি করতে হবে।
- সময় পাল্টাচ্ছে। তাই আন্দোলনের পথে যেতে হবে।
- পঞ্চায়েতেও গ্রন্থাগার গুলির বাজেট করা উচিত।

সৌমেন্দু বিকাশ ব্যানার্জী

- গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে।
- কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- পে-স্কেল পরিবর্তিত করা উচিত।

কিরণময় নন্দ

একাডেমিক কাউন্সিলে আমাদের স্ট্যাটাস কি হবে? পে-কমিশনের ব্যাপারে অনেকে অনেক কিছু বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু বিদ্যালয় পরিসেবার কি হবে?

এরপর দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

১ম অধিবেশন : ১ম পর্ব

আলোচ্য বিষয় : সাধারণ গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ

৮ই নভেম্বর, ২০০৮ সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় "সাধারণ গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ"। নিম্নলিখিত প্রবন্ধকার এবং প্রতিনিধিরা প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রদীপ চন্দ

তিনি বলেন গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ বলতে কি বোঝায় এই প্রবন্ধে সেটাই বলতে চেষ্টা করা হয়েছে। যে কোন ভৌগোলিক পরিবেশে এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আন্ত গ্রন্থাগার লেনদেন ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগার আইনে পরিসেবা সংক্রান্ত কোন কথা নেই। আন্তগ্রন্থাগার লেনদেন আইনানুগ হওয়া দরকার। আন্তগ্রন্থাগার লেনদেন কোড সম্বন্ধে বলেন। অপৌরিত গ্রন্থাগারে অনেক তথ্য আছে, কিন্তু নির্ধারিত আইন না থাকায় এগুলো কাজে লাগছে না।

রঞ্জন সামন্ত

সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিসেবার কোন মান নেই। আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ যথাযথ হতে হবে। মানের পরিধি কতটা হবে তা সম্বন্ধে বলেছেন। প্রয়োগ পরিকল্পনার কথা বলেছেন।

অশোক কুমার রায়

পরিসেবার মান আপটুডেট করতে হবে। স্থানীয় সংস্কৃতির তথ্য সংরক্ষণ হওয়া দরকার। আন্তগ্রন্থাগার সহযোগিতা প্রয়োজন। আন্তগ্রন্থাগার লেনদেন নিয়ে আলোচনা করে নিতে হবে। পাঠককে প্রশ্ন করে তাঁর অব্যক্ত বিষয় জেনে নিতে হবে।

মধুসূদন চৌধুরী

সাধারণ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। গ্রন্থাগারের অবস্থান, ব্যবস্থা, সুবিধা এবং পরিসেবার মান, কর্মীদের মান স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে মতামত আলোচনা সাপেক্ষ। গ্রন্থাগারে জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ থাকা দরকার। বাইন্ডিং স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে ভাবা দরকার। গ্রন্থাগার সম্পর্কে রিসার্চ এন্ড ডেভালাপমেন্ট (R&D) থাকা দরকার। পরিসেবার মান উন্নয়নে গ্রন্থাগারকে আরো সচেষ্ট হতে হবে। পাঠকদের ভালবাসতে হবে।

ডঃ স্বপ্না রায়

১৯৭৯ এর গ্রন্থাগার আইনের ছয়বার পরিমার্জন (Amendment) হয়েছে। কিন্তু এখনও সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এটা আত্মসমীক্ষার বিষয়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও মেট্রোপলিটান লাইব্রেরির কি ভূমিকা তা ঠিক করা হয়নি। এর মান নির্ধারণে কি করা উচিৎ তা প্রবন্ধে বলা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে Staff Std. এর ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। বই বাতিল করার কোন মান (Std.) নেই। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে MARC 21 এর Std. ফরমাট করা হয়েছে। কোন স্বীকৃত মান (Std.) থাকা দরকার। গ্রন্থাগারিককে সচেতন হতে হবে।

দেবব্রত মান্না

সাধারণ গ্রন্থাগারে লেন্ডিং পরিসেবা কি হবে? নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি ধরনের হওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন, পরিসেবা ইত্যাদি সম্পর্কে আদেশনামা ২০০৪ সালে বেরিয়েছিল। রিক্রুটমেন্ট রুল, অবসরকালীন সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। স্টাফ স্ট্রাকচার করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বেশি অনুদান দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আইন থাকা প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারের মান উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মানুষের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের সময় পরিবর্তন দরকার।

শক্তিশংকর সিংহ মহাপাত্র

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সুসংবদ্ধ পরিসেবা দিতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগারের উৎস (Resource) কে ব্যবহার করা যেতে পারে যেহেতু বিদ্যালয়ের উৎসের (Resource) সীমাবদ্ধতা আছে। আইনগত জটিলতা থাকলে তা দূর করতে হবে।

ডঃ স্বপ্না রায় বলেন একটি আদেশনামা বেরিয়েছে এবং সেইটি বিদ্যালয় আধিকারিক (DI) এবং জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (DLO) কে দেওয়া হয়েছে সহযোগিতামূলক কাজ করার ব্যাপারে।

সুনীল মন্ডল (বর্ধমান)

দেবব্রত মান্নার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যাপারে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে হবে। গণউদ্যোগ নেওয়া দরকার। আলোচনা সভা করতে হবে। লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। পরিচালক মন্ডলীকে সচেতন হতে হবে। কর্মী সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের বই বিতরনে ঘাটতি আছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পিরিয়ড রাখতে হবে। জেলা পরিষদকে পরিকল্পনা কমিটিতে (Planning Committee) আনতে হবে। গ্রন্থাগারগুলির নামকরনের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাম ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবতে হবে। ৩১৯টি CLIC এর সরকারিকরণ করতে হবে। গ্রন্থাগার আইনের ত্রুটি দূর করতে হবে।

অসীম চক্রবর্তী (হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার)

দৃষ্টিহীনদের পরিসেবা দেওয়ার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের সঠিক পদ্ধতি জানা নেই, সেই ব্যাপারে ট্রেনিং এবং গাইডলাইন থাকা দরকার। গ্রন্থাগারের মর্জা পাল্টে যাচ্ছে। পরিসেবা সম্পর্কে আত্মসমীক্ষা করা দরকার। ফটোকপি, অনলাইন ইন্টারনেট পরিসেবা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। ব্যবসা না

হয়ে যায়। Right to Information সম্পর্কে জানতে হবে।

অনুপ সরকার (উঃ ২৪ পরগণা)

১৯৮০ সালে মান নিয়ে আলোচনার আগেও মান নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ১৯৮০ সালে দুটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল গৃহের মান। বিশেষ করে বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে কিরকম গৃহ হওয়া উচিৎ তা নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ। গ্রন্থের মান নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সংগ্রহ যাতে বেশীদিন ব্যবহার করা যায় তার দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। কাগজ, বাইন্ডিং, ছাপা ইত্যাদি দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। ছোট অক্ষরের বই কেনা উচিৎ নয়। বিষয় বস্তুর মান দেখা দরকার। একই বই বিভিন্ন নামে বেরচ্ছে। আন্তগ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে শহর গ্রন্থাগারকে দায়িত্ব নিতে হবে। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারযোগ্য শিক্ষা দরকার। শহর ও প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারের গ্র্যান্ট সদস্য সংখ্যা বুঝে হওয়া দরকার।

বাবুলাল মাহাতো (জনগ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র, বাঁকুড়া)

জেলাতে ২২টা CLIC আছে। বাঁকুড়া জেলায় সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েতে গ্রন্থাগার গঠন করা যায়নি। CLIC যে উদ্দেশে হয়েছিল তা বজায় থাকছে না।

কাজী ইনামউদ্দিন (উঃ ২৪ পরগণা)

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সলিল চন্দ্র খান

মান আগেও ছিল। BIS স্টান্ডার্ড করেছেন। পরিসেবার ক্ষেত্রে কনসুউমার অ্যাক্টে পরিসেবার মান নিয়ে ভাবতে হবে। মান নির্ণয়ে R&D করা দরকার। CLIC এর রিভিউ হওয়া প্রয়োজন। পরিসেবার মান নিয়ে স্টান্ডার্ড করা দরকার। সরকারি পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারগুলিতে থাকা বা পাওয়া দরকার। এর বিবলিওগ্রাফি হওয়া দরকার। মান উন্নতি করতে মানবিকতা প্রয়োগ করতে হবে। যোগ্যতা উন্নত করতে হবে। অব্যবহারকারি থেকে ব্যবহারকারি এবং ব্যবহারকারী থেকে উন্নত ব্যবহারকারী পরিসেবা কিভাবে দেওয়া যায় তার জন্য স্টান্ডার্ড তৈরি করতে হবে।

শশাঙ্ক দাশগুপ্ত (মালদহ)

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের উপর আলোচনা করে বলেন যে সেখানে CLIC এর উল্লেখ নেই। এর মান নির্ধারণ হওয়া দরকার। এগুলির কার্যকারিতা দেখা যাচ্ছে না। বদলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। প্রমোশনের ক্ষেত্রে জটিলতা আছে। রাজ্য গ্রন্থাগার আধিকারিকের অফিসে স্টাফ প্যাটার্ন করা দরকার। গৃহনির্মাণ গ্র্যান্ডের কাগজপত্রে জটিলতা আছে।

তরুন কুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংগ্রহের কত শতাংশ বই বাতিল করা যায় তার কোন নির্দিষ্ট গাইড লাইন নেই। স্টক চেকিং করতে তাই অসুবিধা হচ্ছে। নৈশ প্রহরীদের ছুটির কোন নিয়মনীতি নেই। হিন্দী ভাষা বইয়ের সঠিক ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ক্যারিয়ার গাইডেন্সে কাউন্সিলিং করে বই রাখলে ভালো হয়। মোবাইল সার্ভিস এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতি থাকা দরকার।

উজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য্য (বাঁকুড়া)

রাজ্য গ্রন্থাগার আধিকারিকের অফিসে স্টাফ স্ট্রাকচার ঠিক করা প্রয়োজন। পাঠকদের নিয়ে প্রতিমাসে আলোচনা প্রয়োজন। মিডিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিকল্পনা দরকার সঠিক তথ্যের জন্য।

সতীশ মাহাতো

তিনি কেকা পান্ডির লিখিত প্রবন্ধ সমর্থন করেন। লোকাল লাইব্রেরি অথরিটিতে নমিনী হিসাবে (Nominee) অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক আসা দরকার। গ্রীষ্মকালে গ্রন্থাগার সকালে খোলা উচিৎ। যে সকল গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের শিক্ষিত করা দরকার।

কেশবলাল চক্রবর্ত্তী (নদীয়া)

ডঃ স্বপ্না রায়ের প্রবন্ধের উপর আলোচনা করে তিনি বলেন তিনি তাঁর প্রবন্ধে যে ধরনের কাজের কথা বলেছেন তা করতে গেলে কর্মী দরকার তার উল্লেখ নেই প্রবন্ধে। আনুষ্ঠানিক ব্যয়ভারের উল্লেখ থাকা দরকার। প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ থাকলে ভালো হতো।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবেদক— পাপড়ি সেনগুপ্ত, বীথি বসু, জয়দীপ চন্দ, বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম গোস্বামী

GRANTHAGAR

Vol. 59 No.9 Editor : Goutam Goswami Asso Editor Joydeep Chanda January, 2010

ENGLISH ABSTRACTS

by Shrabani Majumdar

Library Day (Editorial) **p.263**

20th December is the Library Day and also the foundation day of Bengal Library Association (BLA). In 1925 the BLA started its journey with Rabindranath Tagore as its first president. This year the Library Day is being observed on the last day of the 51st BLA Conference being held on 18-20 December 2009 at the Byantra Public Library in Howrah. The theme of the Library Day discussion is transformation of library and its documents. With the impact of information, communication and technology, the library is going through a revolutionary change. To keep pace with this changing scenario the Association calls for a week-long library awareness in every library of the state to make people library oriented in every possible way.

Tagore's Vision of Knowledge and Its Communication-by Parthapratim Roy.

p.264-267

In this serialised article, the author discussed about the various festivals of Santiniketan and the importance of these festivals in spreading knowledge among the local people and ashramites. The article also described Tagore's vision on village development and education and how the library would play an important role in generating awareness among its readers.

National library Visit Organised by the Bengal library Association-by Sarbani Sarkar. **p.268-271**

The author described about the National Library visit of the students of certificate course of BLA on 8th May 2009. About 90 students with two teachers and ex-students also participated in this educative and enchanting visit of National Library. She also discussed in details about the different activities of the departments of National Library and its rich heritage.

New Dimensions of Cataloguing in the Environment of Information science-by Lakshman Sarkar. **p.272-277**

This article discussed the importance of catalogue in a library which has both the known document and unknown document from the reader's point of view. He also pointed out some disparities in the AACR II mentioning the rule numbers and the implementation of computerised catalogue and its searching benefits. The author suggested the use of open source software KOHA for better searching facilities.

Library Workers' News. **p. 278-279**

1. The WBPLEA of Purulia district donated a draft of Rs.5000.00 to Chief Ministers' Relief Fund in aid of Aaila suffered people. Reported by Kamalkanti Das.

2. The bi-annual general meeting of the WBPLEA, Tufangunge subdivision, Coochbehar district was held on 28th June 2009 at the Rajendra Narayan District Library. Reported by Jayanta Saha.

3. A blood donation camp was organised by the WBPLEA, Coochbehar district on 2nd August 2009 to mark the first death anniversary of its founder, Late Jiten Nandi. About 29 library staff of various subdivisions donated blood for the occasion. Reported by Jayanta Saha.

4. A deputation was placed before the Library

Director on 24th June 2009 by the WBPLEA to highlight various problems of library employees. The discussion with the Director brought out different issues of library staff, namely- speedy employment of library staff to fill up the already existing blank posts, simplification of refixation of late trained library staff, employment on compensatory ground, retirement benefit and pension, etc. Reported by Ashokkumar Das

Library News. **p. 280-284**

1. The 148th birth anniversary of Rabindranath Tagore was celebrated by the Abhijan Sangha Library, Malda on 25th Baisakh, 1416 (Bengali year).

2. The International Mother Language Day was celebrated by the Pragatishil Library, Howrah on 27th February 2009. A meeting was organised to highlight the importance of the International Mother Language Day and our duty. Reported by Saswata Parui

3. Deepshikha Rural Library, Howrah observed the International Mother Language Day on 21st February 2009. Reported by Debabrata Bhandari

4. A meeting was organised by the Rajibpur Agrani Library, Howrah on 17th February 2009 to mark its 60th year celebration. The meeting was financed by the Raja Rammohun Roy Library Foundation. The theme of the meeting was "Role of library in developing the village". Reported by Ashis Sarkar

5. Nabadwip Adarsha Library organised several programmes on 17 and 18th January 2009 for its annual cultural programme, namely 28th Debendranath Memorial Competition, 4th Jagadish Kangshabanik Memorial Competition and the 2nd Suniti Sen Memorial Competition. Reported by Khagendra Bijay.

6. A cultural programme in memory of Rabindranath Tagore and Kazi Najrul was organised by the Srijani Town Library, Habibpur Block, Malda on 19th June 2009. Reported by Ashis Bag.

7. The 148th birth anniversary of Rabindranath Tagore was jointly celebrated by the Memari Milan Sangha, the Municipal Corporation of Memari, and some social organizations. Reported by Rupnarayan Roy.

8. A one-day annual cultural programme was organised by the Deshbandhu Memorial Rural Library, Barddhaman on 24th May 2009. Reported by Swapan Kumar Sen

9. Udayan Sangha Library of Barddhaman observed World Book Day on 23rd April 2009 through various programmes. Reported by Kabita Kundu.

10. The 148th birth anniversary of Rabindranath Tagore and the birth anniversary of Kazi Nazrulislam was celebrated on 7th June 2009 by the Pallisri Library of Howrah. Reported by Ashok Kumar Das .

11. The golden jubilee celebration of Satyamay Public Library, Barddhaman was initiated through various programmes on 14th April 2009. Reported by Sasthicharan Kundu.

12. As part of the golden jubilee celebration of Satyamay Public Library, Barddhaman, it organised a prize distribution ceremony and the birth anniversary of Rabindranath Tagore on 24th May 2009. Reported by Sasthicharan Kundu.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের যোগাযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ** রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী গ্রন্থসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সারসংক্ষেপ (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল এবং সংক্ষিপ্ত (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। কোন ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞাপনের ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য এককালীন টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে ওই কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। প্রবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No . KOLRMS/083/2010-2012
Licence No.: MM & PO SSRM-KOL RMS/RNP-063/LPWP-01 4/2010-12
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd. No . R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 59 : No. 10 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda January, 2010

CONTENTS

Page

Comments on 51st Bengal Library Conference (*Editorial*) 291

Malay Roy

Mizoram Library 292

Amitabha Chattopadhyay

100 years of "The Boys Own Library & Young Mens' Institute 294

Piyali Das

Hybrid Library : a new version of library 296

LIBRARY NEWS 299

LIBRARY WORKERS' NEWS 302

ASSOCIATION NEWS 303

GOVT. ORDER 304

Proceedings of the 50th Bengal Library Conference 309

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 59, NO. 8) 313

Printed & Published by Arun Roy for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor*: **Goutam Goswami**